সংগ্রামী নারী

মুহাম্মদ নূরুয্‌যামান

بسم الله الرحمن الرحيم

www.pathagar.com

সংগ্রামী নারী

মুহাম্মদ নূরুয্যামান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৪৯

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

৪র্থ প্রকাশ

জিলকদ	১৪২৯
অগ্রহায়ণ	১৪১৫
নভেম্বর	২০০৮

বিনিময় ঃ ১৮০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SANGRAMI NARY by Mohammad Nuruzzaman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 180.00 Only.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

হুকুমাতে এলাহিয়া কায়েম করার জন্য যে সব মুজাহিদ স্বৈরাচারী সমাজ ও রাষ্ট্রের দ্বারা নিষ্পেষিত হয়েছেন যুগে যুগে, যাদের বুকের তাজা খুনে রঞ্জিত হয়েছে কারবালার ভূমি, হেজাজ ও নজদের বালুকা, বালাকোটের প্রান্তর, নাসেররের দেশ মিসরের মাটি, জাভা-সুমাত্রার সবুজ অরণ্যানী, আফগানিস্তানের দুর্গম গিরিকান্তার, মেঘনা-যমুনা-পদ্মার বিধৌত পলিমাটি তাঁদের অমর স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হল আমার এ পুস্তিকা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

উম্মাহাতুল মুমিনিন

১। খাদিজা (রাঃ) ১৯
২। সওদা বিনতে যাময়া ২৭
৩। আয়েশা বিনতে আবু বকর (রাঃ) ৩১
৪। হাফসা বিনতে উমর (রাঃ) ৬২
৫। যয়নব বিনতে খোযায়মা ৬৮
৬। উম্মে সালমা ৭০
৭। জয়নব বিনতে জাহাশ ৭৯
৮। জুয়াইরিয়া বিনতে হারেশ ৮৪
৯। উম্মে হাবীবা (রাঃ) ৮৮
১০। সাফিয়া বিনতে হুইয়াই ৯১
১১। মায়মুনা বিনতে হারিস ৯৯
১২। রায়হানা বিনতে সামাউন ১০২
১৩। মারিয়া কিবতিয়া ১০৫

বানাতে রাসূল (সঃ)

১৪। যয়নব (রাঃ) বিনতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ১০৮
১৫। রোকাইয়া বিনতে রাসূল (সঃ) ১১২
১৬। উম্মে কুলসুম বিনতে রাসূল (সঃ) ১১৬
১৭। ফাতেমা বিনতে রাসূল (সঃ) ১১৮
১৮। যয়নব বিনতে ফাতেমা (রাঃ) ১২৬

সাধারণ সাহাবীয়া

১৯। আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) ১৩০
২০। আসমা বিনতে উমাইশ ১৪৬

www.pathagar.com

২১।	আসমা বিনতে ইয়াযিদ	১৫৭
২২।	আতিকা বিনতে যায়েদ (রাঃ)	১৬২
২৩।	আফরা বিনতে উবায়েদ আনসারীয়া	১৬৭
২৪।	অযদাহ্ বিনতে হারিস	১৬৯
২৫।	আরওয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব	১৭১
২৬।	উম্মে আলকামা	১৭৪
২৭।	উম্মে আম্মারা বিনতে কাব	১৭৭
২৮।	উম্মে আতিয়া (রাঃ) বিনতে হারিস	১৮৯
২৯।	উম্মে আবান (রাঃ)	১৯৪
৩০।	উম্মে আয়মন বিনতে সাআলাবা	১৯৬
৩১।	উম্মে আয়ুব আনসারীয়া (রাঃ)	২০২
৩২।	উম্মে ইসহাক (রাঃ)	২০৬
৩৩।	উম্মে ওরাকা বিনতে নওফল	২০৮
৩৪।	উম্মে কুলসুম বিনতে আকাবা	২১১
৩৫।	উম্মে খাল্লাদ (রাঃ)	২১৪
৩৬।	উম্মে খালিদ আমাতা	২১৬
৩৭।	উম্মে জামিল ফাতেমা বিনতে খাত্তাব	২১৯
৩৮।	উম্মুল ফজল লাবাবাতুল কুবরা	২৮৯
৩৯।	উম্মে মা'আবাদ খুজাআইয়া	২৩৩
৪০।	উম্মে রুমান বিনতে আমের	২৩৭
৪১।	উম্মে শরীফ সোদীয়া	২৪০
৪২।	উম্মে সুলায়েম বিনতে মিলহান	২৪২
৪৩।	উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব	২৫১
৪৪।	উম্মে হাকিম বিনতে হারিস	২৫৫
৪৫।	কুতাইলা আবদারিয়া বিনতে নযর বিন হারিস	২৫৮
৪৬।	কাবসা বিনতে মাআন আনসারীয়া	২৬০
৪৭।	খাওলা বিনতে কায়েস	২৬৩
৪৮।	খাওলা বিনতে হাকিম	২৬৬
৪৯।	খাওলা বিনতে সা'লাবা	২৬৯
৫০।	খয়রা বিনতে আবু হাদরাও আসলামী (রাঃ)	২৭৩

www.pathagar.com

৫১। খানসা (রাঃ) বিনতে আমের ২৭৫
৫২। গুযাইয়া বিনতে ইসলাম ২৮৪
৫৩। জামিল বিনতে স'আদ আনসারীয়া ১৮৬
৫৪। জালবিব (রাঃ)-এর সহধর্মিনী ২৯০
৫৫। দুররা বিনতে আবু লাহাব ২৯০
৫৬। ফাতেমা বিনতে কায়েস ২৯৩
৫৭। ফাতেমা বিনতে আসাদ ২৯৮
৫৮। বিনতে আমর বিন অহোর ৩০১
৫৯। রাবিয়া ৩০৩
৬০। মরুবাসীনী সাহাবীয়া ৩০৮
৬১। মায়াযা বিনতে আব্দুল্লাহ ৩১০
৬২। যয়নব বিনতে আবু সালমা ৩১৩
৬৩। যয়নব বিনতে আবু মা'বিয়া ৩১৫
৬৪। যিনিরা মসিয়া ৩১৯
৬৫। রুবাই (রাঃ) বিনতে নদর ৩২১
৬৬। রুবাই বিনতে মুওয়াজ্জিজ ৩২৪
৬৭। লাইলী বিনতে আবু হাসমা ৩২৮
৬৮। বনু আদী গোত্রের দাসী লুবাইয়ানা (রাঃ) ৩৩১
৬৯। সু'দা বিনতে কুবায়রা ৩৩৩
৭০। সাফানা বিনতে হাতিম ৩৩৮
৭১। সাফা বিনতে আব্দুল্লাহ ৩৩৪
৭২। সুফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব ৩৪২
৭৩। সাবিবিয়া গামদিয়া ৩৪৮
৭৪। সুমাইয়া বিনতে খাবাত ৩৫০
৭৫। সাহালা বিনতে সহিল বিন আমর ৩৫৪
৭৬। সুহাইলা বিনতে মাসউদ আনসারিয়া ৩৫৭
৭৭। হাওয়া (রাঃ) বিনতে ইয়াযিদ ৩৫৯
৭৮। হিন্দা বা হিন্দ বিনতে উতবা ৩৬২
৭৯। হিন্দ বিনতে আমর বিন হারাম আনসারীয়া ৩৬৭
৮০। হামনা বিনতে জাহাস (রাঃ) ৩৭১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দয়ালু আল্লাহর নামে।

নবী মোহাম্মদ (সঃ) নারী পুরুষের নবী। অধপতিত নারী পুরুষের তিনি মুক্তিদাতা। কুরআনের আবেহায়াতের দ্বারা তিনি মৃত মানবতাকে সজীব করেছেন। তিনি শিকল পরা নারীর যুগযুগান্তের শিকল খুলে দিয়েছেন। যে অসহনীয় বোঝার দুরন্ত চাপে নারী সমাজ ধূলার সাথে মিশে গিয়েছিল সে ঘৃনিত বোঝা তিনি তাদের পিঠ থেকে অপসৃত করেছেন। সভ্যতার ইতিহাসে তারা প্রথমবারের মত সোজা হয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াল। তিনি তাদেরকে গৌরবের শ্রেষ্ঠ আসন দান করলেন। যাদেরকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে রোম-ইরানের জাহেলী সভ্যতা সংস্কৃতি চিহ্নিত করত তিনি তাদেরকে জীবনের নতুন অর্থ, নতুন আলো প্রদর্শন করলেন। তিনি নারীকে আল্লাহর দাসীর মর্যাদা দিলেন। যে কারও কাছে নত হবে না। স্বামী সমাজপতি রাষ্ট্রপতি তথা কোন পতি কোন স্বামীর কাছে মাথা নত করবে না। মাথা নত করবে একমাত্র আল্লাহর কাছে। দুনিয়ার যাবতীয় ভাংগন, বিপর্যয় ও নির্যাতন থেকে বাঁচবার এটাই একমাত্র রক্ষাকবচ।

যা কখনও কোন সমাজ নারীকে দিতে পারেনি তা তিনি তাদেরকে দিলেন। তিনি কুরআনের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের মনের অন্ধকার দূর করলেন। তিনি নারীকে মা হিসেবে পেশ করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, মাঁর পায়ের নীচে বেহেশত। তিনি বললেন, মায়ের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্য, মায়ের নাফরমানী আল্লাহর নাফরমানী।

রসূলে খোদার মানুষ ও সমাজ গঠনের কর্মসূচী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য। স্বতন্ত্রভাবে নারীপুরুষের আল্লাহর নিকট জবাবদিহির ভিত্তিতে তা রচিত। কিয়ামতের দিন যেভাবে পুরুষ আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তার কর্মের হিসাব পেশ করবে ঠিক সেভাবে নারীও আল্লাহর সমীপে তার প্রাত্যহিক কাজকর্মের হিসেব দিবে। নতুন চেতনায় তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন মানুষ ও নতুন সমাজ গঠন করার জন্য কর্মের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। মদীনার নতুন সমাজ গঠনে আল্লাহর রসূলের সাহাবিয়ারা যে ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন তা মানব ইতিহাসে অতুলনীয়।

www.pathagar.com

সিকি শতাব্দী পূর্বে প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় আমরা যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমাদের সমাজে ইসলামের অবস্থানের যে চিত্র অঙ্কন করেছিলাম তার আরও অবনতি ঘটেছে। ষাট শতকের বাঙ্গালী তথা পাকিস্তানী যুব সমাজ স্বপ্ন দেখেছিল আশির দশকে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে আত্ম প্রকাশ করবে। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে নব্বই দশকে বাংলাদেশে ইসলাম মারাত্মক সংঘাতের সম্মুখীন। মুসলমানদের এ সংকটকালে এলহাদ ও তাগুতের সয়লাব স্রোত প্রতিরোধ করার জন্য আদর্শবাদী নারী সমাজ উম্মে আম্মারা, সুমাইয়া,খানসাদের অপরাজেয় মনোবল নিয়ে অগ্রসর না হলে আমাদের যা কিছু মহত্ত ও মূল্যবান তা ভেসে যাবে এবং আমাদের অস্তিত্ব হবে মারাত্মকভাবে বিপন্ন ওবিপর্যস্ত।

সত্তর বা আশির দশকে বাংলাদেশে যেসব আদর্শবাদী মায়েরা তাদের কলিজার ধনকে বাতিলের মোকাবেলা করার জন্যে মাঠে ময়দানে এগিয়ে দিয়েছেন এবং যাদের সন্তানদের বুকের তাজা খুনে পদ্মা–মেঘনা–যমুনার বিধৌত পলিমাটি রক্তে রঞ্জিত হয়েছে তাদের শ্রম তাদের কোরবানী বৃথা যায়নি। তারা সর্বোত্তম জিহাদে শরীক ছিলেন এবং আখিরাতের আদালতে আল্লাহ্ সুবহানাহু তাদের শহীদ সন্তানদের সাথে তাদের জান্নাতের উচ্চতম মনযিলে অবস্থান করতে দেবেন। এটা তাদের সর্বোত্তম ইবাদত। তাদের শহীদ সন্তানদের কোন অপরাধ ছিল না। তাদের একমাত্র অপরাধ (?) তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মনে প্রাণে ভালবাসত এবং জাহেলী সমাজকে উৎখাত করে পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজ কায়েম করতে চেয়ে ছিল।

সংগ্রামী নারীর বর্ধিত এবং পরিবর্তিত এ সংস্করণে আল্লাহর রসূল (সঃ)–এর আশিজন বিশিষ্ট সাহাবিয়ার জীবন প্রবাহ যৎকিঞ্চিত উল্লিখিত হয়েছে। বস্তুত সংগ্রামী নারী নবী করীম (সঃ)–এর বিশাল জীবন গ্রন্থের এক সংক্ষিপ্ত অধ্যায়। রাসূলে খোদার উসুয়ায়ে হাসানার অনুসরণ ও আনুগত্য হলো ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের মূলমন্ত্র। এটাকে মূল্যবান পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করার তওফিক আল্লাহ সুবহানাহু আমাদেরকে দিন। আমীন।

মুহাম্মদ নূরুযযামান
১লা ডিসেম্বর ১৯৮৯
৩৪৪ টি ভি রোড,
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

হেজাজ থেকে বালাকোট এবং মেঘনা–যমুনার উপকূল থেকে জাভা সুমাত্রা পর্যন্ত বিস্তৃত জনপদে ইসলামী শরীয়াত কায়েমের আন্দোলন নতুন নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে সংগ্রামী মানুষেরা তাদের বুকের তাজা খুন দিয়ে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। কায়েমী স্বার্থের সাথে তাদের হয়েছে সংঘর্ষ, রাষ্ট্র যন্ত্র তাদেরকে পিষে মারতে চেয়েছে যুগে যুগে। শাসক শ্রেণী মানুষের আযাদীর দাবীদারদের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়েছে বিনা দ্বিধায়। সত্য প্রচারের অপরাধে, সুসম সমাজের গোড়াপত্তন করার অপরাধে, মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে শুধু আল্লাহর দাস করার অপরাধে আদর্শহীন সমাজ ও রাষ্ট্র সত্যের সৈনিকদের করেছে শহীদ, দেশ থেকে করেছে নির্বাসিত। কিন্তু হুকুমাতে ইলাহীয়া কায়েমের প্রচেষ্টা এতেও বাধাগ্রস্ত হয়নি। আদর্শের আগুন বুকে নিয়ে নতুন লোক এগিয়ে এসে শহীদ ও নির্বাসিতদের স্থান দখল করেছে আবার।

বর্তমান শতকের ত্রিশের দশক থেকে পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক রূপ ধারণ করেছে। মুসলমান সমাজের নির্জীবতা, অন্ধ অনুকরণ, ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞানতা প্রভৃতির জন্য গোটা সমাজ ভিতর এবং বাহির থেকে আক্রান্ত হয়েছে সমভাবে। একে একে আমাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবন খতম হয়ে গেছে। আমাদের আদর্শকে আমরা ব্যক্তি ও পরিবার পর্যন্ত সংকুচিত করে নিয়ে এসেছি। কিন্তু কোরআনী আদর্শের বিরোধী মতবাদের চাপে আমরা আজ ব্যক্তি ও পারিবারিক পর্যায়ে ইসলাম পালন করতে অপারগ হয়ে পড়েছি। আংশিকভাবে আর বেশীদিন বেঁচে থাকতে পারব বলে আমাদের আশা করা বৃথা। কোরআনী আদর্শের পরিপূর্ণ রূপায়নের উপরই আমাদের বেঁচে থাকার প্রশ্ন সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম করতে না পারলে কোরআন ও সুন্নত বিরোধী মতবাদ আমাদের স্থান দখল করে বসবে, আদ ও সামুদ জাতির ন্যায় আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্মৃতির অতল সমুদ্রে তলিয়ে যাবে। মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের মত আমাদেরও কোন নাম নিশানা থাকবে না।

www.pathagar.com

এ পটভূমিকায় মুসলিম নারী সমাজের কি ভূমিকা হবে তা আমরা এখানেই আলোচনা করব। উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে পুরুষের প্রচেষ্টার সঙ্গে আমাদের মা-বোনদের প্রচেষ্টা কতটুকু সংযোজিত হতে পারে তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। সুস্থ বিবেক সম্পন্ন লোক এটা কোনমতেই স্বীকার করতে পারে না যে, পুরুষ একা একা আদর্শের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে এবং নারী নীরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করে যাবে বা পুরুষকে পেছনে টানবে। আমরা ভাবতেও পারি না, যে সমাজ ও রাষ্ট্রে ধনিক শ্রেণী আরও ফেপে উঠবে না এবং বিত্তহীন শোষিত হয়ে আরা বিত্তহীন হয়ে যাবে না সে ধরনের সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য নারী সমাজ কেন এগিয়ে আসবেন না। যে সমাজে জঠরের জ্বালায় মানুষকে ধুকে ধুকে মরতে হয় না, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীবকে আশ্রয় ও চিকিৎসার অভাবে পশুরমত জীবন যাপন করতে হয় না সে সমাজ কায়েমের জন্য তারাও যে সংগ্রাম করে যাবেন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে, এ কামনা দেশের সকল সুস্থ মানুষের।

রাসূলে করীম (সঃ) এ জাতীয় রাষ্ট্রের উল্লেখ করে বলেছিলেনঃ সেখানে একজন সোনা নিয়ে বেরুবে কিন্তু তা গ্রহণ করার মত লোক থাকবে না। তিনি আরও বলেছিলেনঃ আরবের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্ত্রীলোক নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারবে কোন ব্যক্তি চোখ তুলেও তাকাবে না, এরূপ সমাজের লোকদের নবী করীম (সঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেনঃ "যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজের উদর ভর্তি করে সে ব্যক্তি মুসলমান নয়।"

যে রাষ্ট্রের কর্ণধার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রাসাদ থেকে নয়, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করে সাধারণ কুটীর থেকে করবেন দেশ শাসন, কর্তব্য সম্পাদনের তাকিদে রাতের অন্ধকারে সাধারণ নাগরিকদের অবস্থা দেখে বেড়াবেন, নাগরিক সাধারণের সমাবেশে সওয়ালের জওয়াব দান করবেন, শাসক বিপথগামী হলে শাসিতরা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবে, সে আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে আমাদের মা-বোন কি পেছনে পড়ে থাকবেন? একবারও কি তারা ভেবে দেখবেন না, আজকের দিনে নির্যাতিত মানবতাকে প্রকৃত আযাদী প্রদান করতে হলে এছাড়া কোন পন্থা নেই?

ঘরের প্রাচীরে নারীকে আবদ্ধ করে রাখতে চায় না ইসলাম, আবার নারীকে বাইরের কর্মক্ষেত্রেও ছেড়ে দিতে চায় না দায়িত্বহীনের মত। ইসলাম একটা

www.pathagar.com

সামঞ্জস্য পূর্ণ মধ্যম পন্থায় বিশ্বাস করে। নারী–পুরুষের দৈহিক ও মানসিক গঠন বৈচিত্রকে স্বীকার করে ইসলাম নারীকে বাইরের কিছু কাজও প্রদান করে এবং পুরুষকে ঘরের ভিতরের কিছু দায়িত্বও অর্পণ করে, সমাজকে আদর্শবাদের দিকে পরিচালিত করার জন্য ইসলাম নারী–পুরুষ উভয়কে আদেশ প্রদান করে। নারীকে সমাজের দায়িত্ব সম্পন্ন নাগরিক হিসাবে যথাযোগ্য ভূমিকা পালনকারিনী রূপে দেখতে চায় ইসলাম। ইসলাম যখন বলেঃ তোমরা উত্তম জাতি, মানুষকে সৎকাজের আদেশ প্রদান করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে, তখন নারীদেরকেও উত্তম জাতির অর্ধেক হিসাবে গণ্য করে।

ইসলামী সমাজে নারীকে স্বামীর সংসারের দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও আরও কিছু কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। মানবতার মুক্তি সাধনের জন্য কোরআনী বিধান সমাজের সর্বস্তরে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে তাদেরকেও অংশগ্রহণ করতে হয়। কারণ সামাজিক অন্যায় অবিচারের ধারাকে প্রতিহত না করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে শুধু পুরুষকে জবাবদিহি করতে হবে না, নারীকেও করতে হবে।

আল্লাহ নারী এবং পুরুষ উভয়কেই তাঁর খলিফা হিসাবে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। তাঁর মনোনীত বিধানকে জীবনের সর্বত্র কায়েম করার দায়িত্ব পুরুষের যেরূপ রয়েছে নারীরও ঠিক তদ্রূপ রয়েছে। কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় নারী–পুরুষের দায়িত্ব ঘোষণা করেঃ মোমেন, পুরুষ ও মোমেন নারী পরস্পর বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের আনুগত্য করে। প্রাথমিক যুগে মুসলিম মহিলাদের বিপ্লবী জীবন পর্যালোচনা করলে, তাঁদের সমাজ ও কর্তব্য সচেতনতা আমাদেরকে মুগ্ধ করে। আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার জন্য খাদিজা (রাঃ) তাঁর অঢেল সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সুমাইয়া (রাঃ)–এর উপর নির্যাতনের পাহাড় ভেংগে পড়লেও তিনি ভেংগে পড়েননি। আরবের নিষ্ঠুরতম ব্যক্তি যখন তাঁকে শহীদ করল তখনও মুহাম্মাদ (সাঃ)–এর রেসালতের উপর তাঁর আস্থা কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি।

উম্মে আম্মারা (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানে নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর রাসূলের জীবন রক্ষা করার জন্য শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বর্শা ও তরবারির আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষত বিক্ষত হলেও তিনি পিছু হটেননি।

www.pathagar.com

সাফিয়া (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানে প্রাণাধিক ভাই-এর লাশ দেখে বিচলিত হওয়াতে দূরের কথা, মন্তব্য করেছিলেনঃ আল্লাহর রাস্তায় এটা কোন বড় কোরবানী নয়।

খানসা (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানের পুত্রদের ঠেলে দিয়েছিলেন শহীদ হওয়ার জন্য। আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ)-এর কাহিনী আরও বিস্ময়কর। তিনি পুত্রকে বললেনঃ "তুমি জয়ী হয়ে ফিরে আসলে আমি আনন্দিত হব কিন্তু তুমি আমার কোলে ফিরে না আসলেও আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করব।"

উম্মে সালিম (রাঃ)-এর কাহিনী আরও করুণ। তিনি আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করতে গিয়ে মধুর দাম্পত্য জীবন জলাঞ্জলী দিয়েছিলেন।

এছাড়াও অগণিত মহিলা সেদিন-যাঁরা নবী করীমের জামায়াতে যোগদান করেছিলেন। নিজেদের স্বার্থ ও আত্মীয় স্বজন, স্বামী পুত্রের জীবনের চেয়ে অধিকতর মনে করতেন ইসলামের স্বার্থ এবং নবী করীমের জীবন।

যুদ্ধে যাঁরা শরীক হতে পারতেন না,সাংসারিক দায়িত্ব পালন করার জন্য মদীনায় থেকে যেতেন, তাঁরাই নবী করীমের কুশল বার্তা জানবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠতেন। পিতা ভ্রাতা-স্বামীর শহীদের খবর শোনবার পর নবী করীমের কুশল জানবার আগ্রহ একটুও হ্রাস পেত না তাঁদের।

এগুলো আরব্য উপন্যাসের কাহিনী নয়, আমাদের অতীত দিনের বাস্তব ইতিহাস। আমাদের সোনালী যুগের মেয়েরা আল্লাহর কেতাব ও রাসূলের হাদীসকে আঁকড়ে ধরে অসম্ভব কাজ সম্ভব করে গেছেন। কোরআন ও হাদীস মোতাবেক জীবন গঠন করে আরবের অধঃপতিত মানুষ দুনিয়ার সেরা মানুষ হয়ে গেল মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে।

দুনিয়ার ইতিহাসে মুসলিম মহিলাদের আত্মত্যাগের কাহিনী অতুলনীয়। কোন জাতি এবং বিশেষতঃ তার নারী সমাজ আদর্শের রূপায়নের জন্য জান ও মাল বিলিয়ে দেয়ার এরূপ প্রতিযোগিতায় কখনও অবতীর্ণ হয়নি। আমাদের আজকের দিনের নারী সমাজকে সম্মুখে চলতে হলে অতীত থেকে পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র রাসূলের সাহাবীদের সংখ্যা অনেক এবং তাঁদের জীবনের ঘটনাবলীও বিচিত্র। আর প্রত্যেকের জীবনের কিছুনা কিছু সংগ্রামী দিক রয়েছে। কিন্তু সংগ্রামী নারীতে তাঁদের সকলের জীবনের ঘটনাবলী সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয়নি। তাই আমাকে বাছাই করে মাত্র জন কয়েক সাহাবীয়ার বিশেষ বিশেষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে। বিপ্লবী নারীদের জীবনের ঘটনাবলী পাঠ করে কেহ উপকৃত হলে আমার শ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

১৯৬৪ ইংরাজী
৮৭ আরামবাগ
ঢাকা

প্রকাশনায়ঃ প্রাচী প্রকাশনী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

খাদিজা (রাঃ)

" হে ঈমানদারগণ, তোমরা যে মাল উপার্জন করেছ এবং আমরা তোমাদের জন্যে জমিনের উপর যা উৎপাদন করেছি তার উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর।"

---কোরআন

পরিচিতি

আরবের ধনীশ্রেষ্ঠা মহিলা খাদিজা (রাঃ)-এর বংশের ধারা চার পুরুষ আগে রাসূলে করীমের বংশের সংগে এসে মিলিত হয়। খাদিজার পিতার নাম খাওলেদ বিন আসাদ বিন আবদুল উয্‌যা বিন কুসাই। তাঁর মাতার নাম ছিল ফাতেমা বিনতে যায়েদা। ইতিহাস বেত্তাদের মতে খাদিজা (রাঃ) আবরাহা কর্তৃক মক্কা অবরোধের পনের বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন।

যৌবনে পদার্পণ করার পর তাঁর উন্নত চরিত্র এবং পবিত্র ও সংযমী জীবনের পরিচয় পেয়ে লোকেরা তাঁকে তাহিরা (পবিত্রা) উপাধি প্রদান করেন।

শাদী

তওরাত ও ইঞ্জিলের সুপণ্ডিত ওরাকা বিন নওফেলের সংগে খাদিজার বিয়ের প্রস্তাব হয়, কোন কারণে প্রস্তাব রাস্তবায়িত না হলে আবু হালাহ্ নামক এক ব্যক্তির সংগে তাঁর প্রথম নিকাহ হয়, প্রথম স্বামীর মৃত্যু হলে আতিক বিন আবদে মকজমী তাঁর পাণি গ্রহণ করেন।

তার মৃত্যু হলে বহুদিন তিনি বৈধব্য জীবন যাপন করেন। পিতৃহীন খাদিজা নিজের ভরণপোষণের জন্য বেছে নিলেন তেজারত। কর্মচারী রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে তিনি অঢেল সম্পদ সঞ্চিত করেছিলেন। খাদিজার বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রছিল সিরিয়া, মক্কা থেকে বাণিজ্য পণ্য খরিদ করে তিনি প্রতি বছর সিরিয়া প্রেরণ করতেন। এক মওসুম কালে আবু তালিব নবী করীম (সাঃ)-কে বললেনঃ

www.pathagar.com

খাদিজার সংগে তোমার মোলাকাত করা দরকার, তাঁর পণ্য শীঘ্রই সিরিয়া প্রেরিত হবে। তুমি সংগে থাকলে খুবই উত্তম হত। আমার নিকট কোন অর্থ নেই। অন্যথায় তোমার জন্য পণ্য খরিদ আমিই করে দিতাম।

খাদিজা (রাঃ) মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর সুখ্যাতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি উক্ত আলোচনার বিষয় অবগত হয়ে প্রস্তাব পাঠালেনঃ আপনি আমার পণ্য নিয়ে সিরিয়া যান, আমি আপনাকে অপরলোক অপেক্ষা অধিক পারিশ্রমিক প্রদান করব। আখেরী নবী প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সিরিয়া চলে গেলেন এবং ব্যবসায় সামগ্রী বিক্রয় করে পূর্ববর্তী মওসুম থেকে অনেক বেশী মুনাফা লাভ করলেন।

নবী করীমের বিশ্বাস্ততা, ব্যবসায়ী ক্ষমতা এবং সর্বোপরী চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য অবলোকন করে মুগ্ধ হলেন আরবের এই বিচক্ষণ মহিলা, তাঁকে বিয়ে করার জন্য আরবের বুহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যেসব প্রস্তাব প্রেরণ করেছিলেন তা তিনি একে একে প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি জীবন সঙ্গী হিসেবে বেছে নিতে চাইলেন ভবিষ্যতের নবী মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ)-কে। নিজের বাসনা তিনি বেশীদিন দমন করে রাখতে পারলেন না। উন্নত চরিত্রের অধিকারী সারা আরবের প্রিয় মানুষের কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠালেন।

বিয়ের পয়গাম বহন করে নিয়ে আসেন খাদিজা (রাঃ)-এর দাসী নাফিসা বা নুফাইসা। কোন কোন রেওয়েতে নুফাইসাকে খাদিজার বান্ধবী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইবনে সা'দ নুফাইসা (রাঃ) বিনতে মুনিয়ার বক্তব্যের বিবরণ এভাবে দিয়েছেনঃ নুফাইসা (রাঃ) বলেন, খাদিজা জানবার জন্য আমাকে তাঁর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আমি তাঁর নিকট গিয়ে বল্লাম হে মোহাম্মাদ (সাঃ), আপনি কেন সাদী করছেন না?

তিনি জবাব দিলেনঃ শাদী করার জন্য আমার নিকট অর্থ নেই।

আমি বল্লাম এমন এক স্থানে শাদী করার জন্য আপনাকে আমন্ত্রিত করা হচ্ছে যেখানে বংশ-কৌলিন্য, সম্পদ, সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা সব কিছু বিদ্যমান রয়েছে। আপনি কি এ ধরনের পাত্রীকে কবুল করবেন?

রসুলুল্লাহ্, জিজ্ঞাসা করলেন, সে কে?

www.pathagar.com

আমি বল্লাম খাদিজা।

তিনি বললেন, তার সাথে আমার বিবাহ কি করে হতে পারে?

আমি বললাম, এটা আমার উপর ছেড়ে দিন, তিনি বললেন, বিষয়টি যদি এরূপ হয় তাহলে আমি প্রস্তুত। মোহাম্মদ মোস্তফা প্রস্তাবে সম্মতিদান করলে খাদিজা (রাঃ) তাঁর অভিভাবক চাচা আমর বিন আসকে ডেকে পাঠালেন বিয়ের প্রস্তুতির জন্য। বহু প্রতিক্ষিত নির্ধারিত দিনে আরবের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ খাদিজার গৃহে জমায়েত হলেন, আবু তালিব বিয়ের খোতবা পাঠ করলেন। আবু তালিব বললেনঃ খাদিজার পাণি প্রার্থী মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ যদিও বিত্তহীন কিন্তু চারিত্রিক পবিত্রতা ও পূর্ণত্বের জন্য তিনি একক স্থানের অধিকারী। কারণ বিত্ত স্থায়ী বস্তু নয়, ইহা ধ্বংসশীল। আমি এই বিয়ের মুয়াজ্জাল ও মুতাজ্জাল মোহর আমার সম্পদ থেকে আদায় করছি। আল্লাহ্‌র কসম অতঃপর তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবেই। বলা বাহুল্য বিয়ের মোহর ছিল পাঁচশত দিরহাম এবং তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ।

তৎকালীন আরবে মেয়েদের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণের রীতি প্রচলিত ছিল। বিয়ের পর তিনি পঁচিশ বছর জীবিত ছিলেন, নবী করীম (সাঃ) তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর জীবনকালে আল্লাহ্‌র রাসূল দ্বিতীয় বিবাহ করেননি।

সন্তান–সন্ততি

প্রথম স্বামী থেকে তাঁর দুটি সন্তান ছিল। দ্বিতীয় স্বামী থেকে তিনি একটি কন্যা সন্তান লাভ করেছিলেন। শেষ বিয়েতে তাঁর গর্ভে ছয়টি সন্তান জন্ম নিয়েছিল। কন্যা সন্তানদের মধ্যে নারীকুল শ্রেষ্ঠা জান্নাতবাসীদের মাতা ফাতেমাতুজ্জুহরা (রাঃ),নেতৃ রোকাইয়া (রাঃ), যয়নব (রাঃ) এবং উম্মে কুলসুম (রাঃ) ইসলামী সমাজগঠনে যাদের প্রত্যেকের অবদান ইসলামের ইতিহাসে চির ভাস্বর হয়ে রয়েছে। তাঁর দুটা পুত্র সন্তান জন্মের কিছুদিন পর মারা যান।

প্রথম মুসলমান

খাদিজা (রাঃ) মহানবী মোস্তাফা (রাঃ)–এর শুধু সহধর্মিনীই নন, তিনি তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম কর্মীও। বোহ রাজতোরণে যেদিন মানবতার দরদী মহামানুষটি প্রভুর মনোনিত জীবন–বিধানের সওগাত লাভ করলেন, সেদিনই, খাদিজা তাঁকে বিনা দ্বিধায় মেনে নিলেন আল্লাহ্‌র নবী হিসাবে। সারা আরব যখন কুসংস্কার ও আজ্ঞানতার কঠিন শৈত্যে ঝিমিয়ে পড়েছিলে, তখন এ মহিলাটি এ

www.pathagar.com

ভাবে এতসহজে যে হেরার আলো নির্ণয় করতে পেরেছিলেন, তা তাঁর বিশুদ্ধ চিন্তারই পরিচয় বহন করে।

ইবনে সাআদ ইয়াহইয়া বিন ফুরাতের বরাত দিয়ে আফিফ কিন্দির বক্তব্য উল্লেখ করেনঃ

আমি জাহেলিয়াতের যুগে আমার স্ত্রীর জন্য আতর ও বস্ত্র খরিদ করতে মক্কায় এসেছিলাম। আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিবের মেহমান ছিলাম। ভোর বেলা আমি এবং আব্বাস কাবা শরীফে ছিলাম, একজন যুবক সেখানে উপস্থিত হলেন এবং মস্তক উপরের দিকে উত্তোলন করলেন। অতপর কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গেলেন কিছুক্ষণ পর একজন বালক সেখানে এসে হাযির হল এবং প্রথম ব্যক্তির ডান পার্শ্বে দাঁড়িয়ে গেল এবং ইতিমধ্যে একজন মহিলাও আসলেন এবং বাম পাশে দাড়িয়ে গেলেন। তাঁরা নামায শেষ করে চলে গেলে আমি বললামঃ আব্বাস মনে হয় ইহা কোন বড় ইনকেলাবের পূর্বাভাস। আব্বাস বললেনঃ তুমি কি জান এই ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকটি কে? আমি বললামঃ না। তিনি বললেন, নওজোয়ান আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বালকটি আলী বিন আবিতালিব এবং স্ত্রী লোকটি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদের স্ত্রী খাদিজা বিনতে খাওলেদ। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের ধারণা তাঁর মাযহাব খাঁটি এলহামী মাযহাব। যতদূর আমি জানি এই তিন ব্যক্তি ব্যতীত দুনিয়া জাহানে এই দ্বীনের অনুসারী আর কোন মানুষ নেই।

খাদিজা ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, আল্লাহ্র বেঁকে যাওয়া সৃষ্টিকে আদর্শের চাবুক মেরে সোজা করতে হলে নবীর আন্দোলনে শুধু পুরুষদের যোগদান করলে চলবে না, নারী সমাজকেও তাদের শক্তি অনুযায়ী সাহায্য সহযোগিতা অবশ্যই করতে হবে। এ পথ সেদিন নারীতো দূরের কথা পুরুষদের জন্যও যে সহজ দিল না তার সাক্ষী ইসলামের ইতিহাস। কিন্তু খাদিজা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন এ বন্ধুর পথ।

জিবরাঈলের প্রথম দর্শনের পর মহানবী অত্যধিক ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লে খাদিজা তাঁকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছিলেন। মহানবীর সেই জীবন সন্ধিক্ষণে তিনিই তাঁকে অভয় দিয়েছিলেনঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আল্লাহ্ আপনার সহায়, শুধু সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারণ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, ইঞ্জিল ও তওরাতে সুপন্ডিত তৎকালীন আরবের খ্যাতিমান ব্যক্তি ওরাকা বিন নওফেলের কাছে মহানবীকে নিয়ে হাযির হলেন। হেরার ঘটনা বিবৃত করে আগ্রহ সহকারে শুনেছিলেন তিনি ওরাকার আবেগ

www.pathagar.com

ভরা কণ্ঠের মন্তব্যঃ এ মূসার উপর অবতীর্ণ 'নামুস'। আফসূস। আপনার জাতি আপনাকে দেশান্তরিত করবে। সে সময় যদি আমি বেঁচে থাকতাম এবং আমার গায়ে শক্তি থাকতো।

সহীহ্ বোখারী শরীফে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছেঃ আয়শা (রাঃ) বলেন, আখেরী নবীর উপর ওহীর সূত্রপাত সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে হয়, তিনি যা স্বপ্নে দর্শন করতেন তা প্রভাত রশ্মির মত সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হত। অতপর তিনি নির্জনবাস শুরু করেন। তিনি খাদ্যদ্রব্য নিয়ে হেরা পর্বতে চলে যেতেন এবং সেখানে এবাদতে আত্মনিয়োগ করতেন। পাথেয় নিঃশেষিত হয়ে গেলে তিনি খাদিজা (রাঃ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করতেন এবং খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে পূর্বানীর হেরাপর্বতে চলে যেতেন। ইতিমধ্যে একদিন অদৃশ্য লোকের ফেরেশতা তাঁর নিকট হাযির হয়ে বললেনঃ "পাঠ করুন"। তিনি জবাব দিলেনঃ "আমি লেখা পড়া জানি না।" ফেরেশতা আমাকে সজোরে আলিঙ্গন করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ 'পড়ুন'। আমি বললাম, আমি লেখা পড়া জানিনা, ফেরেশতা দ্বিতীয়বার আমাকে আলিঙ্গণ করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ 'পাঠ করুন'। আমি আগের মতই বললামঃ "আমি লেখা পড়া জানি না।" তৃতীয়বার সজোরে চেপে ধরে বললেনঃ "পড় তোমারা প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে ঘনীভূত শোনিত যোগে সৃষ্টি করেছেন। পাঠ কর তোমার মহিমান্বিত প্রভূর নামে"। আল্লার সান্নিধ্যে গৌরব মন্ডিত হয়ে রাসূলে করীম গৃহে ফিরলেন। তিনি খাদিজা (রাঃ)-কে বললেন, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, তাঁকে বস্ত্রাবৃত করা হল এবং ভীতি দূর হলে তিনি খাদিজা (রাঃ)-কে পূর্বাপর ঘটনা বিবৃত করে বললেনঃ আমার ভয় হচ্ছে। খাদিজা বললেনঃ আপনি ভীত হবেন না, আল্লাহ আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না। কারণ আপনি মৈত্রী স্থাপন করেন, অক্ষম ও দুঃস্থদের সাহায্য করেন, মেহমানদের আশ্রয়দান করেন এবং কষ্টের মধ্যেও সত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। অতপর খাদিজা তাঁর চাচাত ভাই ওরকা বিন নওফেলের কাছে রাসূলে করীমকে নিয়ে গেলেন। ইবনে নওফেল ইসায়ী মজহাবে বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি ইব্রাণী জবানে ইঞ্জিল লিখতেন, সে সময় তিনি দৃষ্টি শক্তিরহিত ও বয়বৃদ্ধ ছিলেন, খাদিজা তাঁকে বললেনঃ হে আমার চাচার পুত্র! আপনার ভায়ের পুত্রের কথা শুনুন, তিনি বললেন, হে আমার ভাই-এর পুত্র-...... তুমি কি দেখেছ? রাসূলে করীম ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলে ওরাকা বললেনঃ মূ'সার নিকট এ 'নামুসই অবতীর্ণ' হয়েছিল। আফসুস আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম এবং আমার শক্তি থাকত যখন আপনার জাতি আপনাকে নির্বাসিত করবে। রাসূলে করীম বললেনঃ তারা কি আমাকে তাড়িয়ে দেবে?

www.pathagar.com

ওরাকা জবাব দিলেনঃ হ্যাঁ, ইহা যখন কারো উপর নাযিল হয়। তখন দুনিয়া তার বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে দেয়। আমি যদি সে সময় জীবিত থাকি তাহলে আপনার সাহায্য করব।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে ওরাকা ইন্‌তেকাল করেন এবং কিছুদিনের জন্য ওহিও বন্ধ থাকে।

যুগান্তকারী কালেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বয়ে নিয়ে এসেছিল যুগপথ নির্যাতিত মানবতার মুক্তি ও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা এবং সর্ব প্রকার কায়েমী স্বার্থের মৃত্যুর সওগাত। প্রথমে আরবের সমাজপতিগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তওহীদের বিপ্লবী বাণীতে মোটেই কান দিল না, হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল ভবিষ্যতের আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। পরবর্তী পর্যায়ে সত্যের সৈনিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা এবং ভূয়া প্রচারণা শুরু করল তারা। কিন্তু এতেও যখন তারা কোন সুফল পেলনা, তখন সারা আরব একজোট হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নবী মোহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর আন্দোলনের কর্মীদের উপর।

মানুষের শুভাকাংখী দলটিকে আরবের সরজমিন থেকে চিরতরে উৎখাত করার সকল প্রকার অপকৌশল প্রয়োগ করল তারা। কিন্তু খাদিজা (রাঃ) তাতে একটুও দমলেন না। নতুন আন্দোলনের সহকর্মীদের সুখ দুঃখে তিনিও অংশীদার হলেন। খাদিজা (রাঃ) নবী মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)–এর সংগে শিবে আবিতালিবে অন্তরীনের সময় সকল প্রকার নির্যাতন সহ্য করে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম কর্মীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সর্ববিধ সাহায্য ও সহযোগিতার দ্বারা মোহাম্মাদ (সাঃ)–এর হাত শক্তিশালী করেছেন এবং সংকটকালে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন খাদিজা (রাঃ)। ইতিহাস বেত্তারা বলেনঃ দ্বীনের দাওয়াতে অবিশ্বাস বা দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য নবী মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) যে আঘাত পেতেন তা খাদিজার (রাঃ) সান্নিধ্যে এলে দূর হয়ে যেত। খাদিজা তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করতেন এবং মুশরিকদের ঘটনা হালকা করে নবী করীম (সাঃ)–এর কাছে পেশ করতেন।

অকৃপণ হস্তে অঢেল সম্পদ বিতরণ

আদর্শের প্রতি শুধু বিশ্বাস নয়, মুখে শুধু 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ও মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' উচ্চারণই নয়, নবীর উপস্থাপিত আদর্শের রূপায়নের জন্য অকৃপণ হস্তে নিজের অঢেল সম্পদ ব্যয় করে আরবের ধনীশ্রেষ্ঠ এ মহিলাটি সকল যুগের

www.pathagar.com

আদর্শবাদীদের জন্যে এক উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন। আল্লাহ্ তাঁকে যে প্রচুর ঐশ্বর্য দান করেছিলেন তা তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন হুকুমাতে এলাহিয়া কায়েম করার কাজে। নিজেকে সম্পদের অধিকারী মনে করলে খাদিজা (রাঃ) এ বিরাট কোরবানীর নজির দুনিয়ায় রেখে যেতে পারতেন কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তিনি কখনো নিজকে বহু কষ্টে অর্জিত বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক মনে করতেন না। তাঁর ঈমান ছিল প্রগাঢ়, তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেনঃ আসমান ও জমিনের মালিক আল্লাহ্ এবং এর যাবতীয় বস্তুতে অধিকার একমাত্র তাঁর। মানুষ শুধু আমানতদার হিসেবে উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করে যাবে। সম্পদের যথেষ্ট খরচের এক বিন্দু এখতিয়ারও তার নেই; খাদিজা নত মস্তকে মেনে নিলেন সম্পদ ব্যয় করার আসমানী নীতি। তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)–এর নির্দেশ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন।

আল্লাহর্ নবীর জীবন সঙ্গিনী প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েও নিজহাতে গৃহের কাজ করতেন, প্রিয়তম স্বামীর সেবা শুশ্রুষা দাস–দাসীর উপর ছেড়ে দিতেন না। বিপ্লবের কাজে প্রত্যক্ষভাবে রাসূলে করীমকে সাহায্য সহযোগিতা করার পর যে সময়টুকু বাঁচত তা তিনি সাংসারিক কাজে ব্যয় করতেন। একদিন রাসূলে করীম (সাঃ) জিবরাঈলের সান্নিধ্যে ছিলেন। জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে বললেনঃ খাদিজা থালাতে করে কিছু নিয়ে আসছেন। আপনি তাঁকে আল্লাহ্ এবং আমার ছালাম পৌছিয়ে দিন।

আল্লার রাসূলের জীবনের সুখ–দুঃখের সঙ্গিনীর আয়ুশেষ হয়ে এল। নবী করীম (সাঃ) এবং তার অনুসারীদের শোকের অতাল্ন্ত সাগরে ভাসিয়ে আলবুর্জের মত অটল ও ধৈর্শশীলা খাদিজা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন, হিজরতের তিন সাল পূর্বে ১১ই রমযান এই শোকতম ঘটনা সংঘটিত হয়। তাঁর মৃত্যুতে মুসলমানদের এক বিরাট শক্তিশালী আশ্রয়স্থল বিনষ্ট হয়ে যায়। অতপর কাফেরগণ নবী করীম এবং নতুন মতবাদে বিশ্বাসীদের উপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বর্ধিত করে দেয়। মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) তায়েফ গমন করতে বাধ্য হন। আল্লাহ নবী খাদিজার ইনতিকালের সনকে 'শোকসাল' হিসেবে উল্লেখ করতেন।

খাদিজার ওফাতের পর নবী করীম (সাঃ) তাঁকে যতটুকু স্ত্রী হিসেবে স্মরণ করতেন তার চেয়েও বেশী ইয়াদ করতেন প্রথম মুসলমান ও শ্রেষ্ঠাসহযোগী হিসেবে। কোনো ভাল জন্তু জবেহ করা হলে তিনি খাদিজার বান্ধবীদের বাসায় তার গোশত পাঠিয়ে দিতেন।

www.pathagar.com

খাদিজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর অনেকদিন পর্যন্ত আল্লার রাসূল (সাঃ) ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্বে খাদিজা (রাঃ)-এর প্রশংসা করতেন। একদিন আল্লার রাসূল (সাঃ)-এর মুখ থেকে খাদিজা (রাঃ)-এর প্রশংসা শুনে উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রাঃ)-এর মনে ঈর্ষার সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি অনুযোগ করে বলেছিলেন আপনি এমন এক বৃদ্ধার কথা স্মরণ করছেন যিনি জীবিত নেই, আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেছেন। তাঁর এ কথা শুনে নবী করীম (সাঃ)-এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, আল্লার শপথ আমি খাদিজার চেয়ে উত্তম স্ত্রী পাইনি। মানুষ যখন আমার কথা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে তখন খাদিজা তা স্বীকার করেছে। তারা বিধর্মী ছিল কিন্তু সে ইসলাম কবুল করেছে। আমার যখন সাহায্যকারী ছিল না তখন সে আমাকে সাহায্য করেছে। মানুষ যখন আমাকে বঞ্চিত করেছে তখন আল্লাহ্ তার গর্ভ থেকে আমার সন্তান দান করেছেন।

মা আয়েশা (রাঃ) এ ঘটনার বিবরণ এভাবে দিয়েছেনঃ আল্লার রাসূল (সাঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে আমি খাদিজাকে সবচেয়ে বেশী ঈর্ষা করতাম এবং তা এজন্য যে, আল্লার রসূল (সঃ) তাঁকে অত্যধিক স্মরণ করতেন এবং ছাগল যবেহ করে তার বান্ধবীদের তালাশ করে তাদেরকে বিলাতেন। আমার কি অবস্থা হত যদি আমি তাকে জীবিতপেতাম।

অপর এক রেওয়ায়েতে তিনি বলেন, ঈর্ষার কারণ ছিল যে, রাসূল (সাঃ) তাঁকে বেহেশতে এমন এক গৃহের সুসংবাদ দান করেছেন যা সোনা ও রূপার সূতা দ্বারা অলংকৃত এবং যাতে কোনরূপ হট্টগোল ও কষ্ট নেই। তিরমিযি

একাধিক হাদীসে মা খাদিজা (রাঃ)-এর ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি আল্লার রাসূল-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেনঃ খাদিজা বিনতে খুয়াইলেদ তাঁর যুগের মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং মরিয়ম বিনতে এমরানও তাঁর যুগের মহিলাদের মধ্যে শেষ্ঠা। - তিরমিযি

www.pathagar.com

সওদা বিনতে যামআ

পরিচিতি

সওদা (রাঃ) আরবের প্রখ্যাত কোরায়েশ গোত্রের আমর বিন লুমি শাখার সাথে সম্পর্কিত । তার পিতা যামআ বিন কয়েস বিন আবদুল শামস । তার মাতার নাম সামুস । যিনি বনু নাজ্জার গোত্রের মেয়ে ছিলেন । তাই সওদার ধমনীতে আরবের দুটি মশহুর খান্দানের রক্ত প্রবাহিত ছিল । তিনি দীর্ঘাঙ্গিনী ও সুন্দরী ছিলেন। যৌবনকালে তার বিবাহ চাচাত ভাই সাকরান বিন আমরের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। সাকরানের ঔরশে তিনি এক পুত্র সন্তান লাভ করেন । তার নাম আবদুর রহমান (রাঃ)। আবদুর রহমান ওমর (রাঃ)–এর খেলাফত কালে কোন এক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন ।

রেসালতে মোহাম্মদীর সূর্য আরবের আসমানে উদীত হওয়ার সাথে সাথে যে সব সৌভাগ্যবান নারী পুরুষ নিজেদের জীবনকে পাক পবিত্র ও আলোকিত করেছিলেন তাদের মধ্যে সওদা বিনতে যামআ অন্যতমা । শুধু তিনি নন, তাঁর সাথে তার প্রিয়তম স্বামী সাকরান বিন আমরও ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য হাসিল করেন । কাফেরদের ঠাট্টা – বিদ্রুপ ও নির্যাতন সীমা অতিক্রম করলে সওদা ও তার স্বামী স্বদেশ ত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন । কিছুদিন আবিসিনিয়ায় অবস্থান করার পর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন । স্বামীর ইনতেকালের পূর্বে সওদা স্বপ্ন দেখলেন যে তিনি শুয়ে রয়েছেন, আসমান থেকে চাঁদ বিচ্যুত হয়ে তার উপর পড়ল । স্বামীর নিকট স্বপ্ন বর্ননা করলে তিনি বললেন যে, আমার মৃত্যু হলে আরবের চাঁদ মোহম্মদ (সাঃ)–এর সাথে তোমার শাদী মোবারক অনুষ্ঠিত হবে । তার এ স্বপ্ন পরবর্তীকালে বাস্তবায়িত হয় । খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)–এর মৃত্যুর পর স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতেন । খাদিজা (রাঃ) যে সময়টুকু সন্তানদের লালন পালনের জন্য ব্যয় করতেন তা তখন নবী করীম (সাঃ)–কে করতে হত । স্বাভাবিকভাবে এতে রেসালতের গুরুযিম্মাদারী পালনের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটত । নবী করীম (সাঃ) খুব চিন্তিত ছিলেন । এ অবস্থায় একদিন তার অন্যতম সাহাবিয়া খাওলা বিনতে হাকীম তার নিকট এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমি আপনাকে সর্বদা চিন্তিত দেখি । রাসূল (সাঃ) বললেন, খাদিজা সন্তানদের লালন–পালন করতেন এবং তাদের তালিম তরবিয়তও দিতেন। খাওলা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)

আপনার একজন উত্তম জীবন সঙ্গীনীর প্রয়োজন রয়েছে। অতপর তিনি সওদা বিনতে যাময়ার নাম প্রস্তাব করেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার প্রস্তাবে সম্মতি দান করলেন। খাওলা (রাঃ) সওদা (রাঃ)–এর পিতার নিকট এ ঐতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করেন। যাময়া (রাঃ) কন্যার রায় গ্রহণ করে বিবাহের আয়োজন করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যাময়া (রাঃ)–এর ঘরে আগমন করেন এবং চারশত দিরহাম মহরানা ধার্য করে সওদাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।

কথিত আছে যে, সওদার ভাই আবদুল্লাহ বিন যাময়া যিনি তখনও ইসলাম কবুল করেন নি, তিনি এ বিবাহে আপত্তি উত্থাপন করেন। পরবর্তী কালে ইসলাম কবুল করার পর তিনি এজন্য খুব আফসোস করতেন। প্রায় সমসাময়িক কালে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর সাথে আয়েশা (রাঃ)–এর বিবাহ হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সওদা (রাঃ) খুব সরল ও সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। আরবে তখনও কোন হাম্মাম বা টয়লেটের ব্যবস্থা ছিল না। তিনি অন্যান্য মেয়েদের ন্যায় প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ঘরের নিকটবর্তী বনে জঙ্গলে যেতেন। উমর (রাঃ) তা পসন্দ করতেন না। সাধারণ মেয়েদের ন্যায় সওদা যাতে আচরণ না করেন তার জন্য তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর দরবারে আবেদন পেশ করেন এবং তাকে পর্দা পালন করার জন্য অনুরোধ করেন। যেহেতু পর্দার আয়াত তখনও নাযিল হয়নি, তাই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উমর (রাঃ)–এর প্রস্তাব গ্রহণ করে কোনরূপ বিধি নিষেধ আরোপ করেননি। বর্ণিত রয়েছে যে, উমর (রাঃ)–এর প্রস্তাব শুনে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নিরবতা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু উমর (রাঃ) দমবার পাত্র ছিলেন না। একদিন রাত্রিকালে সওদা (রাঃ) যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য রাস্তা অতিক্রম করছিলেন তখন উমর (রাঃ) তাকে দেখতে পেয়ে বললেনঃ হে সওদা আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি। উমর (রাঃ)–এর কথা সওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার আত্মসম্মানে আঘাত করল। তিনি তা খুব অপসন্দ করলেন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তার বিরুদ্ধে নালিশ করলেন।

এ ঘটনার পর পর্দার আয়াত নাযিল হয়। অবশ্য কোন কোন ঐতিহাসিক ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লামের দরবারে এ মর্মে অভিযোগ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর দরবারে ভাল–মন্দ সব ধরনের লোকই আগমন

www.pathagar.com

করে। তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরিবার পরিজনকে পর্দার প্রতি বিশেষ নযর দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আরবের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নারী পুরুষ একত্রে যখন একই থলিতে যাচ্ছিলেন, তখন আয়েশা (রাঃ)-এর হাতের সাথে অপর এক ব্যক্তির হাত লেগেছিল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তা খুব অপসন্দ করেছিলেন এবং এ পটভূমিতে পর্দার আয়াত নাযিল হয়।

সওদা (রাঃ) ধন -সম্পদের প্রতি একেবারেই অনাসক্ত ছিলেন। গরীব মিসকীন ও অনাথদেরকে সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার মধ্যে তিনি সম্পদের সার্থকতা উপলব্ধি করতেন। তিনি কখনও কোন সম্পদ সঞ্চয় করে রাখতেন না। যা তার কাছে আসত তা তিনি সংগে সংগে ব্যয় করতেন। উমর (রাঃ) তার খেলাফত কালে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর জীবসঙ্গিনীর নিকট একথলে দিরহাম পাঠিয়েছিলেন। সওদা (রাঃ) তা দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এতে কি রয়েছে? লোকজন বললেনঃ দিরহাম। তিনি বললেন, থলের মধ্যে খেজুরের ন্যায়। অতপর তা তিনি গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

নিজের আরাম আয়েশকে কোরবান করে অপরের জীবনকে সুখী ও সুন্দর করার প্রবণতা তাঁর ছিল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার জন্য যে দিনটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তা তিনি আয়েশা (রাঃ) -কে দান করে দিয়েছিলেন, আয়েশা (রাঃ) তার এ কোরবানীতে খুবই অভিভূত হয়েছিলেন। তার নৈতিক ও চারিত্রিক পাক পবিত্রতা অতুলনীয় ছিল। এজন্য আয়েশা বলতেন, আফসোস আমার রূহ যদি সওদার দেহে ফোকে দেয়া হত! সওদা (রাঃ) খুব বুদ্ধিমতি ছিলেন এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তাও রসালভাবে বলতে পারতেন। কোন এক রাত্রে তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সাথে নামায পড়ছিলেন। রাসূল (সাঃ) মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দীর্ঘক্ষণ সিজদারত ছিলেন। সম্ভবত তাতে সওদা (রাঃ)-এর কষ্ট হচ্ছিলো। ভোর বেলা সওদা (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ) -কে বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -রাত্রিবেলা দীর্ঘক্ষণ আপনি সিজদা রত ছিলেন তাতে আমার মনে হচ্ছিল যে, আমার নাক ফেটেই যাবে নাকি! তার কথা শুনে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মৃদু হাসলেন।

সওদা (রাঃ) রাসূলে খোদা (সাঃ)-এর সাথে দশম হিজরী সনে হজ্ব ব্রত উদযাপন করেন। তিনি লম্বা ও মোটা হওয়ার কারণে দ্রুত চলতে অক্ষম ছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই তাঁকে যাত্রা করার অনুমতি দেন যাতে ভিরের মধ্যে তার কোন তকলিফ না হয়। এ হজ্বের পরই

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ তার সকল সহধর্মিনীদেরকে বললেন, অতপর নিজেদের ঘরে বসে থাকতে হবে। সম্ভবত রাসূলে খোদা এ কথার দ্বারা এ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে পবিত্রা স্ত্রীগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হজ্ব করার ভবিষ্যতে আর কোন সুযোগ পাবে না। সওদা এবং যয়নব বিনতে জাহাশ খুব গুরুত্বের সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ উপদেশ পালন করেছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ঘর থেকে বের হননি। তিনি বলতেন আমি হজ্ব এবং ওমরা করেছি। এখন আল্লাহর হুকুম ঘর থেকে বের হব না।

সওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা উমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন.............। কোন কোন ইতিহাসবেত্তার মতে আমির মা'বিয়ার শাসনামলে তিনি মৃত্যু বরনণ করেন। পাক ভারতের মশহুর আলেম ও গবেষক আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী প্রথমোক্ত অভিমত সঠিক জ্ঞান করেন। তিনি পাঁচটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

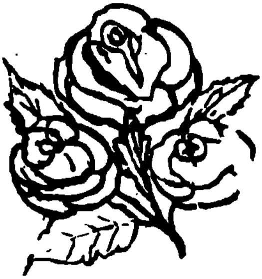

www.pathagar.com

আয়েশা (রাঃ)

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ
عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"যারা আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করে কোনরূপ এহসানের প্রত্যাশা না করে। তাদের পুরস্কার তাদের প্রভুর কাছে রয়েছে। তাদের দুঃখ ও ভয় করার কোন কারণ নেই।" ---কোরআন।

'দানশীলতা বেহেশতের একটি গাছ। দানশীল ব্যক্তি ঐগাছের ডাল ধরলো, যা যতোক্ষণ তাকে বেহেশতে দাখিল না করবে ততোক্ষণ সে তাকে ছাড়বে না। কৃপনতা দোজখের একটি ডাল। কৃপণ ব্যক্তি এমন একটি ডাল ধরলো, যা তাকে দোযখে নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত ছাড়বে না।' –হাদীস

পরিচিতি

আয়েশা (রাঃ), মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)–এর নবুওয়াত প্রাপ্তির চার বছর পর মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার উপাধী ছিল ছিদ্দিকা এবং হুমরা। তাঁর পিতা আবু বকর (রাঃ) ছিলেন নবী করীম (সাঃ)–এর বিশ্বস্ত বন্ধু। তাঁর মাতা জয়নাব উম্মে রূমান নামে পরিচিত ছিলেন।

নিকাহ

খাদিজা (রাঃ)–এর ইন্তেকালের পর খাওলা বিনতে হাকিম রাসূলে করীম (সাঃ)–এর অনুমতি নিয়ে উম্মে রূমানের কাছে শাদীর প্রস্তাব পেশ করেন। উম্মে রূমান স্বামী আবু বকর (রাঃ)–এর নিকট ঘটনা বিবৃত করলে তিনি দ্বিধা করতে থাকেন। জাবির বিন মুতয়িম নামক এক ব্যক্তির কাছে আয়েশা (রাঃ) –কে বিয়ে দেয়ার জন্য তিনি ওয়াদাবদ্ধ ছিলেন। এ ছাড়াও তার ইতস্তত করার আরও একটি কারন ছিল। নবী করীম (সাঃ)–এর সংগে তার ভাই সম্পর্ক (রক্ত বা বংশগত নয়) ছিল এবং সম্পর্কিত ভাইয়ের সংগে মেয়ে বিয়ে দেবার রেওয়াজ আরবে ছিল না।

www.pathagar.com

জাবির নিকাহ করতে অসম্মত হল

কিন্তু জাবিরকে প্রশ্ন করা হল সে নিকাহ করবে কি না ? জাবির আয়েশাকে নিকাহ করতে এজন্য অসম্মত হলো যে, আয়েশার সংগে দ্বীন ইসলামও তার পরিবারের মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে। অন্য বাধাও অপসারিত হল। নবী করীম (সাঃ) স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, দ্বীনি ভাইয়ের সংগে মেয়ে বিয়ে দেয়া নাজায়েজ নয়, অতপর আবু বকর (রাঃ) খাওলার (রাঃ) মারফত নবী করীম (সাঃ)–এর সংগে আয়েশার আকদ করিয়ে দিলেন, পাঁচ শত দিরহাম দেনমোহর নির্ধারিত হল। আয়েশা (রাঃ) তখন তার জীবনের ছটি বছর মাত্র অতিক্রম করেছেন।

তিনি বিয়ে সম্পর্কে অবগত ছিলেন না

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ বিয়ে সম্পর্কে আমি মোটেই অবহিত ছিলাম না। আমার চলা ফেরার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করলে আমি বুঝতে পারলাম যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। অতপর আম্মা আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। এর তিন বছর পর মদীনায় রুসুম অনুষ্ঠিত হয়, তাঁর আকদ ও রুসুমাত উভয়ই শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

আয়েশা সিদ্দিকার বিয়ে আরবের দুটি কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল।

একঃ সম্পর্কিত ভাইয়ের মেয়ে বিয়ে করা নাজায়েজ নয়।

দুইঃ শাওয়াল মাসে বিবাহ করা কোন বাধা নেই, এর আগে আরব দেশে শাওয়াল মাসে বিবাহ অনুষ্ঠিত হত না।

আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) নবী করীমের সংগে ন'বছর দাম্পত্য জীবন যাপনের পর বিধবা হন। আটচল্লিশ বছর বৈধব্য জীবন কাটিয়ে সাতষট্টি বছর বয়সে প্রভুর সংগে গিয়ে মিলিত হন। মদীনার গভর্নর আবু হুরায়রা (রাঃ) তার জানাযার নামাযে ইমামতি করেন।

মুনাফেকের আক্রমণ

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)–এর জীবন খুব ঘটনা বহুল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর জীবনকালে এবং তাঁর তিরোধানের পরও তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

মুনাফেকগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন। তারা আস্তিনের সাপ। তারা কখনও ইসলামের বুলন্দ মরতবা কামনা করে না। তারা মুসলমানদের বাহ্যিক

www.pathagar.com

এবাদত-বন্দেগী এমনকি জিহাদে শরীক হলেও মনে প্রাণে ইসলামের জয়যাত্রার বিরোধিতা করে। জাগতিক ভয়ভীতির কারণে তারা ইসলামের আদর্শবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন কথা বলে না। কিন্তু ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে তারা সর্বদা যোগ সাজস করে, আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ)-এর দুশমনদের সাথে তারা সর্বদা বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং ইসলামকে কায়েম করার জন্য যারা ব্রতী তাদের পাক ও পবিত্র চরিত্রকে মানুষের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য গর্হিত পন্থা অবলম্বন করে।

মদিনার মুনাফিকগণ এবং তাদের সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই ইসলামের উত্তরোত্তর জয়যাত্রার জন্য খুবই নাখোশ ছিল। মুসলিম সমাজকে দ্বিধা বিভক্ত করার জন্য তারা বিভিন্ন কুটিল পন্থা অবলম্বন করে। হিজরী ৬ সনে বনু মুসতালিকের অভিযান থেকে ফেরার পথে সামান্য পানি পান করাকে কেন্দ্র করে তারা মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার কোশেশ করে। ইসলামের সুদৃঢ় ঐক্যকে বানচাল করার এবং তার আন্তরিক ও সার্বজনিন আবেদনকে নস্যাত করার অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তারা ভৌগলিক ও গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্বের নামে আন্দোলন সৃষ্টি করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। আবদুল্লাহ বিন উবাই দাম্ভিকতার সাথে ঘোষণা করে যে, মদীনা প্রত্যাবর্তন করার পর সে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও তার অনুসারীদেরকে শহর থেকে বের করে দেবে। মুসলমানদের জন্য চরম সংকটের সময় ছিল। ওমর (রাঃ) ফেৎনাকরীকে হত্যা করার পরামর্শ দিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সবরের পরাকাষ্ঠা দেখালেন। তিনি বললেন, হে ওমর। দুনিয়ায় লোক কি বলবে? মোহাম্মদ (সাঃ) তার সঙ্গী সাথীদেরকে হত্যা করেছে।

সৈন্যদের বিশ্রামস্থলে এ আলোচনা চলছিল। তিনি এ আলোচনা বন্ধ করার জন্য রাত ভোর হওয়ার পূর্বে তাঁর চিরাচরিত নিয়মের বিপরীত সৈন্যদের মার্চ করার হুকুম করলেন। আয়েশা (রাঃ) সে সময় প্রকৃতির আহবানে একটু আড়ালে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন সব লোকজন চলে গিয়েছেন। তিনি ভোর পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করলেন এবং জনৈক সাহাবী ভোরবেলা তাকে সেখানে পেলেন এবং মাতৃসুলভ সম্মান সহকারে তাকে পরবর্তী মনযিলে আল্লাহর রাসূলের কাছে পৌছিয়েদিলেন।

আবদুল্লাহ বিন উবাই প্রথম ফেতনায় ব্যর্থ হয়ে দ্বিতীয় ফেতনা সৃষ্টি করার জন্য উদ্যত হল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সম্মানিত স্ত্রীর বিরুদ্ধে মারাত্মক প্রচারণা শুরু করল। এ বিষাক্ত প্রচারনা মা আয়েশার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আল্লাহর রাসূল মানসিক অশান্তি ভোগ করতে থাকেন। কিছু সংখ্যক সরলমনা মুসলমান মুনাফেকদের জঘন্য প্রচারণায় বিভ্রান্ত হন। অবশিষ্ট সকল মুসলমান খুবই উত্তেজিত ছিলেন। তারা মুনাফেকদের নেতার মাথা উড়িয়ে দেয়ার জন্য উদ্যত ছিলেন। অবশেষে মেহেরবান আল্লাহ মা আয়েশার নিষ্পাপ চরিত্রের শাহাদাত দিলেন। বস্তুত এটা ছিল আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও তার উম্মতের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এক বিরাট মেহেরবানী। অন্যথায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হত।

আয়েশা (রাঃ) পেছনে রয়ে গেলেন

উম্মুল মুমিনীন এ ঐতিহাসিক ফেতনার বিবরণ এভাবে দিয়েছেন ঃ-

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর নিয়ম ছিল, সফরে যাওয়ার পূর্বে কুরার মাধ্যমে ঠিক করতেন তার বিবিদের মধ্যে কে তার সফরসঙ্গিনী হবেন। বনি মুসতালিকের যুদ্ধের সময় কুরাতে আমার নাম উঠলো। আমি তার সাথে সফরে গেলাম। প্রত্যাবর্তন কালে মদীনার অদূরে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) রাত্রি যাপনের জন্য মনযিল স্থির করলেন। রাত্রি কিঞ্চিৎ বাকী থাকার পূর্বে তিনি মার্চ করার জন্য তৈয়ার হতে হুকুম করলেন। আমি পেশাব পায়খানার জন্য (কিঞ্চিৎ দূরে) গেলাম। ক্যাম্পের নিকট ফিরে আসার পর মনে হল আমার গলার হার কোন স্থানে ছিড়ে পড়ে গিয়েছে। আমি তা তালাশ করা শুরু করলাম। ইতিমধ্যে কাফেলা সেখান থেকে চলে গেল।

নিয়ম ছিল সৈন্য মার্চ করার সময় আমি আমার 'হাওদায়' (উটের উপর সে পালকী বসান হয়) বসে থাকতাম। চার জন লোক তা উটের উপর উঠিয়ে দিত। সে যুগে খাদ্যের অভাবের জন্য আমরা মেয়ে-ছেলেরা খুব হালকা পাতলা ছিলাম হাওদা উঠানোর সময় লোকজন অনুভব করতে পারেনি যে, আমি হাওদার মধ্যে নেই। তারা অজান্তে খালি হাওদা উটের উপর চড়িয়ে দিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল।'

হার নিয়ে আমি যখন ফিরলাম তখন সেখানে কেহ ছিল না। আমি চাদর গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম এবং ভাবতে লাগলাম যখন সামনে গিয়ে তারা আমাকে পাবে না তখন তারা স্বয়ং আমাকে তালাশ করার জন্য এখানে আসবে। এভাবে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি যে স্থানে শুয়ে ছিলাম তার নিকট দিয়ে ভোরবেলা সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল সালমী যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে চিনে ফেললেন। পর্দার আহকাম নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি বহুবার আমাকে দেখেছেন। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য

www.pathagar.com

তিনি বদরী সাহাবী। ভোরবেলা পর্যন্ত তার ঘুমানোর অভ্যাস ছিল। তিনি বিরাট ময়দানের কোন স্থানে ঘুমুচ্ছিলেন এবং ভোরবেলা মদীনা যাচ্ছিলেন।) তিনি আমাকে দেখার সাথে সাথে উট থামালেন এবং স্বতস্ফূতভাবে বলে উঠলেন–'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। আল্লাহর রাসূলের বিবি এখানে রয়ে গিয়েছেন।

তার কথায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, আমি তৎক্ষণাৎ উঠলাম এবং চাদর দিয়ে চেহারা আবৃত করলাম। তিনি আমার সাথে কোন কথা বললেন না। তার উট আমার সামনে বসিয়ে দিলেন এবং তিনি একটু দূরে দাঁড়ালেন। আমি উটের উপর সওয়ার হলাম। তিনি রশি পাকড়াও করে রওয়ানা হলেন। প্রায় দুপুরের সময় আমরা কাফেলার নিকট পৌছলাম। সবেমাত্র কাফেলা সেখানে পৌছেছিল। তারা জানতে পারেনি যে, আমি পেছনে রয়েছি। এথেকে অপবাদকারীরা অপবাদ রটিয়ে দিল। আবদুল্লাহ বিন উবাই তার নেতৃত্ব দিচ্ছিল। আমি বে-খবর ছিলাম। আমার সম্পর্কে কি বলা হচ্ছে তা আমি জানতাম না। অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, সাফওয়ানের উটের উপর সওয়ার হয়ে মা আয়েশা যখন কাফেলার কাছে ফিরে এলেন এবং যখন প্রকাশ হল যে তিনি এভাবে পেছনে পড়েছিলেন তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই (আল্লাহ, তার রাসূল এবং উম্মতে মুসলিমার অভিসম্পাত তার উপর) বলে উঠলঃ

আল্লাহর কসম, বে-দোষ আসেনি। দেখ তোমাদের নবীর বিবি অন্যলোকের সাথে রাত্রি যাপন করেছে এবং এখন তাকে নিয়ে প্রকাশ্যে আসছে।

আয়েশা (রাঃ) অসুস্থ হলেন

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ মদীনায় পৌছার পর আমি অসুস্থ হলাম। প্রায় একমাস বিছানায় পড়ে রইলাম। এ অপবাদ শহরের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছিল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর কানেও তা পৌঁছেছিল। আমি কিছুই জানতাম না। অবশ্য একটা বিষয় আমার নিকট দৃষ্টিকটু ছিল, আমার অসুস্থতার সময়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর যে মনোযোগ আমার প্রতি হওয়া উচিত ছিল তা তিনি দেননি। তিনি ঘরে আসলে আমার কথা জিজ্ঞাসা করতেন, সে কেমন আছে? তিনি আমাকে সরাসরি কিছু জিজ্ঞাসা করতেন না, এতে আমার সন্দেহ হত যে, অবশ্য কোন বিষয় রয়েছে। অবশেষে আমি অনুমতি নিয়ে আমার মা'র কাছে চলে গেলাম যাতে তিনি আমার শুশ্রুষা করতে পারেন।

www.pathagar.com

ঘটনা জ্ঞাত হলেন

এক রাত্রে আমি কাযায়ে হাজাতের জন্য মদীনার বাইরে গেলাম। সে সময় আমাদের ঘরে শৌচাগার ছিল না। আমরা জঙ্গলে যেতাম। মিসতাহ বিন উসামার মা যিনি আমার পিতার খালাত বোন আমার সাথে ছিলেন। (মিসতাহ অপবাদকারীদের অন্যতম)। রাস্তায় তার চোট লাগল এবং তিনি স্বতষ্ফূভাবে বলে উঠলেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক।

আমি বললাম, আচ্ছা মা! এমন পুত্রকে গালি দিচ্ছেন যিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বললেন হে ভাতিজি তুমি কি কিছুই জ্ঞাত নও? অতপর তিনি সম্পূর্ণ কাহিনী বললেন। (মুনাফেকদের সাথে মিসতাহ, কবি হাসান বিন সাবেত এবং উম্মুল মুমিনীন জয়নব বিনতে জাহাশের বোন হামনা বিনতে জাহাশও ছিলেন)। এ কাহিনী শুনে আমার খুন শুকিয়ে গেল এবং যে কাজের জন্য আসছিলাম তাও ভুলে গেলাম। ঘরে চলে এলাম এবং সারারাত কেঁদে কাটালাম।

রাসূলুল্লাহ্র অনুসন্ধান

আমার অসাক্ষাতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ), আলী (রাঃ) এবং উসামা (রাঃ)-কে আহবান করলেন। তাঁদের নিকট পরামর্শ চাইলেন। উসামা (রাঃ) আমার সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! মঙ্গল ছাড়া অন্যকিছু আপনার স্ত্রীর মধ্যে পাই নি। যা উড়ান হচ্ছে তা নিছক মিথ্যা ও বাতেল। আলী (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! স্ত্রীলোকের কোন অভাব নেই। আপনি তাঁর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন। যদি অনুসন্ধান করতে চান তাহলে খেদমতগার দাসীদের জিজ্ঞাসা করুন। অতপর খেদমত কারিনীকে জিজ্ঞাসা করা হল। সে বলল, যে আল্লাহ আপনাকে হকের সাথে পাঠিয়েছেন তার কসম আমি তার মধ্যে এমন কোন মন্দ পাইনি যার সমালোচনা করা যায়। অবশ্য এতটুকু ত্রুটি রয়েছে যে, আমি আটা ভেংগে কোন কাজে যেতে হলে বলি, বিবি একটু খেয়াল রাখবেন কিন্তু তিনি শুয়ে যান এবং বকরী এসে আটা খেয়ে ফেলে।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর খোতবা

সেদিনই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) খুতবা দিলেন। হে মুসলমাগণ কে সে ব্যক্তির হামলা থেকে আমার ইজ্জত রক্ষা করবে যে আমার পরিবারের উপর অপবাদ দিয়ে আমাকে বহুদ কষ্ট দিচ্ছে? আল্লাহর শপথ আমি আমার স্ত্রীর মধ্যে কোন ত্রুটি

www.pathagar.com

পাইনি এবং সে লোকের মধ্যেও কোন ত্রুটি পাইনি যার সম্পর্কে অপবাদ দেয়া হচ্ছে। আমার অনুপস্থিতিতে সে কখনও আমার ঘরে আসেনি।

অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, উসায়দ বিন হুদাইর মতান্তরে সাআদ বিন মুআজ খুতবা শুনে দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সে যদি আমাদের গোত্রের লোক হয় তাহলে আমরা তার মাথা উড়িয়ে দিব আর যদি খাজরাজ গোত্রের হয় তাহলে হুকুম করুন। আমরা তামিল করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।

একথা শুনে খাজরাজের সরদার বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। তোমরা কখনও তাকে মারতে পারবে না। তোমরা তার মাথা উড়িয়ে দেয়ার কথা এজন্য বলছ যে সে খাজরাজের লোক। তোমাদের গোত্রের হলে তোমরা কখনও একথা বলতে না যে, আমরা তার মাথা উড়িয়ে দেব। উসায়দ বিন হুদাইর জবাব দিলেনঃ তুমি মোনাফেক তাই মোনাফেকের সহযোগিতা করছ। এতে মসজিদে নববীতে এক হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মিম্বরের উপর ছিলেন। আউস ও খাজরাজ মসজিদের মধ্যে লড়াই করার জন্য উদ্যত হয়েছিল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাদের শান্ত করলেন এবং মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ এ অপবাদের গুজব একমাস ব্যাপি শহরে রটছিল। নবী (সাঃ) খুব চিন্তার মধ্যে ছিলেন। আমি কাঁদছিলাম, আমার পিতামাতা ব্যথিত, শোকাভিভূত এবং পেরেশান ছিলেন। অবশেষে একদিন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এলেন এবং আমার নিকটে বসলেন। এ সম্পূর্ণ মাস তিনি আমার নিকটে বসেননি। আবু বকর (রাঃ) এবং উম্মে রুমান (রাঃ) অনুমান করলেন যে, আজ সিদ্ধান্তকারী কিছু একটা ঘটবে, তাই তাঁরা দুজনও পাশে এসে বসলেন।

হুজুর (সাঃ) বললেন, তোমার ব্যাপারে আমি খবর পেয়েছি যে, যদি তুমি নিষ্পাপ হও তাহলে আশা করি যে, আল্লাহ তোমার নিষ্পাপের ঘোষণা দিবেন। যদি তুমি পাপ করে থাক তাহলে আল্লাহর কাছে মাফ চাও এবং তওবা কর। যখন বান্দাহ গুনাহ স্বীকার করে তওবা করে তখন আল্লাহ বান্দাহকে মাফ করে দেন।

একথা শুনার পর আমার চোখের পানিও শুকিয়ে গেল। আমি আমার পিতাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহর কথার জবাব দিন। তিনি জবাব দিলেন, হে আমার মেয়ে, আমি বুঝতে পারছি না কি জবাব দিব। আমি আমার মা'কে বললাম আপনি কিছু বলুন। তিনিও বললেন, আমি পেরেশান, কি বলব ? আমি বললাম, আপনাদের

www.pathagar.com

কানে একটা বিষয় ঢুকছে এবং অন্তরের মধ্যে তা বসে গিয়েছে। এখন যদি আমি বলি আমি নিষ্পাপ এবং আল্লাহ জানেন আমি নিষ্পাপ, তাহলে আপনারা বিশ্বাস করবেন না। যদি বেহুদা এমন এক বিষয় স্বীকার করি যা আমি করিনি, আল্লাহ জানেন আমি করিনি তাহলে আপনারা বিশ্বাস করবেন। সে সময় আমি ইয়াকুব (আঃ)-এর নাম স্মরণ করার চেষ্টা করলাম কিন্তু স্মরণ করতে পারলাম না। অবশেষে বললাম, ইউসুফের পিতা যে রূপ বলেছিলেন সেরূপ বলা ছাড়া আমার কি উপায় রয়েছে ? একথা বলে আমি শুয়ে গেলাম। অন্যদিকে পাশ ফিরলাম। তখন আমি মনে মনে বলছিলাম, আল্লাহ আমার নিরাপরাধ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল এবং তিনি নিশ্চয়ই সত্য প্রকাশ করে দিবেন। যদিও এটা আমার ধারণার বাইরে ছিল যে, আমার পক্ষে ওহী নাযিল হবে যা কিয়ামত পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হবে। কেননা আমি আমার ব্যক্তিত্বকে এতটুকু মনে করিনি যে, আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে বলবেন। তবু আমি ধারণা করেছিলাম যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কোন স্বপ্ন দেখবেন যাতে আল্লাহ আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করবেন।

ইতিমধ্যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সে অবস্থার সৃষ্টি হলো যা ওহী নাযিল হওয়ার সময় হত। এমনকি কঠিন শীতের সময়ও তার চেহারা থেকে ফোটা ফোটা ঘাম মুক্তার ন্যায় টপ টপ করে ঝড়ে পড়ত। আমরা সব চুপ করলাম। আমি ভয়শূন্য ছিলাম। কিন্তু তখন আমার পিতা-মাতার শরীরে এক বিন্দুও রক্ত ছিল না তারা ভয় পাচ্ছিলেন যে আল্লাহ কি প্রকাশ করেন।

যখন তাঁর সে অবস্থা দূর হল, তখন তিনি বেহদ খুশী হলেন। তিনি হাস্যমুখে প্রথম যে কথা বললেন তা হল, আয়েশা মাবরুক। আল্লাহ তোমার নির্দোশ প্রকাশ করেছেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) (১১-২০) দশটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

একটি আয়াতের অংশবিশেষ নিম্নরূপ, আল্লাহ বলেনঃ

যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন তোমরা মুমিন পুরুষ এবং স্ত্রীলোক নিজেরা নিজেদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করলে না এবং বললে না, যে ইহা সুস্পষ্ট তহমত অপবাদ।

আমার মা বললেন, উঠ এবং আল্লাহর রাসূলের শুকরিয়া আদায় কর। আমি বললাম, আপনাদের দু'জনের শুকরিয়া আদায় করব না এবং তারও শুকরিয়া আদায় করব না, বরং আমি শুকরিয়া আদায় করব আল্লাহর যিনি আমার 'বরাত' নির্দোষ প্রকাশ করেছেন। আপনারাতো এ অপবাদ প্রত্যাখ্যান করেননি।

www.pathagar.com

অভাব অনটন ও তাযাযুরের ঘটনা

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর যিন্দেগী ছিল খুব সাদামাঠা। তিনি নিঃস্ব ও দরিদ্রের মত যিন্দেগী যাপন করতেন। ধন-সম্পদ তাঁর নিকট এলে তা সাধারণ সাহাবীদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। রাসূলে খোদা (সঃ) মিসকিনদের মত জীবন যাপন করার জন্য দোয়া করতেন। তিনি বলতেন 'হে আল্লাহ আমাকে মিসকিনের জীবন দান কর, মিসকিন অবস্থায় আমার মৃত্যু দান কর এবং মিসকিনদের সাথে আমার হাসর কর। 'অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, 'হে আল্লহ মোহাম্মাদের পরিবার পরিজনকে তুমি পরিমিত রিজিক দান কর। 'কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে তিনি সামান্য রিজিকের জন্য দোয়া করেছেন। তাঁর দোয়া কিভাবে তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর বিবরণ মা আয়েশা এভাবে দিয়েছেন, আল্লাহর রাসূলকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত মোহাম্মদের পরিবার পরিজন একাধারে দুদিন পেট পুরে বার্লির রুটি খান নি। রাসূলের যিন্দেগীর অভাব অনটন সম্পর্কে মা আয়েশা অপর এক হাদীসে বলেন, হে আমার বোনের ছেলে (উরওয়া) দুমাসে আমরা তিন চাদের উদয় দেখেছি কিন্তু মোহাম্মদের বাসগৃহে আগুন (চুলা) জ্বালান হয় নি। আমি (উরওয়া) জিজ্ঞাসা করলাম, কি জিনিষ আপনাদেরকে বাঁচিয়ে রাখত ? তিনি বললেন খেজুর ও পানি। অবশ্য (কোন কোন সময়) প্রতিবেশী আনসারদের শীতকালে দুগ্ধদানকারী উটনী ছিল এবং তারা আল্লাহর রাসূলের জন্য দুধ হাদিয়া পাঠাত, আমরা সে দুগ্ধ পান করতাম।' নবী সহধর্মিনীগণ রাসূলে খোদার জীবন সঙ্গিনী হিসেবে অভাব অনটনের যিন্দেগীকে বরণ করে নিয়েছিলেন। কোন সময়ে খেয়ে কোন সময়ে না খেয়ে বা আধপেটা খেয়ে পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকতেন। রাসূলে খোদা, আধ্যাত্মিক জীবন এবং পরকালের ঘর দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী যিন্দেগীর প্রাচুর্যের চেয়ে তাদের কাছে বেশী প্রিয় ছিল। কিন্তু তারা ছিলেন মানুষ এবং সময় সময় মানবীয় চাহিদা মাথা চাড়া দিয়ে উঠত।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার প্রিয় ও পবিত্র সহধর্মিনীদের জন্য যৎ সামান্য খেজুর এবং অন্যান্য সামগ্রী নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তাতে তাদের চাহিদা মোটেই পূরণ হত না। চতুর্থ হিজরী সনে আর্থিক পরিস্থিতি সামান্য উন্নতি লাভ করল। বনুনকীব গোত্রকে মদীনা থেকে বের করে দেয়ার পর তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ইসলামী রাষ্ট্রের করায়ত্ব হল। আল্লাহর নির্দেশে রাসূলে খোদা তার নিজের প্রয়োজনের জন্য একটুকরা ক্ষেতের জমি নির্দিষ্ট করে নেন। কিন্তু তাও তার সংসারের প্রয়োজন পূরণের জন্য খুবই অপ্রতুল ছিল। এদিকে নবুওয়াতের দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য এত

www.pathagar.com

বিরাট ও ব্যাপক ছিল যে তা তার দেহ, মন ও মগজের সমগ্র শক্তি এবং তাঁর প্রতি মুহূর্ত সময় সম্পূর্ণ শুষে নিচ্ছিলো। তাই পরিবার পরিজনের জীবিকার জন্য চেষ্টা-সাধনা করার তাঁর বিন্দুমাত্র ফুরসত ছিল না। অপরদিকে এ সময় মদীনা তাইয়েবায় কিঞ্চিত গনিমতের মাল আসতে লাগল। কিন্তু এ সময় আল্লাহর রাসূল একের পর এক শত্রুদের যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করছিলেন। যুদ্ধের ব্যয়ভাব বহন করার পর্যাপ্ত ক্ষমতা ইসলামী রাষ্ট্র বা মুসলীম জনগণের ছিল না। সম্ভবত সময় সময় গনিমতের মালের আগমন লক্ষ করে পবিত্র সহধর্মিনীগণ ভাতা ও রসদ বৃদ্ধির দাবী উথাপন করলেন। তাদের এ দাবী পূরণের সামর্থ রাসূলে খোদার না থাকার কারণে তিনি মানসিক অশান্তি ভোগ করছিলেন।

এ সম্পর্কে মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হয়েছে জাবির বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, একদিন আবু বকর (রাঃ) এবং উমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহর খেদমতে হাযির হয়ে দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহর স্ত্রীগণ তাঁর চতুষ্পার্শে বসে রয়েছেন এবং তিনি নিরুত্তর। তিনি ওমর (রাঃ), কে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি যেভাবে দেখছ তাঁরা আমার চতুষ্পার্শে বসে রয়েছে এবং আমার কাছে খরচের জন্য টাকা পয়সা দাবী করছে। আবুবকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) তাদের কন্যাদ্বয়কে তিরস্কার করলেন এবং বললেন তোমরা আল্লাহর রাসূলকে উত্তোক্ত করছ এবং এমন জিনিস দাবী করছ যা তাঁর কাছে নেই।

উপরের হাদীস থেকেও এটা সহজে অনুমিত হয় যে, রাসূলে খোদা আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যে ছিলেন। বলাবাহুল্য হিজরী চতুর্থ-পঞ্চম সন আল্লাহর রাসূলের জন্য খুব কঠিন সময় ছিল। এ সময় কুফুর ও তাগুতী শক্তি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে উৎখাত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। এ ধরনের নাজুক পরিস্থিতিতে পবিত্র সহধর্মিনীদের পক্ষ থেকে ভরণ-পোষণের জন্য অধিক অর্থের দাবী আল্লাহর রাসূলের মনের উপর কোন্ ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা সহজে অনুমেয়, এ ধরনের প্রেক্ষাপটে তাখাইয়ুর বা তালাক গ্রহণের অধিকারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। অভাব-অনটনের কষাঘাতে যারা অস্থির এবং অধীর হয়ে উঠেছিলেন আল্লাহ ছুবহানাহু তাদের সামনে দু'টা পথ তুলে ধরলেন। এক, তারা ইচ্ছা করলে দুনিয়ার আনন্দ ফুর্তি, সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্যের জীবন গ্রহণ করতে পারে। দুই, আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সুখ শান্তি ভরা আখিরাতের গৃহ তারা বেছে নিতে পারে। দুনিয়ার জিন্দেগী অবলম্বন করলে এক দিনের জন্যেও তাদেরকে অভাব অনটনের দুনিয়ায় আটকে রাখা হবে না। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে

www.pathagar.com

আদেশ করেছেন এ ধরনের স্ত্রীদেরকে খুশীর সাথে বিদায় দান করতে। দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করলে খুব ধৈর্য সহকারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হতে হবে।

এটা ছিল এক বৈপ্লবিক ঘোষণা। কোন সমাজ এবং কোন দেশে কখনও এ দুর্লভ আযাদী স্ত্রীদেরকে দেয়া হয়নি। দুঃখ দারিদ্রের জীবন গ্রহণ বা বর্জন করার এ অধিকার প্রদান না করা হলে সন্দেহ প্রবণ মানুষের মনে এ সন্দেহ চিরদিনের জন্য থেকে যেত যে, কষ্টের যিন্দেগী বরণ করে নেয়ার জন্য আল্লাহর রসূল তার স্ত্রীদেরকে বাধ্য করেছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

"হে নবী, তোমার স্ত্রীদেরকে বল তোমরা যদি দুনিয়া ও তাহার চাকচিক্যই পাইতে চাও তাহা হইলে এস আমি তোমাদেরকে কিছু দিয়া ভালভাবে বিদায় করিয়া দেই।"

"আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল এবং পরকালের ঘর পাইতে চাও, তাহা হইলে জানিয়া রাখিও তোমাদের মধ্যে যাহারা সতকর্মশীল, তাহাদের জন্য আল্লাহ বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।"

রাসূলে খোদার বিবিদের সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সর্বপ্রথম উম্মুল মুমিনিন আয়েশার হুজরায় আসলেন। তিনি বললেনঃ হে আয়েশা আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব কিন্তু তার জবাব তোমার –পতা মাতার সাথে পরামর্শ করে দিলে উত্তম হবে।

মা আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল কি কথা ? রাসূলুল্লাহ সূরায়ে আহযাবের উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করে তাকে শুনালেন।

আয়েশা (রাঃ) বিনিতভাবে জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল পিতা–মাতার সাথে পরামর্শ করার কি প্রয়োজন রয়েছে? আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের ঘর এখতিয়ার করেছি।

রাসূলে খোদা তার মাহবুবা সহধর্মিনীর জবাব শুনে খুব খুশী হলেন।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য প্রত্যেক স্ত্রীকে তিনি আহযাবের আয়াত তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন এবং তাদের প্রত্যেকে আয়েশার অনুরূপ জবাব দিয়েছিলেন। এতে অনুমিত হয় যে তারা মাহবুবে খোদা (সাঃ) কে অন্তর থেকে ভালবাসতেন কিন্তু অসহনীয় অর্থনৈতিক অভাব অনটনের কষাঘাতে তারা জর্জরিত ছিলেন।

ঈর্ষা ও তাহরিমের ঘটনা

মাহবুবে খোদা (সাঃ)–এর মাহবুবা স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)–এর জীবন খুব ঝড়ঝঞ্জা পূর্ণ ছিল। তাহরিমের ঘটনার সাথে হাফসা (রাঃ)–এর সাথে তিনিও জড়িত ছিলেন। আয়েশা ও হাফসা (রাঃ) এ ব্যাপারে অগ্রসর ভূমিকা পালন করেন এবং তাদের সাথে সাওদা (রাঃ) এবং সাফিয়া (রাঃ)–ও শামিল ছিলেন। স্বয়ং আয়েশা যেভাবে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তার সার সংক্ষেপ সাইয়েদ আবদুল আ'লা মওদূদী সূরা তাহরিমের টীকাতে এভাবে পেশ করেছেন, সাধারণত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যেক দিন আসরের নামাযের পর আযওয়াজে মুতাহ্হারাত––পাক পবিত্র স্ত্রীদের নিকট গমন করতেন। একদিন তিনি সাধারণ সময়ের চেয়ে কিঞ্চিত বেশী সময় যয়নবের গৃহে বসলেন। তার নিকট কোথা থেকে মধু এসেছিল। তিনি মধু খুব পসন্দ করতেন। তিনি তার ঘরে মধুর শরবত পান করলেন। এতে আমি খুব ঈর্ষান্বিত হলাম। হাফসা, সাওদা এবং সাফিয়ার সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, যার কাছেই তিনি আসবেন তাকে সে বলবে আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসছে। বলাবাহুল্য বিভিন্ন স্ত্রী যখন আল্লাহর রাসূল (সঃ)–কে একই ধরনের কথা বল্লেন তখন তিনি একটি হালাল জিনিসকে অপসন্দ করলেন এবং তা তার নিজের জন্য হারাম করলেন। তিনি বলেলেন আল্লাহর কসম আমি তা পান করব না।

আল্লাহ সুবহানাহু এ ঘটনাকে অপসন্দ করলেন। রাসূল যে জিনিস তার জন্য হারাম করেছেন উম্মত তাদের জন্য তা হারাম করে ফেলত। নবী পত্নীদের পারস্পরিক ঈর্ষার কারণে গোটা মুসলিম জাতি চিরদিনের জন্য আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হত। নবী পত্নী হওয়ার কারণে মা আয়েশা ও অন্যান্য স্ত্রীদের নাজুক যিম্মাদারী রয়েছে। এ নাজুক যিম্মাদারীর অনুভূতির সাময়িক অভাবের কারণে তারা আল্লাহর রাসূলের দ্বারা এমন এক কাজ করে নিয়েছিলেন যাতে একটি হালাল জিনিস চিরদিনের জন্য হারাম হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সাধারলত এক সতীন অপর এক সতীনকে জব্দ করার জন্য স্বামীর মনে কোন জিনিসের প্রতি ঘৃনার সৃষ্টি করে থাকে। সময় এ অবস্থাকে আস্তে আস্তে সংশোধন করে দেয়।

সতীনের ঈর্ষার আগুন ধীরে ধীরে নির্বাপিত হয়। যেহেতু নবীর পত্নীদের ব্যাপার সাধারণ নারীদের অনুরূপ নয় তাই আল্লাহ সুবহানাহু রাসূল (সাঃ) এবং তার পত্নীদেরকে সতর্ক করে দিলেন। চিরদিনের জন্য তিনি এটা সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন যে, স্ত্রীদের সন্তোষ লাভের জন্য কোন হালাল জিনিসকে হারাম করা বৈধ নয় এবং স্ত্রীদেরকেও পরোক্ষভাবে সতর্ক করলেন যে, ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কোন হালাল জিনিসকে হারাম করার চেষ্টা করা বৈধ নয়।

গোপনীয়তা ফাঁস

তাহরিমের ঘটনা আল্লাহর রাসূলের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু এ ঘটনার জের শেষ হতে না হতেই আরও একটি ঘটনা ঘটে গেল। বিবিগণ এবং বিশেষত আয়েশা ও হাফসা আল্লাহর রাসূলকে খুব বিরক্ত করলেন, একজন অপরজনকে রাসূলের একটি গোপন কথা বলে দিলেন। এটা খুবই মারাত্মক ধরনের একটি নৈতিক ত্রুটি ছিল। আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহর পবিত্র সহধর্মিনীদের এবং পরোক্ষভাবে মুসলমানদের সকল দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের স্ত্রীদেরকে সতর্ক করে দেন যে তারা যেন গুপ্ত কথা হেফাযত করার ব্যাপারে কোনরূপ অসাবধানতা অবলম্বন না করেন। যিনি যত বড় দায়িত্বশীল ব্যক্তি তার ঘরের গোপন কথা প্রকাশ পাওয়া ততই বিপজ্জনক। গোপন কথা হেফাযত করার অভ্যাস যাদের নেই তারা লঘু কথার মত গুরুত্ব পূর্ণ কথাও যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করতে পারে।

আয়েশা (রাঃ) এবং হাফসা (রাঃ) একজোট হয়ে খুব সাহসিকতার সাথে আল্লাহর রাসূলের সাথে আচরণ করছিলেন। এতে আল্লাহর রাসূল খুব বিরক্ত বোধ করছিলেন।

নাজুক পরিস্থিতি ও ইলার ঘটনা

পরিস্থিতি যখন নাজুক আকার ধারণ করল তখন আল্লাহর রাসূলের হৃদয় ভারাক্রান্ত হল। রেসালতের যিম্মাদারী পালন করার জন্য যে ধরনের নিরুপদ্রব পারিবারিক শান্তি আল্লাহর রাসূলের জন্য প্রয়োজন ছিল তা যখন ব্যহত ও বিঘ্নিত হল তখন তিনি সহধর্মিনীদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফায়সালা করলেন। তিনি আল্লাহর নামে শপথ করলেন যে, এক মাসের মধ্যে স্ত্রীদের সাথে মুলাকাত করবেন না। অতপর তিনি মা আয়েশা (রাঃ)-এর হুজরার পাশের একটি বালাখানায় নিজের

www.pathagar.com

আহার ও বিশ্রামস্থল হিসেবে গ্রহণ করলেন। এ সময় আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে সামান্য আহত হয়েছিলেন। মদীনার মুনাফিকগণ এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়াতে লাগল যে রাসূলে খোদা তাঁর প্রিয় সহধর্মিনীদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন। এ সংবাদ পেয়ে সাহাবায়ে কিরাম খুব ব্যথিত ও বিচলিত হলেন। উমর ফারুক (রাঃ) এ খবর পেয়ে তীরবেগে মসজিদে ছুটে এলেন। তিনি মসজিদে নববীতে অগণিত ও অসংখ্য সাহাবাকে বিষন্ন ও উদ্বিগ্ন দেখতে পেলেন। তিনি রাসূলের নিকট সাক্ষাত প্রার্থনা করলেন। রাসূলুল্লাহ তাকে অনুমতি প্রদান করলেন না। তৃতীয় দফায় তাকে অনুমতি প্রদান করা হয়। তখন আল্লাহর রাসূল একটা খালি চারপায়ার উপর শুয়ে ছিলেন। শরীরে চারপায়ার দাগ পড়ে গিয়েছিল। আল্লাহর রাসূলের এ অবস্থা দেখে উমর কাঁদতে লাগলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি বিবিদেরকে তালাক দিয়েছেন ? রাসূলে খোদা বললেন না। এ কথা শুনে উমর খুব খুশী হলেন। মসজিদে নববীতে অপেক্ষমান উদ্বিগ্ন সাহাবায়ে কেরামকে এ সংবাদ পৌছালেন। সাহাবায়ে কেরাম ও নবী সহধর্মিনীগণ দুশ্চিন্তামুক্ত হলেন। আশেকানে রাসূল এবং নবী–পত্নীদের মনে আনন্দের নহর প্রবাহিত হল।

উমর (রাঃ) এ ঘটনার বর্ননা এভাবে দিয়েছেন

'কোরায়েশের পুরুষগণ স্ত্রীলোকদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। কিন্তু মদীনার স্ত্রীলোকগণ পুরুষদের উপর প্রভাব খাটাত। তাই মোহাজিরগণ মদীনায় এলে আমাদের মহিলাগণ আনসার মহিলাদের অনুসরণ শুরু করল। একদিন আমি আমার স্ত্রীকে কোন কারণে ধমক দিলাম। সে উল্টো আমাকে জবাব দিল। আমি বললাম তুমি আমার কথার উল্টো জবাব দিলে। সে বলল, তুমি কি বলছ ? রাসূলুল্লাহর বিবিগণ তাকে সমান সমান জবাব দেন। এমন কি তারা সারা দিন রাসূলুল্লাহর উপর রাগ করে থাকে। আমি বললাম, সর্বনাশ। তৎক্ষণাৎ আমি হাফসার ঘরে এলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি সত্য যে, তুমি সারারাত আল্লাহর রাসূলের সাথে রাগারাগি করে থাক। হাফসা ঘটনা স্বীকার করল। আমি বললাম, তুমি কি একথা খেয়াল করে দেখনি যে, রাসূলের অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি। আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার খেয়াল করেন অন্যথায় তিনি তোমাকে তালাক দিয়ে দিতেন। অতপর উম্মে সালমার নিকট গেলাম এবং তার নিকটও এ অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন। হে উমর আপনি সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। এমনকি এখন আল্লাহর রাসূল এবং তার স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করছেন। আমি চুপচাপ চলে এলাম।

www.pathagar.com

'কিছু রাত অতিবাহিত হলে আমার একজন আনসার প্রতিবেশী জোরে আমার দরজার কড়া নাড়লেন। আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দরজা খুললাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপার কি ? তিনি বললেন, সর্বনাশ। আমি বললামঃ গাস্‌সানীরা কি মদীনা আক্রমণ করেছে ? তিনি জবাব দিলেন, না, তারচেয়েও ভয়ঙ্কর সংবাদ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর বিবিদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন। ভোরে আমি মদীনা এলাম। রাসূলুল্লাহর সাথে ফজরের নামায পড়লাম। তিনি নামায শেষ করে বালাখানায় একাকী বসে রইলেন। আমি হাফসার নিকট এলাম। সে বসে বসে কাঁদছিল। আমি বললাম, আমি তোমাকে প্রথম বলেছিলাম। হাফসার নিকট থেকে চলে এলাম। মসজিদে নববীতে সাহাবায়ে কেরাম মিম্বরের নিকটে বসে কাঁদছেন। আমি তাদের নিকট বসলাম, কিন্তু কোন ভাবেই শান্তি পেলাম না। সেখান থেকে উঠে বালাখানার নিকট এলাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এঁর খাদিম রাবাহকে বললাম উপস্থিতির সংবাদ দান কর। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট থেকে কোন জবাব পেলাম না। আমি সেখান থেকে উঠে মসজিদে নববীতে চলে আসলাম। কিছুক্ষণ পর খুব পেরেশান অবস্থায় বালাখানার নীচে এসে হাজির হলাম এবং খাদেমের নিকট দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। যখন জবাব পেলাম না তখন আমি জোরে বললাম রাবাহ। তুমি আমার জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ চিন্তা করেছেন আমি হাফসার জন্য সুপারিশ করতে এসেছি, আল্লাহর শপথ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যদি বলেন তাহলে হাফসার শির উড়িয়ে দেব।

আখেরী হযরত অনুমতি দিলেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম যে তিনি সরিয়া চারপায়ার (কোন কোন বেওয়ায়েতে বলা হয়েছে হাছির মাদুর) উপর শুয়ে রয়েছেন এবং পবিত্র শরীরে সরিয়া বা মাদুরের বন্ধনের দাগ পড়ে গিয়েছে। এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করে দেখলাম যে, মাটির বাসন পত্র পড়ে রয়েছে। এক কোণে একটি পশুর চামড়া ঝুলছে। আমার চোখ থেকে পানি প্রবাহিত হল। রাসূলুল্লাহ কাঁদবার কারণ জানতে চাইলেন। আমি বললাম কাঁদবার জন্য এর চেয়ে বেশী কোন্ জিনিসের প্রয়োজন ? একদিকে কায়সার ও কিসরা প্রাচুর্যের যিন্দেগী যাপন করছে এবং আপনি পয়গাম্বর হওয়া সত্ত্বেও আপনার এ অবস্থা। তুমি কি এতে রাজীনও যে কায়সার ও কিসরা দুনিয়া হাসিল করে এবং আমি আখিরাত লাভ করি, রাসূলে খোদা জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন ? তিনি বললেন, না। আমি আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলাম। আমি নিবেদন করলাম,

www.pathagar.com

মসজিদের মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম দুশ্চিন্তাযুক্ত ভাবে বসে রয়েছেন। যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেই যে, ঘটনা সত্য নয়। যেহেতু ইলার মুদ্দত এক মাহিনা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল তাই তিনি বালাখানা থেকে নীচে নেমে এলেন।.........'

মুনাফিকদের ভূমিকা

উমর (রাঃ)-এর এ বর্ণনা থেকে সহজে অনুমিত হয় যে, সাহাবায় কেরাম খুব বেশী উদ্বিগ্ন ছিলেন। এমন কি রোমানরা মদীনা তাইয়েবার ইসলামী রাষ্ট্র আক্রমণ করার চেয়েও তারা এ ঘটনাকে মুসলিম উম্মতের জন্য বেশী মারাত্মক ও ক্ষতিকর মনে করতেন। প্রশ্ন হল সাহাবায়ে কেরামদের নিকট এ বিষয়টি কেন এত গুরুত্ব পূর্ণ ছিল ? রাসূলের স্ত্রীগণের সাহসিকতাপূর্ণ আচরণ , কারণে অকারণে তাকে উত্তোক্ত করা এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এক মাস পর্যন্ত তাদের সাথে মুলাকাত না করার শপথ কেন এত মারাত্মকভাবে সাহাবায়ে কেরামকে চিন্তিত বিচলিত করেছিল ? অবশ্য সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূলকে অত্যধিক মহব্বত করতেন এবং সামান্য কোন জিনিসও তার মনে কষ্টের সৃষ্টি করুক তা তারা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অধিকন্তু মুনাফিকগণ আল্লাহর রাসূল ও মুসলমানদেরকে কষ্টপ্রদান এবং ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে সন্দেহ, ভুল বুঝাবুঝি এবং স্থিতিহীনতা সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহর রাসূল ও তাঁর পাক পবিত্র সহধর্মিনীদেরকে বেছে নিয়েছিল। ইতিপূর্বে তারা মা আয়েশা (রাঃ)-এর নামে 'তহমত'-অপবাদ দিয়েছিল। পনর দিন পর্যন্ত মা আয়েশার সাথে রাসূলে খোদার সম্পর্ক খুব মারাত্মক পর্যায়ে ছিল।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মসজিদে নববীতে হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা মা আয়েশা (রাঃ) এবং মুসলিম জাতির উপর দয়া প্রদর্শন করে আয়েশার নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি ঘোষণা না করলে মুসলিম উম্মতের জন্য এ কলঙ্ক থেকে যেত এবং মদীনার শিশু ইসলামী রাষ্ট্র আতুর ঘরে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেত। এ ঘটনার দ্বারা যখন মুসলমানদের কোন ক্ষতি সাধন করতে তারা ব্যর্থ হল তখন তারা মওকার সন্ধান করতে লাগল। নবী সহধর্মিনীগণ যখন উত্তোক্ত করতে লাগলেন 'হাফসা' অত্যন্ত গোপনীয় কথা আয়েশার নিকট ব্যক্ত করে দিলেন, এবং আল্লাহর রাসূল এক মাসের জন্য বিচ্ছিন্ন থাকার শপথ করলেন তখন মুনাফিকগণ খুব মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। যদি আল্লাহ রব্বুল আলামীন নবী সহধর্মিনীদেরকে ওহীর মাধ্যমে সতর্ক না করে দিতেন তা হলে মুনাফিকদের

www.pathagar.com

ফেতনা মারাত্মক আকার ধারণ করত। আল্লামা শিবলী নোমানী তার প্রখ্যাত 'সিরাতুন্নবী' গ্রন্থে হাফিজ ইবনে হাজারের প্রণীত আল ইসাবা গ্রন্থের হাওলা দিয়ে মুনাফিকদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ঃ

وَكَانَتْ تَحرش بين ازواج النَّبي صلي الله عليه وسلم

দুষ্ট আত্মা (মুনাফিক বা মুনাফিকের সরদার) নবী সহধর্মিনীদেরকে উত্তেজিত করেছিল।

বলাবাহুল্য মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আবু বকর ও উমর (রাঃ) অবহিত ছিলেন এবং তাঁরা যখন তাঁদের কন্যাদ্বয়কে আল্লাহর রাসূলের মর্যাদা এবং মুনফিকদের ষড়যন্ত্রের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে বুঝালেন তখন তারা উভয়ই ভীষণভাবে চিন্তিত হলেন। উমর (রাঃ)–এর বয়ান থেকে স্পষ্টভাবে জানা গিয়েছে যে, 'হাফসা (রাঃ) কাঁদতে ছিলেন। আয়েশা (রাঃ)–এর জন্য দিনগুলি খুবই কঠিন ছিল। ইফক বা অপবাদের মুসিবতের পর ইলার মুসিবতও তার জন্য খুবই অসহনীয় ছিল। ইলার মাসের এক একটি মুহূর্ত তার জন্য খুবই ভারী এবং বেদনাদায়ক ছিল। তিনি এক এক করে দিন গুণছিলেন, কিন্তু এ যেন ছিল তার জন্য অপেক্ষার রজনী। তিনি তার বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন ঃ

'আমি এক একটি দিন গুণতে ছিলাম। উনত্রিশ দিনে তিনি বালাখানা থেকে নেমে প্রথম আমার গৃহে তশরিক আনলেন। আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এক মাসের প্রতিশ্রুতি করেছিলেন। আজ উনত্রিশ দিন। আল্লাহর নবী জবাব দিলেনঃ মাস কোন কোন সময় উনত্রিশ দিনেরও হয়।'

আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর প্রিয় নবীর পারিবারিক জীবনকে পূত–পবিত্র ও সঠিক পর্যায়ে রাখার জন্য সূরা তাহরিমের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল করেন। পাঠকদের অবগতির জন্য তার তরজমা নীচে পেশ করা হলঃ

১. হে নবী! তুমি কেন সেই জিনিস হারাম কর যাহা আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য হালাল করিয়াছেন? (তাহা কি এই জন্য যে) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তোষ পাইতে চাও? –আল্লাহ ক্ষমাকারী এবং অনুগ্রহকারী।

২. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য নিজেদের কসমের বাধ্যবাধকতা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার পন্থা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তোমাদের মনিব মালিক। আর তিনিই সর্বজ্ঞ, ও সুষ্ঠু–সুদৃঢ় কর্মসম্পাদনকারী।

www.pathagar.com

৩. (এই ব্যাপারটি বিবেচ্য যে) নবী একটি কথা নিজের একজন স্ত্রীর নিকট অতি গোপনীয়তা সহকারে বলিয়াদিলেন পরে (সেই স্ত্রী) সেই গোপন কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা নবীকে এই (গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়ার) বিষয়টি জানাইয়া দিলেন তখন নবী (তাঁহার স্ত্রীকে) এই বিষয়ে কতকটা সতর্ক করিয়াছিলেন আর কতকটা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পরে নবী যখন তাহাকে (গোপন কথা প্রকাশ করার) এই ব্যাপারটি বলিলেন, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে ইহা কে জানাইয়া দিল ? নবী বলিলেন, আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন তিনি যিনি সব কিছু জানেন এবং সর্বজ্ঞ।

৪. তোমরা দুইজন যদি আল্লাহর নিকট তওবা কর (তবে ইহা তোমাদের পক্ষে উত্তম), কেননা তোমাদের দিল সঠিক –নির্ভুল পথ হইতে সরিয়া গিয়াছে। আর যদি নবীর মোকাবেলায় তোমরা সংঘবদ্ধ হও তাহা হইলে জানিয়া রাখ আল্লাহ তাঁহার মালিক, তাঁহার পর জিবরাইল এবং সমস্ত নেককার ঈমানদার লোক ও সব ফেরেস্তা তাঁহার সঙ্গী–সাথী সাহায্যকারী।

৫. অসম্ভব নয় যে, নবী যদি তোমাদের সব কয়জনকে তালাক দিয়ে দেয় তাহা হইলে আল্লাহ তাঁহাকে তোমাদের পরিবর্তে এমন সব স্ত্রী দিয়া দিবেন যাহারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম হইবে। সত্যিকার মুসলমান, ঈমানদার, আনুগত্যশীল, তওবাকারিনী, ইবাদত কারিনী, রোযাদার, অকুমারী হউক কিংবা কুমারী।

রসূলে খোদার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ

মা আয়েশা (রাঃ) মহানবীর মহব্বতের মহাপ্রস্রবণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন। মানবীয় দুর্বলতার শিকার অল্প সময়ের জন্য হলে খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করে নিতেন। রাসূলে খোদা যাতে তার উপর সন্তুষ্ট থাকেন তার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তাখাইয়ূরের ঘটনার সময় তিনি রাসূলে আকরাম (সাঃ) কে যা বলেছিলেন তা তাঁর অন্তরের অন্তস্থল থেকে নিঃসৃত ছিল। কোন কোন সময় রাতের বেলা রাসূলুল্লাহকে কাছে না পেলে খুব উদ্বিগ্ন হতেন। এক রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ তার হুজরাতে ছিলেন। মধ্যরাত্রে ঘুম ভাংলে নবী করীমকে পাশে পেলেন না। তিনি ভাবলেন হয়ত হুজুর (সাঃ) তাঁর অন্য কোন বিবির গৃহে চলে গিয়েছেন। ভালভাবে অনুসন্ধান করে দেখলেন যে তিনি আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত রয়েছেন, মা আয়েশা তাঁর ভ্রান্ত চিন্তার জন্য লজ্জিত হন। তিনি অবচেতনভাবে বলে উঠলেনঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গকৃত। আমি কোন ধরনের চিন্তা করেছিলাম এবং আপনি কোন

www.pathagar.com

ধরনের অবস্থায় রয়েছেন। তিনি নিজের হাতে রাসূলে খোদার জন্য রুটি তৈয়ার করতেন। অধীর আগ্রহ সহকারে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন। এ অবস্থায় কোন কোন দিন তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন।

মাহবুবে খোদা (সাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে খুব ভালবাসতেন এমনকি শিশু আয়েশার মেধা এবং কথাবার্তা আল্লাহর রাসূলকে মুগ্ধ করেছিল। শিশুকালে তিনি একদিন খেলাধুলা করছিলেন। তাঁর হাতে একটা পালকওয়ালা ঘোড়া ছিল। রাসূলে খোদা তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞাসা করলেন–আয়েশা ! এটা কি ? আয়েশা বললেন, ঘোড়া, রাসূলুল্লাহ বললেন, ঘোড়ার পালক থাকে না। আয়েশা কোন চিন্তা না করে বললেন, কেন ? হযরত সুলায়মান (আঃ)–এর ঘোড়ার তো ডানা ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর বিচক্ষণ জবাব শুনে খুব মুগ্ধ হলেন এবং হাসলেন।

রাসূলে খোদা তাঁর প্রিয় স্ত্রীর মন প্রফুল্ল রাখার জন্য চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝে আল্লাহর রাসূল তাঁর সাথে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করতেন। আয়েশা (রাঃ) খুব হালকা পাতলা ছিলেন। খুব দৌড়াতে পারতেন। একদিন তিনি রাসূলে আকরাম (সাঃ) থেকেও বেশী দৌড়ালেন। কিছুদিন পর আবার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। তখন তিনি পূর্বের মত হালকা পাতলা ছিলেন না। তাঁর শরীর একটু ভারী হয়ে গিয়েছিল। এবার তিনি রাসূলুল্লাহর সাথে পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ তাঁর চেয়ে বেশী দ্রুত দৌড়ালেন। আয়েশা (রাঃ)–কে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি বললেনঃ 'এবার আগের বারের বদলা নিলাম।'

মা আয়েশা (রাঃ)–এর মন যাতে প্রফুল্ল থাকে সেদিকে নবী করীম খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। মা আয়েশা তাঁর বান্ধবীদের সাথে রাসূলের ঘরে খেলাধুলা করতেন। নবী করীম ঘরে আসলে তাঁরা লুকিয়ে যেত। তখন তাঁদের ভয় ভাঙ্গানোর জন্য রাসূলুল্লাহ চেষ্টা করতেন। আয়েশার সাথে ওদের হাসি তামাসা করতেণ। ফলে তারা মা আয়েশার সাথে খেলাধুলা করতে সাহস পেত।

মসজিদে নববীতে হাবসী খেলোয়াড়গণ বল্লমের খেলা প্রদর্শন করল। উমর (রাঃ) বাধা দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, হে উমর। ওদেরকে খেলতে দাও। শুধু তাই নয় তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য বললেন হে বনু আরকাদা। মারো জোরে মারো তোমার কাছেই রয়েছে তোমার প্রতিপক্ষ, তিনি তার স্ত্রী উম্মুস মুমিনিন আয়েশা (রাঃ) কেও প্রফুল্ল বানাবার জন্য ঘর থেকে খেলা দেখার অনুমতি দিলেন।

www.pathagar.com

মা আয়েশা (রাঃ) এ ঘটনার বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন, আমি দেখছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ তাঁর চাদর দ্বারা আমাকে আবৃত করেছিলেন। আমি হাবশীদের দেখছিলাম তারা মসজিদে খেলতে ছিল। দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। --অতএব তোমরা খেলায় উৎসাহী বা অল্পবয়স্ক বালিকাদেরকে খেলায় নিয়োজিত করতে পার।

আমর ইবনুল আস (রাঃ) রাসূলে আকরাম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়ায় আপনার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে ? রাসূল (সাঃ) বললেন, আয়েশা। তিনি বললেন, আমি জানতে চাচ্ছি পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কে? হুজুর (সঃ) জবাব দিলেন, আয়েশার পিতা।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রাঃ)-কে কত বেশী ভালবাসতেন তা আরও একটি হাদীস থেকে জানা যায়। নবী (সাঃ) বলেনঃ হে বারিতায়ালা ! আমিত সব বিবির সাথে সমান আচরণ করি। কিন্তু অন্তর আমার আয়ত্বাধীন নয়। হে আল্লাহ মাফ কর। অন্তর আয়েশাকে বেশী ভালবাসে।

রাসূলে খোদা (সাঃ) আয়েশাকে খুব বেশী ফরমায়েশ করতেন। কাপড় ধোয়ার প্রয়োজন হলে তিনি তাকে দিয়ে কাপড় ধোয়াতেন। মা আয়েশা খুশী মনে কাপড় ধুয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খুব বেশী মিসওয়াক করতেন। নবীপত্নী আয়েশা তার মিসওয়াক চিবিয়ে নরম করে দিতেন। এসব কাজ তিনি সানন্দে করতেন। এসবকে রাসূলে খোদা মহব্বতের নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং নিজের জীবনকে ধন্য মনে করতেন। বলাবাহুল্য মাহবুবে খোদা (সাঃ) যে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকাকে অত্যধিক ভালবাসতেন তা তার ছোটখাট কাজেও প্রতিফলিত হতো।

মা আয়েশা রাসূলুল্লাহকে আমরণ কত ভালবাসতেন তা জানবার জন্য একটা ঘটনাই যথেষ্ট। তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে-নবীর মৃত্যুর পর তিনি ছেচল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন -- কথা প্রসঙ্গে বললেন যে, তিনি কেন আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে কাঁদতে পারবেন না। তিনি তো পেট পুরে খাদ্য খান না। তাঁকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, সে স্মৃতি আমি ভুলতে পারি না। খোদার কসম দুনিয়া ত্যাগ করার পূর্বে কখনও কোনদিন তিনি পেট পুরে তৃপ্তি সহকারে গোশ্‌ত রুটি খেতে পারেন নি।

www.pathagar.com

জ্ঞানের সুউচ্চ পাহাড়

আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) জ্ঞানের বিশালতা, বুদ্ধির প্রখরতা চরিত্রের মাধুর্য ও দৃঢ়তার জন্য ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সুউচ্চ পাহাড়, বুদ্ধির মধ্যাহ্ন সূর্য এবং চরিত্রের কঠিন ইস্পাত। জ্ঞান আহরণের জন্য নারী পুরুষ এবং যুবক বৃদ্ধ সকল শ্রেণীর মানুষ তার কাছে আগমন করত, তিনি নিরহঙ্কারভাবে জ্ঞানপিপাসুদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করতেন।

আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা আয়েশা (রাঃ) পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে ন'বছর মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর সাহচর্যে আসেন।

আঠার বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর কাছেই তিনি লাভ করেন ওহীর জ্ঞান, নতুন মানুষ, নতুন সমাজ এবং রাষ্ট্রের নতুন চেতনা। অসাধারণ ধীশক্তি এবং গভীর মনোযোগের জন্য তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে কুরআন, হাদীস এবং রাসূলে করীম (সাঃ)-এর বিপ্লবের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান সঞ্চয় করেন। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী ওমর (রাঃ) ও আলী বিন আবু তালিব, আবদুল্লাহর ইবনে আব্বাসের সমপর্যায়ের জ্ঞানী ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের রায় প্রদান করতেন।

ইসলামী শরীয়াত, আহকাম এবং আকীদা সম্পর্কে তিনি খুব সূক্ষ্ম জ্ঞান রাখতেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তাৎপর্য সঠিক উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে বহু পন্ডিত ব্যক্তি তার স্মরণাপন্ন হয়েছেন। তারই সময়ে ইবনে আবি শাইখ তাবেয়ী প্রত্যেক নামাযের পর দীর্ঘক্ষণ মুনাজাত করতেন। আয়েশা (রাঃ) জ্ঞাত হলে তাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ সপ্তাহে একদিন এবং উর্ধ পক্ষে তিনদিনের বেশী বক্তৃতা দান করবে না, এবং মুনাজাত সংক্ষেপে করবে। কাব্যিক ভাষায় মুনাজাত করার প্রয়োজন নেই। দীর্ঘ বক্তৃতা, উপদেশ এবং দোয়ার দ্বারা মানুষকে পেরেশান করার নিয়ম আল্লাহর রাসূল এবং তার সাহাবীদের ছিল না।

ফজরের নামাজের সময় দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও শুধু দু'রাকাত ফরজ এবং দু'রাকাত সুন্নাত নির্ধারিত হওয়ার তাৎপর্য অনেকে উপলব্ধি করতে অক্ষম হন। অবশেষে এর রহস্য উদঘাটন করার জন্য আয়েশা সিদ্দিকার নিকট গমন করলে তিনি বলেনঃ ফজরের নামাযে দীর্ঘক্ষণ কেরাত পাঠ করার সুযোগ দেয়ার জন্য বেশী নামায রাখা হয়নি।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে আসর ও ফজরের নামাযের পর অন্য কোন নামায না পড়ার জন্য ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের মর্মগ্রহণে বহুলোক অপারগ হয়ে তার নিকট গমন করেন। আয়শা (রাঃ) তাঁর কারণ বর্ণনা করলেন। সূর্যাস্ত ও সুর্যোদয়ের সময় নামায আফতাব পোরস্তদের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল বিধায় ইহা নিষেধ করা হয়েছে।

কিছু সংখ্যক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল বসে নফল নামায পড়েছেন এবং এজন্য অনেক লোক না দাঁড়িয়ে নকল নামাজ আদায় করেন। এ ব্যাপারে উম্মুল মুমিনীনকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ রাসূলে করীম (সাঃ) দুর্বল অবস্থায় তাই করতেন।

নবী করীম (সাঃ) একবার বলেছিলেন কুরবানীর গোশ্‌ত তিন দিনের বেশী রাখা ঠিক নয়। অনেক সাহাবীর ধারণা ছিল রাসূল (সাঃ)–এর এ হুকুম স্থায়ী ও সর্বকালের লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অবশেষে আয়েশা (রাঃ) এ ভুল ধারণার নিরসন করে দিলেন। তিনি রাসূলে করীম (সাঃ)–এর বানীর পটভূমি ব্যাখ্যা করে বললেনঃ সে সময়, অল্প সংখ্যক লোকই কুরবানী দিয়েছিল। কুরবানী যারা প্রদান করে নাই তারা যাতে কুরবানীর গোশ্‌ত লাভ করতে পারে তজ্জন্য এ হুকুম দেয়া হয়েছিল।

আয়েশা (রাঃ)–এর সম্মুখে কোন সমস্যা পেশ করা হলে তিনি তার সমাধানের জন্য প্রথমতঃ কুরআন অনুসন্ধান করতেন। কুরআনে এ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া না গেলে তিনি হাদীসে রাসূল (সাঃ) থেকে সমাধান লাভের কোশেশ করতেন।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)–এর সামনে জনৈক ব্যক্তি উল্লেখ করলেন যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনটি জিনিস অপয়া–– স্ত্রীলোক, ঘর এবং ঘোড়া।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) একথা শুনে বললেনঃ আবু হুরায়রা অর্ধেক কথা শুনেছেন। তিনি পৌঁছবার পূর্বে আল্লার রাসূল (সাঃ) বলেছিলেনঃ ইহুদীগণ বলে থাকে তিনটি জিনিষ অপয়া স্ত্রীলোক, ঘর এবং ঘোড়া।

কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন হাদীস তার নিকট পেশ করলে তিনি তাঁর সত্যতা সমর্থন করতেন না। মৃত ব্যক্তির শ্রবণ সম্পর্কে ওমর (রাঃ) বরাত

www.pathagar.com

দিয়ে এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহর রাসূল বলেছেনঃ তারা (মৃত) তোমাদের চেয়ে বেশী শুনে কিন্তু জবাব দিতে পারে না।

একথা শুনে আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ ওমর (রাঃ) শুনতে ভুল করেছেন। এটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এরশাদ নয়। কারণ কুরআন শরীফে তার বিপরীত সুস্পষ্ট 'নস্'--যুক্তি বা বক্তব্য রয়েছেঃ

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى "তোমরা মৃতদের শুনাতে পারবে না"

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ "যারা কবরের মধ্যে তাদেরকে তুমি শোনাতে পারবে না।"

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) ও আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, বাড়ীর লোকজন মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদলে তাদের আযাব হয়। উম্মুল মুমিনীন তা হাদীস হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। তিনি আসল ঘটনা বর্ননা করলেন এবং তার সপক্ষে কুরআন থেকে দলিল পেশ করলেন। তিনি বললেনঃ বাস্তব ঘটনা হল, আল্লার রাসূল (সাঃ) এক ইহুদীর জানাযার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন কাঁদছিল। তিনি বললেনঃ লোকজন কাঁদছে এবং মৃত ব্যক্তির আযাব হচ্ছে। অর্থাৎ সে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পাচ্ছে। অতপর তিনি কুরআন থেকে সুস্পষ্ট দলিল পেশ করলেনঃ কেহ অন্যের পাপের বোঝা বহন করবেনা।

মশহুর ও সম্মানিত সাহাবী আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলে তিনি নতুন কাপড় খরিদ করার জন্য হুকুম করলেন এবং বললেনঃ নবী করীম (সাঃ)-এর এরশাদ মুসলমান যে পোশাকে মারা যাবে তাকে সে পোশাকে উঠানে হবে।

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হাদীসের যে মর্ম অনুধাবন করেছেন আয়েশা (রাঃ) তা মানতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ আবু সায়ীদের প্রতি রহম করুন। এখানে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

দু'হাজার দুশো দশটা হাদীস তিনি জানতেন

আল্লাহর রাসূল ছিলেন কুরআনের ব্যাখ্যাদানকারী। তার পারিবারিক, সামাজিক এবং বিপ্লবী জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে কুরআনের বিষয়বস্তু

www.pathagar.com

ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নবী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনকে বাদদিয়ে কুরআনের পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণ মোটেই সম্ভব নয়। এবং নবীর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের বিবরণ পরবর্তীদের জন্য যারা সংগ্রহ করে 'রেখেছেন, আয়েশা (রাঃ) তাদের পুরোভাগে। তিনি একা দু'হাজার দুশো দশটি হাদীস বিবৃত করেছেন।

কুরআন নাযিলের ক্রমিক পর্যায়ও ইতিহাস ব্যতিত তিনি হিজরতের অর্থ, মদীনায় ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য, হজ্বের তাৎপর্য সম্পর্কে পন্ডিত্য পূর্ণ বিবরণ প্রদানকরেছেন।

বিভিন্ন যুদ্ধের ঘটনাবলীর বিবরণ ও আয়েশা (রাঃ) যথাযথভাবে প্রদান করেছেন। আরবের ইতিহাস সমাজ তমদ্দুন প্রভৃতি তাঁর নখদর্পণে ছিল। শুধু ইসলামী যুগের ইতিহাস সম্পর্কেই তার গভীর জ্ঞান ছিল না, জাহেলী যুগের আরব সমাজের কাঠামো ও ইতিহাস সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান ছিল অনন্য সাধারণ।

তার পান্ডিত্যের বিশালতা সম্পর্কে ইসলামী দুনিয়ার পন্ডিত ব্যক্তিগণ যে মত পোষন করেণ তা থেকে দু'একটা নিম্নে বিবৃত করলাম।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেনঃ তাঁকে কঠিন বিষয়সমূহ জিজ্ঞাসা করে কিছু তথ্য না পেয়ে আমি কখনও ফিরে আসিনি।

ইমাম জহরী বলেন

আয়েশা (রাঃ) শ্রেষ্ঠা পন্ডিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ সাহাবীরা তার কাছে থেকে বহু কিছু আহরণ করতেন।

'সকল পুরুষ এবং নবী-পত্নীর জ্ঞান একত্রিত করলেও আয়েশার জ্ঞান প্রসস্ততর হবে।' ওরওয়া বিন যুবাইর বলেনঃ

কুরআন ফরায়েজ, হালাল-হারাম ফিকাহ, আরবের ইতিহাস, গোত্র ও বংশপঞ্জী এবং চিকিৎসা বিদ্যায় আয়েশার সমতুল্য কেউ দৃষ্ট হয় না।

আয়েশা (রাঃ) কাব্য চর্চা না করলেও তাঁর বিবৃতি ও বক্তৃতা কাব্যগুনমন্ডিত ছিল। তিনি জঙ্গে জামালের সময় যে বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন, তার অংশ বিশেষ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

www.pathagar.com

"হে জনতা চুপ কর চুপ কর। তোমাদের উপর আমার মাতৃত্বের অধিকার রয়েছে, খোদার অবাধ্য ব্যক্তিবর্গকে উপদেশ প্রদানের মর্যাদা রয়েছে আমার। আল্লার রাসূল আমার বুকে তাঁর পাক মস্তক রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমি তার প্রিয়তম সহধর্মিনী। আল্লাহ আমাদের অন্যদের থেকে সকল প্রকারে হেফাযত করছেন। মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য রেখা টানা হয়েছিল আমাকে কেন্দ্র করেই এবং আমার জন্যই আল্লাহ তোমাদের উপর এতিম সম্পর্কে হুকুম নাযিল করেছেন"।

একলক্ষ দিরহাম দান করে দিলেন

আয়েশা (রাঃ)-এর দানশীলতা প্রবাদের মত প্রচলিত। কুরআন ও হাদীস গভীরভাবে অধ্যয়ন করে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ধন সঞ্চয়ের মধ্যে কোন স্বার্থকতা নেই, বিলিয়ে দেয়ার মধ্যেই রয়েছে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের কল্যাণ।

আমির মাবিয়া তাঁর শাসন কালে আয়েশা (রাঃ)-কে এক লক্ষ দিরহাম প্রেরণ করেছিলেন, সূর্যাস্তের আগেই তা বিতরণ করে দিয়েছিলেন। নিজের জন্য একটি মুদ্রাও তিনি রাখেননি। তিনি সেদিন রোজা রেখেছিলেন। ইফতারের পরিচারিকার কাছ থেকে জানতে পারলেন, ইফতারের জন্য গৃহে কিছুই নেই। তিনি নবী করীমের বানী ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, দানশীনতা বেহেশতের বৃক্ষ এটি মানুষকে বেহেশতের দিকেই টেনে নিয়ে যায়।

তিন কুড়ি সাতটা গোলাম আযাদ করেছেন

দাস প্রথা সম্পর্কেও তার ধারণা ছিল স্পষ্ট। মুসলমান কখনো গোলামী জিন্দেগী যাপন করতে পারে না এবং যুদ্ধবন্দী ব্যতিত মুসলিম সমাজে কোনরূপ দাস-দাসীর অস্তিত্ব বর্তমান যে থাকতে পারে না ইসলামের এ মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উপর তিনি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি তাদের প্রতি সর্বদা দয়া প্রদর্শন করতেন। সমাজ দেহ থেকে এ বিষফোড়া বিনষ্ট করার জন্যে তিনি গোলাম খরীদ করে আযাদ করতেন। তিনি সর্বমোট ৬৭টি কৃতদাস আযাদ করেছেন।

তাঁর জ্ঞান যে কত প্রখর তার পরিচয় আমরা আরো একটা ঘটনা থেকে জানতে পারি।

কুরআনের আয়াতের সংগে কোন হাদীস অসামাঞ্জস্যশীল হলে তিনি কুরআনের আয়াত অনুসরণ করার পরামর্শ দিতেন। মুতা বিবাহ সম্পর্কে ভুল ধারণা শুরু

www.pathagar.com

হয়েছিল। অনেক লোক মূতার পক্ষে হাদীসও পেশ করেন। আয়েশা সিদ্দিকাকে এ সম্পর্কে সওয়াল করা হলে তিনি বলেলন ঃ তোমরা আল্লাহর কালাম থেকে কেন সাহায্য গ্রহণ কর না ? অতঃপর তিনি কালামে পাকের নিম্নোক্ত আয়াত আবৃত্তি করলেন।

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝

"যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে নিজেদের স্ত্রী এবং দাসী ব্যতীত' তারা নিন্দিত হবে না। আর এছাড়া অন্য কোনরূপ যৌন সম্পর্ক অবৈধ ও নিন্দনীয় হবে"।

বলা বাহুল্য আয়েশা (রাঃ) উক্ত বিষয়ে যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা খুবই বিরল।

রাসূলে করীমের জিন্দেগী কালে মহিলারা মসজিদে গিয়ে নামায সম্পাদন করতেন। পরবর্তীকালে নৈতিক চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে নবী-পত্নী মহিলাদের মসজিদে নামায পড়ার বিপক্ষে মত পোষণ করেন। তিনি বলেনঃ রাসূলে করীম যদি অবগত হতেন যে , মেয়েদের অবস্থা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে তা হলে তিনিও বনী ইসরাঈলের মেয়েদের ন্যায় মুসলমান মেয়েদের মসজিদে যেতে বারন করে দিতেন। শিরক বেদাআত বা অনৈসলামী রসম-বেওয়াজ বন্ধ করার জন্য তিনি খুবই সতর্ক ছিলেন। কাবা শরীফের গিলাফ প্রতিবছর খুলে দাফন করা হতো। মানুষ যাতে এ পবিত্র ঘরের চাদর স্পর্শ না করতে পারে তজ্জন্য এ ব্যবস্থা অবলম্বিত হত। আয়েশা (রাঃ)-এর কঠোর প্রতিবাদ করলেন। তিনি কাবার হেফাজতকারীকে বললেনঃএটি যুক্তি সংগত নয়। যখন গেলাফ খুলে ফেলা হয়েছে তখন যে কোন লোক তা ব্যবহার করতে পারে, তুমি কেন তা বিক্রয় করে গরীবদের মধ্যে এ অর্থ বিতরণ করে দাও নি?

আয়েশা সিদ্দিকার হৃদয়ের উদারতা গগণচুম্বী ছিল। হৃদয়ের বিশালতার কারণে তিনি অতি সহজে তার সমালোচক এবং বিরোধীদেরকে মানা করে দিতেন। যেসব মুসলমান নারী পুরুষ মুনাফিকদের প্রচার প্রপাগান্ডার খপ্পরে এসে তার বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়েছিল তিনি তাদেরকে মাফ করে দিয়েছিলেন। মশহুর কবি হাসান বিন সাবিতকেও তিনি মাফ করে দিয়েছিলেন। 'অপবাদ' অভিযানে অংশ গ্রহণ করার কারণে অনেকে তার নিন্দা করতে চাইলে মা আয়েশা (রাঃ) তাদেরকে নিবৃত্ত

www.pathagar.com

করতেন। তিনি বলতেন, তাকে নিন্দাবাদ কর না। তিনি রাসূলে খোদার পক্ষ থেকে মুশরিক কবিদের কবিতার জবাব দিতেন। আয়েশা (রাঃ) তার ভক্তদেরকে বলতেন হাসানের এ কবিতাংশ 'হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)–এর মান–মর্যাদার জন্য আমার মাতাপিতা ও তাদের মান সম্মান উৎসর্গীকৃত–তার মাগফিরাতের জন্য যথেষ্ট।

হাসান বিন সাবত তার অপরাধের কাফফারা হিসেবে আয়েশা (রাঃ)–এর প্রশংসা করে কবিতা রচনা করে উম্মুল উমিনিনকে শুনিয়েছিলেন। একটি পংক্তিতে তিনি লিখেন ঃ তিনি নিষ্পাপ, মর্যাদাবান এবং সন্দেহের উর্ধে। তিনি কখনও নাবীর গোসত (অপবাদ দেয়া) ভক্ষণ করেন না।'

মা আয়েশা অনুযোগ করে বল্লেন, তুমিত এমন নও।

তিনি তার শত্রুদের বিরুদ্ধেও শত্রুতা পোষণ করতেন না। তিনি শত্রুদের জীবনের ভাল দিকটি জানবার চাইতেন। তাদের ভালোদিক জানার পর তিনি তাদেরকে মাফ করে দিতেন। মুয়াবিয়া বিন খাদিজ তার ভাই মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে হত্যা করেছিলেন। তিনি তাতে খুব ব্যথিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন মুয়াবিয়া বিন খাদিজ সম্পর্কে রিপোর্ট পেলেন যে, মুয়াবিয়া যুদ্ধের ময়দানে সৈনিকদেরকে খুব সাহায্য করেন, যার উট মারা যায় তাকে তিনি উট দেন, যার ঘোড়া মারা যায় তিনি তাদেরকে ঘোড়া দেন। সকল লোক তার উপর সন্তুষ্ট। তিনি একথা শুনার পর বললেন, তিনি আমার ভাইকে হত্যা করেছেন। তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহর রাসূলকে দোয়া করতে শুনেছিঃ হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের সাথে কোমল আচরণ করে তুমিও তার সাথে কোমল আচরণ কর'। যে আমার উম্মতের সাথে কঠোর আচরন করে' তুমিও তার সাথে কঠোর আচরন কর।

মা আয়েশা (রাঃ) তার সতীনদের গুণাবলীরও ভূয়সী প্রসংসা করতেন। রাসূলে খোদা কোন বিবির উপর অসন্তুষ্ট হলে তিনি মধ্যস্ততা করে মীমাংসা করে দিতেন।

মা আয়েশা (রাঃ)–এর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাঁকে রাসূলে খোদার অন্যান্য স্ত্রী থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করেছে। তিনি স্বয়ং তার স্বতন্ত্র মর্যাদার উল্লেখ এ ভাবে করেছেনঃ–

১. আমি ব্যতীত অন্য কোন কুমারী আখেরী নবী (সাঃ)–এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি।

www.pathagar.com

২.জিবরাইল (আঃ) আমার আকৃতি ধারণ করে রাসূলে খোদার সাথে মুলাকাত করে বলেন –আয়েশাকে বিয়ে করুন।

৩. আল্লাহ্ আমাকে নিষ্পাপ ঘোষণা করেছেন।

৪. আমার মাতাপিতা উভয়ই আল্লাহর পথে হিযরত করেছেন। পবিত্রা স্ত্রীদের কারও মাতাপিতা উভয়ে হিযরত করেননি।

৫. আমি তাঁর সামনে থাকতাম তিনি নামায পড়তেন।

৬. আমি আল্লাহর রাসূলের সাথে এক পাত্র থেকে গোসল করতাম।

৭. নুযুলে ওহীর সময় একমাত্র আমি তার সামনে থাকতাম।

৮. যে দিন আমার পালা ছিল সে দিন রাসূলে খোদা ইনতিকাল করেন।

৯. যখন রাসূলুল্লাহর রূহ পবিত্র মহালোকে উড়ে যায় তখন তাঁর মাথা আমার বুকের উপর ছিল।

১০. আমার হুজরা তাঁর দাফনের স্থান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

১১. আমি জিবরাইল আমীনকে আমার চোখে দেখেছি।

উম্মুল মুমিনিনের বৈশিষ্ট্য এবং মনের উদারতা বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। তিনি মুসলমানদের জন্য সরাসরি রহমত স্বরূপ। তার গলার হার হারিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে মুসলমানদেরকে তাইয়েম্মুমের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তার কারণে মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য রেখা টানা হয়েছে। শাওয়াল মাসে তার বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে আরবের দীর্ঘ দিনের কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। তার উদারতা তার পান্ডিত্যের চেয়েও বেশী দৃষ্টি আকর্ষণকারী। আখেরী নবীর সমাধির পাশে যে খালি স্থান ছিল তাঁর নিজের কাফনের জন্য রেখেছিলেন। দ্বিতীয় খলিফার অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসলে তিনি তার পুত্র আব্দুললাহ বিন উমরকে মা আয়েশার খেদমতে পাঠালেন আবেদন পেশ করার জন্যে ঃ নবী করীমের পার্শ্ব মোবারকে আমাকে দাফন করার অনুমতি মেহেরবানী করে প্রদান করুন।

আয়েশা বললেন, এ স্থান আমার নিজের তফকিনের জন্য রেখেছিলাম। উমর (রাঃ)–এর খাতিরে আমি আমার দাবী প্রত্যাহার করছি। আদর্শ ও আকিদার জগতে তার এ কুরবানী অমূল্য ও বেমিসাল।

www.pathagar.com

তার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক মনীষী অনেক মন্তব্য করেছেন। তাদের দু' এক জনের মন্তব্য নীচে দেয়া হল।

ইমাম জহরী বলেনঃ

সকল পুরুষ ও উম্মুল মুমিনীনদের জ্ঞান একত্রিত করলে যা হবে তার চেয়ে বেশী হবে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)–এর জ্ঞান।

আমির মাবিয়া (রাঃ) মা আয়েশার বেহদ তাযিম ও সম্মান করতেন। তিনি একদিন তার দরবারের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ সবচেয়ে বড় আলেম কে?

দরবারী খলিফা সন্তুষ্ট করার জন্য বল্লেন, হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি নিজে। আমির মাবিয়া দরবারীর কথায় সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি আল্লাহর নামে শপথ করে বল্লেন, না। সত্য কথা বল। দরবারী বল্লেন, সত্য বলছি। মা আয়েশা (রাঃ)

উরওয়া বলেনঃ "মা আয়েশা (রাঃ)–এর অন্য কোন গুন না থাকলেও শুধুমাত্র অপবাদের ঘটনাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যথেষ্ট। কারন এ প্রেক্ষাপটে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে যা কেয়ামত পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হবে।"

মাহবুবে খোদা (সাঃ) তাঁর মাহবুবা স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব এভাবে বর্ননা করেছেনঃ

فضل عائشة علي النِّسَاءِ كفضل الشريد علي سائر الطعام

'যেরূপ তামাম খাদ্যের মধ্যে 'সারীদ' শ্রেষ্ট সেরূপ তামাম নারীকুলের মধ্যে আয়েশা শ্রেষ্ট।'

আয়েশা (রাঃ)–এর অন্তিমকাল ঘনিয়ে এল। পরপারে যাত্রা করার জন্য মহা প্রভুর কাছ থেকে এলো আহবান। তিনি অসুস্থ হয়ে শয্যা গ্রহন করলেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস তাঁকে শেষ বারের মত দেখবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রাঃ) তার প্রশংসা করবেন ভেবে তাকে অনুমতি দিতে তিনি অসম্মত হলেন। অবশেষে তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো। আয়েশা (রাঃ) যা আশংকা করেছিলেন তা–ই হল। আবদুল্লাহ উপবেশন করেই বললেনঃ আপনি এ সুসংবাদ অবগত আছেন যে, মুহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)–এর সঙ্গে আপনার মিলনের দূরত্ব হল শরীর থেকে রূহ বাহির হওয়ার দূরত্ব। আপনি আল্লাহর রাসূলের প্রিয়তম জীবন সঙ্গিনী। রাত্রিকালে

www.pathagar.com

আপনার হার হারানো গেলে রসূলে করীম তার অনুসন্ধান করছিলেন। সেখানে ওযুর পানি না থাকায় আপনার জন্যেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তৈয়ম্মুম–এর হুকুম নাযিল করেছেন। আপনার নির্দোষের সুসংবাদ জিবরাঈল (আঃ) আসমান থেকে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা প্রত্যেক মসজিদে পঠিত হবে।

আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ হে ইবনে আব্বাস! যে আল্লাহর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম আমার যদি জন্ম না হতো।

ইন্তেকালের আগে বলতেনঃ আফসোস আমি যদি জন্ম গ্রহন না করতাম। হায় আমি যদি পাথর হতাম, আমি যদি মৃত্তিকা খন্ড হতাম।

মানুষ তাঁর স্বাস্থ্যের কথা জানতে চাইলে বলতেন, আলহামদুলিল্লাহ, ভালই আছি।

জ্ঞানের অত্যুজ্জ্বল শিখা আয়েশা সিদ্দিকা হিজরী ৫৮ সালের ১৭ই রমজান মাবিয়ার রাজত্বকালে মুসলিম জাহানকে ম্লান করে নির্বাপিত হন। ইন্তেকালের সময় ৬৩ বছর বয়স হয়েছিল। ইতিহাস রচয়িতারা বলেনঃ তাঁর ইন্তেকালের রাত্রে এত বেশী মশাল জালানো হয়েছিল এবং এত বেশী মহিলাদের সমাগম হয়েছিল যে, মনে হচ্ছিলো ঈদের রাত্র।

মৃত্যুর পুর্বে তিনি বললেনঃ আমাকে নবীর রওজার কাছে সমাহিত করনা; আমাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন কর, অতঃপর জঙ্গে জামালের উল্লেখ করে বললেনঃ আমি নবীর পর একটা অপরাধ করেছি।

তাঁর অন্তিম ইচ্ছাই রক্ষিত হলো। জান্নাতুল বাকীতেই তাঁকে সমাহিত করা হলো। আবু হোরায়রা (রাঃ) জানাযার নামায পড়ালেন।

আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) তার পরবর্তী নারী–পুরুষের জন্যে এক বিরাট আদর্শ কায়েম করে গেছেন। যুগের বিবর্তনের মধ্যেও তার কীর্তি অপরিবর্তিত থেকে চতুর্দিকে জ্ঞান বিতরণ করবে।

www.pathagar.com

হাফসা (রাঃ)

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ

"নিশ্চয়ই নামায অসৎ ও মন্দ কাজ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে।"
–কোরআন

পরিচিতি

হাফসা (রাঃ) দ্বিতীয় খলিফা ওমর ফারুকের কন্যা, তাঁর পিতামহ নুফায়েল বিন আবদুল উযা বিন রাবাহ বিন আবদুল্লাহ বিন করত বিন অদি বিন কায়াব। তাঁর মাতার নাম জয়নব বিনতে মযউন।

রিসালতে মুহম্মদী (সাঃ)–এর পাঁচ বছর আগে তিনি মক্কায় জন্মগ্রহন করেন। কাবা শরীফের সংস্কারের বছর তাঁর জন্মের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

নিকাহ ও ইন্তেকাল

মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনীর মর্যাদা লাভের পূর্বে তাঁর আরেকটি বিবাহ হয়েছিল। খোনায়েস বিন হুযায়ফা তাঁর প্রথম স্বামী। তিনি বনুসহম গোত্রের লোক ছিলেন।

হাফসা (রাঃ) হিজরী ৪৫ সনে মদীনায় ইনতেকাল করেন। মদীনার গভর্নর মারওয়ান তাঁর জানাযার নামায পড়ান। নামাযান্তে তিনি কিছু দুর জানাযা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর আবু হুরায়রা (রাঃ) তার লাশ কবরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভ্রাতা আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণ নবী করীমের অন্যতম জীবন সঙ্গিনীকে কবরের মাঝে রেখে দেন।

একটি সংঘাতময় জীবন

লৌহ মানুষ উমর (রাঃ) মক্কার নবগঠিত বিপ্লবী দলে যোগদান করলে পরিবারের অনেকে তাকে অনুসরন করেন। উমর–দুহিতা হাফসা (রাঃ) ও খোনায়েস আল্লাহর বিধান সমাজ জীবনে বাস্তবায়নের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য এগিয়ে আসেন। মক্কার প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের হাতে খোনায়েস দম্পতিও রেহাই

www.pathagar.com

পেলেন না। অত্যাচারের মাত্রা সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে তারাও নিজের দেশের মাটি ছেড়ে সুদূর ইথিওপিয়ায় চলে যান। সেখানেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইসলামের অনুকূলে ছিল না। তাই নবী করীম (সাঃ) মুসলমানদের সঙ্গে করে মদীনায় হিজরত করলে হাফসা (রাঃ) ও তাঁর স্বামী আফ্রিকা থেকে চলে আসেন। মদীনার জীবন তাদের আরো কঠিন ও সংগ্রাম মুখর ছিল। আর সে সংগ্রামে স্বামী-স্ত্রী একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সর্বশক্তি নিয়োগ করে কাফেরদের হামলা প্রতিরোধ করতে লাগলেন।

মদীনার জীবনের সূচনাতেই শত্রুদের যুদ্ধভেরী ভেজে উঠলো। মদীনার নতুন সমাজকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য মক্কার মুসলিম বিরোধীদের এক বিরাট বাহিনী মদিনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। এ সংবাদ শুনে নবী করীম (সাঃ) মুসলমানদের দল নিয়ে বদর প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হলেন। এদলে খুনায়েস (রাঃ) ও ছিলেন। যুদ্ধে কাফেরদের বিষদাত ভেঙ্গে দিলেও কিছু সংখ্যক মুসলমান আহত ও শহীদ হন। খোনায়েসের আঘাত ছিল মারাত্মক। তিনি তা থেকে আর সেরে উঠতে পারলেন না। বদরের যুদ্ধের জখম নিয়ে তিনি দুনিয়া জাহানের মালিকের সংগে মিলিত হলেন। হাফসা (রাঃ) তাতে মনক্ষুন্ন হলেন না। আল্লাহর ইচ্ছাকে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিলেন।

পুনর্বার বিয়ে

উমর (রাঃ) কন্যাকে পুনর্বার বিবাহ দেয়ার মনস্ত করলেন। কিন্তু কাকে বলবেন? কে বিবাহ করতে প্রস্তুত হবে? এ সব প্রশ্ন ওমর (রাঃ)-এর মনে দোলা দিতে লাগল। বিধবা বিবাহ আরবে অবৈধ না হলেও উপযুক্ত পাত্রের তো সন্ধান নিতে হবে। যে কোন লোকের হাতে ওমর (রাঃ) কন্যাকে তুলে দিতে পারেন না। জীবনের প্রত্যেকটি কারনে যে মানুষ আল্লাহকে ভয় করে চলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির ভয়ে যে মানুষ সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকে ওমর (রাঃ) সেরূপ পাত্রেই তার কন্যাকে সমর্পন করতে চান।

হাফসা (রাঃ)-এর ইদ্দত সমাপ্ত হলে ওমর (রাঃ) শাদীর পয়গাম পাঠলেন উসমান (রাঃ)-এর নিকট। উসমান (রাঃ)-এর স্ত্রী রোকেয়া তখন ইন্তেকাল করেছিলেন। তিনি নিকাহ্র প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখার জন্য ওয়াদা করলেন। উমর (রাঃ)-এর সঙ্গে কয়েকদিন পর দেখা হলে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন।

www.pathagar.com

অনেক ভাবনা চিন্তার পর ওমর (রাঃ) এক দ্বীনি ভায়ের শরনাপন্ন হলেন। ঘনিষ্ট বন্ধু আবু বকরের কাছে মনের কথা অকপটে প্রকাশ করলেন। কিন্তু আবু বকর তাঁকে একেবারে নিরাশ করে দিলেন, হ্যাঁ–না কোন উত্তরই তিনি দিলেন না।

বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ইবনে খাত্তাব রাসূলে করীম (সাঃ)–এর কাছে উপস্থিত হলেন। একে একে সকল ঘটনা তাঁর কাছে ব্যক্ত করলেন। আল্লাহর রাসূল ওমর (রাঃ)–কে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। ওমর (রাঃ)–এর হয়ত ধারনার বাইরে ছিল যে নবী মোহাম্মাদ (সাঃ) বলবেনঃ আমি হাফসার জন্য উসমানের চেয়ে উত্তম স্বামী এবং উসমানকে হাফসার চেয়ে উত্তম পাত্রী যোগাড় করে দেব। অতপর নবী করীম (সাঃ) হাফসাকে নিকাহ করেন এবং কন্যা উম্মে কুলসুমকে বিশ্বস্ত বন্ধু উসমানের হাতে সমর্পন করেন।

হাফসা (রাঃ)–এর বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেলে আবুবকর (রাঃ) ওমর (রাঃ)–কে বললেনঃ শাদীর পয়গাম পেয়ে হ্যাঁ–না কিছু না বলায় তুমি আমার উপর দুঃখিত হয়েছো। কিন্তু আমি আল্লাহর রাসূলের ইচ্ছা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম এবং এজন্যেই কোন মতামত প্রকাশ করিনি। কথাটা প্রকাশ করে দিতেও মন চাইল না। অন্যথায় তোমার প্রস্তাবকে সাদর সম্ভাষন জানাতাম।

প্রত্যেক আদর্শিক রাষ্ট্রের নাগরীকদের মানসিকতা গঠনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় আদর্শকে জনগনের মধ্যে সজীব রাখার জন্য বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরীকদের সৎ ও দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলার জন্যে অনুরূপ ট্রেনিং–এর প্রয়োজন রয়েছে। নামায ও রোযার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের গুরু দায়িত্ব বহনের শিক্ষাই মুসলমানগন পেয়ে থাকে। প্রত্যহ পাঁচবার আল্লাহর আদেশের কাছে মস্তক নত করে খাটি মুসলমান এ ঘোষণা করেঃ হে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, আমি জীবনের সর্বক্ষেত্রে তোমার আদেশ নিষেধ মেনে চলার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। সম্পূর্ণ আনুগত্য সহকারে যারা নামায ও রোযার পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়েছেন তারাই ইসলামী সমাজের ও রাষ্ট্রের নাগরীক হিসেবে নিজেদের দাবী পেশ করতে পারেন।

নবী সহধর্মিনী 'হাফসা' (রাঃ) নামায ও রোযা পালনের এক তুলনাহীন আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গেছেন। হাফসা (রাঃ) সারা রাত নামাযে কাটিয়ে দিতেন এবং দিনের বেলা রোযা রেখে নিজের আত্মার সংসোধন করে নিতেন।

www.pathagar.com

রক্তের ধারা হাফসা (রাঃ)–কে তর্কপ্রিয় ও স্বাধীন চেতা করে দিয়েছিল। নির্বিচারে তিনি কোন কিছু গ্রহণ করতেন না। কোন কারনে আল্লাহর রাসূল তাঁকে 'এক তালাক' দিয়েছিলেন। এতে হয়ত ওমর (রাঃ) খুব ব্যথিত হয়েছিলেন। জিব্রিল (আঃ) এসে নবী করীম (সাঃ)–কে বললেনঃ হাফসা (রাঃ) অধিক রাত জেগে এবাদত করেন এবং বেশীকরে নফল রোজাও রাখেন। উমরের খাতিরে আপনি তাঁকে গ্রহণ করুন। এর পর আল্লাহর রাসূল তাঁকে গ্রহণ করে নিলেন। অবশিষ্ট তালাক প্রদান করলেন না।

হাফসা (রাঃ)–এর নিকট থেকে ৬০টি হাদীস সংগৃহীত হয়েছে। তিনি হাদীসগুলো নবী করীম (সাঃ) ও ওমর (রাঃ)–এর মুখ থেকে শুনেছিলেন। ইমাম বুখারী তাঁর বর্নিত চারটি হাদীস এবং ইমাম মুসলিম ছয়টি হাদীস তাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিতকরেছেন।

নবী করীম (সাঃ)–এর সঙ্গেও তিনি বিভিন্ন তর্কে লিপ্ত হতেন। বুখারী শরীফে ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বিবৃত একটা ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তিনি বললেনঃ আমরা জাহেলিয়াতের যুগে স্ত্রীলোকদিগকে কোনরূপ মর্যাদাই দেইনি। ইসলামই তাদেরকে মর্যাদা প্রদান করেছে। কুরআন শরীফে তাদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলে তাদের মর্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করি। একদিন আমার স্ত্রী আমাকে কোন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করলেন। আমি বললাম তোমার রায় ও পরামর্শের কি প্রয়োজন ? আমার স্ত্রী বললেনঃ ইবনে খাত্তাব তুমি সামান্যতম বিষয়ও বরদাস্ত করনা। অথচ তোমার মেয়ে রাসূলে করীমের সঙ্গে তর্ক করে । এমনকি এজন্যে তিনি সারা দিনও যাতনা ভোগ করে থাকেন। আমি হাফসার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলামঃ হে আমার কন্যা, তুমি কি রাসূলে করীমের সাথে তর্ক কর ? হাফসা (রাঃ) বললেন হাঁ আমি এরূপ করে থাকি। আমি বললাম আমি তোমাকে আল্লাহর আযাবের ভয় প্রদর্শন করছি। তুমি আয়েশা (রাঃ)কে ঈর্ষা করোনা।

ওমর (রাঃ) রাসূলে করীমের ঘনিষ্ট সহচর বিধায় হাফসা (রাঃ) খুবই গর্ববোধ করতেন। একদিন নবী করীম (সাঃ) উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া (রাঃ) কে ক্রন্দনরত দেখতে পেলেন, তিনি তার কারন জিজ্ঞাসা করলে সাফিয়া (রাঃ) বললেনঃ হাফসা আমাকে বলেছেঃ তুমি ইহুদির কন্যা। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেনঃ হে হাফসা আল্লাহকে ভয় কর। অতপর সাফিয়া (রাঃ)কে বললেনঃ তুমি পয়গম্বরের বংশধর ও পয়গম্বরের পত্নীও। হাফসা কি হিসেবে তোমার চেয়ে বেশী গর্ব করতে পারে।

www.pathagar.com

তাহরিম

নবী করীম (সঃ) আসরের নামায শেষ করে বেগমদের ঘরে যেতেন এবং তাদের প্রত্যেকের গৃহে কিছুক্ষন অবস্থান করতেন। একদিন তিনি উম্মুল মুমিনিন জয়নব বিনতে জাহশের গৃহে অপেক্ষাকৃত ভাবে একটু বেশীক্ষন অবস্থান করেন। তার ঘরে কোন স্থানে মধু এসেছিল। যেহেতু নবী করীম মধু খুব পছন্দ করতেন তাই উম্মুল মুমিনীন জয়নব তার জন্য মধুর শরবত তৈয়ার করেন। এ বিলম্বের কারনে আয়েশা (রাঃ) খুব মন ক্ষুন্ন হন। তিনি স্বয়ং এ ঘটনা এভাবে বর্ননা করেছেনঃ আমার মনে ইর্ষ্যা সৃষ্টি হল। আমি হাফসা (রাঃ), সওদা (রাঃ) এবং সাফিয়া (রাঃ) এর সাথে মুলাকাত করলাম এবং এ সিদ্ধান্ত করলাম যে, আমাদের মধ্যে যার ঘরেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তশরিফ আনবেন তিনি তাঁকে বলবেন, 'আপনার মুখ হতে 'মাগাকির' এর গন্ধ আসে।' বলাবাহুল্য 'মাগাকির' এক প্রকার ফুল যার মধ্যে কিঞ্চিত বিশ্রী গন্ধ রয়েছে। মৌমাছি মাগাকির ফুল থেকে মধু আহরন করলে তাতে সে দুর্গন্ধ সংক্রমিত হতে পারে। এটা সর্বজন বিদিত যে আল্লাহর রসূল (সঃ) খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসতেন। তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না যে সামান্য দুর্গন্ধ তার শরীরে সংক্রমিত হোক। এ কারনে তাকে জয়নবে (রাঃ)-এর ঘরে বেশীক্ষন অবস্থান করা হতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আয়শা (রাঃ) হাফসা (রাঃ) সহ অন্যান্য নবী পত্নীদের সাথে এরূপ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তাতে ফলোদয়ও হল। নবী করীম হাফসা (রাঃ)-এর ঘরে আসলে তিনি তাই বললেন। অতপর অন্যান্য বিবিদের নিকট থেকে অনুরূপ বাক্য শুনে মধু পান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বেগম গনকে খুশী করার জন্য একটা হালাল জিনিষ হারাম করা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন নি। আল্লাহ বলেনঃ

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ

'হে নবী তুমি কেন সে জিনিস হারাম কর যা আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করেছেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তোষ পেতে চাও।

গোপন কথা ফাঁস

একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাফসা (রাঃ) কে একটা গোপনীয় কথা বলেছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন যে বিষয়টি যেন অন্য কারও কানে পৌছানো না হয়। যেহেতু মা আয়েশা রসূলে খোদার প্রিয়তম সহধর্মিনী ছিলেন তাই অন্যান্য বিবি ও তাকে ভালবাসতেন, তাকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করতেন। আবার সময় সময় ইর্ষ্যা ও

www.pathagar.com

করতেন। হাফসা (রাঃ)-এর সখ্যতা তার সাথে খুব বেশী ছিল। তিনি আয়েশা (রাঃ) এর সাথে খুব বেশী মেলা মেশা করতেন। অন্তরঙ্গতা বেশী থাকার কারণে তিনি গোপন বিষয়টি আয়েশার নিকট প্রকাশ করেছিলেন। নবী করীমের বিবি হিসেবে এ কাজটি করা তার জন্য খুবই অনুচিত হয়েছিল। এবং তার এ অভ্যাস সংশোধিত না হতে রাসূলে করীম (সাঃ) এর যে কোন গোপন তথ্য যে কোন সময় তার দুশমনদের নিকট বলে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই আল্লাহ সুবহানাহ তার প্রিয় নবীকে গোপনীয়তা ফাঁস করার বিষয়টি জানিয়ে দেন। রাসূলে খোদা যখন হাফসা কে জিজ্ঞাসা করেন যে কেন তিনি বিষয়টি ফাঁস করেছেন তখন তিনি দস্তর মত অবাক হন। কারণ তিনি এটা মোটেই বুঝতে পারছিলেন না যে রাসূলে খোদা বিষয়টি কি করে জানতে পারলেন। আয়েশা ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রানী তার মুখ থেকে একথা শুনেনি। আয়েশা সম্পর্কে তার বদ্দমূল ধারনা আয়েশা কখনও একথা আল্লাহর রাসূলকে বলে দিতে পারেন না। বা আয়েশা অন্য কোন স্ত্রীকেও একথা বলবেন না বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি অবাক হয়ে আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনি বিষয়টি কি করে জানলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন মহা জ্ঞানী আল্লাহ তাকে এ সংবাদ দিয়েছেন। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আল্লাহ রব্বুল আলামীন পরবর্তীকালে কুরআনের আয়াত নাযিল করে তা সর্বকালের মানুষের নিকট প্রকাশ করে দেন তাকে ও অন্যান্য বিবিদেরকে তওবা করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ হুকুম করেন। ঈর্ষ্যার কারনে আয়শা ও হাফসা জব্দ করতে চেয়েছিলেন তাই কুরআনের আয়াতের দ্বারা তাদের সকলকে এ ধরনের আচরন থেকে বিরত থাকার হুকুম করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক বানীও উচ্চারন করা হয়েছিল যে যদি তারা বিরত না থাকে তাহলে আল্লাহ ফিরিসতা এবং মুমিনগন রাসূলে খোদাকে সাহায্য করবেন।

হাফসা (রাঃ) আল্লাহর দ্বীনকে উত্তমরূপে জানবার জন্য নবী করীম (সাঃ) কে প্রশ্ন করতেন। কোন কোন বিষয়ে তার সাথে তর্ক করতেন। নবী করীম (সঃ) একদিন বললেন ঃ বদর এবং হুদায়বিয়ার অংশ গ্রহনকারী সাহাবীগন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন না। উম্মুল মুমিনিন হাফসা (রাঃ) এ কথা শুনে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ বলেছেনঃ

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নামের উপর উপসৃত হবে।

www.pathagar.com

হুজুর (সাঃ) তার প্রিয় সহ ধর্মিনীকে জবাব দিলেনঃ আল্লাহ একথা বললেনঃ

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

অতপর আমরা খোদাভীরুদেরকে নাজাত দান করব এবং যালিমদেরকে নতজানু দোজখে নিক্ষেপ করব।

হাফসা (রাঃ) দাজ্জালের ভয়ে ভীত থাকতেন। মদীনায় অবস্থানকারী ইবনে যিয়াদের মধ্যে দাজ্জালের কতিপয় আলামত বিদ্যমান ছিল। একদিন আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) তাকে রাস্তায় দেখতে পান এবং তার কোন কোন আচরনের প্রতি ঘৃনা প্রকাশ করেন। এতে ইবনে যিয়াদ তার রাস্তা রুখে দাড়ান। ইবনে উমর খুব বিরক্ত হন। এবং তাকে মরতে শুরু করেন। এখবর হাফসা অবগত হলে ভাইকে বললেনঃ তুমি এরূপ কেন করতে গেলে ? তুমি কি অবগত নও যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ দাজ্জালের আগমন তার ক্রোধের কারনেই ঘটবে।

নবী করীম (সাঃ) এর যুগে আরব দেশে খুব অল্প সংখ্যক লোক লিখাপড়া জানত। হাফসা (রাঃ) ও লিখাপড়া জানতেন না। নবী (সাঃ) তাকে অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ শাফা বিনতে আবদুল্লাহ আদাওইয়া (রাঃ) উম্মুল মুমিনিন হাফসা (রাঃ) কে আরবী বর্নমালা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

হাফসা (রাঃ) এক বিশেষ সৌভাগ্যের অধিকারীনী ছিলেন। আল্লাহর রাসূল কুরআনের নাযিলকৃত সূরা গুলো লিপিবদ্ধ করানোর পর হাফসা (রাঃ) নিকট রেখে দিলেন। আল্লাহর রাসূলের তিরোধানের পরও কুরআনের তামাম লিখিত সূরা গুলো তার এ প্রিয় সহধর্মিনীর নিকট ছিল।

এ বিদুষী মহিলা অর্থের প্রতি খুব লির্লিপ্ত ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে তার বিষয় সম্পত্তি গরীব মিসকিনদের কল্যানের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। এব্যাপারে ভাই আবদুর রহমান বিন উমর (রাঃ) তাকে সাহায্য করেছিলেন।

www.pathagar.com

যয়নব বিনতে খোযায়মা

مَنْ نَفَّسَا عَنْ مؤمن كُربه مَن كرب الدنيَا نَفَّسَ الله عنه كربه من كرب يوم القيامة

"যে কোন মুমিনের দুনিয়ায় কোন দুঃখ কষ্ট করে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি দুঃখ দুর করে দিবেন।"

হাদীস নাম ও পরিচিত

নাম জয়নব। উপাধী তার উম্মুল মাসকিন– দীন দুঃখীর জননী। পিতা খোযায়মা বিন হারিস বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন সাআসাআ। তার প্রথম বিবাহ আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর ফুফাত ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহাসের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মতান্তরে তার বিবাহ উবায়দুল্লাহ বিন জাহাসের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বদর যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করার পর তার ভাই আবদুল্লাহ বিন জাহাসের সাথে তার দ্বিতীয় বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মতটি ভিত্তিহীন। উবায়দুল্লাহ বিন জাহাল আবিসিনিয়ায় ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহন করে। কুফরীর অবস্থায় সে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। সে উম্মে হাবিবা (রাঃ) এর স্বামী ছিল। তার বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কোন প্রশ্ন উঠেনা। তার ভাই আবদুল্লাহ বিন জাহাস বদর ও উহোদ দুই যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। স্বামী আবদুল্লা বিন জাহাস উহদের যুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার পূর্বে এ নিবেদিত প্রান সাহাবী আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন।

"হে দুনিয়া জাহানের স্রষ্টা। আমি যেন ক্রোধান্ধ সাহসী শত্রুর সম্মুখীন হই। আমি যেন তার হাতে নিহত হই। সে যেন আমার ঠোঁট, নাক, কান কেটে ফেলে। এ অবস্থায় আমি যেন তোমার সাথে মিলিত হই এবং তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর হে আবদুল্লাহ তোমার ঠোঁট, নাক, কান কি জন্য কাটা হয়েছে ? আমি জবাব দিবঃ হে এলাহী তোমার এবং তোমার রাসূলের জন্য।"

যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে যখন মুজাহিদ দোয়া করেন তখন তার দোয়া ব্যর্থ হয় না। যুদ্ধ শুরু হল। আবদুল্লাহ বিন জাহাস শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়লেন বীর বিক্রমে। তিনি এমন ভাবে যুদ্ধ করলেন যে তার তরবারী ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে

www.pathagar.com

গেল। রাসূলে খোদা তাকে খেজুর গাছের একটি শাখা দিলেন। সে শাখা দিয়ে যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। শত্রু তার নাক, কান প্রভৃতি কেটে দিল। তিনি আল্লাহর পথে একজন বিকলাঙ্গ শহীদ, মাজদা ফিল্লাহ। তার কামনা পূর্ণ হল।

তার শোক করার জন্য পেছনে পড়ে রইলেন তার স্ত্রী যয়নব বিনতে খোযায়মা। আল্লাহর রাসূল জাহাস পরিবারের দুঃখে খুব ব্যথিত হলেন। ফুফাত ভাই আবদুল্লাহর শাহাদাতের কারনে তার স্ত্রী আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হলেন। তার ভরন পোষনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হল। তিনি নজদের সুলাইম গোত্রের মেয়ে ছিলেন, সুলাইম গোত্রের লোকজন তখনও ইসলাম কবুল করে নি। ছিটে ফোটা দু একজন মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) এর রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। গোটা গোত্র ইসলামের ক্রমবর্দ্ধমান অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। পরবর্তীকালে এ গোত্রের লোকজনই ইসলাম প্রচার করার জন্য রসূলে খোদার নিকট মুবাল্লিগ চেয়েছিলেন। রাসূলে খোদার চল্লিশ জন মুবাল্লিগকে তারা হত্যা করেছিল। যয়নব (রাঃ) নজদের ইসলাম বিরোধী পরিবেশে ফিরে যেতে চাইলেন না। দু একটি প্রস্তাবও আসল। কিন্তু তিনি বিয়েতে সম্মত হলেন না। ডঃ হামিদুল্লাহ তার প্রখ্যাত গ্রন্থ মোহাম্মাদ রাসূল্লাহ-তে এ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সুলাইম গোত্রের ক্রমবর্দ্ধমান বিরোধিতা দূর করার জন্য তাদের গোত্রের সম্মানিতা এক সুপরিচিতা মহিলা যয়নব বিনতে খোযায়মাকে বিয়ে করেছিলেন এ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও আর্থিক সংকট এবং উপযুক্ত অভিভাবকের অভাব তার ছিল। রাসূলে খোদার মনে তখন কোন্ ভাবধারা বিরাজমান ছিল তা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু জানেন, তাই রাসূলে খোদা তাকে নিকাহ করার প্রস্তাব পাঠালেন তা তিনি সানন্দে কবুল করলেন। তখন তার বয়স মাত্র ত্রিশ বছর ছিল। রাসূলে খোদার সাথে তার দাম্পত্য জীবন দু থেকে তিন মাস মেয়াদের ছিল। তিনি অসুস্থ ছিলেন। তিনি আরোগ্য হলেন না। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি তার হকীকি মালিকের সাথে মুলাকাত করার জন্য যাত্রা করলেন। ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজেউন। রাসূলুল্লাহ তার জানাযার নামায পড়ালেন। রাসূলে খোদা তাকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করলেন। আল্লাহর রাসূলের জীবনকালে তার দু'জন স্ত্রী খাদিজা এবং যয়নব বিনতে খোযায়মা ইনতিকাল করেন।

ইসলাম গ্রহন করার পূর্বে তিনি তার গোত্রের নিকট সুপরিচিত ছিলেন কোন দীন দুঃখী তার নিকট থেকে ফিরে যেত না। তিনি এমন ভাবে তাদের সেবা করতেন যে তারা তাকে গরীবের জননী উপাধী প্রদান করেছিলেন। ইসলাম কবুল

www.pathagar.com

করার পর স্বাভাবিক ভাবে তার দান খয়রাত করার প্রবনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দীন-দুঃখী অভাবী মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তিনি ভালভাবে বুঝেছিলেন যে দুস্থ মানবতার সেবা এবং আল্লাহর এবাদত মানুষকে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। দুনিয়ার যিন্দেগী তার খুব অল্পদিনের ছিল। কিন্তু দুস্থ মানবতার সেবার দ্বারা তিনি অমর হয়ে রয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তাকে তার দুনিয়ার যিন্দেগীতে ইবাদত ও খেদমতের এক সুমহান পুরস্কার প্রদান করেছেন। তিনি আল্লাহর রাসূলের সহধর্মিনীদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সৌভাগ্য হাসিল করেছেন। এবং কিয়ামতের দিনও নবীপত্নী হিসেবে তিনি পুনরুজ্জীবিত হবেন। তিনি আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

●

উম্মে সালামা

" তারাই আল্লাহর কাছে বড় মর্যাদার অধিকারী --- যারা ঈমান এনেছে, ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। এবং তারাই সাফল্য মন্ডিত হয়েছে। " -- কোরআন

পরিচিতি

উম্মে সালামার আসল নাম ছিল হিন্দ। তিনি কোরেশ বংশের মাখজুম খান্দানে জন্মগহণ করেন, তাঁর পিতা আবুউমাইয়া সুহাইল বিন মুগিরা আরবের একজন প্রসিদ্ধ দানশীল ব্যক্তি ছিলেন, আর্ত ও মুসাফিরদের তিনি সেবা করতেন, তাঁর মাতা আতিকা বিনতে আমের বনুফারাস গোত্রের মেয়ে ছিলেন।

নিকাহ

আবদুল্লাহ বিন আসাদের সংগে তাঁর প্রথম বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আবদুল্লাহ আবুসালামা নামে বেশী পরিচিত ছিলেন। তিনি রাসুলে করীম (সাঃ)-এর দুধভাই ছিলেন। আবু সালামার মৃত্যুর পর তাঁর শাদী মোবারক নবী করীমের সংগে সুসম্পন্ন হয়।

www.pathagar.com

উম্মে সালামার প্রথম বিবাহ থেকে যে সব সন্তান হয়েছিল তাদের মধ্যে উমর অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি আলী (রাঃ)–এর খেলাফতকালে পারশ্য ও বাহরায়েনের শাসন কর্তাছিলেন।

উম্মে সালামা ও আবদুল্লাহর দাম্পত্য জীবন ছিল প্রেম প্রীতিতে ভরপুর। জীবনের এক দুর্লভ মুহূর্তে তিনি স্বামীকে বললেন " আমি শুনেছি, যে স্ত্রীলোকের স্বামী বেহেশত লাভ করেন এবং সে দ্বিতীয় বিবাহ না করে মৃত্যু বরণ করে আল্লাহ তা'লা তাকেও স্বামীর পাশে বেহেশতে স্থান দেন। এ ব্যবস্থা পুরুষের জন্যেও রয়েছে। এসো আমরা ওয়াদাবদ্ধ হই। আমার মৃত্যু আগে হলে তুমি দোসরা শাদী করবেনা এবং অনুরূপ তোমার ইনতেকাল আগে হলে আমিও কোন নিকাহ করবনা।"

স্বামী আবুসালামা স্ত্রীর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলেন । উম্মে সালামার নারী হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি তাঁর মনকেও স্পর্শ করল। ইসলামী আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মী হিসেবে আবদুল্লাহ (রাঃ) উম্মে সালামার প্রস্তাবে সম্মত হতে পারলেন না, আবেগের বশবর্তী হয়ে জীবনের স্বভাবিক ধারার গতিরোধ করতে চাইলেন না। সুস্থ ও সামঞ্জস্যশীল জীবন যাপনের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে তিনি বলেনঃ উম্মে সালামা ! তুমি আমার কথা শুনবে? উম্মে সালমা জবাব দিলেনঃ প্রিয়তম তোমার কথা শুনবার চেয়ে আমার কাছে আর অধিক প্রিয় কি বস্তু হতে পারে।

স্বামী বললেন ঃ আমার মৃত্যু হলে তুমি দোসরা শাদী করে ফেলবে।

অতপর তনি মোনাজাত করলেনঃ হে আল্লাহ্ আমার মৃত্যু হলে আমার চেয়ে ভাল সাথী উম্মে সালামাকে দান কর।

শুরু হলো নির্যাতন

উম্মে সালামার সংগ্রামী জীবন দুঃখ বেদনায় জর্জরিত, স্বামী আবদুল্লাহ্ বিন আবুল আসাদের সঙ্গে তিনি রিসালাতে মোহাম্মাদীর শুরুতেই ইসলাম কবুল করেন। আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে হাবসায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) হিযরত করলেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তারা মক্কানগরীতে বসবাস শুরু করেন। মক্কার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটলে অন্যান্য মুসলমানের মতো তারাও

www.pathagar.com

মদীনায় হিযরত করতে মনস্থ করেন। কিন্তু মক্কার কাফেরগণ তাঁদের দেশত্যাগ করতেও দিতে চাইল না। বাধাদানের সূক্ষ্ম পদ্ধতি তারা বেছে নিল। ভাবল, উম্মে সালামা (রাঃ) কে যেতে দেয়া না হলে আবু সালামাও (রাঃ) মক্কা ছেড়ে যাবে না এবং অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে হয়ত পশুদের সঙ্গে হাতও মিলিয়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু আবু সালামা (রাঃ) আল্লাহ্র হিজরতের আদেশকে নতমস্তকে গ্রহণ করলেন। স্ত্রী পুত্রের মায়া তাঁর পথের বাধা হতে পারলনা। উম্মে সালামা তাঁর জীবনের করুনতম ঘটনা নিজেই বর্ণনা করেছেন ঃ

আবু সালামা যখন মদিনায় হিযরত করার ফয়সালা করেন, তখন তাঁর মাত্র একটি উট ছিল। তিনি উটের উপর আমাকে ও অমার শিশু সন্তান সালামাকে সওয়ার করিয়ে দিলেন। তিনি নিজে উটের লাগাম টেনে চলতে লাগলেন। বনু মুগিরার লোকজনের সঙ্গে আমাদের দেখা হল রাস্তায়। তারা আবু সালামাকে বারবার বলতে লাগলো, এমন খারাপ অবস্থায় আমাদের মেয়েকে যেতে দেবনা। আবু সালামার হাত থেকে তারা উটের লাগামটা ছিনিয়ে নিল এবং আমাকেও বল পূর্বক তাদের সঙ্গে নিয়েগেল।

ছিনিয়ে নিল শিশু পুত্রকেও

ইতিমধ্যে আবু সালামার বংশের লোকজন অকুস্থলে এসে উপস্থিত হয়। তারা বলপূর্বক আমার শিশু পুত্রকে আমার কাছে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আমার খান্দানের লোকদেরকে তারা বললো ঃ 'তোমরা তোমাদের মেয়েকে স্বামীর সঙ্গে যেতে বারণ করছ, তখন আমাদের শিশু পুত্রকেও তোমাদের মেয়ের কাছে থাকতে দেবনা'।

এখন আমি, আমার স্বামী এবং আমাদের শিশুপুত্র তিনটি প্রাণী পরস্পর আলাদা হয়ে পড়লাম, যেহেতু হিযরতের হুকুম ছিল, তাই আবু সালামা মদীনা চলে গেলেন।

আমি প্রত্যেক দিন সকালবেলা ঘর থেকে বের হয়ে একটা টিলার উপর বসে কাঁদতাম, এ অবস্থায় অনুন্য একটা বছর কেটে গেল আমার। একদিন বনু মুগিরার একটি লোক আমার এ অবস্থা দেখে খুব বিচলিত হলে। সে আমার খান্দানের সব লোককে একত্রিত করে বললো, কেন তোমরা এ হতভাগিনীকে তার শিশুপুত্র ও স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছ? এ কথাগুলো এত আন্তরিকতার সাথে বলা

www.pathagar.com

হয়েছিল যে, আমার খান্দানের লোকদের মনে দয়ার উদ্রেক হল। তারা বললঃ তুমি ইচ্ছে করলে তোমার স্বামীর কাছে যেতে পার। একথা শুনে বনু আবদুল আসাদের লোকেরাও আমার শিশুপুত্র সালামাকে ফিরিয়ে দিল।

রওয়ানা হলেন একাকী

সে সময় মক্কা মদীনার রাস্তা কোন স্ত্রীলোকের একাকী ভ্রমনের পক্ষে নিরাপদ ছিল না, উম্মে সালামার সংকল্প তাতেও নড়চড় হলো না। আল্লাহ্ হিযরতের হুকুম করেছেন, উম্মে সালামা যে কোন রকমেই হোক তা পালন করবেন। আল্লার সাহায্যের উপর ভরসা রেখে তিনি দুধের শিশুকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন মদীনার পথে, আশঙ্কার চেয়ে তার আনন্দ বেশী। মদীনায় রয়েছেন আল্লাহ্র রাসূল, নির্যাতিত মুসলমান, শুধু কি তাই? সেখানে রয়েছেন প্রিয় স্বামী আবু সালমা। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে যারা আল্লাহ্র পথে অগ্রসর হয় আল্লাহ্ তদেরকে সাহায্য করে থাকেন। উম্মে সালামা (রাঃ)-রও সাহায্য মিলে গেল। মক্কার উসমান বিন তালহা তার সাহায্যে এগিয়ে এলেন।,

উম্মে সালামা বললেনঃ 'আমি সালামাকে কোলে নিয়ে উটের পিঠে চড়ে রওয়ানা হলাম। আমি কিছু দূর একাকী পৌছলে উসমান বিন তালহা বিন আবু তালহার সঙ্গে দেখা হল। তিনি অমার গন্তব্য স্থান সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে সওয়াল করলেন ঃ তোমার সঙ্গে কে রয়েছে? দুধের শিশু এবং আল্লাহ্। তিনি আমার উটের লাগাম টেনে হাটতে লাগলেন। আল্লাহ জানেন, সারা আরবে আমি উসমান বিন তালহার মত শরীফ লোক আর দেখিনি। মনজিলে মনজিলে আমি একটু জিরিয়ে নিতুম, আর তিনি গাছের আড়ালে চলে যেতেন। রওয়ানা হওয়ার সময় তিনি উট প্রস্তুত করে নিতেন এবং আমি নিশ্চিন্তে বসে পড়লে তিনি আগে আগে উটের লাগাম টেনে চলতেন। মদীনার সন্নিকটে বনি আমর বিন আওফ অধ্যুষিত কাব্য পল্লীর কাছে উপনীত হলে উসমান বিন তালহা বললেনঃ এখানেই তোমার স্বামী অবস্থান করেন। অমি আল্লাহর উপর ভরসা রেখে মহল্লার ভেতর ঢুকে পড়লাম। উসমান বিন তালহা আমাকে ঠিকানা দিয়েই মক্কার পথ ধরেছিলেন।

ভেংগে গেল সুখের নীড়

মদীনায় তাদের সুখের নীড় বেশী দিন টিকল না। ভেঙ্গে পড়ল অল্পদিনের মধ্যেই। সত্যের দুশমনরা ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাঁর স্বামীকে এবার। ওহুদের যুদ্ধে তিনি

www.pathagar.com

মারাত্মকভাবে আহত হলেন। এথেকে তিনি আর আরোগ্য লাভ করতে পারেননি। আঘাতে ভুগেই তিনি ইনতেকাল করলেন কিছুদিন পর।

উম্মে সালামা নবী করীমের কাছে স্বামীর ইনতেকালের খবর পৌছালে তিনি তাদর গৃহে এলেন। উম্মে সালামা শোকে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তিনি এই বলে আর্তনাদ করছিলেনঃ হায়, তাঁর ইনতেকাল কি করে হল।

নবী করীম (সাঃ) তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন ঃ ধৈর্য ধর ও মৃতের আত্মার জন্য মাগফিরাত কামনা কর। মোনাজাত কর ঃ হে আল্লাহ ! আমাকে তার চেয়ে উত্তম জীবন সাথী মিলিয়ে দাও।

রাসূলে করীম (সাঃ) নটা তাকবীর সহ আবুসালামার জানাযার নামায পড়লেন। সাহাবীদের কাছে নটা তাকবীর উচ্চারণ করাটা একটু রহস্যাবৃত মনে হলো। কোন কোন সাহাবী মনে করলেন, আল্লাহর রসূল বুঝি ভুল করে ফেলেছেন, অবশেষে আল্লাহ্র রাসূল আসল অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেনঃ আবদুল্লাহ হাজার তাকবীরের উপযুক্ত।

বিয়ে হলো নবী করীম (সাঃ)–এর সাথে

স্বামীর মৃত্যুকালে উম্মে সালামা (রাঃ) গর্ভবতী ছিলেন। সন্তান প্রসবের পর আবু বকর (রাঃ) তার কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠালেন। তিনি অনিচ্ছা জ্ঞাপন করে ঘটককে ফিরিয়ে দিলেন। উম্মে সালামা স্বামীর উপদেশ স্মরণ করে ভাবছিলেনঃ কে এমন লোক হবে, যে আবু সালমা থেকে ভাল।

অবশেষে ভাল প্রস্তাব এল পুত্র উমরের মারফতে। নবী করীম)সাঃ)–এর প্রস্তাব তার কাছে এল। তিনি সম্মত হলেন। নবী করীমের সাথে তার বিয়ে হয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল বিয়েতে দিলেন দুটি আটা ভাংগার চাকতি, দুটি মোশক এবং খেজুর পাতা ভর্তি একটা চামড়ার বালিশ। বলা বাহুল্য, অন্যান্য বিয়েতেও নবী করীম (সাঃ) স্ত্রীদের এ জাতীয় জিনিষ দান করেছেন।

স্পষ্ট বাদী উম্মে সালমা

উম্মে সালামা (রাঃ) খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন। তিনি যা সত্য বলে অনুভব করতেন, তা প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না। একদিন উমর (রাঃ) রাসূল (সাঃ)–

www.pathagar.com

এর পারিবারিক ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি কন্যা হাফসাকে রাসূলে করীমকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখার উপদেশ দিলেন। উম্মে সালামাকেও কিঞ্চিত উপদেশ দিলেন। উম্মে সালামা (রাঃ) উমর (রাঃ)-র এ উপদেশকে বাড়াবাড়ী মনে করে বললেন ঃ উমর সব ব্যাপারে তুমি হস্তক্ষেপ করতে চাও। এমনকি আল্লাহর রাসূল ও তাঁর পরিবারের ব্যাপারেও।

প্রখর বুদ্ধির অধিকারীনী

উম্মে সালামা (রাঃ)-এর বুদ্ধি ছিল খুব প্রখর। তিনি গড্ডালিকা প্রবাহে কখনো নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চাইতেন না। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তিনি যে উত্তম বিবেচনা শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হিজরী ছয় সনে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ১৪শত সাহাবয়ে কেরাম সহ হজ্জ ও ওমরাহ পালন করার জন্য মক্কার উদ্দেশ্য রওয়ানা হন। মক্কার অনতি দূরে হুদায়বীয়া নামক স্থানে পৌছার পর তার এ অভিপ্রায় জ্ঞাত করার জন্য উসমান (রাঃ) বিন আফ্‌ফানকে কোরেশ নেতৃবৃন্দের নিকট প্রেরণ করেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর প্রতিনিধি যখন কোরেশ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন তখন মুসলমানদের নিকট সংবাদ পৌছে যে, কাফেরগণ উসমান (রাঃ)-কে আটক করেছে বা হত্যা করেছে। এ সংবাদ শুনার পর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও তাঁর নিবেদিত প্রাণ সাহাবায়ে কেরাম খুব চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হন। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর নিকট বায়েত করেন যে, নিজেদের প্রাণ কোরবান করে হলেও তারা এ যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন, ইতিহাসে এ বায়েতকে বায়েতে রেদওয়ান নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বায়েতে রেদওয়ানের খবর মক্কায় পৌছলে কোরেশ নেতৃবর্গ তাদের অনুরূপ দুরভিসন্ধি থেকে থাকলেও তা ত্যাগ করে এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সংগে তারা সন্ধি স্থাপন করার জন্য শর্তাবলী পেশ করে।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সংগে তাদের যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার শর্তাবলী নিম্নরূপছিল।

(১) আগামী দশবছর পরিপূর্ণ শান্তি বিদ্যমান থাকবে। শান্তি ব্যহত বা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোন পদক্ষেপ কোন পক্ষ গ্রহণ করবে না।

(২) মুসলমানগণ আগামী বছর বায়তুল্লাহ জিয়ারত করার সুযোগ লাভ করবেন। বায়তুল্লাহ যিয়ারতের সময় তাদের কোন অস্ত্র থাকবেনা।

www.pathagar.com

(৩) কোরেশ গোত্রের কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করলে তাকে মক্কার নেতৃবর্গের নিকট ফেরত দিতে হবে। মদীনা থেকে কোন ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করলে তাকে মদীনায় ফেরত দেয়া হবেনা।

কাফেরদের এ সন্ধির শর্ত মেনে নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। হুদায়বিয়ার এ সন্ধি মুসলমাদের জন্য বয়ে নিয়ে এসেছিল প্রভুত কল্যাণ এবং আরবে দাওয়াত সম্প্রসারণ করার সুযোগ করে দিয়েছিল।

কিন্তু হুদায় বিয়ার সন্ধি দেখে সাধারণ সাহাবীগণ ভেবেছিলেন যে, মুসলমান গণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে অধিক পরিমানে। তাই তারা খুব চিন্তিত ও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

অপরপক্ষে আল্লাহর রাসূল হুদায়বিয়ার সন্ধি পালন করবার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। এজন্যে তিনি হোদায়বিয়ায় কোরবানী প্রদান করার জন্যে সাহাবীদের হুকুম করলেন। একবার, দুবার, তিনবার আদেশ করলেন আল্লাহর রাসূল কিন্তু কোন সাহাবী সাড়া প্রদান করলেন না।

নবী করীম (সাঃ) ঘরের ভেতর চলে গেলেন, অভিযোগের সুরে উম্মে সালামার কাছে ঘটনা বিবৃত করলেন।

উম্মে সালামা বললেনঃ আপনি কাকেও কিছু বলবেন না ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে কোরবানী করুণ এবং এহরামের জন্য চুল ছেটে ফেলুন।

তাঁর কথা নবী করীম (সাঃ)-এর মনঃপুত হলো। তিনি কোরবানী করলেন। সাহাবীগণ বুঝতে পারলেন যে সন্ধির শর্ত আর পরিবর্তিত হবে না। তারাও দলে দলে এসে কোরবানী করতে লাগলেন।

উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ)-এর পরই উম্মে সালামার স্থান। প্রখর বুদ্ধি, নিড়ারম্বর অভ্যাস, দানশীলতা প্রভৃতির জন্য তিনি ইসলামী ইতিহাসে এক বিশেষ স্থানের অধিকারিনী।

উম্মে সালামা রাসূল (সাঃ)-এর বানী খুব মন দিয়ে শুনতেন। একদিন তিনি কেশ বিন্যাসে ব্যস্ত ছিলেন, রাসূলে করীম (সাঃ) মসজিদে নববীর মিম্বারে দাড়িয়ে

www.pathagar.com

খোতবা শুরু করলেনঃ হে মানুষ। রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্বোধন শুনেই তিনি তার সঙ্গের মহিলাটিকে বললেনঃ তাড়াতাড়ি চুলগুলো বেঁধে দাও। মহিলা বললেন তাড়াতাড়ি কেন? রাসূলে করীম (সাঃ)-এর মুখ থেকে শুধু মানুষ শব্দই বেরিয়েছে। উম্মে সালামা (রাঃ) বললেনঃ আমি কি মানুষর মধ্যে গন্য নই? অতঃপর নিজহাতে চুল বেঁধে বক্তৃতা শোনার জন্য দাঁড়ালেন এবং মনোযোগ সহকারে নবী করীম (সাঃ)-এর বক্তৃতা আগাগোড়া শুনলেন।

আল্লাহর রাসূলের বানী যে তিনি শুধু শুনতেন তা নয় বরং খুব সতর্কতার সঙ্গে তার হেফাযত করতেন। সমকালীন পন্ডিত ব্যক্তিগণ তাঁর কাছে আসতেন নবী করীম (সাঃ)-এর বানী শুনবার ও সংগ্রহ করার জন্য। প্রথম শ্রেণীর সাহাবীগণ এবং তাদের পরবর্তীগণ তার কাছ থেকে বহুল পরিমানে উপকৃত হয়েছেন। তিনি মোট ৩৭৮টি কালামে রাসূল বর্ণনা করেছেন।

নামাযের আদর্শ সময় জ্ঞান তার ছিল। তিনি উত্তম সময়ে নামায আদায় করতেন। কিছু সংখ্যক লোক নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে কিঞ্চিত গাফেল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তার সমালোচনা করে বললেনঃ রাসূলে করীম (সাঃ) জোহরের নামায একটু আগে পড়তেন, কিন্তু তোমরা আছরের নামায আগে পড়।

আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) আছরের পর দু'রাকাআত নামায পড়তেন। মারওয়ান তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনি এ নামায কেন পড়েন? তিনি জবাব দিলেনঃ রাসূলে করীম (সাঃ) এ নামায আদায় করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) উক্ত হাদীস আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে জ্ঞাত হয়েছেন শুনে মারওয়ান সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তার কাছেই লোক পাঠালেন। মারওয়ানের দূত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর নিকট গমন করলে তিনি বললেন ঃ আমি উম্মে সালামা (রাঃ)-এর নিকট জ্ঞাত হয়েছি। উম্মে সালামা (রাঃ)-এর নিকট লোক পৌছলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ আয়েশাকে মাফ করুন। তিনি আমার কথার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করেছেন। আমি কি তাকে বলিনি যে, তিনি এ নামায পড়তে নিষেধ করেছেন?

নবী পত্নীর দানশীলতাও অনুকরণযোগ্য। একদিন কিছুসংখ্যক ভিক্ষুক এসে তার কাছে সওয়াল করল। উম্মুল হোসেন তার গৃহে ছিলেন। তিনি ভিক্ষুকদেরকে তিরস্কার করলেন। উম্মে সালামা (রাঃ) তাকে বাধা দিলেন এবং বললেন এরূপ করার হুকুম আমাদের নেই। অতপর দাসীকে হুকুম করলেন ভিক্ষা দিয়ে দাও।

www.pathagar.com

হুসাইন (রাঃ) কারবালার প্রান্তরে পৌছলে উম্মে সালামা (রাঃ)স্বপ্নে দেখলেন নবী করীম (সাঃ) এসেছেন। তার সর্বাঙ্গে চিন্তার ছাপ। উম্মে সালামা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসূলুল্লাহ সংবাদ কি? নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ হুসাইনের হত্যাকান্ডের পর ফিরছি। উম্মে সালামার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার দু'চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি বললেনঃ ইরাকবাসী হুসাইন (রাঃ)-কে হত্যা করেছে, আল্লাহ্ যেন তাদেরকে হত্যা করেন। হুসাইন (রাঃ)-কে যারা অপমানিত করে আল্লাহ যেন তাদের অপমানিত করেন। বলাবাহুল্য হুসাইন (রাঃ)-এর বুকের তাজা খুনে যে দেশের মাটি চৌদ্দশত বছর আগে হয়েছিল রঞ্জিত সে দেশে আজও ফিরে আসেনি শান্তি ও কল্যাণ আজও সে দেশের মানুষ রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে লিপ্ত।

প্রথম স্বামীর সন্তানগণ তার সাথেই ছিল। তিনি খুব স্নেহ সহকারে তাদেরকে লালন পালন করতেন। একদিন রাসূলে করীমকে জিজ্ঞাসা করলেন এজন্য কিছু সওয়াব পাবো? আল্লাহ্র রাসূল জবাব দিলেন, হ্যা।

তিনি হিজরী ৬৩ সনে ৮৪ বৎসর বয়সে ইনতেকাল করেন। তার অন্তিম অনুরোধ ছিল, মদিনার গভর্নর ওলিদ বিন ওতবা যেন তার জানাযার নামাযে ইমামতি না করেন। তাঁর শেষ অভিলাশ পূর্ণ হয়েছিল। গভর্নর ইমামতি করতে আসেননি। আবু হুরায়রা (রাঃ) উম্মুল মুমিনিনের জানাযার নামাযে ইমামতি করেছিলেন।

জীবন ব্যাপী সত্যের সাধনা করে গেছেন, ইস্পাত কঠিন সংকল্প নিয়ে এ মহিলা। উত্তম কাজে মানুষকে আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন তার জীবনের সাফল্য, সমাজজীবনের কল্যাণ এবং বিশ্বের শান্তি। তার সাধনা,ত্যাগ, সফল হয়েছিল, ধন্য হয়েছিল আরবের মাটি তার পায়ের স্পর্শে।

www.pathagar.com

জয়নব বিনতে জাহাশ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"নিশ্চই যারা আল্লাহ্কে বেশী পরিমাণ ভয় করে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট তারাই বেশী সম্মানী।" --কোরআন।

পরিচিতি

যয়নব(রাঃ) মক্কার কোরেশ গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল জাহাশ। যয়নাব রাসূল (সাঃ)-এর ফুফাতো বোন ছিলেন।

নিকাহ

আল্লাহ্র রাসূল মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, গোটা মানব জতি এক আদমের সন্তান। গোত্র ও বংশের মর্যাদা খুব ঠুনকো জিনিষ। এ মর্যাদা বোধে মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ হয় বেশী। প্রকৃত পক্ষে সেই ব্যক্তিই অল্লাহ্র কাছে প্রিয় এবং মানুষের নিকট সম্মান লাভের অধিকারী, যে বিশুদ্ধ চিন্তার অধিকারী- যে আল্লাহ্কে ভয় করে জীবনের গাড়ী সামনে টেনে চলে। বিশ্বনবী গোটা পৃথিবীর জন্য এরূপ বর্ণ গোত্র বংশ নির্বিশেষে শ্রেণীহীন সমাজের গোড়া পত্তন করতে চেয়েছিলেন।

আলকোরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষনা করে -ঈমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমরা মুশরিক স্ত্রীলোককে বিবাহ করনা। একজন মুমিন দাসী, শরীফজাদী মুশরিক অপেক্ষা শ্রেয়। যদিও তোমরা তাকে বেশী পছন্দ কর এবং 'তোমাদের মেয়েদেরকেও মুশরিক পুরুষের সংগে বিবাহ দিওনা। মুমিন গোলাম, সম্ভ্রান্ত বংশের মুশরিকের চেয়েও ভাল- যদিও তোমরা তাকে বেশী পছন্দ কর।''

নবী করীম (সাঃ) আল্লাহর বাণীকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য নিকটাত্নীয়া যয়নাব (রাঃ)-এর বিবাহ নিজের আজাদ করা গোলাম জায়েদ বিন হারিসের সাথে দিতে মনস্থ করলেন। উভয় পক্ষের সম্মতিতে আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলার বিবাহ কৃতদাসের সংগে হয়ে গেল।

www.pathagar.com

যয়নব–যায়েদের (রাঃ) দাম্পত্য জীবন এক বৎসর কাল স্থায়ী ছিল। উভয়ের মেজাজের বৈপরীত্যের দরুন মনমালিন্যের সৃষ্টি হয়। যায়েদ (রাঃ) নবী করীমের কাছে নালিশ পেশ করেন এবং তালাক দানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আখেরী নবী তাঁকে তালাক প্রদান থেকে বিরত রাখতে চাইলেন। আল্লাহ্‌কে ভয় করে তালাক না দিতে তিনি বারবার যায়েদ (রাঃ)কে উপদেশ দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বণি বনাও না হওয়ায় উভয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে বাধ্য হলেন।

নবী করীম (সাঃ) এর সংগে বিবাহ

মোহাম্মদ (সাঃ) যয়নবকে মানসিক যন্ত্রনা থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন, তিনি স্বয়ং যয়নবকে বিবাহ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু তখনও আরবের লোক পালক পুত্রকে নিজের পুত্রের মর্যদা প্রদান করত। তাই নবী করীম (সাঃ) একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। আল্লাহ এ জাহেলী প্রথাকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য আয়াত নাযিল করলেনঃ

–"তুমি দিলের মধ্যে যে কথা গোপণ রাখতে চাও, তা আল্লাহ প্রকাশ করে দিতে চান। তুমি মানুষকে ভয় করছ, কিন্তু আসলে আল্লাহকেই ভয় করা দরকার।"

নবী করীম (সাঃ) যায়েদ (রাঃ)–এর মারফত শাদীর পয়গাম পাঠালেন। যায়েদ প্রস্তাব নিয়ে যয়নব (রাঃ) –এর নিকট গেলেন। তিনি তখন আটা ভাংছিলেন। যায়েদ (রাঃ) বললেন, যয়নব, রাসূলে করীমের বিয়ের পয়গাম নিয়ে এসেছি।

অভিনব জবাব

যয়নব (রাঃ) জবাব দিলেনঃ আমি এখন কিছু বলতে পারব না। আল্লাহ্‌র সংগে পরামর্শ করে নেই। অতঃপর তিনি ওযু করে নামায পড়লেন এবং দোয়া করলেনঃ

হে আল্লাহ্‌, তোমার রাসূল আমাকে বিবাহ করতে চেয়েছেন। আমি তাঁর উপযুক্ত যদি হয়ে থাকি তবে তার সংগে বিবাহ দিয়ে দাও।

আল্লাহ বিবাহ অনুমোদন করলেন

আল্লাহ্‌ তাঁর দোয়া কবুল করে আয়াত নাযিল করলেন , "যয়নবকে দিয়ে যায়েদের প্রয়োজন যখন ফুরিয়ে গেল তখন আমি তোমাকে তার সংগে বিবাহ দিলাম

www.pathagar.com

যাতে পালক বধূ সম্পর্কে লোকের মনে কোন রূপ সংকীর্ণতা না থাকে এবং আল্লাহর আদেশ কার্যে পরিনত হয়।"

এ সুসংবাদ যয়নবের কাছে এসে পৌছলে তিনি বার্তা বাহককে নিজের পরিধানের সকল গহনা খুলে দিয়েছিলেন, কৃতজ্ঞতায় আল্লাহ্‌কে সিজদা করলেন এবং দু'মাস রোজা রাখার জন্য মান্নত করলেন।

নিকাহ হয়ে গেল। ওলিমা অনুষ্ঠানে তিনশত লোক যোগদান করলেন। দশব্যক্তির এক একটি দল আলাদাভাবে এক সময় খানা খেলেন। যয়নব (রাঃ)-এর ওলিমা অনুষ্ঠান আরো একটি কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তা'হল,'আয়াতে হিজাব' সে অনুষ্ঠানেই নাযিল হয়েছিল।

যয়নব (রাঃ) এজন্য গর্ব অনুভব করতেন যে, তাঁর বিবাহ খোদ আল্লাহতাআলা অনুমোদন করেছেন। অন্যান্য নবী সহধর্মীনীদের ন্যায় তাঁর বিবাহ আত্মীয় স্বজনের মারফত সম্পাদিত হয়নি। তাঁর শাদী আসমানী কিতাব কোরআনের মারফত হয়েছে। তিনি আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-কেও বলতেন যে, তিনি নবী করীমের প্রিয়তমা স্ত্রী, আসমানে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং কোরআনে তা উল্লেখ রয়েছে।

রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের কিছু আগে তাঁর বিবিগণ তাঁকে সওয়াল করেছিলেনঃ আমাদের মাঝে কে সকলের আগে আপনার সংগে মিলিত হবেন?

রাসূল (সাঃ) জবাব দিয়েছিলেন যার হাত লম্বা। নবী পত্নীগণ লাঠি দিয়ে নিজেদের হাত মাপতে লাগলেন কিন্তু কিছুক্ষন পর বুঝতে পারলেন যে, হাত লম্বা হওয়ার অর্থ দানশীলতা।

বিশ হিজরী সনে ৫৩ বছর বয়সে যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) ইনতেকাল করেন। ওমর (রাঃ) তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

যয়নব বিনতে জাহাশ ছিলেন উন্নত মনের অধিকারিনী। পার্থিব স্বার্থের পঙ্কিলতা তাকে কখনও স্পর্শ করতে পারেনি। সতীনদের মাঝে সাধারণতঃ ঈর্ষার ভাব বিদ্যমান থাকে এবং পরস্পর দোষারোপ করার মনোবৃত্তি ও সাধারণতঃ মানুষের সমাজে দৃষ্ট হয়। কিন্তু উম্মুল মুমিনীন যয়নব ছিলেন এ মারাত্মক মনোবৃত্তির উর্ধ্বে। তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য ও সরলতা নিম্নোক্ত ঘটনা হতে সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

www.pathagar.com

মুনাফিকগণ আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করলে বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সাঃ) যয়নব (রাঃ)-কে এ সম্পর্কে মত প্রকাশ করতে বলেন, যয়নব নবী করীম (সাঃ) কে জানালেনঃ আয়েশার উত্তম গুন ব্যতীত আমি কিছুই জ্ঞাত নই। নবী পত্নীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) যয়নবের চারিত্রিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছিলেন খুবই গম্ভীরভাবে। তিনি বলেনঃ দ্বীনি কাজ, তাকাওয়া, সত্যবাদীতা, দয়া, দানশীলতা ও আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে যয়নব অপেক্ষা উত্তম মহিলা আমি দেখিনি।

আয়েশা (রাঃ) অন্যত্র বলেনঃ আল্লাহ্ যায়নব বিনতে জাহাশের উপর রহম করুণ। দুনিয়ায় তাঁর বে-নজীর মরতবা হাসিল হয়েছে, আল্লাহ তাঁকে তাঁর নবীর সঙ্গে শাদী দিয়েছেন এবং তাঁর জন্যে কোরআনের আয়াতও নাযিল করেছেন।

উম্মে সালামা (রাঃ) বললেনঃ তিনি খুব নেক, রোজাদার এবং এবাদাতকারী মানুষছিলেন।

আয়েশা (রাঃ) আরও বলেন, নবী পত্নীদের মধ্যে যয়নব ব্যতীত আর কেহ আমার সমকক্ষ ছিল না। আয়েশা সিদ্দিকার বর্ণনা থেকে জানা যায় যয়নব (রাঃ) ছিলেন একটু তেজ জবানের মহিলা।

অনাড়ম্বর জীবন

নবী পত্নী যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। সম্পদের প্রাচুর্য না থাকলেও ইচ্ছা করলে তিনি জাকজমক করে চলতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে পথ কখনও মাড়াননি। তিনি বেছেনিয়েছিলেন ত্যাগের জীবন প্রকৃত মুমিনের জিন্দেগী। দুনিয়ার আরামের চেয়ে পরকালের শান্তি বেশী মূল্যবান অনুভূত হয়েছিল।

আল্লাহর সন্তোষলাভের জন্য প্রত্যেক মুসলমান নারী পুরুষকে নিজের অর্জিত সম্পদের এক বিশেষ অংশ ব্যয় করতে হয় হুকুমতে ইলাহিয়া প্রতিষ্ঠিত করার কাজে। এটা তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যে সমাজে ইসলামী মূল্যমান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে মুসলমানগণ তাদের বিত্ত ব্যায় করেন অনাথ, নিরাশ্রয়, নির্ধন ও বিদেশী মেহমানদের সুখ সুবিধা বিধানের জন্য। নবী পত্নী যয়নব (রাঃ) অক্ষরে

www.pathagar.com

অক্ষরে পালন করতেন সম্পদ ব্যয় সম্পর্কিত রাসূ নীতি। তাঁর মনে আল্লাহ্র ভয় এত প্রবল ছিল যে, সম্পদের সামান্য প্রাচুর্যও তিনি পছন্দ করতেন না। এ সম্পর্কিত তাঁর জীবনের একটি মশহুর ঘটনা নিম্নে বিবৃত হল।

অর্থ সমাগম করতেন না

ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) তখন ইসলামী রিয়াসাতের কর্নধার। তিনি নবী মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)–এর সহধর্মীনীদের ভরন পোষনের জন্য বায়তুল মাল থেকে বার্ষিক ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। যয়নাব (রাঃ)–এর অংশ যথা সময়ে সরকারী কর্মচারী মারফত তাঁর কাছে প্রেরিত হল। তিনি কল্পনাও করেননি যে এত টাকা পয়সা তাঁর জন্যে প্রেরিত হয়েছে। তিনি ভাবলেন সকলেরই অংশ এতে রয়েছে। তিনি আমিরুল মুমিনীনের দূতকে বললেনঃ বায়তুল মালের অর্থ আমার চেয়ে অন্যান্য নবী পত্নীরই বেশী দরকার। সরকারী কর্মচারী নম্রতার সাথে তাঁকে জানালেনঃ সংবৎসরের ভরণ পোষনের হিসাব কষে আমিরুল মুমিনীন শুধু আপনার জন্য বার হাজার দিরহাম প্রেরণ করেছেন।

অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত মহিলা, দূতের জবাব শুনে বলেছিলেনঃ সুবহানাল্লাহ।

ঘটনা বর্ণনাকারীরা বলেনঃ তিনি উমরের প্রেরিত অর্থের প্রতি দ্বিতীয় দৃষ্টি দেননি। ঘরের এক কোনে এগুলো আড়াল করে রাখতে বলে নিজের মুখ আবৃত করেফেলেছিলেন।

বার হাজার দিরহাম দান

অতপর পরিচারিকা ডেকে দিরহামগুলো দরিদ্র মুসলমান সাধারণের মধ্যে বিতরণ করে দেয়ার জন্য হুকুম করেছিলেন। বলাবাহুল্য হুকুম মোতাবিক পরিচারিকা একে একে প্রায় সমুদয় অর্থ দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিল। পরিচারিকা নিজের জন্য প্রর্থনা করলে যয়নব (রাঃ) তাকে অবশিষ্ট ৮৪ টি দিরহাম নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন । মোটকথা, বায়তুল মালের ১২ হাজার দিরহামের একটিও তিনি স্পর্শ করেননি।

অর্থ বিলি বন্টন হয়ে গেলে তিনি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ্ আগামীবছর আমি যেন এ অর্থ না পাই। আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন।

www.pathagar.com

পরবর্তী বছরে ভাতা প্রেরণের সুযোগ পাননি। ওমর (রাঃ)-এর পূর্বেই যয়নব (রাঃ) আল্লার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন।

আমিরুল মুমিনীন ভাতার অর্থ মিসকিনদের মধ্যে বিতরণের খবর পেয়ে তাঁর জন্য পুনর্বার আরো এক হাজার দিরহাম প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু যয়নব (রাঃ) তাও পূর্বের ন্যায় বিতরণ করে শান্তি লাভ করেছিলেন।

মৃত্যুকালে প্রিয় নবীর সহধর্মীনীর গৃহে পার্থিব সম্পদ কিছুই সঞ্চিত ছিল না। নবীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কিছুই রেখে যাননি তিনি এ মরজগতে একমাত্র সম্পদ ছিল তার বাসগৃহ। যেখানে তিনি বৈধব্যের দিনগুলি প্রিয় নবীর সাহচর্যের স্মৃতি রোমন্থন করে কাটিয়েছেন। তার বাসগৃহকে "মাওয়উল মিসকিন" দরিদ্রের আশ্রয়স্থল বলা হত। খলিফা ওলিদ বিন আবদুল মালেক ৫০ হাজার দিরহাম মূল্যে খরিদ করে ঘরটিকে মসজিদে নববীর সংগে শামিল করে দিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে সম্পদ তার অঢেল ছিলনা, তা ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু অল্প দান করেও তিনি মানুষের অন্তর জয় করতে পেরেছিলেন নিজের আন্তরিকতার জন্য। তাই তাঁর মৃত্যুতে নির্ধন ও নিঃসহায় মানুষ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল।

●

জুয়াইরিয়া বিনতে হারেছ

فمارأينا امرأةً كانت اعظم بَرَكَةٍ علي قومها منها-

"আমি কোন মহিলাকে তার নিজের কওমের জন্য তার চেয়ে বেশী উপকারিনীপাইনি।"

পরিচিতি ও শাদী

উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়া (রাঃ)-এর আসল নাম 'বারা'। তাঁর পিতা মুসতলক গোত্রের সরদার হারিস বিন আবু দারার বিন হাবীব। তাঁর প্রথম বিবাহ মুসাফফা বিন সাফওয়ানের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

পিতা হারিস মক্কার কোরেশ সরদারের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রকে উৎখাত করার জন্য মক্কার সরদারদের সহযোগিতায় পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হারিসের মারাত্মক পরিকল্পনার খবর পেয়ে হিজরী ৬ সালে একদল ইসলামী সৈন্য বনু মুসতালক গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। হারিস ইসলামী সৈন্যবাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে পালিয়ে যায়। তার লোকজন মুসলমানদের মোকাবেলা করে। এতে বহুলোক হতাহত হয়। হারিসের জামাতা জুয়াইরিয়ার স্বামী মুসাফফা বিন সাফওয়ান নিহত হয়। গোত্রের বহুলোক মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। বন্দীদের মধ্যে হারিস দুহিতা জুয়াইরিয়াও ছিলেন। গনিমতের মাল বিতরণ কালে প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী সাবিত বিন কায়েস বিন শামাস আল–কারী–এর নিকট তাকে সোপর্দ করা হয়। তিনি খুব তেজস্বীনি মহিলা ছিলেন। তার সম্মানবোধ খুব প্রখর ছিল। তিনি দাসীর জীবন কোন ক্রমেই মেনে নিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি সাবিত বিন কায়সের নিকট তাকে আযাদ করার জন্য দরখাস্ত করেন। সাবিত ১৯ উকিয়া স্বর্নের পরিবর্তে তাকে আযাদ করতে রাজী হলেন। জুয়াইরিয়া (রাঃ) তার শর্ত মেনে নিলেন।

জুয়াইরিয়া ১৯ উকিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে তার আযাদী খরিদ করতে প্রস্তুত হলেও তার নিকট কোন স্বর্ন ছিল না। তিনি কোথায় এত স্বর্ণ পাবেন? কে তাকে দেবে? তিনি কারই বা স্মরণাপন্ন হবেন? হয়তঃ তিনি অনেক চিন্তা ভাবনা করলেন। অবশেষে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর দরবারে তিনি হাযির হলেন। তিনি বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি ইসলাম কবুল করেছি। আমি আমার কওমের সরদার হারিস বিন আবু দারারের কন্যা। আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, আমি সাবিত বিন কায়েসের হিসসায় রয়েছি এবং তাকে ১৯ উকিয়া স্বর্ণ দিয়ে আযাদী হাসিলের জন্য অঙ্গীকার করেছি। আমার পক্ষে তা আদায় করা মোটেই সম্ভব নয়। আমি আপনার উপর ভরসা করে এ ওয়াদা করেছি। তাই আপনার নিকট থেকে তা সংগ্রহ করার জন্য এসেছি। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেনঃ তুমি তার চেয়ে উত্তম কিছু পছন্দ কর? কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তুমি কি মনে কর যে, এর চেয়ে উত্তম আচরণ তোমার সাথে করা হোক? জুয়াইরিয়া (রাঃ) বললেনঃ সেটা কি? আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ আমি তোমার অঙ্গীকারের অর্থ আদায় করে দেব এবং তুমি রাজী থাকলে তোমাকে বিবাহ করব। জুয়াইরিয়া (রাঃ) হয়ত কল্পনাও করতে পারেননি যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে জীবন সঙ্গিনী করার প্রস্তাব দিবেন। তার বন্দী জীবন যে এভাবে খোশনসীবে রূপান্তরিত হবে তা তিনি হয়ত কল্পনাও করতে পারেননি। তিনি প্রফুল্ল মনে আল্লাহর রাসূলের প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাবিত বিন কায়েসকে ওয়াদাকৃত অর্থ দান করে হারিস তনয়াকে আযাদ করলেন। নতুন নাম রাখলেন জুয়াইরিয়া! এ যেন নতুন জীবনের জন্য নতুন নামকরণ। অতপর তিনি বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে জীবন সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণকরলেন।

মুসলমানগণ যখন এ শাদীর সংবাদ শুনলেন তখন তারা বনু মুস্তালক গোত্রের সকল বন্দীদেরকে আযাদ করে দিলেন। এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে এ বিবাহের খুশীতে মুসলমানগন সাতশত বন্দীকে আযাদ করেছেন। এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং জুয়াইরিয়া তার গোত্রের লোকজনকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর দরবারে অনুরোধ করলে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সকল বন্দীকে মুক্ত করে দেন। তাঁর গোত্রের প্রতি জুয়াইরিয়ার এ অবদান স্মরণ করে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) যে উক্তি করেন তা আবু দাউদ শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ আমি 'কোন মহিলাকে তার নিজের কওমের জন্য তার চেয়ে বেশী উপকারী পাইনি।'

যুদ্ধ সমাপ্তির পর হারিস তার গোত্রে ফিরে এসে জামাতা মুসাফফা বিন সাফওয়ানের নিহত হওয়ার এবং কন্যা জুয়াইরিয়ার বন্দী হওয়ার খবর শুনে খুব চিন্তিত হলেন, তিনি মেয়েকে মুক্ত করার জন্য কয়েকটি উট বোঝাই করে দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। মদীনার দিকে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তার চিন্তার কিঞ্চিত পরিবর্তন সাধিত হল। সবচেয়ে উত্তম দুটো উট না দেয়ার মনস্থ করেন এবং কোন এক স্থানে তা বেঁধে রাখেন। অতপর তিনি অবশিষ্ট দ্রব্যসামগ্রী ও উট নিয়ে আল্লাহর রাসূলের দরবারে হাযির হন। তিনি বলেন, এসব কবুল করুন এবং আমার মেয়েকে আযাদ করুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবী (সাঃ) কে পথে রেখে আসা দুটি উট সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। তাই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আরো দুটা উট কোথায়? হারিস খুব লজ্জিত ও বিস্মিত হলেন। তিনি সংগে সংগে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে চুমু খেলেন এবং ইসলাম কবুল করলেন।

তিনি যখন জানতে পারলেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার মেয়েকে দাসী করেননি বরং তাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তখন তিনি খুব খুসী মনে সগোত্রে ফিরে যান। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, হারিস তার কন্যার মুক্তির জন্য দাবী করলে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) জুয়াইরিয়াকে তার সামনে হাযির

www.pathagar.com

করেছিলেন হারিস তার কন্যাকে বলেছিলেন, ''আমাকে লজ্জিত করনা।'' জুয়াইরিয়া জওয়াব দিয়েছিলেন,''আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) কে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছি।''

জুয়াইরিয়া অত্যন্ত সৎকর্মশীলা এবং পরহেজগার মহিলা ছিলেন। তিনি অত্যধিক নামায পড়তে ভালবাসতেন। একদিন নবী করীম (সাঃ) ফজরের নামাযে জামায়াতে যাওয়ার সময় জুয়াইরিয়াকে তাঁর হুজরাতে নামাযরতা দেখলেন। অতপর চাশতের নামাযের সময় হুজুরাতে ফিরে এসে তাকে একই মুসল্লার উপর উপবিষ্ট দেখলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেনঃ তখন থেকেই কি তুমি এভাবে উপবিষ্ট রয়েছ? তিনি বললেনঃ হাঁ। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বললেনঃ আমি এখান থেকে যাওয়ার পর এমন চারটি কালেমা উচ্চারণ করেছি যদি তা তোমার কৃত আমলের ওজন করা হয় তাহলে তা ভারী হবে । চারটি কালেমা হল

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَي نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ ومداد كَلِمَاتِهِ[১]

জুয়ারিয়া নামাযই নয় রোযাও অধিক রাখতেন। কোন এক শুক্রবার তিনি রোযা ছিলেন। নবী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, গতকাল কি তুমি রোযা ছিলে? তিনি বললেন না। অতপর তিনি প্রশ্ন করলেনঃআগামী কাল কি তোমার রোযা রাখার নিয়ত রয়েছে। তিনি বললেন, না। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন,তাহলে ইফতার কর। এথেকে স্পষ্ট হয়ে যে , আল্লাহর রাসূল (সাঃ) শুধু জুমআর দিনে রোযা পছন্দ করতেন না। ছহিহাইনের রেওয়ায়েতে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, আল্লার রসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

لَايصوم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله او بعده

''তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন শুধু জুময়ার দিনে রোযা না রাখে, যদি সে তার পূর্ব বা পরবর্তী দিনে রোয়া না রাখে।''

জুয়াইরিয়া (রাঃ)-এর ৭টি হাদিস - ২টি বুখারী, ২টি মুসলিম এবং তিনটি অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়া (রাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে এক মশহুর হাদ্দীস বর্ণনা করেছেনঃ

১ রাহমাতুল্লিল আলামীনঃ কাজী মুহাম্মাদ সুলাইমান। পৃঃ ১৭৫

www.pathagar.com

تَاللّٰهِ مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهٖ دِيْنَارًا اَوْ دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا اَمَةً وَلَاشَيْئًا اِلَّا بَغْلَةَ الْبَيْضَاءِ وَسَلَاحَهُ وَاَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً

আল্লাহর শপথ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় কোন দিনার, দিরহাম, কোন দাস, কোন দাসী, বা অন্য কিছু রেখে যাননি। অবশ্য তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে ছিল একটি মাত্র সাদা বর্ণের খচ্চর, অস্ত্র এবং এমন এক খন্ড জমি যা তিনি সাদকা করে দিয়েছিলেন।

উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা হিজরী ৫৬ সালের রবিউল আউয়াল মাসে মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬৫ বছরেরও বেশী ছিল।

উম্মে হাবীবা

'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের পিতা ও ভাইগণকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করণা- যদি তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরী গ্রহণ করে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ এমন ব্যক্তির সংগে বন্ধুত্ব করবে, সে জালিম হিসাবে গণ্য হবে।'

পরিচিতি

উম্মে হাবীবা আরবের সুপ্রসিদ্ধ সমর নায়ক আবু সুফিয়ানের কণ্যা। তাঁর আসল নাম রমলা এবং উম্মে হাবীবা তাঁর উপাধি ছিল। মাতার দিক থেকে তিনি উসমান (রাঃ) বংশের সংগে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ছিল সুফিয়া বিনতে আবুল-আস, উম্মে হাবীবা (রাঃ) রাসূল (সঃ)-এর রেসালতের ১৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

উবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের সংগে তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

www.pathagar.com

প্রথম স্বামী থেকে তাঁর গর্ভে আব্দুল্লাহ্ ও হাবীব নামক দু'টি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। হাবীব রাসূলে পাক (সাঃ)–এর কাছে প্রতিপালিত হন এবং শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেন। উম্মে হাবীবা তাঁর ভাই মাবিয়া (রাঃ)–র শাসনকালে চুয়াল্লিশ হিজরী সনে ইনতিকাল করেন। মদীনায় তাঁর দাফন কাফন করা হয়।

স্বামীর ধর্ম ত্যাগ

উম্মে হাবীবা (রাঃ) হিজরতের পূর্বে আল্লাহর দ্বীনের উপর ঈমান এনেছিলেন। তাঁর স্বামী উবায়দুল্লাহ্ বিন জাহাশও একই সময় ইসলাম কবুল করেছিলেন। মক্কার সরজমিনে মুসলমানদের বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়লে তিনি ও তাঁর স্বামী অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে জন্মভূমি ছেড়ে সুদূর ইথিওপিয়ায় চলে যান। কিন্তু হিজরত তাঁর জন্যে বয়ে নিয়ে এল দুঃখ। মক্কার আবুজেহেলের অত্যাচার থেকে মুক্তি তিনি পেলেন বটে কিন্তু তাঁর দাম্পত্য জীবনে নেমে এল বিপর্যয়।

স্বামী উরায়দুল্লাহ বিন জাহাশ দূর্বল চিত্তের লোক ছিলেন। দ্বীনের জন্য এত তকলীফ স্বীকার করতে অপ্রস্তুত হয়ে তিনি ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ধর্মাওরিত হওয়ার পর স্ত্রী উম্মে হাবীবাকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণের জন্য চাপ দিতে থাকে। কিন্তু উম্মে হাবীবার পাহাড় সম ঈমানের কাছে তার সকল কোশেশ ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। আল্লাহ্র পথে তিনি দৃঢ়ভাবে অবিচলিত থাকেন। একবিন্দু নড়েননি তিনি। স্ত্রীর কাছে নিজের আদর্শিক ব্যর্থতার আঘাত তার মনে খুব বেশী ভাবে লেগেছিল। তিনি কল্পনাও করেননি যে বিদেশ বিভূইয়ে একজন সাধারণ মহিলা স্বামীর আদেশ উপেক্ষা করতে সাহস করবে। উম্মে হাবীবা সে সাহস প্রদর্শন করলেন। স্বামীর জন্য আদর্শ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন না। উবায়দুল্লাহ বিনঃ জাহাশ এর প্রতিশোধ নিল এক হীন পন্থায়। স্ত্রীর কাছ থেকে দুরে সরে দাঁড়াল নবদীক্ষিত ঈসায়ী স্বামী।

বুকে ছিল কলেমার আগুণ

প্রিয়জনের বিচ্ছেদের যন্ত্রণা উম্মে হাবীবা (রাঃ) অনুভব করলেন, কিন্তু তাতে তিনি মুষড়ে পড়লেন না। আল্লাহ্ ব্যতীত তিনি কোন 'ইলাহে' বিশ্বাসী ছিলেন না। বিপ্লবী কলেমা 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ'–র আগুণ তাঁর অন্তরে সর্বদা অনির্বান ছিল। তাই স্বামীর প্রেম, সত্য পথ থেকে একটুও সরাতে পারলো না। আল্লাহ্র প্রেমই জয়ী হলো। উম্মে হাবীবা (রাঃ) কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে, প্রয়োজন বোধে দ্বীন ইসলামের জন্য স্বামীর ভালবাসাও কোরবান দিতে হয়।

www.pathagar.com

সংকট থেকে উদ্ধার পেলেন

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর অশেষ কৃপা বলে উম্মে হাবীবা (রাঃ)-কে শীঘ্রই এ সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করলেন। উবায়দুল্লাহ্ বিন জাহাশের মৃত্যু হয়ে গেলে নবী করীম (সাঃ) আমর বিন উমাইয়ার মারফত শাদীর পয়গাম তাঁর কাছে পাঠান। উম্মে হাবীবা (রাঃ) প্রস্তাবে সম্মত হলে ইথিওপিয়া অধিপতি নাজ্জাশী খালেদ বিণ সাইদ উমরীকে উকিল নির্ধারিত করে প্রবাসী মুসলমানদের ডেকে রাসূল (সাঃ)-এর সঙ্গে উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ানের বিয়ে সম্পন্ন করে দেন। নাজ্জাশী আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে চারিশত দিনার পরিশোধ করেছিলেন। উম্মে হাবীবা তখন সাইত্রিশ-এর কোটায় পদাপর্ণ করেছিলেন।

পিতার প্রতি কঠোর ব্যবহার

উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা (রাঃ) রাসূলে করীম (সাঃ)-কে প্রাণ ঢেলে ভালবাসতেন। মক্কা বিজয়ের পূর্বে কোন কারণ বশতঃ পিতা আবু সুফিয়ান নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট আসেন। বহুদিন হলো কণ্যা উম্মে হাবীবাকে দেখেননি। মদীনায় এসেছেন, তাঁকে না দেখে আবু সুফিয়ানের মন সরছিল না। তিনি দেখা করতে তাঁর ঘরে গেলেন। তখন একটি বিছানা পাতা ছিল। আবু সুফিয়ান বসার উপক্রম করতেই উম্মে হাবীবা বিছানাটি উঠিয়ে ফেললেন।

আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন, বিছানাটি আমার উপযুক্ত নয়, না আমি বিছানার উপযুক্ত নই? কণ্যা জবাব দিলেনঃ এটা আল্লাহর রাসূলের পবিত্র বিছানা আর আপনি মুশরিক হওয়ার দরুন অপবিত্র। তাই আপনাকে স্থান দিতে পারি না।

আবু সুফিয়ান কণ্যার ব্যবহারে খুবই ব্যথিত হলেন। তিনি বললেনঃ আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর তোমার স্বভাব বিগড়ে গেছে। উম্মে হাবীবা (রাঃ) এ তিরস্কারে মোটেই কান দিলেন না।

উম্মে হাবীবা রাসূল (সাঃ)-এর বানী খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং সাধ্যানুযায়ী নিজের জীবনে সেগুলো পালন করতেন। পিতা আবু সুফিয়ান পরে মুসলমান হয়ে মরেছিলেন। পিতার ইনতিকালের পর তাঁর চেহারায় খোশবু ঘষে বললেনঃ নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি স্বামী ব্যতীত অন্য লোকের মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক করা মুসলিম মহিলাদের জন্য দুরস্ত নয়। অবশ্য স্বামীর জন্য চার মাস দশদিন শোক করা জায়েজ আছে।

www.pathagar.com

৭৩ বছর দুনিয়ার আলো-বাতাস উপভোগ করার পর অন্তিমের আহবান আসলে আয়েশা ও উম্মে সালমা (রাঃ)-কে ডেকে বললেনঃ "আমাদের সম্বন্ধ ছিল সতীনের। সতীনদের একটু মন কষাকষি হয়েই থাকে এবং এ থেকে আমরাও মুক্ত ছিলাম না, তাই আমাকে মাফ কর।" আয়েশা (রাঃ) মাফ করে দিয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। উম্মে হাবীবা (রাঃ) বললেনঃ ইনতেকালের সময় আমাকে খুবই আনন্দিত করলে, আল্লাহ্ তোমাকে সুখ ও শান্তিতে রাখুন। উম্মে সালামাও সতীনদের ত্রুটিবিচ্যুতি মাফ করেছিলেন।

সরলতা ও কোমলতা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। একবার রাসূলে করীম (সাঃ)-কে বললেনঃ আমার বোনকে আপনি নিকাহ্ করে ফেলুন।

রাসূলে করীম (সাঃ) জবাব দিলেনঃ তুমি কি এটা পছন্দ কর?

উম্মে হাবীবা (রাঃ) বললেনঃ আমি আপনার একমাত্র স্ত্রী নই। তাই আমি পছন্দ করি যে, আপনার সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপনের সৌভাগ্য শুধু আমার নয়, আমার বোনেরও হোক।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁকে আল্লাহর হুকুম শুনিয়ে দিলেন।

●

সাফিয়া বিনতে হুইয়াই

নাম ও পরিচিতি

সাফিয়া এক ঐতিহাসিক নাম। ইতিহাসের তিন প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত। খান্দানের দিক থেকে তাঁর অধঃস্তন পূর্ব পুরুষ হলেন ইমরান বিন হারুন (আঃ)। মুসা (আঃ) হলেন তার চাচা এবং শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন তাঁর প্রিয় স্বামী। কোন কোন ঐতিহাসিক, যার মধ্যে বারকাণী অন্যতম এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে সাফিয়া (রাঃ) এর আসল নাম যয়নব। গনিমতের মাল যা বিজয়ী সৈন্যের নেতা পেয়ে থাকেন তা আরবীতে সাফিয়া বলা হয়। এ জন্যই তিনি যয়নবের পরিবর্তে সাফিয়া নামে প্রসিদ্ধী লাভ করেছেন।

www.pathagar.com

কিন্তু সাধারণ ভাবে এ অভিমত গৃহীত হয় নি। অধিকন্তু তৎকালিন আরবে বহু মহিলার নাম সাফিয়া রাখা হত। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর একজন ফুফুর নামও সাফিয়াছিল।

সাফিয়ার পিতা হুইয়াই বিন আখতব বনুনযির গোত্রের সরদার ছিলেন। ইহুদী গোত্র বনু নযিরের লোকজন গিয়ে তার আনুগত্য করত। তার মাতার নাম বাররাহ ছিল। তার পিতা সাম্যুয়েল বনুকোরায়জা গোত্রের সরদার ছিলেন।

বিবাহ

সাফিয়ার প্রথম বিবাহ এক মশহুর ইহুদী ব্যক্তিত্ব সালাম বিন মশকম আলকারজীর সাথে অনুষ্ঠিত হয়। মন ও মেজাজের পার্থক্যের কারণে বিবাহ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। প্রথম স্বামী তালাক প্রদান করেন। অতঃপর তার বিয়ে খয়বরের প্রসিদ্ধ নেতা আবু রাকের ভাতিজা এবং খয়বরের অন্যতম শক্তিশালী দূর্গের শাসনকর্তা কেনানা বিন আবুল হাকিকের সাথে সম্পন্ন হয়। স্বামী বনু কুরায়জা গোত্রের লোক ছিলেন।

সপ্তম হিজরী ইসলামী ইতিহাসের স্মরণীয় বছর। এ বছর সাফিয়ার জীবনের সুখ দুঃখের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত খয়বর ইহুদীদের একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল। খয়বরের ইহুদীগণ সারা আরবে সামরিক দক্ষতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। একই জনপদে যুদ্ধ উপযোগী কতিপয় দূর্গ অবস্থিত ছিল। খয়বর অঞ্চলে বসবাসরত বনি নজীর ও বুনি কোরায়জা গোত্রভূক্ত ইহুদিগণ শুরু থেকেই তারা ইসলামী রাষ্ট্রে বিরোধী ছিল। তওরিতের ভবিষ্যতবানী অনুযায়ী যে নবীর আগমনের জন্য ইহুদী দুনিয়া দিনের পর দিন বছরের পর বছর অধীর আগ্রহে প্রতিক্ষা করছিল সে নবী আল আরবী যখন হেরোর রাজ হয়ে আত্ম প্রকাশ করলেন তখন গোটা ইহুদি দুনিয়া তাঁর বিরোধিতা শুরু করে দিল। বনু নযির এবং বনু কোরায়জা সামরিক শক্তির দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। তারা শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য বনু গোতফান এবং বনু আসাদকেও সাথে নিল। ইসলামী রাষ্ট্র পরাজিত হলে মদীনার অর্ধেক খেজুর বাগান তারা পাবে এ প্রতিশ্রুতিতে বনু গোতখান এবং বনু আসাদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে রাজী হল। আল্লাহর রাসূলের গোয়েন্দা বিভাগ যথাসময়ে তাঁকে ইহুদীদের এ নাপাক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে। আল্লাহর রাসুল কাল বিলম্ব না করে চৌদ্দশত সাহাবী সহকারে খয়বরের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

রওয়ানা হয়ে গেলেন। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই ইহুদীদেরকে মুসলমানদের খয়বর যাত্রা সম্পর্কে অবহিত করে। যাক আল্লাহর রাসূল খয়বর প্রান্তে যখন উপনীত হলেন তখন ইহুদী সৈন্যগণ মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্য দূর্গের বাহিরে খয়বর প্রান্তে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু মুসলমানদের উপস্থিতি তাদের মনে কিঞ্চিত ভীতি সঞ্চার করল এবং তারা সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে দুর্গের ভিতরে অবস্থান গ্রহণ করল। দূর্গের ভিতর থেকে তারা মুসলমানদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। এতদসত্তেও মুসলমানগণ দিন কয়েক যুদ্ধ করে ইহুদীদের তিনটি দূর্গ দখল করে নিলেন। কিন্তু সাফিয়ার স্বামীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত দূর্গ কামুস দখল করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। অবশেষে আলী বিন আবুতালিব (রাঃ) খুব কষ্টে তা জয় করলেন। এ যুদ্ধে ৯৩ জন ইহুদী মারা যায় এবং ১৫ জন সাহাবী শহীদ হন। সাফিয়ার স্বামী, পিতা, ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন এ যুদ্ধে নিহত হন। সাফিয়া ও অন্যান্য ইহুদী মেয়েদের সাথে যুদ্ধ বন্ধি হন।

বেলাল (রাঃ) সাফিয়া এবং তাঁর গোত্রের অপর এক আত্মীয়াকে গ্রেফতার করে আল্লাহর রাসুলের দরবারে উপনীত হন। যে রাস্তা দিয়ে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে আসেন তাতে যুদ্ধে নিহতদের লাশ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল। লাশের মধ্যে সাফিয়ার পিতা, স্বামী এবং ভাইয়ের লাশ ছিল। তিনি নীরবে তা অতিক্রম করলেন, মন তাঁর শোকে মূহ্যমান ছিল কিন্তু তার বহিপ্রকাশ তিনি মোটেই করলেন না। কিন্তু তাঁর সঙ্গী বোনটি লাশ দেখে নিজেকে ঠিক রাখতে পারলনা। খুব আহাজারী করে শোক প্রকাশ করতে লাগল। আল্লাহর রসুল এ অবস্থা দেখে খুব ব্যথিত হলেন। তিনি বন্ধিনীদেরকে একটু দূরে বসতে হুকুম দিলেন। রাহমাতুল্লীল আলামীন বিলালকে (রাঃ) বল্লেন, হে বিলাল! তোমার হৃদয় কি দয়া শূন্য তুমি এ মেয়েদেরকে এমন রাস্তা দিয়ে নিয়ে এলে যার পার্শ্বের ধূলাবালিতে তাদের প্রিয় পিতা এবং ভাইদের লাশ পড়ে রয়েছে।

মালে গনিমত বন্টনের সময় সাহাবী ওহিয়া কলবী (রাঃ) সাফিয়াকে তার নিজের জন্য পছন্দ করেন এবং আল্লাহর রাসুলের সম্মতি আদায় করেন। কিন্তু উপস্থিত সাহাবীগণ সাফিয়ার বংশ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ওহিয়া কলবীকে সাফিয়ার জন্য নিযুক্ত বিবেচনা করলেন না বরং তাঁরা তাঁকে আল্লাহর রাসুলের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করলেন। তাঁরা আল্লাহর রাসুল (সঃ) কে এ মর্মে অনুরোধ করলেন। আল্লাহর রাসূল তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং ওহিয়া কলবীকে অন্য একজন মেয়ে দেয়া হল।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল (সঃ) সাফিয়া (রাঃ)–কে আযাদ করে দিলেন। এবং তাকে এখতিয়ার প্রদান করলেন যে তিনি ইচ্ছা করলে নিজের ঘরে আত্নীয় স্বজনের নিকট চলে যেতে পারেন। বা আল্লাহর রাসূলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হতে পারেন। সাফিয়া (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর জীবন সঙ্গিনী হিসেবে থাকতে চাইলেন। সাহবা নামক স্থানে এ ঐতিহাসিক বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং দাওয়াতে ওয়ালিমাও সেখানে সম্পন্ন করা হয়। মদীনার দিকে রওয়ানা হওয়ার সময় আল্লাহর রাসূল উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া (রাঃ) কে তাঁর নিজের উটের উপর সোয়ার করে দেন এবং তাঁর নিজের আবার পোষাক দ্বারা পর্দার ব্যবস্থা করেন।

মদীনা পৌঁছার পর আল্লাহর রাসূল (সঃ) সাফিয়া (রাঃ) সহ তার প্রিয় সাহাবী হারিস বিন নুমান আনসারীর বাসায় গিয়ে উঠলেন। সাফিয়া (রাঃ) অপরূপ সুন্দরী মহিলা ছিলেন। তাঁকে দেখার জন্য আনসার মেয়েরা হারিস (রাঃ) এর বাসায় ভীড় জমাল। কৌতুহলী আনসার মহিলাদের সাথে দেখতে এলেন অন্যান্য নবী সহধর্মিনীগন। আয়শা (রাঃ), হাফসা (রাঃ), জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ), জুয়াইরিয়া (রাঃ) প্রমুখ কৌতুহল নিবৃত করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন।

নবী দুলালী ফাতিমা (রাঃ) সতমাকে দেখার জন্য হারিস (রাঃ) এর ঘরে গেলেন। সাফিয়া (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সঃ)–এর প্রিয় কণ্যাকে নিজের কানের মূল্যবান দুল খুলে পরিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, ফাতেমার সঙ্গীনী মেয়েদেরকেও একটি করে অলঙ্কার উপহার দিলেন। তিনি ভালভাবে জানতেন যে, হাদিয়া মহব্বত বৃদ্ধিকরে।

সাফিয়া (রাঃ) কে দেখার পর উম্মুল মুমিনীন আয়শা, জয়নব, হাফসা প্রমুখ যখন নিজেদের বাসস্থানের দিকে রওয়ানা হলেন তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাদের সাথে কিছুদুর গেলেন। আয়শা (রাঃ)–কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

হে আয়শা তুমি তাঁকে কিরূপ দেখলে? আয়শা (রাঃ) জবাব দিলেন সেত ইহুদী মেয়ে। আল্লাহর রাসূল (সঃ) আয়েশার এ মন্তব্য অপছন্দ করলেন। তিনি বল্লেন, আয়েশা! এরূপ বলনা। সে ইসলাম কবুল করেছে এবং তার ইসলাম উত্তম।

সাফিয়ার সুন্দর চেহারার মধ্যে কিঞ্চিত কালদাগ ছিল। আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কিসের চিহ্ন এগুলো? সাফিয়া (রাঃ) বল্লেন, একরাত্রিতে

www.pathagar.com

তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে আসমানের চাঁদ খসে পড়েছে আমার কোলে। আমি এ স্বপ্ন আমার পিতাকে বল্লাম। তিনি এ স্বপ্ন শুনে ভীষণ ক্রোধান্বিত হলেন এবং এমন জোরে আমার মুখে চড় মারলেন যে আমার চেহারায় তার আঙ্গুলের দাগ ভালভাবে বসে গেল। অতঃপর তিনি বল্লেন, তুমি আরবের রানী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছ? সাফিয়া (রাঃ) সত্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সাথে তাঁর শুভ বিবাহ সম্পাদিত হওয়ার মাধ্যমে তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল। পিতা কট্টর ইহুদী মনমানষিকতার অধিকারী ছিলেন। তিনি কি করে পছন্দ করবেন যে তার মেয়ে স্বধর্ম ত্যাগ করে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন?

সাফিয়া (রাঃ) মিষ্টভাষিণী এবং নরম মেজাজের অধিকারিনী ছিলেন। তিনি কারও প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করতেন না। তিনি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ইসলাম কবুল করেছিলেন। তিনি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর আনুগত্য করতেন তাই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁকে খুব ভালবাসতেন এবং সব সময় তাঁর মন জয় করতে চাইতেন। এক সফরে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর সাথে তার প্রিয় সহধর্মিনীগণও ছিলেন। হঠাৎ সাফিয়া (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন এবং কাঁদতে শুরু করেন।

আল্লাহর রাসূল এ সংবাদ পেয়ে তাঁর প্রিয় স্ত্রীর নিকট আগমন করেন এবং অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে তাঁর চোখের পানি মুছে দেন। এতে সাফিয়া (রাঃ) আরও বেশী করে কাঁদতে লাগলেন, অগত্যা আল্লাহর রাসূল সকল সাথীদের সহযাত্রা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখলেন। অতঃপর তিনি উম্মুল মুমিনিন যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) কে বল্লেন, যয়নব সাফিয়াকে একটা উট দাও।

যয়নব (রাঃ) খুব দাতা দয়ালু মহিলা ছিলেন। সারাজীবন অন্যের উপকার করেছেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর এ প্রস্তাব তার মনঃপুত হলনা। শুধু তাই নয় তিনি আল্লাহর রাসূলকে জবাব দিলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি এ ইহুদী মেয়েকে আমার উট দিব?

আল্লার রাসূল (সাঃ) খুব আঘাত পেলেন। তিনি আশা করেন নি যে রেসালতে মোহাম্মদীর নির্যাষ পান করে লালিতা-পালিতা যয়নব এ ধরণের আচরণ করবেন। ইসলামত ঈর্ষা পছন্দ করেনা। অন্যের মনে আঘাত প্রদান ইসলামে নিষিদ্ধ। যয়নব এ কথা বলে যে একটা অপছন্দনীয় কাজ করেছেন এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ)এর

www.pathagar.com

মনে আঘাত দিয়েছেন তা তাঁকে শিক্ষা প্রদান করার জন্য তিনি দীর্ঘ দিন তাঁর উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। আয়েশা (রাঃ) অনেক অনুনয় বিনয় করার পর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যয়নব (রাঃ)–কে মাপ করে দেন। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ)যয়নবের (রাঃ) সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। স্বয়ং যয়নব এ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর রাসূলের অসন্তুষ্টি আমাকে প্রায় নিরাশ করে দিয়েছিল। আমি শপথ করলাম যে, আমি জীবনে কখনও এ ধরণের কথা বলব না।

সাফিয়া (রাঃ) এর অসাধারণ রূপ ও গুন থাকার কারণে কোন কোন উম্মুল মুমিনিন সম্ভবতঃ ঈর্ষা করতেন। কোন কোন সময় তাঁরা টিপ্পনী কেটে বলতেন যে তিনি তাঁর সাবেক ধর্মের প্রতি অনুরক্ত রয়েছেন। তিনি তাতে খুব মর্মাহত হতেন। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তা হজম করতেন। কাউকে কিছু বলতেন না। ধৈর্যের বাধ ভেংগে গেলে নীরবে কাঁদতেন। এ ধরণের পরিস্থিতিতে তিনি যখন একদিন নীরবে কাঁদছিলেন তখন আল্লাহর রাসূল তাঁর ঘরে এলেন। তিনি তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সাফিয়া বল্লেন, আয়েশা ও যয়নব বলেন, আমরা তামাম স্ত্রীদের মধ্যে উত্তম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত যেহেতু আমরা তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর সাথে আত্মীয়তার বন্ধনেও আবদ্ধ। তুমি ইহুদী সম্প্রদায়ের।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সাফিয়া (রাঃ)–কে সন্তুষ্ট করার জন্য বল্লেন, যখন আয়শা এবং যয়নব বল্ল যে, তাদের খান্দান নবুওয়াতের খান্দানের সাথে সম্পর্কিত তখন তুমি কেন বল্লেনা যে, আমার পিতা হারুন, আমার চাচা মুসা (আঃ) এবং আমার স্বামী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর মন জয় করার জন্য তিনি সর্বদা চেষ্টা করতেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার প্রতি সামান্য অসন্তুষ্ট হলে বা কোন কারণে একটু অমনযোগী হলে তিনি খুব ব্যথিত হতেন, একদিন কোন কারণ বশতঃ রাসূলে খোদা (সাঃ) তার প্রিয় স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সাফিয়া (রাঃ) তাতে খুব পেরেশান হন এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে কিভাবে সন্তুষ্ট করা যায় তার চিন্তা করতে থাকেন। অবশেষে তিনি উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রাঃ) এর সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি তাঁকে বলেন, বোন; আপনি অবহিত রয়েছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সাথে রাত্রিযাপন করার আমার পালা দুনিয়ার কোন কিছুর বিনিময়েও ত্যাগ করতে রাজী নই। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সঃ) কে যদি আমার উপর সন্তুষ্ট করাতে পারেন তা হলে আমি আমার পালার রাতটি আপনাকে প্রদান করতে রাজী আছি।

www.pathagar.com

আয়েশা (রাঃ) এর জন্য এ প্রস্তাব খুব লোভনীয় ছিল একান্ত ভাবে আল্লাহর রাসূলকে পাওয়া তিনি খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করতেন। তিনি উম্মুল মুমিনিন সাফিয়া (রাঃ)-এর প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তিনি আশাবাদী ছিলেন যে তার মধ্যস্থতা ফলপ্রসু হবে। আয়েশা জাফরানের রঙ্গে রঞ্জিত এবং তার গন্ধযুক্ত এক চাদর দিয়ে গা জড়িয়ে নিলেন এবং তার সুগন্ধী চারদিকে ছড়ানর জন্য চাদরের উপর পানি ছিটিয়ে দিলেন। অতঃপর রাসূলে খোদার খেদমতে হাযির হলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে দেখতে পেয়ে সম্ভবতঃ ভাবলেন যে আয়েশা ভুল করেছেন তার উপস্থিতি আকর্ষনীয় কিন্তু রাসূলে খোদা যে ইনসাফকারী। সাফিয়া (রাঃ) এর পালার দিনে তিনি কেন আসছেন? তিনি বল্লেন, হে আয়েশা! আজ তোমার পালার দিন নয়। আয়েশা তৎক্ষনাৎ জবাব দিলেনঃ এটা আল্লাহর অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে, দান করেন। অতঃপর তিনি রাসূলে খোদার খেদমতে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন,তিনি সাফিয়া (রাঃ) কে মাফ করে দিলেন এবং তার উপর সন্তুষ্ট হলেন।

সাফিয়া (রাঃ) আল্লাহর রাসূলকে যে বে-হদ মহব্বত করতেন তা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ জানতেন এবং তার সাক্ষ্যদানও করেছেন। রাসূলে খোদা অন্তিম শয্যায় শায়িত। খুব কষ্টদায়ক মৃত্যু যন্ত্রনায় তিনি ছটফট করছেন। তাঁকে ঘিরে রেখেছেন তাঁর প্রিয় সহধর্মিনীগণ। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর অস্থিরতা দেখে সাফিয়া (রাঃ) বল্লেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আফসোস! আপনার অসুস্থতা যদি আমি পেতাম। তাঁর কথা শুনে অন্যান্য স্ত্রীগণ পরস্পর মুখ চাওয়া চায়ী শুরু করে দিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ সে অন্তর থেকে তা বলছে। অর্থাৎ এ কথার দ্বারা আল্লার রাসূল বুঝাতে চাইলেন যে, সাফিয়ার ভালবাসার দাবী নিছক মৌখিক দাবী নয় বরং তিনি তাঁর অন্তরের অন্তস্থল থেকে এ কথা বলেছেন।

ষড়যন্ত্র

উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া (রাঃ) এর দাসী কোন কারণে তার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। আমীরুল মুমিনিন উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। সে বলল, এখনও ইহুদীবাদের গন্ধ তাঁর নিকট থেকে পাওয়া যায়। তিনি 'নিবার' কে উত্তম জ্ঞান করেন এবং ইহুদীদেরকে পিয়ার মহব্বত করেন। উমর (রাঃ) অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার জন্য স্বয়ং উম্মুল মুমিনিনের ঘরে উপস্থিত হন। তিনি তাঁর আগমনের কারণ বর্ণনা করলে সাফিয়া (রাঃ) জবাব দেনঃ যখন আল্লাহ তায়ালা আমাকে শনিবার এর পরিবর্তে শুক্রবার দান করেছেন' তখন শনিবারকে ভালবাসার প্রশ্নই উঠেনা। অবশ্য ইহুদীদের সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে।

www.pathagar.com

তারা আমার আত্মীয় স্বজন এবং আত্মীয়তার দিকে আমার খেয়াল রাখতে হয়। উম্মুল মুমিনিনের সত্যবাদিতায় খলিফা উমর খুব খুশী হন।

উম্মুল মুমিনিন তার দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আমার বিরুদ্ধে আমীরুল মুমিনিনের নিকট অভিযোগ করতে কোন জিনিষ উদ্বুদ্ধ করেছে?

দাসী জবাব দিলঃ শয়তান আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সাফিয়া (রাঃ) অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন। তিনি তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন না। তিনি রাগান্বিতও হলেন না। বরং তিনি তাকে মাফ করে দিলেন।

বল্লেনঃ আল্লাহর পথে আমি তোমাকে আযাদ করে দিলাম

তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন। কুরআন ও হাদীসে তার জ্ঞান ছিল। কুফার মহিলাগণ বিভিন্ন মসলা মাসায়েল জানবার জন্য তাঁর নিকট আসতেন। ইমাম যয়নুল আবেদীন ইসহাক বিন আবদুল্লাহ (রাঃ), ইয়াযিদ বিন মুসতাব প্রমুখ তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

নবী খান্দানের প্রতি তিনি খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন। উসমান (রাঃ) এর গৃহ অবরোধ করা হলে তিনি তাঁকে দেখার জন্য একজন খাদিমকে সঙ্গে নিয়ে খচ্চরের পিঠে আরোহন করে খলিফার ঘরের দিকে রওয়ানা হন। বিদ্রোহীগণ তাঁকে বাধা প্রদান করলে তিনি ঘরে ফিরে আসেন এবং ইমাম হাসানকে খলিফার দেখাশুনা করার জন্য নিয়োগ করেন। তিনি খলিফার জন্য ইমাম হাসানের মারফত খাদ্য পাঠাতেন।

হিজরী পঞ্চাশ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬০ বছর ছিল। একলক্ষ দিরহাম তিনি রেখে গিয়েছিলেন। এক তৃতিয়াংশ তাঁর ভাগ্নের জন্য অসিহত করছিলেন। তাঁর ভাগ্নে ইহুদী ছিল। তাই তাকে অসিহত মোতাবেক টাকা পয়সা দিতে লোকজন গড়িমসি করতেছিল। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা এ খবর পেয়ে লোকদেরকে সাবধান করে দিলেন। তিনি বল্লেন: আল্লাহকে ভয় কর এবং সাফিয়ার অসিয়ত পুরণ কর। অবশেষে তাঁর অসিয়ত পূরণ করা হয়, বিভিন্ন জীবনীকার তাঁর প্রসংশা করেছেন। ইবনে কাসির বলেন, তিনি অসাধারন বুদ্ধিমতি মহিলা। আল্লামা ইবনে আবুল একবার লিখেন সাফিয়া প্রজ্ঞাবান মর্যাদার অধিকারিনী ধৈর্যশীলা ছিলেন।

www.pathagar.com

মায়মুনা বিনতে হারিস

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী সে যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খোদাভীরু–হুজুরাত।

উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা (রাঃ) বিনতে হারিস প্রথম জীবনে বাররা নামে সুপরিচিতা ছিলেন। আল্লাহর রাসুল (সঃ) –এর সাথে তার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁর নাম মায়মুনা রাখা হয়। তিনি কায়েস বিন আয়লানা গোত্রের মহিলা। তাঁর পিতা হারিস বিন হাজন বিন বাজের। তাঁর মাতা হিন্দ বিনতে আওফ বিন জুহায়ের হোমায়ের গোত্রের মেয়ে ছিলেন। প্রথম বিবাহ তাঁর আমর বিন আমীর সাকাফীর পুত্র মাসউদের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কোন কারণে প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে আবদুল উজদার পুত্র আবু রুহুমের সাথে তাঁর শাদী হয়। সাত হিজরী সনে আবূ রুহুম মৃত্যু বরণ করেন।

মায়মুনা (রাঃ) এর তিন জন প্রথিত যশা বোন ছিলেন এবং ইস্‌লামের ইতিহাসের তিন জন প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে তাদের বিয়ে হয়েছিল। তাদের একজন উম্মুল কদল লাবিবাতুল কুবরাকে বিয়ে করেছিলেন রাসূলে খোদার প্রিয় চাচা আব্বাস, দ্বিতীয় বোন সালমাকে (রাঃ) নিকাহ করেছিলেন, আল্লাহর রাসূল (সঃ)–এর অপর চাচা বীর হামজা, এবং তৃতীয় বোন (মা এক পিতা ভিন্ন) আসমা বিনতে উমাইয়াকে বিবাহ করেছিলেন তার প্রিয় চাচাত ভাই আবু তালিবের পুত্র জাফর তাইয়ার। মায়মুনা এবং তাঁর তিন বোন কে আল্লাহর রাসুল (সঃ) 'মুমিনা বোন চতুর্থয়া' হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। আল্লাহর রাসুলের চাচা হযরত আব্বাস মায়মুনা (রাঃ)কে তাঁর চারিত্রিক গুনাবলীর জন্য খুব সম্মান করতেন। তিনি এ কারণেই মায়মুনা (রাঃ) বিধবা হওয়ার পর আল্লাহর রাসূল (সঃ) কে তাঁর উপযুক্ত বর মনে করেন। তিনি রাসুলে খোদার নিকট বিয়ের পয়গাম পেশ করেন। আল্লাহর রাসূল প্রস্তাব কবুল করেন। হিজরী সপ্তম হিজরীতে সাওয়াল মাসে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচশত দিরহাম দেন মোহর ধার্য্য করা হয়। আল্লাহর রাসুল তখন ওমরা করার জন্য এহরাম অবস্তায় ছিলেন। এহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার পর মক্কা থেকে দশ মাইল দূরবর্তী সারাক নামক স্থানে দাওয়াতে ওয়ালিমা অনুষ্ঠিত হয়। আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর খাদেম হযরত রাফে (রাঃ) মায়মুনাকে অনুষ্ঠানের স্থানে নিয়ে এসে ছিলেন।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিকগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এটা ছিল আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর জীবনের শেষবিবাহ।

উম্মুল মুমিনিন মায়মুনা (রাঃ) বহু দুর্লব গুনের অধিকারিনী ছিলেন। তিনি দুনিয়া জাহানের মালিক আল্লাহ সুবহানাহুকে বেশী ভয় করতেন। জীবনের প্রত্যেক কাজে তা প্রতিফলিত হত এবং যারা তাঁর সাথে ওঠাবসা করত তারা তাঁর এ গুন টের পেত। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা মায়মুনা (রাঃ) সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তাতে তাঁর এ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তিনি বলেনঃ মায়মুনা (রাঃ) আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খোদাকে ভয়কারিনী এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি বেশী দৃষ্টিদানকারিনী।

কুরআনের আলোতে তাঁর জীবন উদ্ভাসিত ছিল। রেসালতে মোহাম্মদীর সংস্পর্শে এসে দ্বীন সম্পর্কে তিনি সঠিক ধারণা সৃষ্টি করেছিলেন। দ্বীনের অন্তর্নিহিত ভাবধারার সাথে তাঁর পরিচয় ছিল খুব গাঢ়। যে কোন সমস্যা তাঁর নিকট উপস্থাপিত করলে তিনি সঠিকভাবে তার সমাধান পেশ করতেন। মদীনার এক মহিলা খুব কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। সে মানত করেছিল যে আল্লাহ্ যদি তাকে সুস্থ করেন তাহলে সে বায়তুল মোকাদ্দসে নামায পড়বে। আল্লাহর মেহেরবানীতে সে সুস্থ হল এবং তার মানত পুরা করার জন্য বায়তুল মোকদ্দস সফর করার প্রস্তুতি গ্রহণ করল। যাত্রার প্রাক্কালে সে উম্মুল মুমিনিন মায়মুনা (রাঃ)–এর নিকট বিদায় নেয়ার জন্য এল। সে তাঁকে তার সফরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করল। তিনি তার বক্তব্য শুনার পর তাকে বায়তুল মোকাদ্দস যেতে বারণ করলেন। দুনিয়ার সাধারণ মানুষ যে ভুল করে সে মহিলা সে ভুল করেছিল। তিনি তার সে ভুল ভেংগে দিলেন। তিনি তাকে এ কথা বুঝালেন যে অন্য কোন স্থানে দোয়া দুরুদ করা এবং নামায পড়ার চেয়ে হাজার গুণ বেশী সওয়াব মসজিদে নববীতে দোয়া দুরুদ পাঠ এবং নামায আদায় করার মধ্যে রয়েছে। তাই দূরবর্তী বায়তুল মোকাদ্দসে না গিয়ে মসজিদে নববীতে সে যেন নামায আদায় করে তাতে তার মানত পূরণ হবে, সফরের কষ্ট থেকে বেঁচে যাবে এবং সোয়াব বেশী হবে। মসজিদে নববী বায়তুল মোকাদ্দস থেকে আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয়। আফসোস। আমাদের দেশের অনেক লোক এ দৃষ্টিকোন থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মাজারে দোয়া দুরুদ এবং নামায পড়ার জন্য গমন করে। বায়তুল্লাহ ব্যতীত দুনিয়ার কোন মসজিদ, কোন স্থান, কোন মাজার মসজিদে নববীর সমকক্ষ নয় তা যদি তারা জানতে পারত তাহলে অনেক শিরক থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারত এবং মসজিদে নববীতে নামায আদায় করে নিজের

www.pathagar.com

দিলের মকসুদ পুরণ করার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে সফলতা অর্জন করত।

উম্মুল মুনিনিন মায়মুনা (রাঃ) এর বোনের ছেলে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) উচুদরের একজন মুত্তাকী ছিলেন। কুরআন ও হাদীসে তিনি সুপন্ডিত ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর খালার নিকট এলোমেলো চুল দাড়ি নিয়ে উপস্থিত হলেন। তার উসকো-খুসকো চুলদাড়ি দেখে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে পুত্র! এরূপ উসকো খুসকো কেন? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বল্লেন, খালা, আমার স্ত্রী আমার চুল দাঁড়ি আচড়িয়ে দিত। এখন তার মাসিক ঋতু স্রাবের সময়। তাই এ সময় তার নিকট থেকে এ ধরণের খেদমত নেয়া সমিচীন মনে করিনি।

মায়মুনা (রাঃ) বল্লেন, পুত্র হাত কি অপবিত্র হয়? অতঃপর তিনি নবী করীম (সঃ) এবং উম্মুল মুমিনিনদের জীবনের ঘটনার উপর আলোকপাত করে বল্লেন, আমাদের (নবী করীমের স্ত্রীগণ) এধরণের অবস্থায় নবী করীম (সঃ)আমাদের কোলে মাথা রেখে শুতেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর এ ধরণের অবস্থায় আমরা নামাযের মুসল্লা মসজিদে রেখে আসতাম।

আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আদেশ নিষেধের প্রতি তিনি খুবই মনেযোগী ছিলেন। আল্লাহর হুকুমের খেলাফ কোন কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখলে তিনি খুবই ক্রোধান্বিত হতেন। তাঁর এক নিকট আত্মীয় এক দিন তাঁর ঘরে এসেছিল। কিন্তু উম্মুল মুনিনিন তার মুখ থেকে মদের গন্ধ পেলেন। তাতে তিনি খুব বিরক্ত হলেন এবং আত্মীয়টিকে শাসিয়ে দিলেন, ভবিষ্যতে কখনও আমার ঘরে পা রাখবে না।

রাসূলে খোদা তাঁর প্রিয় স্ত্রীর দানশীলতা খুব পছন্দ করতেন। একবার তিনি তাঁর এক দাসীকে আল্লাহর নামে আযাদ করে দেন। তাতে আল্লাহর রাসুল তাঁর উপর খুব সন্তুষ্ট হন এবং বলেন আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিবেন।দান খয়রাত করার ক্ষেত্রে তাঁর হাত খুব প্রসস্ত ছিল। কোন কোন সময় ঋন করেও তিনি দুস্থ ও দুঃখী মানুষকে সাহায্য করতেন। এক সময় এ জন্য তিনি খুব ঋন গ্রহণ করেন। কোন ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলঃ হে উম্মুল মুমিনিনঃ এত বিরাট অঙ্ক কি করে ফেরত দিবেন? তিনি জবাবে বল্লেনঃ আমি আল্লাহর রসুল (সঃ)কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ঋন পরিশোধ করার নিয়ত রাখে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঋন পরিশোধ করার উপায় উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন।

www.pathagar.com

মায়মুনা (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর নিকট থেকে ৭৬টি হাদীস কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে ৪৬টি হাদীস লিখেছিলেন। তার মধ্যে ৭টি হাদীস বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

হিজরী ৫১ সনে উম্মুল মুমিনিন মায়মুনা (রাঃ) ইনতিকাল করেন। কথিত আছে যে স্থানে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সাথে বিয়ে হয়েছিল সে স্থানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) তার জানাজার নামাযে ইমামতি করেন। জানাজা উঠানোর সময় ইবনে আব্বাস বলেনঃ তিনি আল্লাহর রাসূল (সঃ)এর জীবন সঙ্গিনী ছিলেন, আদবের সাথে ধীরে ধীরে চল।

রায়হানা বিনতে সামাউন

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ

"আল্লাহ তায়ালা যার কল্যাণ চান, ইসলামের জন্য তার অন্তরকে খুলে দেন।"

---আল-কুরআন

নাম ও পরিচিতি

রায়হানা (রাঃ) মদীনায় অবস্থিত ইহুদীদের বনু কুরায়যা গোত্রের সাথে সম্পর্কিত। তাঁর পিতার নাম শামাউন বিন যায়েদ। কোন কোন রেওয়ায়েতে তার নসবনামা সম্পর্কে ভিন্ন বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে তিনি বনু কুরায়যা গোত্রের উমর বিন যায়েদের কণ্যা। কিন্তু অধিকাংশ জীবনী লেখক প্রথমোক্ত নসব নামা সমর্থন করেছেন। কথিত আছে তাঁর পিতা শামাউন আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যে অন্তর্গত ছিলেন এবং কিছু সংখ্যক হাদীস রেওয়ায়েত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর বিবাহ নিজের গোত্রের হাকাম নামক ব্যক্তির সাথে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বনু কুরায়যার যুদ্ধে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত ইহুদীদের অন্যতম ছিল।

www.pathagar.com

রায়হানা (রাঃ)–র সাথে ইতিহাসের এক অধ্যায় সংশ্লিষ্ট রয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) অন্যান্য ইহুদী গোত্রের ন্যায় বনু কুরায়যার সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মদীনাকে রক্ষা করার ব্যাপারে মুসলমান ও ইহুদীগণ পারস্পরিক সহযোগীতা করবেন। কিন্তু বনু নযির ও বনু কায়নুকা গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়। বিতাড়িত ইহুদীগণ সমগ্র আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন এবং কোরায়েশদেরকে মদীনা আক্রমন করার জন্য উৎসাহিত করে। বিতাড়িত ইহুদীগণ ও কোরায়েশ সরদাররা এক যোগে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করার জন্য ইহুদী গোত্র বনু কোরায়যার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাদের এ ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন না। তিনি কাফেরদের আক্রমণ হতে মদীনাকে হেফাযত করার জন্য সালমান ফারসী (রাঃ)–র পরামর্শে শহরের একপ্রান্তে পরীক্ষা খনন করেন এবং বনু কুরায়যাকে তাদের দায়িত্ব পালত করার জন্য আহবান করেন। কিন্তু তারা মুসলমানদেরকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের পূর্ণ সহযোগীতা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কাফেরগণ মুসলমানদেরকে আক্রমন করলে তারাও যুগপত আক্রমন করবে, তাদের (বনুকুরায়যার) এ সিদ্ধান্ত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ীত্বের জন্য এক বিশেষ হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ অবস্থার এক জীবন্ত চিত্র আল–কুরআন এ ভাবে অংকিত করেছেঃ

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ
الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۝

"যখন শত্রুগণ উপর হইতে ও নীচ হইতে তোমাদের উপর চড়াও হইয়া আসিল, যখন ভয়ের কারণে চক্ষু পাথর হইয়া গেল, কলিজা উপড়িয়া মুখে আসিল এবং তোমরা খোদার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের ধারণা করিতে শুরু করিলে।

বনুকুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মুনাফিক ও দুর্বল মনের লোকজন নিরাপত্তাহীনতার অজুহাত প্রদর্শন করে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে। এ সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছেঃ

وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ
مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۝

www.pathagar.com

"যখন তাদের একদল বলল, হে ইয়াসরিববাসীগণ এখানে অবস্থান করা তোমাদের সমীচীন নয়, অতএব, প্রত্যাবর্তন কর। তাদের অপর দল নবী (সাঃ)–এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে বললঃ আমাদের গৃহসমূহ অনাবৃত ও অসংরক্ষিত। বস্তুতঃ তা অসংরক্ষিত ছিল না। বরং তারা যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করার জন্য বাহানা তালাশ করছিল।

তাই পরিখার যুদ্ধ থেকে কুরায়েশ সৈন্য পালিয়ে যাওয়ার পর বনু কুরায়যাকে শায়েস্তা করার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ইংগীত করেন। বনু কুরায়যার যুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ইহুদীদেরকে আল্লাহ রাববুল আলামীন অপদস্ত করেন। ৭০০/৮০০ পুরুষ মৃত্যু দন্ডাদেশ প্রাপ্ত হয় এবং শিশু স্ত্রী ও বিষয় সম্পত্তি মুসলমানদের হস্তগত হয়। তাদের এ বিপর্যয়ে তাদের নিকট ১৫,০০০ তলোয়ার, ৩০০০ তীর প্রায় আনুমানিক দুই হাজার বল্লম এবং কয়েকশত বর্ম ও ঢাল ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে সাহস করল না। এ সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছেঃ

وَأَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ
الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَأْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا
لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٧﴾

"অতঃপর আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে যাহারা এই আক্রমনকারীদের সাহায্য করিয়াছিল আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের গহবর হইতে উঠাইয়া আনিলেন এবং তাহাদের দিলের উপর তিনি এমন ভীতির সঞ্চার করিয়া দিলেন যে, আজ তাহাদের এক দলকে তোমরা হত্যা করিতেছ, অপর দলকে বন্দী করিয়া লইতেছ।"

'তিনি তোমাদিগকে তাহাদের যমীন, ঘরবাড়ী, এবং তাহাদের ধনমালের উত্তরাধিকারী বানাইয়া দিয়েছেন, আর তাহাদের সেই সব অঞ্চল তোমাদিগকে দিয়াছেন, যেখানে তোমরা ইতিপূর্বে কখনো পদসঞ্চার কর নাই। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

অপর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যুদ্ধ বন্দিনী হিসাবে তাঁকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর সামনে হাযির করা হলে দ্বীন ইসলাম কবুল করার জন্য তাঁকে আহবান

www.pathagar.com

করা হয় এবং বলা হয় যে, তিনি ইসলাম কবুল করলে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁকে নিজের জন্য নির্ধারিত করবেন। প্রতি উত্তরে রায়হানা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর উপর বিশ্বাস স্থাপনের ঘোষণা দেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন কিন্তু রায়হানা (রাঃ) স্ত্রীর পরিবর্তে দাসী হিসাবে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর খেদমত করতে সম্মত হন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাসী হিসাবে থাকলে পারস্পরিক দায়িত্ব ও যিম্মাদারী হালকা হবে।

তিনি উত্তম চরিত্র ও আচরণের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁকে খুব ভালবাসতেন। এবং তাঁকে পূর্ণ মর্যাদার সাথে একটি স্বতন্ত্র বাসস্থানে রাখেন। উম্মুল মুমিনীনকে যে সুযোগ সুবিধা প্রদান করতেন তা থেকে রায়হানা (রাঃ) বঞ্চিত হতেন না। অন্যান্য স্ত্রীদের ন্যায় তাঁর জন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সুনির্দিষ্ট সময় ছিল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর তিরোধানের কয়েকমাস পূর্বে তিনি ইনতেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ও ইন্নাইলাইহি রাজিউন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। আল্লাহ! তাঁর উপর সদয় ও সন্তুষ্ট হউন।

মারিয়া কিবতিয়া

মারিয়া কিবতিয়া ইতিহাসের এক স্মরনীয় নাম। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন, তিনি আরবের নিকটবর্তী দেশ সমূহ এবং তৎকালীন বিশ্বের দু'টো বৃহৎ শক্তি ইরান ও রোমের শাসন কর্তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার আহবান জানিয়ে পত্র লিখেন। মিসরের শাসন কর্তা মুকুকিস আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর পত্র ভক্তি ও সম্মান সহকারে পাঠ করেন। তিনি রাসূলে করীম (সাঃ)-এর পত্রের জবাব দেন। তিনি প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর জন্য দু'জন সম্মানিতা মহিলা, কিঞ্চিৎ কাপড় এবং একটা খচ্চর উপহার পাঠান।

এ দু'জন সম্মানিতা মহিলার একজন মারিয়া কিবতিয়া এবং অপরজন তাঁর বোন শিরিন। মারিয়া এবং তাঁর বোন মিসরের আনসামা গ্রামের এবং হাদন গোত্রের

www.pathagar.com

মেয়ে ছিলেন। তাঁরা তাকওয়া এবং সৎচরিত্রের জন্য খুব খ্যাত ছিলেন। মুকুকীসের রাজকীয় কর্মচারীগণ সারা মিসর অনুসন্ধান করে তাঁদেরকে বেছে নিয়েছিল।

মারিয়া (রাঃ) শুভ্রবেশী এবং শুভ্রবর্ণের অধিকারিনী ছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারা পৌছার পূর্বে তিনি এবং তাঁর বোন আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-এর বিশেষ দূত হাতিব বিন আবি বালতায়ার নিকট থেকে ইসলামের ইনকেলাবী পয়গাম লাভ করেন এবং স্বেচ্ছায় মুসলমান হন।

আল্লাহ্র রাসূল (আঃ) মুকুকীসের এ উপহার খুব সন্মানের সাথে গ্রহণ করেন। তিনি মারিয়াকে তাঁর নিজের জন্য রেখে দেন এবং শিরিণকে বিশিষ্ট সাহাবী ইসলামের কবি হাসান বিন সাবিত (রাঃ)-কে দান করেন। এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) তাঁকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন নাই বরং পরিচর্যাকারিনী এবং শয্যায় অংশ গ্রহণকারিনী হিসেবে রেখেছিলেন। কোন কোন জীবনী লেখক তাঁকে 'মামলুকা' বা দাসী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পাকভারত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক আল্লামা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দান করেছিলেন।

আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) মারিয়া (রাঃ)-এর জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে খুব ভালবাসতেন। কোন কোন যুদ্ধের সময় রাসূল (সাঃ) তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) মারিয়ার গর্ভ থেকে এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। তিনি মারিয়া (রাঃ)-র সন্তান ইব্রাহীমকে খুব ভালবাসতেন। ইব্রাহীম ছ থেকে সাতমাস জীবিত ছিলেন। আনাস বিন মালিক এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেনঃ আজ রাত্রে আমার এক ছেলে জন্ম গ্রহণ করেছে। আমি আমার পিতা ইব্রাহীমের নামানুসারে তার নামকরণ করেছি। অতঃপর ইব্রাহীমকে তার দুধমাতা উম্মে সায়েকের নিকট পাঠানো হল। উম্মে সায়েকের স্বামী আবু সায়েক একজন কর্মকার ছিলেন। ইব্রাহীম (রাঃ)-র মৃত্যুর দিনের ঘটনা আনাস বিন মালিক (রাঃ) এ ভাবে বর্ণনা করেছেনঃ আল্লাহর রাসূল (সঃ) ইব্রাহীম (রাঃ)-র নিকট গেলেন, তাঁর সাথে আমিও গেলাম। আমরা আবু সায়েকের ঘরে পৌছলাম। আবু সায়েক তখন কর্মকারের ফুকনী দিয়ে ফুৎকার করে আগুণ জ্বালাচ্ছিল। ধুয়াতে তাঁর ঘর ভরে গিয়েছিল। আমি একটু অগ্রসর হয়ে তাঁকে আল্লাহর

রাসূল (সাঃ)-এর আগমনের সংবাদ দান করলাম। সে তাঁর কাজ বন্ধ করল। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) শিশু পুত্রকে আহবান করলেন। তিনি তাকে আলীঙ্গণ করে বললেন, আল্লাহর ইচ্ছা। আনাস বলেন, আমি দেখলাম আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর উপস্থিতিতে ইব্রাহীম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চোখ থেকে পানি ঝরছিল। তিনি বললেন, হে ইব্রাহীম! আমাদের চোখ থেকে পানি ঝরছে, অন্তর ভারাক্রান্ত, কিন্তু আল্লাহ্ যা পছন্দ করেন তা ছাড়া আমরা অন্য কিছু বলিনা, হে ইব্রাহীম! আমরা তোমার জন্য ব্যথিত।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, 'ইব্রাহীম' আমার পুত্র, দুধপানকারী শিশু হিসেবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এখন বেহেশতের মধ্যে দুজন দুধমাতা তাঁর দুধপান সমাপ্ত করবে।

মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ) আল্লাহর রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি নিবেদিতা প্রান ছিলেন। আল্লাহর রাসুল (সঃ) তাকে খুব ভালবাসতেন। তাকে স্বতন্ত্র বাসস্থান প্রদান করা হয়েছিল। অন্যান্য সহধর্মিনীদের ন্যায় তাঁর জন্য স্বতন্ত্র দিন নির্ধারিত ছিল।

তিনি পাক পবিত্রা এবং সৎ চরিত্রের অধিকারিনী ছিলেন। হাফিয ইবনে কসির তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-বেদায়া ও নেহায়া' গ্রন্থে তাঁর প্রসংশা করেছেন।

তিনি খুব সুন্দরী মহিলা ছিলেন। মা আয়েশা তাঁর রূপ ও গুণের জন্য ঈর্ষান্বিত হতেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) বলেন, মারিয়া কিবতিয়ার প্রতি আমার যেরূপ ঈর্ষ্যা হয় সেরূপ কারও প্রতি হয় না।

মারিয়া কিবতিয়া মিসরবাসীদের জন্য রহমত স্বরূপ ছিলেন। রাসূলে খোদা তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন কিবতিদের (মিসরবাসী) সাথে ভাল আচরণ কর। তাদের সাথে আমাদের ওয়াদা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। তাদের সাথে আমাদের আত্মীয়তা ইস্‌মাইল (আঃ) এর মাতা এবং আমার পুত্র ইব্রাহীম (আঃ) এর মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম খলিফা আবুবকর (রাঃ) এবং দ্বিতীয় খলিফা উমর (রাঃ) মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ) কে খুব সম্মান প্রদর্শন করতেন। ষোল হিযরী সনের মহররম মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহী ওয়াইন্না ইলায়হী রাজেউন। উমর (রাঃ) তামাম মদীনাবাসীকে তাঁর জানাযার নামাযের জন্য একত্রিত করেছিলেন। আমিরুল মুমিনিন তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়।

www.pathagar.com

যয়নব (রাঃ) বিনতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

–"যয়নব আমার সবচেয়ে উত্তম মেয়ে যাকে আমার মহব্বতের জন্য কষ্ট দেয়া হয়েছে।"

---আল হাদীস

পরিচিতি

রাসূল (সাঃ) তনয়া যয়নব (রাঃ) রেসালতে মোহাম্মদীর দশ বছর পূর্বে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার গর্ভে পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে খালাত ভাই আবুল আস বিন রাবে–এর সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

রেসালতের সূর্য মক্কার আসমানে উদীত হলে যয়নব বিনা দ্বিধায় ইসলাম কবুল করে 'সাবেকুনাল আউয়ালুন' সর্বাগ্রে অগ্রগামীদের সারিতে শামিল হন। স্বামী আবুল আস স্ত্রীকে ভালবাসেন কিন্তু স্ত্রীর দ্বীনকে ভালবাসেন না। শ্বশুরকে শ্রদ্ধা করেন, আল–আমীনকে সম্মান করেন কিন্তু আল–আমীন শ্বশুরের দ্বীনকে তিনি সম্মান করেন না। মক্কার কোরায়েশগণ আল–আমীনকে মানষিক যাতনা প্রদান করার জন্য আবুল আসকে উস্কানী দিতে লাগল। তারা যয়নবকে তালাক দেয়ার জন্য আবুল আসের উপর চাপ প্রয়োগ করতে লাগল। আবু লাহাবের নির্দেশে তার দুপুত্র রোকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা ও উম্মেকুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তালাক দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। অন্যান্য কোরায়েশ সরদারের সাথে তারা ও তাকে তালাক দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লগল। কিন্তু আবুল আস এতটুকু নীচে নেমে গেলনা। তিনি তাদের মত পশুর স্তরে নেমে দ্বীনের বিরোধীতা করলেন না। প্রিয়তমা স্ত্রীকে এবং তাঁর পিতাকে এভাবে কষ্ট দিতে তার মন কোন ভাবে সায় দিল না। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার এ আচরণ লক্ষ্য করলেন।

আল্লাহর রাসূল হিজরত করলেনঃ কিন্তু তাঁর প্রিয়কন্যা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। তিনি মক্কা ছেড়ে যেতে পারলেন না। হিজরী দুই সনে আবুল আস কুরায়েশদের সাথে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বদরে আল্লাহ্ কাফেরদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন এবং মুসলমানদের হাতে বহু

www.pathagar.com

সংখ্যক কাফের বন্ধী হয়। বন্ধীদের মধ্যে আবুল আসও ছিলেন। কুরায়েশদের আত্মীয় স্বজন বন্ধীদের মুক্তির পন প্রেরণ করল। রাসূল (সাঃ) তনয়া আবুল আসের মুক্তির জন্য তাঁর দেবরের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর নিকট একখানা হার প্রেরণ করলেন। হার দেখার পর আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর চোখ অশ্রু সিক্ত হল। খাদিজাতুল কুবরার পূন্য স্মৃতি তাঁর মনে জেগে উঠল। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা মেয়ের বিবাহের সময় এ হার উপহার দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদেরকে বললেনঃ যয়নবকে হার ফিরিয়ে দিলে তিনি খুশী হবেন। বিনা পণে আবুল আস মুক্ত হবে এবং দেশে ফিরে গিয়ে যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেবে। আবুল আস মুক্ত হলেন। মক্কায় ফিরে গেলেন। তিনি তাঁর কথা রাখলেন। যয়নবকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর অভিপ্রায় জ্ঞাত করলেন। যয়নব স্বামীকে ভালবাসতেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশী ভালবাসতেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর অস্বীকারকারীকে পরিত্যাগ করার যে আহবান এসেছে তা তিনি নত মস্তকে মেনে নিলেন হয়ত মনের সমুদ্রে স্মৃতির কত ঢেউ আছাড় খেল, মধুর দাম্পত্য জীবনের অনেক কথা বারবার উঁকি মারল। কিন্তু তিনি শক্ত ও দৃঢ় থাকলেন। মদীনা মুনাওয়ারার আদর্শ ও ইনসাফের সমাজ তাঁকে আকর্ষণ করল। তিনি স্বামীকে ত্যাগ করে উটের উপর সওয়ার হলেন। সাথে তাঁর দেবর কেনান। মদীনার অদূরে অপেক্ষারত আল্লাহর রাসূলের দূত যায়েদ বিন হারেসার নিকট তাঁকে সমর্পন করা হবে।

মক্কার কুরায়েশদের নিকট এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। মুহাম্মদ (সঃ) তনয়া মদীনা চলে যাচ্ছেন। এ কখনও হতে পারে না। এটা তাদের সম্মান বোধে আঘাত দিল। বদরের যুদ্ধে যে ভাবে তারা মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়েছে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যত ছোট হোক না কেন যয়নবকে বাধা দিয়ে প্রতিশোধ নিতে হবে। যয়নব (রাঃ)-র উটের উপর তারা বর্ষা নিক্ষেপ করলে যয়নব (রাঃ) উটের উপর থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ে গেলেন। তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তাতে তাঁর গর্ভপাত হল। এ জঘন্য ঘটনার পরও কাফেরদের উত্তেজনা প্রশমিত হলনা। তারা যয়নবকে কোন ক্রমেই যেতে দেবেনা। কিন্তু তাদের এ বিবেকহীন আচরণ কেনানকে খুব রাগান্বিত করল। সে তাদেরকে তাদের জঘন্য আচরনের মারাত্মক পরিনতি সম্পর্কে হুশিয়ার করে বলল যে, যয়নবকে বাধা দিলে সে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে। স্বয়ং কুরায়েশদের প্রধান সমর নায়ক অকুস্থলে উপস্থিত ছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে কেনানকে কানে কানে বলল, মোহাম্মদের হাতে আমাদের

www.pathagar.com

অপমানের অবস্থা তুমি জ্ঞাত রয়েছো, আমাদের চোখের সামনে প্রকাশ্যে যয়নব কি করে যেতে পারে? আমাদের অগোচরে তাঁকে যেতে দাও। কেনান তার প্রস্তাবে সম্মত হল এবং যয়নবকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা ফিরে গেল।

অতঃপর রাত্রিকালে যয়নব পুনরায় যাত্রা করলেন। কেনান তাঁকে মক্কার বাইরে অপেক্ষারত যায়েদ বিন হারেসার হাতে সোপর্দ করলেন, অসুস্থ যয়নব বিশেষ দূতের সাহায্যে নির্বিঘ্নে মদীনাতুন্নবীতে পৌছলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও ইসলামী সমাজের লোকজন, রাসূল তনয়াকে স্বাগত জানালেন, অন্যায় অত্যাচার ও নীপিড়ন থেকে হক, ইনসাফ ও প্রশান্তির মরুদ্যানে তিনি এলেন। অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত মক্কা ভূমি ছেড়ে তিনি আসমানী জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত মহানগরীতে পদার্পন করলেন, এ এক বিরাট কামিয়াবী, এক অতুলনীয় সাফল্য।

আবুল আস বিপদে পড়লেন। যয়নব বৃহত্তর স্বার্থে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহান ভালবাসার জন্য দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি ত্যাগ করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে সন্তুষ্ট করার জন্য একজন নারীর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিষ দাম্পত্য জীবনকে কোরবান করেছেন। কিন্তু আবুল আস কিসের জন্য এ কোরবানী দিলেন? কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য তিনি তার নিষ্পাপ ভালবাসা কোরবান করেছেন? আসমানী কিতাবের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্দেষের জন্য তিনি তার জীবনের মূল্যবান রত্ন হারিয়েছেন, তিনি যয়নবের শোকে কবিতা রচনা করে আবৃত্তি করতে লাগলেন। তাঁর বিরহ গাথার সারমর্ম হলঃ

তিনি সিরিয়ার পথে এরাম থেকে যয়নবকে স্মরণ করেছেন। তিনি তাঁর জন্য দোয়া করেছেন। অন্তর থেকে তিনি বলেছেন হে আল্লাহ যে মদীনা মুনাওয়ারায় রয়েছে তুমি তাঁকে প্রফুল্ল রাখ। তিনি আরও বলেছেনঃ আল-আমীনের কন্যাকে কল্যান দান কর। প্রত্যেক স্বামী তার স্ত্রীর মহৎগুনাবলীর প্রশংসা না করে পারে না ইত্যাদি।

আবুল আস মক্কার বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন লোক ছিলেন। শহরের লোকজন তাকে বিশ্বাস করত। তাকে সম্মানের চোখে দেখত। তার নিকট তাদের অর্থ অলঙ্কার প্রভৃতি আমানত রাখত। তিনি তাদের প্রয়োজনে তাদের জিনিস ফিরিয়ে দিতেন। তারা তাকে এত বেশী বিশ্বাস করত যে, তারা তাদের (তেজারতী পণ্য) তাকে বিক্রয় করতে দিত। তারা তাঁকে সিরিয়ার সাথে বহির্বানিজ্য করার জন্য পূঁজি সরবরাহ করত। তিনি তাদের অর্থের দ্বারা তেজারত করতেন। সিরিয়া থেকে মাল

www.pathagar.com

খরিদ করে মক্কায় নিয়ে এসে বিক্রয় করতেন। মক্কায় তেজারতীপন্য সিরিয়ায় বিক্রয় করতেন। ফিরে এসে পুঁজির মালিকদের মুনাফা ভাগ করে দিতেন। বদরের যুদ্ধের চার বছর পর হিজরী সনে আবুল আস মক্কায় তেজারতী কাফেলার অন্যতম সদস্য হিসাবে সিরিয়া যাচ্ছিলেন। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের মুজাহিদগন তেজারতী কাফেলার উপর হামলা করেন। তাদের যাবতীয় পন্য কবজা করেন এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে আল্লাহর রাসূল (আঃ) এর সামনে হাযির করেন। আবুল আস অকুলস্থল থেকে পালিয়ে মদীনায় চলে আসেন। তিনি মদীনায় রাসূল (সাঃ) তনয়া যয়নবের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। যয়নব তাকে আশ্রয় দান করেন এবং তার মাল ফিরিয়ে দিতে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–কে অনুরোধ করেন, আবুল আস মক্কায় যয়নবের সাথে উত্তম আচরণ করেছেন। তাই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সাহাবাদেরকে বললেনঃ আবুল আসের জিনিস পত্র ফিরিয়ে দিলে তিনি খুশী হবেন। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন আল্লাহর রাসূল (আঃ)–কে সন্তুষ্ট করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন, তাঁর হুকুম পালন করার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁরা আবুল আসের তেজারতী পন্য ফিরিয়ে দিলেন।

দীর্ঘদিনের মানষিক সংগ্রামের পর আবুল আসের মনের আসমানে ইসলামের সূর্য উদিত হল। দেশে ফিরে গিয়ে তেজারতের পন্য এবং আমানতের জিনিস পত্র মালিকদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি তাদেরকে জমায়েত করে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে জনগণ আমি কি তোমাদের জিনিস ফিরিয়ে দিয়েছি? তারা জবাব দিল, হ্যাঁ আপনি আমাদের জিনিস ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাদের জবাব শুনার পর তিনি ঘোষণা করলেনঃ আমি তোমাদেরকে অবগত করছি যে, আমি এখন থেকে ইসলাম কবুল করলাম। তোমাদের জিনিষপত্র ফিরিয়ে দেয়ার পূর্বে ইসলাম কবুল তোমরা আমাকে আমানাত খেয়ানতকারী মনে করতে। আমার ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার এটাই কারণ। অতঃপর তিনি কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম কবুল করলেন।

তিনি হিজরী সাতসনে মদীনা হিজরত করেন। যেহেতু আল–কুরআনের সুস্পষ্ট হেদায়াত অনুযায়ী কোন মুসলমান মেয়ে অমুসলমানকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনা, তাই যয়নবের সাথে তার বিবাহ ভেংগে গিয়েছিল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) পুনরায় আবুল আসের সাথে যয়নব (রাঃ)–র বিবাহ দিলেন। দ্বিতীয়বার পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর যয়নব (রাঃ) বেশীদিন দাম্পত্যজীবন ভোগ করতে পারেননি। হিজরতের সময় গর্ভপাত হওয়ার কারণে তাঁর স্বাস্থ্য ভেংগে গিয়েছিল। তিনি ভগ্ন

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য কখনও উদ্ধার করতে পারেননি। তারই জের হিসাবে তিনি হিজরী আট সনে ইনতিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিঊন।

উম্মে আয়মন (রাঃ), সওদা (রাঃ), উম্মে সালমা (রাঃ) এবং উম্মে আতীয়া আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী রাসূল তনয়াকে গোসল দেন। গোসল সমাপ্ত হলে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁর নিজের তহবন্দের দ্বারা তাঁর প্রিয় কণ্যাকে আবৃত করার জন্য গোসলদানকারিনীদেরকে বললেন তহবন্দ দ্বারা আবৃত করার পর তাঁকে কাফনের দ্বারা আবৃত করা হয়।

সহীহ বুখারী শরীফের একহাদীসে উম্মে আতীয়া (রাঃ) বলেনঃ যয়নব বিনতে রাসূল (সাঃ)-এর গোসল প্রদানের কাজে আমি শরীক ছিলাম। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) স্বয়ং গোসলের তরীকা বলে দিতেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেনঃ প্রত্যেক অঙ্গ তিন বা পাঁচবার ধৌত কর। অতঃপর কর্পূর ব্যবহার কর। অপর এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লার রাসুল (সাঃ) উম্মে আতীয়াকে বললেন, হে উম্মে আতীয়া ! আমার মেয়েকে কাফনের দ্বারা উত্তমভাবে আবৃত কর, তাঁর চুলে তিনটি বেনী বাঁধ এবং তাঁকে খুব সুগন্ধিযুক্ত কর।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁর কণ্যার জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। আবুল আস (রাঃ) কবরের মধ্যে নেমেছিলেন অপর এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লার রাসূলও কবরের মধ্যে নেমেছিলেন।

যয়নব (রাঃ)-র মৃত্যুতে আল্লার রাসূল (সাঃ) খুব ব্যথা পেয়েছিলেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। তিনি বললেনঃ যয়নব আমার সবচেয়ে উত্তম কণ্যা, যাকে আমার মহব্বতের জন্য কষ্ট দেয়া হয়েছে।

প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুর 'পর স্বামীও বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। যয়নবের গর্ভ থেকে এক পুত্র আলী এবং এক মেয়ে আমামা জন্ম গ্রহণ করেন। এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে মক্কা বিজয়ের দিন আলী বিন আবুল আস আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর পেছনে উটের উপর সওয়ার ছিলেন। কথিত আছে যয়নব (রাঃ)-র পুত্র আলী ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হন।

www.pathagar.com

রোকাইয়া বিনতে রাসূল (সাঃ)

"ইবরাহীম এবং লূত (আঃ)-এর পর প্রথমে উসমান আল্লাহর রাস্তায় তার পরিবার সহ হিজরত করেছে।" --- আল-হাদীস

রোকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা নবুওয়াতে মোহাম্মাদীর সাত বছর পূর্বে খাদিজাতুল কুবরার গর্ভে পবিত্র মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যয়নব বিনতে রাসূল (সাঃ) থেকে তিন বছরের ছোট ছিলেন। বিবাহের বয়স হলে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী চাচা আবু লাহাবের পুত্র উৎবার সাথে তাঁর প্রিয় কণ্যাকেবিবাহদেন।

দাম্পত্য জীবন শুরু হওয়ার পূর্বে পরিস্থিতি ভিন্নরূপ ধারণ করল। তখনও পিতৃগৃহ হতে রোকাইয়া (রাঃ) স্বামীর ঘরে যাননি। আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর রাসূলকে রিসালাতের যিম্মাদারী পালন করার হুকুম করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক সকাল বেলা সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে কোরাইশদের কে আহবান করলেন ياصباحاه ياصباحا হায় ভোরের বিপদ! হায় ভোরের বিপদ! লোকজন চারদিক থেকে দৌড়ে এসে হাযির হল কি এমন বিপদ? তাদের প্রিয় আল-আমিন কোন বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আহবান করছেন? কোন শত্রু তাদেরকে আক্রমন করতে আসছে?

লোকজন জমায়েত হলে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আরবদের এবং বিশেষতঃ কোরাইশ গোত্রের প্রত্যেক শাখা প্রশাখার সরদারদের নাম উচ্চারণ করে বললেন, হে বুন হাশেম, হে আবদে মানাফ, হে বনু ফহর ....আমি যদি তোমাদেরকে বলি, পাহাড়ের অপর পাশে একদল সৈন্য তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা কেন তাকে বিশ্বাস করবেনা? তিনি তাদের নিকটতম ব্যক্তি, তিনি তাদের প্রিয়মত মানুষ., তিনি তাদের বিশ্বস্ত আল-আমিন। শিশুকাল থেকে এ পর্যন্ত তারা তাকে দেখে আসছে। তিনি কখনও কাউকে ধোকা দেননি। কারও সাথে মিথ্যা কথা বলেননি। কারও সাথে ঝগড়া ফাসাদ করেন নি। কারও হক কখনও নষ্ট করেন নি। তারা বলল আপনার কথা আমরা বিশ্বাস করি।

www.pathagar.com

তাদের জবাব শুনে হয়ত আল-আমীন আশ্বস্ত হলেন, তিনি তাদেরকে আখেরাতের ভয় প্রদর্শন করলেন। আল্লাহ্ মানব জাতির কল্যাণের জন্য তাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁর কথা শুনার সাথে সাথে সাফা পাহাড়ে গুঞ্জরণ হল। হঠাৎ যেন তাদের মনে হল তাদের আল-আমীন তাদের প্রতিষ্ঠিত ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে কথা বলছেন, কেউ কিছু বলার আগে আবু লাহাব উত্তেজনায় ফেটে পড়ল, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কি এ জন্য আমাদেরকে ডেকেছিলে? কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, আল্লাহর দুশমন আল্লাহর রাসূলের উপর পাথরের টুকরো ছুড়ে মারবার চেষ্টা করেছিল।

আবু লাহাবের ঘৃনা ও উত্তেজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। সে ও তার পাপিষ্ঠা স্ত্রী উম্মে জামিলা আল্লাহর রাসূলকে বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন করতে লাগল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর ঘরে ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করতে লাগল শুধু তাই নয় তার স্ত্রী আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর রাস্তায় এবং তার ঘরের বারান্দায় রাত্রের বেলা কাঁটা বিছিয়ে রাখত যাতে সকাল বেলা আল্লাহর রাসূল ও তার পরিবার পরিজন কাঁটাবিদ্ধ হন। সত্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে আবু লাহাব ও তার স্ত্রী প্রতিবেশীত্ব ও নিকটাত্নীয়তা আরবের যুগ যুগান্তরের প্রচলিত ট্রেডিশনের প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মান করল না বরং তার বিপরীত এমন এক মাণুসিকতার প্রকাশ করল যা কখনও কোন সভ্য মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। অবশেষে আল্লাহ্ সুবহানাহু তার এ জঘণ্য অপরাধের মারাত্মক পরিনতি সম্পর্কে সুরা লাহাব নাযিল করেন। সাফা পাহাড়ে রাসূলের বিরুদ্ধে আবু লাহাবের ব্যবহৃত تَبَّتْ শব্দ 'বিনাশ' তার বিরুদ্ধে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যবহার করলেন। নাযিল হলঃ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ "আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক"।

এ সুরার প্রত্যেকটি শব্দ আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর গায়ে কাটা ঘায়ে লবন ছিটানোর মত আগুণ ধরিয়ে দিল। আল্লাহর রাসূলের ক্ষতি করার জন্য তারা আগে থেকে কোমর বেঁধে লেগেছিল এখন আরও হন্যে হয়ে, উঠল। আবু লাহাব তার পুত্র ওতবা ও ওতায়বাকে আদেশ করল তাঁর কণ্যা রোকাইয়াও উম্মে কুলসুমকে তালাক দান করার জন্য। তারা রাসূল দুহিতা দ্বয়কে তালাক দান করল। শুধু তাই নয় যয়নব বিনতে রাসূল (সাঃ)-কে তালাক দান করার জন্য তারা আবুল আসকেও চাপ প্রদান করল। আমরা যয়নব (রাঃ)-র জীবনীতে উল্লেখ করেছি যে, আবুল আস তাদের প্রস্তাব সমর্থন করেনি, আল্লাহ রোকাইয়ার ভাগ্যে ওতবার চেয়ে লক্ষগুণ

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠ স্বামী রেখেছিলেন। আরবের অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি নওজোয়ান উসমান (রাঃ) ঠিক সে সময় ইসলাম কবুল করেন। তার ইসলাম কবূল করার পর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) রোকাইয়াকে একই দেন মোহরে বিবাহ দেয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। উসমান (রাঃ) খুব আগ্রহ সহকারে তা কবুল করেন। কিন্তু রোকাইয়া ও তাঁর স্বামী মক্কায় বেশীদিন অবস্থান করতে পারেননি। যুবক উসমানের কাফের আত্মীয় স্বজন তাঁর উপর নির্যাতন চালাতে লাগল। উসমান দম্পতি নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাদের আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে হুকুম করলেন। তারা নৌকাযোগে আব্দিস আবাবায় গিয়েছিলেন। রোকাইয়া ও তাঁর স্বামীর এ হিজরত সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, ইবরাহীম (আঃ) ও লূত (আঃ) –এর পর সর্ব প্রথম উসমানই পরিবারসহ হিজরত করলেন।

রোকাইয়া আবিসিনিয়ায় অবস্থান কালে আল্লাহর রাসূল তাঁর প্রিয় কণ্যার স্বামী উসমান ও অন্যান্য মুসলমান মুহাজেরদের অবস্থা জানার জন্য উদগ্রীব থাকতেন। লোকমুখে খবর পেলে আশ্বস্ত হতেন। কিছুদিন আবিসিনিয়ায় অবস্থান করার পর রোকাইয়াও তাঁর স্বামী মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু অবস্থার তখন আরও অবনতি ঘটেছিল, তাই তারা পুনরায় আবিসিনিয়ায় চলে গেলেন। আল্লাহর রাসূল মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে তারা দ্বিতীয়বার মক্কায় চলে আসেন এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় তারা প্রখ্যাত সাহাবী আউস বিন সাবিত (রাঃ)-এর গৃহে অবস্থান করেন।

মদীনায় আসার পর রোকাইয়া (রাঃ) বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। মদীনার আদর্শ সমাজে দীর্ঘদিন বসবাস করার সুযোগ তিনি পাননি, তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বদরের যুদ্ধের জন্য মদীনার বাইরে যাচ্ছিলেন। তিনি উসমান (রাঃ)-কে রোকাইয়া (রাঃ)-এর শুশ্রুষা করার জন্য মদীনায় অবস্থান করার হুকুম করলেন। তিনি তাকে বললেন যে, তিনি জিহাদে অংশগ্রহণের সওয়াব পাবেন এবং গনিমতের অংশও লাভ করবেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁর কণ্যাকে জীবিত পাননি। (ইন্নালিল্লাহি----রাযিউন)

যখন লোকজন রোকইয়া (রাঃ)-কে কবরস্ত করার পর তাঁর কবরে মাটি ঢালছিল তখন যায়েদ বিন হারেসা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ নিয়ে আসেন। রাসূলে করীম (সাঃ) প্রিয় কণ্যার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে খুব ব্যাথা পেয়েছিলেন, তিনি তার কবরের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, "তুমিও উসমান বিন মাজুনের

www.pathagar.com

পথে যাত্রা কর"। (উসমান বিন মাজুন হিজরতের পর মদীনায় প্রথম মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর কথা শুনে মহিলারা বেহদ কাঁদতে লাগল। উমর (রাঃ) তাদেরকে বাঁধা দিলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, তাদেরক কাঁদতে দাও। অন্তরের ও চোখের ক্রন্দনে কোন বাঁধা নেই। অবশ্য মোহাকরা-মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা এবং পরনের কাপড় চোপড় ছেড়া বৈধ নয়।

ছোটবোন ফাতেমা বোনের কবরে বসে কাঁদছিলেন। আল্লাহর রাসূল (আঃ) তাঁর চোখের পানি মুছে দিচ্ছিলেন।

আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালে রোকাইয়া (রাঃ) একটি পুত্র সন্তান গর্ভধারণ করেন। উসমান (রাঃ) তার নাম আবদুল্লাহ রেখেছিলেন। আবদুল্লাহ শৈশবে মদীনা মুনাওয়ারাতেই ইনতেকাল করেন।

রোকাইয়া (রাঃ) ও উসমান (রাঃ)-এর দাম্পত্যজীবন খুব মধুর ছিল। প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার সোনালী চাদরে তাদের দাম্পত্য জীবন আবৃত ছিল। লোকজন তারেদকে এক আদর্শ দম্পতি মনে করত। তারা বলতঃ

احسن زوجين رأهمًا انسان

ركيعة وزوجها عقمان

আল্লাহ তাঁর উপর সদয় হউন।

উম্মে কুলসুম বিনতে রাসূল (সাঃ)

"রোকাইয়ার দেনমোহরে উসমানের সংগে উম্মে কুলসুমকে বিবাহ দেয়ার জন্য জিবরাইল আমীনের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে হুকুম করেছেন।।" --আল হাদীস

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর তৃতীয় কণ্যা উম্মে কুলসুম (রাঃ) তিনি রেসালতের ছয়'বছর পূর্বে খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর গর্ভে মক্কা শরীফে জন্ম গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

আরবের তৎকালীন রেওয়াজ অনুযায়ী অতি অল্প বয়সেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁকে নিকটতম আত্মীয় ও নিকটতম প্রতিবেশী আবু লাহাবের পুত্র ওতায়বার সাথে বিবাহ দান করেন। কিন্তু উম্মে কুলসুম (রাঃ) স্বামীর ঘরে যাওয়ার পূর্বে আবু লাহাব ও তার পরিবার পরিজন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)–এর বিরুদ্ধে শত্রুতা করার জন্য কোমর বেঁধে প্রকাশ্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়। আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর জঘন্য কার্য কলাপের প্রতি জঘন্য সমালোচনা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুরা লাহাব নাযিল করেন। এ সুরা নাযিলের পর আবু লাহাব তার দুই পুত্রকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর দুই কণ্যাকে তালাক দেয়ার জন্য হুকুম করে।

ওতায়বা ও ওতবা পিতার হুকুম মোতাবেক তালাক দান করে। আরবগণ তাদের বয়জেষ্ঠদেরকে সম্মান করত। গোত্রের এবং বিশেষ করে বয়োজেষ্ঠ আত্মীয় স্বজনদের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল ছিল এবং প্রতিবেশীদের প্রতিও তারা খুব সদয় ও বিনীত ছিল। কিন্তু ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ আবু লাহাব ও তার পরিবার পরিজনকে এত বেশী অন্ধ করে দিয়েছিল যে, ওতায়বা বিন আবু লাহাব স্বজাতী ও স্বগোত্রের লোকের প্রতি সম্মান করার আরবদের সনাতনী নীতির প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর প্রতি বিরোধিতা করার জন্য পশুর স্তরে নেমে গেল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর সামনে হাযির হয়ে তার সাথে বেয়াদবী করে ও তাঁর দিকে থুথু নিক্ষেপ করে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাতে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) দারুন ভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি দোয়া করলেন হে আল্লাহ! তোমার কুকুরদের একটি কুকুর তার উপর নিয়োগ কর। এ ঘটনার কিছুদিন পর ওতায়বা তার পিতার সহিত সিরিয়ায় বাণিজ্য সফরে গমন করে। রাত্রিকালে বাণিজ্য কাফেলা বিশ্রাম গ্রহণের ব্যবস্থা করে। আবু লাহাব আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর দোয়া শুনার পর থেকেই পুত্রের অমঙ্গলের জন্য শংকিত ছিল। ওতায়বাকে উত্তমরূপে প্রহরা দেয়ার জন্য সে তার সঙ্গী সাথীদেরকে অনুরোধ করল। তারা ওতায়বার বিছানার চতুপার্শে নিজেদের বিছানা বিছাল এবং নিজেদের উট চারিদিকে বেঁধে রাখল। কিন্তু তাদের কোন চেষ্টাই ফলপ্রসূ হলনা। নিকটবর্তী জংগল থেকে একটি বাঘ এসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন ওতায়বার হাড় ভেংগে চলে গেল।

রোকাইয়ার মৃত্যুর পর উমর (রাঃ) তার সদ্য বিধবা কণ্যা হাফসা (রাঃ)–এর বিবাহের প্রস্তাব উসমান (রাঃ)–এর নিকট পেশ করেন। উসমান (রাঃ)–এ প্রস্তাবের প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব প্রদান না করার কারণে উমর (রাঃ) খুব ব্যাথা পান। তিনি তার দ্বীনি ভায়ের এহেন আচরনের কথা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–কে জ্ঞাত করেন।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন আমি তোমাকে হাফসার জন্য উসমানের চেয়ে উত্তম স্বামী এবং উসমানের জন্য হাফসার চেয়ে উত্তম স্ত্রীর সন্ধান দিচ্ছি।

উসমানের সংগে আমার কণ্যা উম্মেকুলসুমের বিবাহ দিব এবং আমি হাফসাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করব। উমর (রাঃ) এ প্রস্তাবে বেহদ খুশী হলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উসমান (রাঃ)–এর সহিত তার কণ্যার আকদ সম্পন্ন করলেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে তিনি বললেনঃ রোকাইয়ার দেন মোহরে উসমানের সাথে আমার কণ্যা উম্মে কুলসুমকে বিবাহ দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল আমিনের মাধ্যমে আমাকে হুকুম করেছেন। এ বিবাহের পরই উসমান (রাঃ) যিন নূরাইন – দুইনূরের অধিকারী খেতাব লাভ করেন। বিবাহের পর উম্মে কুলসুম (রাঃ) ছয় বছর জীবিত ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান মারা যান। (ইন্না লিল্লাহি ও ইন্নাইলাইহি রাযিউন) উম্মে আতিয়া, সাফিয়া বিনতে আবদে মানাফ প্রমুখ মহিলা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর হোদায়াত মোতাবেক গোসল দান করেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর চাদরে তাঁকে কাফনাবৃত করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। কণ্যা হারিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ব্যাথা পেয়েছিলেন। তাঁর মহব্বতের সয়লাব স্রোত তার পবিত্র দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু তিনি আল্লাহ তায়ালার হুকুমের উপর সন্তুষ্টছিলেন।

রোকাইয়া (রাঃ)–এর হাওয়ালায় কতিপয় হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ফাতেমা বিনতে রাসূল (সাঃ)

كفاك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة
بنت محمد وآسية امرأة فرعون (ترمذي)

"তোমাদের অনুসরণের জন্য সমগ্র নারী জাতির মধ্যে মরিয়াম বিনতে ইমরান, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মোহাম্মাদ এবং ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়াই যথেষ্ট।" --(হাদীস)

পরিচিতি

নবী কণ্যা ফাতেমা যোহরার জন্ম সন সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। অনেকের ধারণা, রাসূল তনয়া রেসালতের এক বছর পূর্বে খাদিজা (রাঃ)–এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে যওজী ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, কাবা শরীফ সংস্কার কালে ফাতেমা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। এটা মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর আগের ঘটনা।

নবী করীমের প্রিয়তমা কণ্যা ফাতেমা (রাঃ) আঠার বছর বয়সে বিপ্লবীদলের কর্মী আলী (রাঃ)–এর সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হন। অনেকেই মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)–এর কণ্যার জন্য বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আবু তালিবের পুত্র আলী (রাঃ) কে জামাতা হিসেবে মনোনিত করলেন। নিঃসম্বল আলী (রাঃ)–এর একমাত্র যোগ্যতা হল আদর্শবাদী আন্দোলনের কর্মী। প্রস্তাব পেয়ে নবী করীম (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেসা করলেন।

মোহর প্রদানের জন্য তোমার কাছে কি আছে? আলী (রাঃ) জবাব দিলেন কিছুই নেই।

নবী করীম (সাঃ) এবার প্রশ্ন করলেন, হাতিয়ারটা কোথায়? ভাবী জামাতা বিনীত কণ্ঠে বললেনঃ 'তা রয়েছে।' তাতেই চলবে, নবী করীম (সাঃ) জবাব দিলেন।

ওমর ফারুক (রাঃ) উসমান গনির নিকট অস্ত্রটি বিক্রয় করে চারশো আশি দিরহাম নবী করীমের নিকট এনে হাযির করলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) আদেশ করলেনঃ বিলাল, সুগন্ধি কিনে নিয়ে এস।

www.pathagar.com

আলী (রাঃ)-এর কাছে অস্ত্র ছাড়াও একটা পশমী চাদর এবং একটা ভেড়ার চামড়া ছিল। তিনি দুটো জিনিষই ফতেমা (রাঃ) কে দান করলেন।

বিবাহ হয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ফাতেমা (রাঃ) কে বললেনঃ তোমাকে খান্দানের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট নিকাহ প্রদান করেছি।

আলী (রাঃ) বিবাহ সম্পর্কে বলেনঃ আমার আযাদকৃত দাসী আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ফাতেমা (রাঃ) -এর শাদীর পয়গাম কি কেউ দিয়েছে? আমি বললামঃ জ্ঞাত নই। অতঃপর সে বলল আপনি পয়গাম পাঠান। আপনাকে কোন, জিনিস বাঁধা প্রদান করছে? আমি বললামঃ কি করে সাহস করে বলতে পারি? আমার কাছে কোন জিনিষ নেই। তার অনুরোধক্রমেই আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে হাযির হলাম কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর মর্যাদার প্রভাব এত তীব্র ভাবে অনুভূত হল যে, আমি সাহস করে কিছুই বলতে পারলাম না। অতপর নবী করীম (সাঃ) জানতে চাইলেন যে, আমি কি ফাতেমা (রাঃ)-এর শাদীর পয়গাম নিয়ে এসেছি? আমি জবাব দিলামঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ মোহর আদায় করার জন্য তোমার কাছে কি কিছু আছে? আমি জবাব দিলাম না। নবী করীম (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ আমি তোমাকে যে অস্ত্র দিয়েছিলাম তাই মোহর হিসেবে দাও।

বিবাহ সুসম্পন্ন হলে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেনঃ শাদীর জন্য ওলিমার প্রয়োজন রয়েছে। সাআদ (রাঃ) নবী করীমের (সাঃ)-এর কথা শুনে বললেনঃ আমার একটা ভেড়া রয়েছে, তাই দিয়েই ওলিমা করা হোক, আনসরগণ ওলিমার ইনতেজামকরলেন।

নবী করীম (সাঃ) তাঁর কণ্যাকে সামান্য আসবাব পত্র যৌতুক প্রদান করলেন। একটা চারপায়া, একটা চামড়ার গদি (তুলার পরিবর্তে খেজুরের পাতা দ্বারা যা ভর্তি ছিল) , দুটো মাটির পাত্র, একটি মশক, আটাভাঙ্গার দুটো যাতা এবং একটা ছাগল এ ঐতিহাসিক বিবাহের দানের তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আলী (রাঃ)-এর কোন পৃথক বাসস্থান এতদিন ছিল না। তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গেই থাকতেন। বিবাহের পর বাসস্থানের সমস্যা দেখাদিল। হাবসা বিন নোমান আনসারীর কিছু সংখ্যক গৃহ ছিল। তিনি দ্বীনি ভাইর সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন, রাসূল (সাঃ) এর দরবারে এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি এবং

www.pathagar.com

আমার সমস্ত সম্পদ আপনার জন্যে। আল্লাহর কসম, আপনি আমার কোন গৃহ গ্রহণ করলে খুবই আনন্দিত হব।

তিনি আলী দম্পতির জন্য একটা গৃহ ছেড়ে দিলেন। স্বামী-স্ত্রী নতুন গৃহে উঠলেন। তাঁদের জীবন শুরু হল। কিন্তু সে জীবন সুখের নয় বড় কষ্টের। আলী (রাঃ) তাঁদের অভাব অনটনে জর্জরিত দাম্পত্য জীবনের দিনগুলো সম্পর্কে যে চিত্র আকছেন তা খুবই বেদনা দায়ক। তিনি বলেনঃ আমার শাদী ফাতেমার সঙ্গে যখন সুসম্পন্ন হলো তখন একটা বিছানা পর্যন্ত ছিলনা। শুধুমাত্র একটা চামড়া ছিল আমাদের জন্য। আমরা রাত্রিকালে উক্ত চামড়া বিছানা হিসেবে ব্যবহার করতাম এবং দিনের বেলা পানি আনার জন্য মোশক হিসেবে ব্যবহার করতাম। আমাদের গৃহস্থলীর কাজ করার জন্য কোন খাদিম ছিল না।

একজন রাবী এ প্রসঙ্গে বলেনঃ তাঁদের চাদর খুবই অপ্রশস্ত ছিল। তাঁরা যখন পা ঢাকতে চেষ্টা করতেন তখন মাথা বের হয়ে যেত এবং যখন মাথা ঢাকতে চেষ্টা করতেন তখন পা বের হয়ে যেত।

ফাতেমা (রাঃ) পিতার ন্যায় দারিদ্র্যের জীবন যাপন করতেন। বিলাসিতার উপায় উপকরণ দূরের কথা, সহজ সরল জীবণ যাপনের সময়ও তার ছিলনা। স্বামী আলী (রাঃ) আল্লাহ্র পয়গাম মক্কা মদীনার অধপতিত লোকের কাছে পৌছিয়ে দেয়ার কাজে প্রায়ই ব্যস্ত থাকতেন। নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করার ফুরসত তাঁর ছিলনা। ফাতেমা (রাঃ) এর জন্যে স্বামীর নিকট কোনরূপ পীড়াপীড়ি করতেন না। সন্তুষ্ট চিত্তে ঘরের কাজ করে যেতেন। এমনকি গৃহস্থালির কাজ করার জন্য একটি পরিচারিকা নিয়োগ করার সঙ্গতি আলী দম্পতির ছিলনা। রাসূল তনয়া স্বহস্তে গম পিষে আটা তৈরী করতেন এবং পানি উঠাতেন।

আলী (রাঃ) তাঁর জনৈক শিষ্যকে ফাতেমার ঘর কণ্যার বিবরণ এভাবে দিয়েছেন।

"ফাতেমা (রাঃ) নিজ হাতে যাঁতা ঘুরাতো সেজন্য তাঁর হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিল। নিজে পানির মোশক ভরে আনত, সে জন্য তার বুকে দাগ পড়ে গিয়েছিল। ঘরের যাবতীয় কাজ একা করত সে জন্য তার সমস্ত কাপড় ময়লা হয়ে যেত।"

আলী (রাঃ) স্ত্রীর অবস্থায় মনে মনে খুব কষ্ট পেতেন, একবার তিনি ফাতেমাকে নবী করীম (সাঃ)-এর দরবারে যাওয়ার জন্যে আদেশ করলেন, তখন

www.pathagar.com

কিছু যুদ্ধবন্দীর সমাগম হয়েছিল। আলী (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ যাও একজন দাসী চেয়ে নিয়ে এস তাতে তোমার সাহায্য হবে।

স্বামীর আদেশে তিনি পিতার নিকট গেলেন কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে লোকজন বেশী থাকায় কোন কিছুনা বলে তিনি বাড়ী ফিরে আসলেন।

নবী করীম (সাঃ) তা লক্ষ্য করেছিলেন, পরের দিন নিজেই এসে ফাতেমা (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলেনঃ ফাতেমা গতকল্য কি জন্য গিয়েছিলে?

ফাতেমা (রাঃ) লজ্জায় কোন জবাব দিলেন না। অগত্যা আলী (রাঃ) বললেনঃ

ফাতেমার অবস্থা বাস্তবিকই কষ্টদায়ক সে নিজে আটা পিষে, পানি বহন করে আনে এবং ঘরের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে। এতে তার হাতে ও বুকে দাগ পড়ে গেছে এবং তার পোষাক পরিচ্ছদ সর্বদা ময়লা হয়ে থাকে। আপনার নিকট গিয়ে তাকে একটি দাসী চেয়ে আনতে বলেছিলাম।

আল্লাহ্র রাসূল জবাব দিয়েছিলেনঃ হে ফাতেমা, বদরের যুদ্ধের এতিমরা এ ব্যাপারে তোমার চেয়ে বেশী হকদার।

ফাতেমা (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহ্ ও তার রাসূল (সাঃ)-কে পেয়েই আমি সন্তুষ্ট।

ফাতেমা (রাঃ) অন্য সূত্রে যে সব মূল্যবান জিনিস লাভ করতেন তা ব্যবহারের অনুমতিও রসূলে করীম (সাঃ) তাকে দিতেন না। একবার আলী (রাঃ) শখ করে স্ত্রীকে একটি স্বর্ণের হার গড়িয়ে দিয়েছিলেন। (সমগ্র মানব গোষ্ঠির আদর্শ- রাসূল পরিবারকে দুনিয়া আসক্তির নজির স্থাপন থেকে বিরত রাখার জন্য) আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ফাতেমার গলায় সোনার হার দেখতে পেয়ে অসন্তুষ্ট হলেন। তা দেখে ফাতেমা (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে সোনার হারটি বিক্রয় করে তার মূল্য দিয়ে একটা গোলাম খরিদ করেনিলেন।

আরেক দিনের ঘটনা রাসূলে করীম (সাঃ) শহরের বাইরেছিলেন। তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে ফাতেমা (রাঃ) গৃহ সজ্জিত করলেন এবং পিতাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য দরজায় একটা সুন্দর পর্দাও লাগালেন।, শিশু হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-এর হাতে রূপার বালা পরিধান করালেন।

www.pathagar.com

আড়ম্বর দেখে রাসূল (সাঃ) ফাতেমা (রাঃ)–এর ঘর থেকে ফিরে গেলেন। কণ্যা পিতার অসন্তুষ্টির কারণ অবগত হয়ে সাজ–সজ্জা পরিহার করলেন এবং হাসান ও হুসাইন (রাঃ)–এর হাত থেকে বালাও খুলে ফেললেন।

স্বামী আলী (রাঃ) নবী কণ্যাকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করতেন। তিনি এরূপ কোন কাজ করতেন না, যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর প্রিয়তমা কণ্যা মনে কষ্ট পান। নবী করীম (সাঃ)ও ফাতেমার সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্য আলী (রাঃ) কে উপদেশ প্রদান করতেন। অপরপক্ষে তিনি ফাতেমা (রাঃ) কেও স্বামীর সেবা ও তাঁর মর্জি মোতাবেক চলার জন্য নছিহত করতেন। ফাতেমা (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) –এর দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করে তোলার জন্য নবী করীম (সাঃ)হরদম কোশেশ করতেন।

একদিন ফাতেমা (রাঃ) কোন কারণে (রাঃ) স্বামীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তার প্রতিকারের জন্য নবী করীম (সাঃ)–এর দরবারে হাযির হলেন। এদিকে আলী (রাঃ) স্ত্রীর পশ্চাতে ছুটলেন। তিনি এমন এক স্থানে দাঁড়ালেন যেখান থেকে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ)–এর কথা সহজে শুনতে পারেন। ফাতেমা (রাঃ) রসূল (সাঃ)–এর কাছে স্বামীর রাগের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁর কথা শুনে বললেনঃ হে মা., আমার কথা মন দিয়ে শুন, চিন্তা কর ও তা আমল কর। এমন স্ত্রী পুরুষ সংসারে কে আছে, যাদের মধ্যে কোন মনমালিন্যের সৃষ্টি হয়নি? স্ত্রীলোকের ইচ্ছা মোতাবেক কাজ করা সর্বদা পুরুষের জন্য জরুরী নয়। স্ত্রীকে কিছুনা বলারও কোন নিয়ম নেই।

নবী করীম (সাঃ)–এর উপদেশাবলী আলী (রাঃ)–র খুবই কাজ করেছিল। নবী কণ্যা মনে কষ্ট পান বা বিরক্ত হন এরূপ কোন কাজ তিনি পরবর্তী কালে করেন নি। আলী (রাঃ) এ ঘটনার উল্লেখ করে বলেনঃ ফাতেমার উপর যতটুকু কঠোরতা আমি করতাম এ ঘটনার পর তা থেকে আমি বিরত থাকি, আমি আমার স্ত্রীকে বললামঃ আল্লাহর কসম অতপর আমি এরূপ কোন আচরন প্রদর্শণ করব না, যাতে তোমার তকলিফ বা মন কষ্ট হতে পারে।

স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে মন মালিন্যের সৃষ্টি হলে মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ) তার ফয়সালা করে দিতেন। বিবাদ মিটমাট হয়ে গেলে নবী করীম খুবই আনন্দিত হতেন। একটি ক্ষুদ্র পারিবারিক কলহের খবর পেয়ে তিনি আলী (রাঃ)–এর ঘরে গেলেন, তাঁর চেহারায় বিরক্তি ও মনবেদনার ছাপ ছিল। আল্লাহ্র রাসূলের উপস্থিতিতে আলী

www.pathagar.com

(রাঃ) ও ফাতেমা (রাঃ) নিজেদের মনমালিন্য অতি সহজে মিটমাট করে ফেললেন। আল্লাহর নবী খুশী মনে বাড়ী ফিরললেন রাসূলে করীম (সাঃ)-এর চেহারার পরিবর্তন দেখে সাহাবীরা জিজ্ঞেসা করলেনঃ

ইয়া রাসুলাল্লাহ, কি ব্যাপার আপনি যখন ঘরে গিয়েছিলেন তখন আপনার চেহারা পরিবর্তিত ছিল এবং এখন আপনি আনন্দিত? তিনি বললেনঃ আমি আমার দুজন প্রিয় লোকের বিবাদ মিটিয়ে দিয়েছি।

লজ্জাশীলতা ফাতেমা (রাঃ)-এর চরিত্রের প্রধান ভুষণ ছিল। মৃত্যুর পূর্বে আসমা বিনতে আমীসকে তিনি বললেনঃ দেখুন স্ত্রীলোকদের খোলা জানাযায় পর্দাহীনতা হয়ে থাকে, আমি এটা খুব অপছন্দ করি।

আসমা বিনতে আমীস তাকে ইথিওপিয়ার একটি প্রচলিত নিয়ম প্রদর্শন করলেন। ফাতেমা (রাঃ) তা উত্তম বিবেচনা করে অনুমোদন করলেন। ফাতেমা (রাঃ)-এর পর যয়নাবের জানাযাও একই পদ্ধতিতে হয়েছিল। বলাবাহুল্য নবী কণ্যার অনুমোদিত নিয়মই সারা মুসলিম দুনিয়ায় স্থায়ী পদ্ধতির মর্যাদা লাভ করেছে। আমরা স্ত্রীলোকদের জানাযায় তারই নিয়ম অনুসরণ করে থাকি।

আল্লাহর রাসূল তাঁর সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্নেহ করতেন ফাতেমা (রাঃ)-কে। তিনি সফর করে ফিরে আসলে সর্ব প্রথম ফাতেমা (রাঃ)-এর ঘরে যেতেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে নবী করীম (সাঃ) প্রথম মসজিদে দু'রাকাত নামায আদায় করতেন এবং এরপর ফাতেমা (রাঃ)-এর ঘরে যেতেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ অন্য কোন সন্তান রাসূলের কাছে ফাতেমার ন্যায় এত অধিক প্রিয় ছিলনা। রাসূলের অপর কণ্যাগণ ফাতেমা (রাঃ) অপেক্ষা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্না এবং সুন্দরী হলেও তিনিই পিতার কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন। একজন তাবেয়ী আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ নবী করীম (সাঃ)-এর প্রিয় কে ছিলেন? তিনি জবাব দিলেনঃ মহিলাদের মধ্যে ফাতেমা এবং পুরুষদের মধ্যে তাঁরই স্বামী আলী (রাঃ)।

আয়েশা (রাঃ) নবী দুহিতা সম্পর্কে বলেনঃ আমার চোখ রাসূলে করীম (সাঃ)-এর পর ফাতেমা (রাঃ) থেকে উত্তম কোন লোক দেখেনি। প্রিয়নবী বলেনঃ ফাতেমা আমার শরীরের অংশ। যে তাকে নারাজ করবে, সে মূলতঃ আমাকেই নারাজ করবে।

নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর ভালবাসা অতি প্রগাঢ়, মৃত্যু শয্যায় নবী করীম (সাঃ) তাকে ডেকে পাঠালেন। আল্লাহর রাসূল তার কাছে মুখনিয়ে কিছু

www.pathagar.com

বললেন, ফাতেমা (রাঃ) কাঁদতে শুরু করলেন, অতপর নবী করীম (সাঃ) পুনরায় কিছু বললেন. তিনি হাসতে লাগলেন।

আয়েশা (রাঃ) এর কারণ অনুসন্ধান করে জানলেন, প্রথম বার আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছিলেনঃ এ রোগে ভুগেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবেন। দ্বিতীয় বার তাকে বলেছিলেনঃ সবার আগে ফাতেমা (রাঃ) গিয়েই মিলিত হবেন।

নবী করীম (সাঃ)–এর ইন্তেকাল তাঁর মনের গভীরে বিষাদ কাল রেখা টেনে দিয়েছিল। তাঁর জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি ছিল নিরানন্দ। স্বামী–পুত্র পরিবার–পরিজনের সুখ–সহাচর্যে থেকেও তিনি দুঃখের সাগরে সাঁতার কাটছিলেন। পিতার ওফাতের পর কোন লোক কখনও তাকে হাসতে দেখেনি। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) জান্নাত লাভের পর তার প্রিয়তমা কণ্যা প্রাণের সকল আবেগ ঢেলে যে মরসিয়া রচনা করেছিলেন তার মর্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

"আসমান ধুলাচ্ছন্ন। আফতাব গাঢ় আবরণে আচ্ছাদিত। সর্বত্র নিকষ আঁধার। নবী করীম (সাঃ) তিরোধানে জমিন শুধু ব্যথিত হয়নি, শোকের আধিক্যে ফেটে চৌচির হয়েগিয়েছে।"

উম্মে সালমা (রাঃ) বলেনঃ ফাতেমা (রাঃ)–এর ওফাতের সময় আলী (রাঃ) বাড়ী ছিলেননা। ফাতেমা (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি উপস্থিত হলে বললেনঃ পানির ইনতেজাম কর আমি গোসল করব। উত্তম ও পরিচ্ছন্ন কাপড় বের করে দাও, আমি তা পরিধান করব। আমি পানির ইনতেজাম করে দিলাম। তিনি উত্তমরুপে গোসল করে কাপড় পরিধান করলেন। অতঃপর আমাকে বললেনঃ আমাকে বিছানা করে দাও আমি বিশ্রাম করব। বিছানা করে দিলে তিনি বিশ্রাম করলেন এবং বললেনঃ মৃত্যু খুবই নিকটে, আমি গোসল করে নিয়েছি। নির্দিষ্ট গোসলের কোন প্রয়োজন নেই। আমার শরীর যেন খোলা না হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যুগের শ্রেষ্ঠা মহিলার চোখ বুজে গেল । তিনি তাঁর প্রিয়তম পিতার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে। রাসূলে আকরাম (সাঃ)–এর মৃত্যুর মাত্র দু'মাস পর তার ইনতেকাল হয়েছিল।

আলী (রাঃ) তাঁর অন্তিম অনুরোধ মোতাবেক রাত্রিকালেই বিনা গোসলে তাকে দাফনকরেন।

www.pathagar.com

প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে আলী (রাঃ)–এর জিন্দেগীর সকল সুখ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি প্রত্যহ ফাতেমা (রাঃ)–এর কবরে যেতেন এবং দীর্ঘক্ষণ সেখানে বসে কবিতা আবৃত্তি করতেন।

আলী (রাঃ) বলেনঃ আমি দেখেছি, আমার মধ্যে জাগতিক পীড়ার আধিক্য ঘটেছে। বস্তুতঃদুনিয়ার মানুষ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পীড়িতই, মৈত্রীর পর প্রিয়জনের মধ্যে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভবী। বিচ্ছেদহীন সময় খুবই অল্প, মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)–এর ইনতেকালের পর ফাতেমার বিচ্ছেদ এ দলিলই পেশ করেছে যে, দোস্ত হামেশার জন্য নয়। আলী (রাঃ) ফামেতা (রাঃ)–র স্মরণে কবরের পাশে বসে নিম্নের কবিতা পাঠ করতেন । হে আল্লাহ, আমার কি হল, সালাম করতে আমি কবরের কাছে আসি । কিন্তু প্রিতমার কবর আমার সালামের জবাবই দেয়না? হে কবর তোর কি হল, আহবানকারীকে তুই কোন জবাব দিলিনা? তুই কি প্রিয়জনের ভালভাসায় বিরক্ত।

ফাতেমা (রাঃ)–এর ইনতেকালে শুধু আল্লাহর সিংহ আলী (রাঃ)–এর মনেই বিরহের অনল জ্বলে উঠেনি, অগনিত ভক্তের মনও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

●

যয়নব বিনতে ফাতেমা (রাঃ)

' অত্যাচারী শাসকের কাছে সত্য কথা বলা উত্তম জিহাদ'।

---আল হাদীস

যয়নব বিনতে ফাতেমা (রাঃ) চারিত্রিক দৃঢ়তা, সৎসাহস ও আদর্শ নিষ্ঠার জন্য ইসলামের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গুনাবলী ও সত্তার উপর তার প্রগাঢ় বিশ্বাস, যা জীবনের সংকট মুহূর্তে তাঁকে যুগিয়েছে অসীম সাহস, বিপদে ধৈর্য ধারণের শক্তি এবং অকপটে সত্য প্রকাশের তীব্র আকাঙ্খা। তাওহীদের আমানত সিনায় ধারণ করে এ মহিলা যেভাবে

www.pathagar.com

বিপদকালে সিংহ বিক্রম প্রদর্শণ করেছিলেন, তা সর্বকালের আদর্শবান মানুষের অনুসরণ যোগ্য হয়ে থাকবে।

খেলাফতের নীতি বিসর্জন

মোয়াবিয়া (রাঃ) ইসলামী খেলাফতের নীতি বিসর্জন করে পুত্র ইয়াজিদকে খলিফা মনোনীত করায় মুসলিম জাহানে ঝগড়া বিবাদ, বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং অনৈক্যের সূত্রপাত হয়। ইমাম হুসাইন (রাঃ) এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। ইয়াজিদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। ঘটনার স্রোতে তিনি কারবালার প্রান্তরে উপনীত হলেন আত্মীয় স্বজন ও দ্বীনে হকের অনুসারীদের সঙ্গে করে। বোন যয়নব বিনতে ফাতেমাও সঙ্গে ছিলেন। কারবালার মর্মন্তুদ পরিবেশে ইমাম হোসেন ও তাঁর অনুসারীগণ খেলাফতের নাহক দাবীদারদের হাতে একে একে শাহাদাত বরণ করার পর যয়নব বিনতে ফাতেমা (রাঃ) সহ ইমাম পরিবারের লোকজনকে বন্দি করে প্রথমে ইবনে যিয়াদ ও পরে ইয়াজিদের দরবারে প্রেরণ করা হয়।

যয়নবের চোখের সামনেই ছিল সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ। তিনি উত্তম রূপে জ্ঞাত ছিলেন যে, ইবনে যিয়াদ যালিম শাসক; তার নামে বাঘে ছাগলে এক ঘাটে পানি খায়। ইমাম পরিবারের প্রতি বিদ্বেষ তার সবচেয়ে বেশী। তারই আদেশে ইমাম হোসেনকে শহীদ করা হয়েছে এবং তাঁর লাশের অবমাননা করা হয়েছে।

আল্লাহ জন্ম মৃত্যুর মালিক

নিজের প্রতিপত্তি ও আত্মসন্মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য ইবনে যিয়াদ যে কোন প্রকার মন্দ কাজ করতে ইতস্ততঃ করবে না, তা জানা সত্ত্বেও ফাতেমা কণ্যা যয়নব তার সামনে অদ্ভুত মনোবল প্রদর্শন করেছিলেন। যে কোন মুহূর্তে ইবনে যিয়াদ তাঁর মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করতে পারতেন। কিন্তু বিনতে ফাতেমা এটা ভালভাবে জানতেন যে, একমাত্র আল্লাহ মানুষের জীবনের সূচনা করে থাকেন এবং তিনি মৃত্যুর আস্বাদন তাঁর গোলামদের প্রদান করে থাকেন। কোন মানুষের যত বেশী ক্ষমতাই থাকুক না কেন নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে সে সামান্য যে কোন প্রানীকেও মৃত্যু প্রদান করতে পারে না।

নবী দৌহিত্রীকে দেখে ইবনে যিয়াদ উচ্চ কণ্ঠে বলেছিলঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর; তিনি তোমাদের লাঞ্ছিত ও ধ্বংস করেছেন।

www.pathagar.com

দাম্ভিকের দাতভাংগা জবাব

সে কোন জবাব আশা করেনি। কিন্তু যয়নব (রাঃ) জবাব দিলেন। দাম্ভিক শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে লেশমাত্র ভয় না করেই বললেনঃ আল্লার প্রশংসা, তিনি মুহাম্মাদের (সাঃ) দ্বারা আমাদের সম্মানিত করেছেন। তোমার কথা সত্য নয়, পাপ সদা লাঞ্ছিত এবং পাপীরাই সদা কলঙ্কিত হয়।

ইবনে যিয়াদ রাগান্বিত হয়ে বলল, আল্লাহ তোমাদের প্রতি কি ব্যবহার করেছে, দেখনি?

তিনি জবাব দিলেন, তাঁদের ভাগ্যে শাহাদাত লিখা ছিল এবং এজন্য তাঁরা শাহাদাতের ভূমিতে গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন। আল্লাহর দরবারে পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য শীঘ্রই তোমাকেও তাঁদের সাথে একত্রিত করবেন আল্লাহ।

ইতিহাসবেত্তারা বলেন, ফাতেমার কন্যার সত্য জবাব শ্রবণ করে ইবনে যিয়াদ রাগে অস্থির হয়ে উঠেছিল।

কিছুক্ষণ পর রাগ প্রশমিত হলে সে পূর্বসূত্র টেনে বলল, আল্লাহ তোমাদের পরিবারের দাম্ভিক নেতাদের উপর আমার অন্তকরণ শীতল করেদিয়েছেন।

যয়নব (রাঃ) জবাব দিলেনঃ আমাদের নেতাকে হত্যা করে এবং আমাদের খান্দানকে সমূলে উৎপাটিত করে যদি তোমার অন্তর শীতল হয়ে থাকে, তাহলে তাই হোক।

*-দুটোই, ইবনে যিয়াদ বললেন, এটা বীরত্বের ব্যাপার। তোমার বীর এবং কবি ছিলেন?

বীরত্ব নয় অন্তরের আগুণ

বীরনারী জবাব দিলেনঃ এ আমার অন্তরের আগুন। বিপদের আবর্তে পড়ে বীরত্বের কাহিনী বিস্মৃত হয়ে গেছি।

এ আদর্শ রমনীর ঈমানের পরীক্ষা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। খলিফা ইয়াযিদের দরবারে উপনীত হলে ছোট বোন ফাতেমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে জনৈক যুবক

www.pathagar.com

আর্জি পেশ করলঃ আমিরুল মোমেনিন, এ মেয়েটি আমি চাই। মেহেরবানী করে ওকে আমার হাতে অর্পন করুন। যয়নর (রাঃ)-র ধৈর্য্য প্রান্তসীমায় পৌছেছিল, তিনি বললেনঃ হে নীচ, এর উপর তার বা ইয়াযিদের কোন ইখতিয়ার নেই।

ইয়াযিদ এধরণের জবাব শোনবার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। সারা আরবে তার কর্তৃত্ব, মানুষ তারই হুকুম তামিল করে চলে, তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে যা খুশী তাই করতে পারেন। তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেনঃ আমি ইচ্ছা করলে এক্ষুনি তাই করতে পারি।

যয়নব (রাঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন আল্লাহ তোমাদের এ ইখতিয়ার কখনও প্রদান করেননি, তোমার ধর্ম বিচ্যুতি ঘটলে বা আমাদের দ্বীন পরিত্যাগ করলে অবশ্য অন্য কথা।

ইবনে মাবিয়া আরও রাগান্বিত হয়ে বললেনঃ দ্বীন থেকে তোমার পিতা ও ভাই বেরহয়েগেছেন।

যয়নব এতেও বিন্দুমাত্র ভীত হলেন না। তিনি বললেনঃ আল্লাহর দ্বীন-থেকে, আমার ভাই-পিতা-মাতামহের দ্বীন থেকে তুমি ও তোমার পিতা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছ।

ইয়াযিদ বললেনঃ হে মিথ্যা বাদীনি তুই খোদার দুশমন।

যয়নব নির্ভীকভাবে বললেন ঃ তুমি বলপূর্বক দেশের কর্তৃত্ব হাসিল করেছ। আত্মগরীমায় পঙ্গুহয়ে তুমি অপরকে দোষারোপ করছ, খোদার জীবকে অবনত করে রেখেছ।

এ জবাব শুনে ইয়াযিদ লজ্জিত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

–" তোমরা উত্তম জাতি; সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্যে তোমাদের উদ্ভব "।

---আল কুরআন

পরিচিতি

আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রথম খলিফা আবুবকর (রা)–র কন্যা। তাঁর মাতার নাম কাতিলা বিনতে আবদুল উযযা, যিনি কোরায়েশদের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) সৎ বোন ছিলেন।

যৌবনে পদার্পন করলে আসমা (রাঃ)–র বিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর নিবেদিত প্রান সাহাবী যুবায়ের (রাঃ) বিন আওয়ামের সাথে সম্পাদিত হয়। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যে দশজন সাহাবীকে তাঁদের জীবদ্দশায় বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন যুবায়ের (রাঃ) তাঁদের অন্যতম। এছাড়াও আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর সাথে যুবায়ের (রাঃ) একাধিক দিক থেকে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি আল্লাহর রসূল (সাঃ)–এর ফুফাত ভাই এবং উম্মুল মুমিনীন খাদিজাতুল কুবরার ভাতিজা ছিলেন। তাই পিতা ও স্বামীর দিক থেকে আসমা (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর নিকট আত্মীয়াছিলেন।

ঘর সংসার

নবী করীম (সাঃ)–এর ইসলামী জামায়াতের মহিলা সদস্যারা দুঃখ দারিদ্রের আঘাতে কখনও বিচলিত হতেন না। ভীষণ অভাব অনটনের মধ্যে থেকেও ইসলামী দাওয়াতের কাজ তাঁরা অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে করে যেতেন। সাংসারিক জীবনের দুঃখ কষ্ট লাঘব করার জন্যে স্বামী পুত্রকে চাপ দিতেন না। খুশীমনে তাঁরা পরিবারের পুরুষদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে দিতেন। বাড়ীতে শিশু সন্তান বা রোগগ্রস্ত কেউ না থাকলে তাঁরাও আহত সৈনিকদের সেবা করার জন্য যেতেন যুদ্ধের ময়দানে।

www.pathagar.com

আসমা (রাঃ)–র সংসার জীবনের কাহিনী খুবই করুন। শুধু তাঁর নয়, তৎকালীন মুসলিম মহিলাদের জীবন কাহিনী দেখতে হলে বুখারী শরীফের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে আসমা (রাঃ)–র নিজের কাহিনী পাঠ করতে হয়।

"যুবায়ের (রাঃ)–এর সংগে যখন আমার বিবাহ হয়, তখন তার বিষয় সম্পত্তি কিছুই ছিলনা। তাঁর একটি চাকরও ছিলনা। এবং কোন জিনিস পত্র ছিলনা। তাঁর একমাত্র সম্পদ ছিল একটা উট ও একটা ঘোড়া। আমি উটের ঘাস যোগাড় করতাম এবং আমিই তাকে দানা পানি ও ঘাস দিতাম। মোশক ভরে পানি আনতাম আমি। মোশক ছিড়ে গেলে সেলাইয়ের কাজ আমাকেই করতে হত। ঘোড়ার তত্ত্বাবধানটাই ছিল আমার কাছে সবচাইতে কঠিন কাজ। আমি ভাল করে রুটি তৈয়ার করতে পারতাম না। আটা ভেঙ্গে এক প্রতিবেশী আনসার মহিলার কাছে নিয়ে যেতাম।" তিনি আমাকে রুটি প্রস্তুত করে দিতেন।

মদীনায় হিজরত করলে নবী করীম (সাঃ) যুবায়ের (রাঃ–কে দু'মাইল দূরে একটি জমি প্রদান করলেন। আমি সেখান থেকে আটি বহন করে আনতাম। একবার বোঝা মাথায় নিয়ে সেখান থেকে আসছিলাম। পথে নবী করীমের সংগে দেখা হল। তিনি উটের পিঠে ছিলেন, একদল আনসারও তাঁর সঙ্গে ছিল। আমাকে দেখে তিনি উটকে ইশারা করে বসিয়ে দিলেন, আমাকে উটের উপর বসাবার জন্যেই বোধ হয় তিনি তা করেছিলেন। কিন্তু পুরুষের সঙ্গে যেতে আমার খুব লজ্জা হচ্ছিল এবং ভাবলাম যুবায়ের এটা পছন্দ করবে না। নবী করীম (সাঃ) আমার অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেন যে, আমি উটের পিঠে বসতে লজ্জা বোধ করছি। তিনি চলে গেলেন।

বাড়ী ফিরে যুবায়েরের কাছে সব কথা বিবৃত করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, তোমার খেজুরের আঁটি মাথায় করে আনাটা আমার নিকট এর চাইতে বেশী বেদনাদায়ক।

মক্কার এককালের অন্যতম ধনী ব্যবসায়ী পিতার আদরের দুলালী এবং ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিতা পালিতা আসমা (রাঃ)–র অর্থনৈতিক দূরাবস্থা বর্ণনাতীত ছিল। ইসলাম কবুল করার পর আল্লাহর এ মহান বান্দী-দারিদ্রের কষাঘাতে কতটুকু জর্জরিত ছিলেন তার বিবরণও তিনি নিজে দিয়েছেন। দারিদ্রতার বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম করা সত্ত্বেও অসুস্থতার কারণে তাঁর মধ্যে সাময়িকভাবে যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিল তা তিনি গোপন করেননি। খুব কম ব্যক্তিত্ব এরূপ পাওয়া যায় যিনি নিজের দুর্বলতা

www.pathagar.com

অকপটে বর্ণনা করতে পারেন। আসমা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বনু নাজিরের যে জমি যুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ) এবং আবু সালমাকে দান করেছিলেন আমি তখন সেখানে বসবাস করতাম। যুবায়ের (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সংগে কোথাও বের হয়েছিলেন। আমার এক উহুদী প্রতিবেশী একটি ছাগল যবেহ করে রান্না করেছিল। তার খুশবু আমার নাকের কাছে পৌছলে আমার প্রবল ইচ্ছা হয়। এর আগে কখনও এরূপ ইচ্ছা হয়নি। আমার গর্বে খাদিজা ছিল। আমি আসন্ন প্রসবা ছিলাম। আমি কোন ভাবে সবুর করতে পরলাম না। আমি ইহুদী লোকটির নিকট আগুণের জন্য গেলাম। ভাবলাম হয়ত সে আমাকে খেতে বলবে। বস্তুতঃ আমার আগুণের কোন প্রয়োজন ছিল না। সেখানে ছালনের খুশবু আমার ইচ্ছাকে আরও বাড়িয়ে দিল। কিন্তু ইহুদী স্ত্রীলোকটি খাবার কথা বললনা, আমি আগুন নিয়ে ঘরে চলে এলাম। কিছুক্ষণ পর পুনরায় আমি তার ঘরে গেলাম। তখনও সে আমাকে খেতে বলল না। তৃতীয়বার আমি তার ঘরে গেলাম। এবারও সে আমাকে খেতে বললনা। আমি ঘরে ফিরে কাঁদতে লাগলাম। ইতিমধ্যে ইহুদী স্ত্রীলোকটির স্বামী ঘরে ফিরে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলঃ তোমার নিকট কেহ এসেছিল? স্ত্রীলোকটি জবাব দিলঃ প্রতিবেশী আরব স্ত্রীলোকটি এসেছিল। সে বললঃ যদি তুমি তাকে এ থেকে কিছু দান না কর তাহলে আমি কিছুই খাবনা। সে ভয় পাচ্ছিল যে, ছালনের এমন মনমাতান সুগন্ধি যার নাকে পৌছে তাকে না দিয়ে খেলে নির্ঘাত নজর লেগে যাবে। তাই সে আমার নিকট এক পেয়ালা গোশত পাঠিয়ে দিল। বস্তুতঃ সে সময় সে স্থানে আমার কাছে তার চেয়ে বেশী সুস্বাদু এবং আকর্ষনীয় কোন খাদ্য ছিল না।

নবুওয়াতের নবারুনকে যাঁরা গোড়াতেই সমর্থন জানিয়েছিলেন আবুবকর তনয়া আসমা (রাঃ) তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। সমকালীন আরব সমাজের প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে আবু বকরের কন্যা যখন রাসূল (সাঃ)-এর বিপ্লবীদলে যোগদান করেন, তখন মুসলমানদের সংখ্যা উনিশের কোটা পার হয়নি। দীর্ঘদিন নবী (সাঃ)-এর বিশ্বস্ত সহচরের তত্ত্বাবধানে থেকে তিনি যে নিখুঁত চরিত্র গঠন করেছিলেন, তাই জীবনের শেষ প্রান্তেও তাঁর মনে শক্তি, সাহস এবং বিশ্বাসের অনির্বান দ্বীপ-শিখা জ্বালিয়ে রেখেছিল।

মক্কার সত্যবিদ্বেষীদের যুলুম চরম আকার ধারণ করল যখন তারা নতুন আদর্শের প্রচারক মুহাম্মদ মোস্তফাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলো। রাসূলে করীম (সাঃ) দুশমনদের এ জঘন্য দূরভিসন্ধি জ্ঞাত হয়ে মদীনায় হিজরত করার জন্য মনস্থ

করলেন। মুসলমানদের তিনি মদীনার পথে রওয়ানা করে দিলেন এবং তিনি তার বিশ্বস্ত সহচর আবু বকর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে ত্যাগ করলেন পিতৃপুরুষের দেশ। খাদিজা (রাঃ)-র স্মৃতি বিজড়িত পূন্যভূমি, পিতা মাতার বাস্তুভিটা। কিন্তু দেশ ত্যাগ করতে চাইলেই তা করা যায় না। গোটা আরব দেশের লোক তাঁকে পাহারা দিয়ে রাখছে। মদীনায় তাঁকে যেতে দেবেনা। রাসূলে খোদা (সাঃ) পেছনে রেখে এলেন শেরে খোদা আলী বিন আবুতালিবকে। তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর বিছানায় চাদর মুড়ে শুয়ে রইলেন। কাফেরগণ বারবার উঁকি মেরে দেখছিল। তারা খুব কড়া দৃষ্টি রাখছিল আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর বিছানার উপর যাতে তিনি স্থান ত্যাগ করতে না পারেন । পরিকল্পনা মোতাবেক তারা দিনের আলোতে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে আক্রমন করবে ।

ভোর বেলায় আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর বিছানায় আলী (রাঃ) বিন আবু তালিবকে শায়িত দেখে কাফেরগণ চারিদিকে লোক প্রেরণ করে তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য। কোরেশদের সরকারী পরিকল্পনা এভাবে ভেস্তে গেলে আবু জাহেল প্রায় উম্মাদ হয়ে যায়। সে নিজে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সন্ধানে বের হয়। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর পরিকল্পনার সাথে আবু বকর (রাঃ) অবশ্য জড়িত থাকবেন, সম্ভবতঃ এ চিন্তা করে সে আবু বকর (রাঃ)-র গৃহে গমন করে। খুব জোরে দরজাতে আঘাত করলে আসমা (রাঃ) দরজা খোলেন। আবু জাহেল তাঁকে খুব উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করে, "আবু বকর (রাঃ) কোথায় গিয়েছেন? আসমা (রাঃ) নির্ভীক ভাবে জবাব দিলেন, "আবু বকর কোথায় গিয়েছেন তা তিনি কি করে জানবেন?" এজবাব আল্লাহর দুশমনের মোটেই মনপূত হলনা। সে আসমাকে এত জোরে চপেটাঘাত করল যে তাঁর কানের দুল খুলে নীচে পড়ে গেল। আসমা (রাঃ) যালিমের আঘাত নীরবে বরদাশত করলেন। তিনি নিরুত্তর ঘরের ভিতর চলে গেলেন। আবু জাহেল কিছুক্ষণ গালি বর্ষণ করে স্থান ত্যাগ করল।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) পাহারারত কাফেরদের চোখে ধূলা দিয়ে রাতের আঁধারে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন, পায়ে হেঁটে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারলেন না। মক্কা থেকে অনতিদূরে অবস্থিত সূর পাহাড়ের গুহায় তিনি এবং তাঁর সাথী আবু বকর (রাঃ) আশ্রয় গ্রহণ করলেন। দ্রুত অশ্বারোহী পশ্চাত অনুসরণকারীগণ যাতে তাঁর নাগাল না পায় তার জন্য তিনি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এ সময় আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর খাদ্যের প্রয়োজন ছিল এবং কাফেরদের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য হাসিল করার প্রয়োজন ছিল তাঁর। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণী যে, তিনি আবু বকর (রাঃ)-

www.pathagar.com

এর পরিবার পরিজনকে এ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কাজে নিয়োগ করলেন। ইসলামের ইতিহাসের এ দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে প্রাণকে হাতের মুঠোয় নিয়ে যেরূপ বয়স্কদের মধ্যে আবু বকর (রাঃ) এগিয়ে এসেছিলেন, তরুনদের মধ্যে অগ্রসর ভূমিকা পালন করেছিলেন শেরে খোদা আলী মরতুজা (রাঃ)। ঠিক সেরূপ বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–কে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন আবূবকর তনয়া আসমা (রাঃ)। তিনি প্রত্যেক রাত্রে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–কে খাদ্য পৌছিয়ে দেয়ার জন্য সূর পর্বতে আসতেন। একজন বিচক্ষণ ও সচেতন মহিলা হিসেবে তিনি মক্কার কাফেরদের গতিবিধি জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া এবং মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য বহন করে নিয়ে আসতেন।

ভাই আবদুল্লাহ বিন আবু বকর তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি পিতা ও বোনের আদর্শের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কাফেরগণ তাকে বিশ্বাস করত বিধায় তিনি অতিসহজে বোনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতেন। তিনি নিজেও গভীর রাতে সূর পর্বতে হাযির হয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–কে বিস্তারিত তথ্য জানতেন।

তিনদিন বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়েও মক্কার অনুসন্ধানী দল আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীর কোন খবর পেলনা। তারা এলান করল, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর আবু বকরের সন্ধান দিবে তাকে একশতটি উট এনাম দেয়া হবে। তাতেও কোন ফল হলনা। পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রুগণ পর্বতের গুহা পর্যন্ত এসে ফিরে গেল অনেকবার। একবারও তারা গুহার ভিতরে কি রয়েছে উঁকি মেরে দেখলনা। তাদের সকল প্রচেষ্টা মাকড়সার জালের মত দূর্বল প্রমাণিত হল। তাদের যাবতীয় কলাকৌশল এবং ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল। আল্লাহর কৌশল জয়লাভ করল।

তৃতীয়বার আসমা (রাঃ) খাবার নিয়ে এলেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁর মারফত আলী (রাঃ) বিন আবু তালিবকে খবর পাঠালেন, পরবর্তী রাত্রিতে পর্বতগুহায় তিনটি উট ও একজন লোক পাঠাতে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর হুকুম মোতাবেক আলী (রাঃ) সওয়ারীর ইনতেযাম করলেন। আবু বকর (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন উরাইকাতকে পথ প্রদর্শনের জন্য নিয়োগ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইসলাম কবুল না করলেও একজন বিশ্বস্ত লোক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। আরবের রাস্তাঘাট সম্পর্কেও তার জ্ঞান ছিল। আলী (রাঃ) রাসূল (সাঃ)–এর নির্দেশ মোতাবেক তাকে খবর দিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি উটসহ পর্বত গুহায় হাযির হলেন।

www.pathagar.com

আসমা (রাঃ) দু–তিন দিনের জন্য তিন ব্যক্তির উপযোগী খাবার তৈরী করে এক থলিতে রাখলেন। এক মোশক পানির ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু থলি ও মোশকের মুখ বাঁধার জন্য সারা ঘর তালাশ করেও কোন রশি খুঁজে পেলেন না। সময় দ্রুত যাচ্ছিল। এক মিনিটও তাঁর কাছে খুব মূল্যবান মনে হচ্ছিল। নির্দিষ্ট সময় পর্বতগুহায় পৌঁছতে হবে। আবেগ ও উৎকন্ঠাভরা ছিল তাঁর প্রত্যেকটা মুহূর্ত । থলির মুখ বাঁধার জন্য রশি তালাশ করে সময় ব্যয় করতে চাইলেন না । তিনি তাঁর পোশাকের কোমরের ফিতা খুলে দুটুকরো করে একটুকরো দিয়ে থলির মুখ বাঁধলেন এবং অপর টুকরো দিয়ে মোশকের মুখ বাঁধলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এ ঘটনা জানার পর খুব খুশী হলেন এবং তাঁকে যাতুন নেতাকাইন বা দু'ফিতার অধিকারিনী আখ্যায়িতকরেন।

ইমাম বুখারী এ সম্পর্কে আসমা (রাঃ)–র বিবরণ এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেনঃ

খাবার থলে বাঁধবার জন্য কোন কিছু পাওয়া না গেলে আমার পিতা আমার নিতাক বা কোমরের ফিতা ছিড়ে ফেলার হুকুম করেছিলেন। এজন্য আমার নাম "যাতুন–নেতাকাইন" বা দু'ফিতার অধিকারীনী রাখা হয়েছে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর নেতাকের এক টুকরো ছিড়ে থলের মুখ বন্ধ করেছিলেন।

আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) পরবর্তীদের জন্য রেখে গিয়েছেন আরও একটি চমকপ্রদ ঘটনা। পিতা আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের সময় লাখ দিরহামের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু নবী করীম (সাঃ)–এর আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি প্রায় সকল অর্থই বিলিয়ে দিলেন বছর কয়েকের মধ্যেই। হিজরতের সময় তাঁর হাতে ছিল মাত্র ১৫ শত দিরহাম। দ্বীনের তাবলীগের জন্য তাও তিনি সংগে নিয়ে গেলেন। পরিবার পরিজনের জন্য রেখে গেলেন শুধু আল্লাহর অশেষ রহমত। আবু বকর (রাঃ)–র পিতা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি আবুবকর (রাঃ)–র হিজরত ও সমস্ত সম্পদ স্থানান্তর করার জন্য খুব ব্যথিত হলেন। আসমা (রাঃ)–র নিকট দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এ কথা পেশ করলেন। আসমা (রাঃ) বৃদ্ধ দাদার মন কষ্ট লাঘব করার জন্য একটা থলিতে নুড়ি পাথর রেখে বললেনঃ হে দাদাঃ আব্বা আমাদের জন্য অনেক কিছু রেখে গেছেন। দৃষ্টিহীন আবু কাহাফার হাত থলির কাছে টেনে নিলেন। আবু কাহাফা থলে স্পর্শ করে অনুমান করলেন, পুত্র তার জন্য স্বর্ণমুদ্রা রেখে গেছেন।

www.pathagar.com

আসমা (রাঃ) উক্ত ঘটনা সম্পর্কে পরবর্তীকালে বলেন; আমাদের গৃহে সামান্য কিছুও ছিলনা, আমি শুধু দাদাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই এরূপ বলেছিলাম।

মদীনায় পৌঁছে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) স্ব স্ব পরিবারের লোকজনকে নিয়ে আসার জন্য মক্কায় লোক পাঠালেন, আবু বকর (রাঃ)-র পুত্র পিতার হুকুম মোতাবেক দু'বোন আসমা, আয়েশা এবং তাঁর মাকে নিয়ে মদীনা আসেন। মদীনার পথে কাবায়া নামক স্থানে কাফেলা উপনীত হলে আসমা (রাঃ)-র ইতিহাস খ্যাত পুত্র মর্দে মুমিন আবদুল্লাহ জন্ম লাভ করেন। হিজরত উত্তর যুগের এটাই ছিল প্রথম জন্ম।

আসমা (রাঃ)-র সংসারে অভাব অনটন থাকায় তিনি খুব হিসেব করে চলতেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে খুব বেশী হিসেব নিকেস করে চলতে নিষেধ করলেন। তিনি তাঁকে হুশিয়ার করে দিলেন যে, যদি বেশী হিসেব করে খরচ করা হয় তা হলে আল্লাহও হিসেব করে সম্পদ প্রদান করবেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর উপদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

পরবর্তীকালে আসমা (রাঃ) প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন, কিন্তু অনাড়ম্বর জীবন যাপনের ইসলামী নীতি তিনি আজীবন অনুসরণ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি এবং সমকালীন মানুষের প্রশংসা অর্জন করেছেন। সাধারণ বস্ত্র এবং শুষ্ক রুটি তিনি সব সময়ই ব্যবহার করতেন। নিড়ারম্বর জীবনের পরিচয় নিম্নে বর্নিত ঘটনা থেকে আঁচ করা যাবে। ইরাক বিজয়ের পর পুত্র মনজুর তাঁর জন্যে একখানা মূল্যবান কাপড় নিয়ে এসেছিলেন। সে সময় আসমা (রাঃ) দৃষ্টিশক্তিহীনা ছিলেন, তিনি হাতের দ্বারা স্পর্শ করে বুঝতে পারলেন যে পুত্র তাঁর জন্য মূল্যবান কাপড় নিয়ে এসেছে, তিনি পুত্রের উপর বিরক্ত হলেন এবং কাপড় গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। পুত্র মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এক প্রস্থ মোটা কাপড় ক্রয় করলো। আসমা (রাঃ) মোটা কাপড় পেয়ে খুবই খুশী হলেন এবং বললেনঃ হে পুত্র আমার জন্য এরূপ কাপড়ই খরিদ করবে। সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত এ মহিলার চরিত্রের অন্যতম ভূষণ ছিল দানশীলতা। তিনি সর্বদা লোকজনকে দানশীলতার জন্যে উপদেশ দিতেন। তিনি প্রায়ই বলতেনঃ তোমরা যদি আল্লাহর সৃষ্ট জীবের জন্য সম্পদ ব্যয় না কর এবং কৃপণতা অবলম্বন কর তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত রাখবেন। তোমরা যা ব্যয় করবে বা সদকা প্রদান করবে তাই প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্যে সঞ্চিত হয়ে থাকবে এবং এ সম্পদের হ্রাস ও ক্ষয় নেই।

www.pathagar.com

আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) ইন্তিকালের সময় একখন্ড জমি আসমা (রাঃ)-কে দিয়েছিলেন। তিনি জমি খন্ড একলাখ দিরহামে বিক্রয় করে সমস্ত অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে বিরতণ করে দেন।

মক্কা মদীনার মানুষের প্রিয়ছিলেন আবুবকর তনয়া আসমা (রাঃ)। অসুস্থ মানুষ, বিপদগ্রস্থলোক তাঁর কাছে আসতেন দোয়া করার আবেদন নিয়ে। তিনি বিপদগ্রস্থ মানুষের জন্য দোয়া করতেন স্রষ্টার কাছে। জ্বরাক্রান্ত স্ত্রীলোক তাঁর কাছে আসলে তিনি বলতেনঃ জ্বর জাহান্নামের আগুণের তাপ। পানি দিয়ে তা শীতল করতে হয়।

নতুন চেতনা লাভ

রিসালতে মুহাম্মদীতে আস্থা স্থাপন করে তিনি যে নতুন সমাজচেতনা লাভ করেছিলেন, সমাজ জীবনে তা পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য যে কোন চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেন নি। জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন পরপারে যাত্রা করার জন্য স্রষ্টার আহবানের অপেক্ষায় তিনি দিন গুনছিলেন, তখনও যৌবনের উদ্যম নিয়ে অসত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, সত্যিকারের মুসলমানকে অসত্যের বিলোপ সাধন এবং সত্যের প্রচারের জন্য নিজের জীবন কুরবান করে দিতে হয়। এছাড়া তাঁর জীবন পূর্ণতা লাভ করবে না। মাবিয়া (রাঃ)-র সময় থেকে ইসলামী খেলাফতের সূর্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হলে তিনি ব্যথা পেয়েছিলেন খুব বেশী। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবৃদ্ধা মহিলা সেদিন উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইসলামী খেলাফতের গণতান্ত্রিক ধারা বংশগত স্বার্থের চাপে ব্যাহত হয়ে গোটা ইসলামী সৌধের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ইয়াযিদের মনোনয়নে ক্ষয়কাশের বীজ যে ইসলামী সমাজের বুকে ঢুকে পড়বে, তা তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন সেদিন। আর রাষ্ট্রীয় জীবনের এ অবাঞ্ছিত ধারাকে প্রতিরোধ করার জন্য নিজের প্রানাধিক পুত্রকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন তিনি।

বীর সন্তানের মা

বীর মাতার বীর সন্তান আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এ অনৈসলামী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। মাবিয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধ, ভীতি প্রদর্শন কোন কিছুতেই তিনি অসত্যকে সত্য বলে গ্রহণ করলেন না। তিনি ইয়াযিদকে খলিফা বলে স্বীকার করলেন না। মদীনায় তখনও মহানবীর সত্যিকারের অনুসারী লোকের সংখ্যা বেশী ছিল। তাঁরা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে খলিফা নির্বাচিত করেন হিজরী ৬৬ সনে।

www.pathagar.com

হেজাজ ও ইরাকের লোকজনও তাঁর নিকট বায়েত করেন। তিনি ৭৩ সন পর্যন্ত খলিফা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর এ ছ'বছরের খোলাফত আদল ও ইনসাফে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর শাসন ব্যবস্থা খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। কিন্তু বনু উমাইয়াদের খান্দানী রাজতন্ত্র ইসলামী খেলাফতের প্রদীপকে নির্বাপিত করার জন্য বারবার কোশেশ করে। কারবালার ময়দানে সত্যের সৈনিক আল্লাহর রাসুল (সাঃ)-এর চোখের মনি ইমাম হোসেনের বুকের তাজা খুন পান করার পর উমাইয়া বাদশাহগণ তৃপ্ত হননি। অবৈধ সুলতানাতের সীমান্ত সম্প্রসারণ করার মারাত্মক নেশায় বিভোর উমাইয়া নরপতিগণ মুসলমান সমাজে বারবার ফাসাদ ও সংঘাতের সৃষ্টি করেন। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের ছিলেন তাদের শত্রু এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাকিকী ইসলামী খেলাফত ছিল তাদের চক্ষুশূল। তাই ইসলামী খেলাফতকে ঘায়েল করার জন্য তারা সর্বদা উদ্যত ছিল। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের সিংহ বিক্রমে তাদের মোকাবেলা করেন।

আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান উমাইয়া রাজতন্ত্রের গদিতে বসার পর পরিস্থিতির আরও অবনিত ঘটে। তিনি মক্কার ইসলামী খেলাফতকে সম্পূর্ণ খতম করার জন্য ইসলামী ইতিহাসের এক নিন্দনীয় ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্বে মিশরীয় সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। হাজ্জাজের সৈনিকগণ মক্কা অবরোধ করে। জনগণের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য তারা শহরের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের সৈন্যদেরকে ঘায়েল করার জন্য তারা কাবা শরীফে অবিরাম পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) দৃঢ়তার সাথে হামালাকারীদের মোকাবেলা করতে থাকেন। কথিত আছে যে, পাথরের এ বারি বর্ষণের সময়ও আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের নিষ্ঠা ও আন্তরীকতার সহিত কাবা প্রাঙ্গনে নামজ আদায় করতেন। তিনি এতদীর্ঘ সময় সিজদারত থাকেন যে, কবুতর ভুল করে তার মাথায় ও কাঁধে বসে যেত। অবরোধ দীর্ঘদিন হওয়ায় এবং খাদ্য সংকট দেখা দেয়ার কারণে জনগণ খুব ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে। স্বয়ং আব্দুল্লাহ সমর্থক সৈন্যগণও সম্ভবতঃ পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে হিম্মত হারিয়ে ফেলে এবং হাজ্জাজের সাথে যোগদান করে। এ ধরণের মারাত্মক পরিস্থিতিতেও তিনি মোটেও ঘাবড়িয়ে যান নি। আসমা ছিলেন তার প্রেরনার উৎস। তাই তিনি পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাঁর নিকট গেলেন। তাঁর অবস্থা কিরূপ এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে আসমা (রাঃ) জবাব দিলেনঃ আমি পীড়িত, পুত্র বললেনঃ মৃত্যুর পর মানুষ শান্তি লাভ করে। মা জবাব দিলেনঃ হয়ত তুমি আমার মৃত্যু কামনা কর এ সময়ে। কিন্তু আমি এখন মৃত্যু পছন্দ করিনা। আমি একান্ত ভাবে কামনা করি তুমি যুদ্ধ করে মৃত্যু

www.pathagar.com

বরণ কর, আমি ধৈর্যধারণ করি, নতুবা তুমি সাফল্য লাভ করে আমাকে আনন্দ দান কর।

অপর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, মা পুত্রকে বললেন; শাহাদাতের ভাগ্য তোমার হলে নিজের হাতে তোমার দাফন করব এবং তুমি সাফল্যমন্ডিত হলে আমার প্রান শীতল হবে।

দিন কয়েক পর পরিস্থিতি আরও মারাত্মক আকার ধারণ করল। খাদ্য সংকট আরও তীব্রভাবে দেখা দিল। শহরের সর্বত্র দুর্ভিক্ষ শুরু হল। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের বিশ্বস্ত অনুচরবর্গও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পক্ষ অবলম্বন করল। এমন কি নিজের সন্তানগণও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাজ্জাজের কাছে শান্তি প্রার্থনা করল। জনগণের অস্থিরতা এবং বিশ্বস্তজনের বিশ্বাসঘাতকতা এমন এক সংকটের সৃষ্টি করল যা দূর করা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। তিনি শেষবারের মত চরম পরামর্শের জন্য মার নিকট গেলেন। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের বললেন; মা, আমার সঙ্গী সাথীগণ আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। গোটা কয়েক নিবেদিত প্রান ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ আমার সাথে সহযোগীতা করতে প্রস্তুত নয়। আপনার কি অভিমত? যদি আমি আত্মসর্ম্পন করি তাহলে সম্ভবতঃ আমি এবং আমার সঙ্গী–সাথীগণ নিরাপত্তা লাভ করতে সক্ষম হব।

যুদ্ধের পরিস্থিতি শ্রবণ করার পর আসমা (রাঃ) কোনরূপ হাহুতাশ বা আক্ষেপ করলেন না। পুত্রের জীবন রক্ষা করার জন্য আত্মসমর্পন করার পরামর্শ দিলেন না। অসীম সাহসী এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্না আসমা (রাঃ) বললেনঃ যদি তোমার দাবী সত্য হয় তাহলে বীরপুরুষের ন্যায় লড়াই করে শাহাদাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হও এবং কোনরূপ অসম্মান সহ্য করনা। আর তোমার দাবী যদি সত্য না হয়ে থাকে তাহলেই পূর্বেই তোমার চিন্তা করা প্রয়োজন ছিল যে, সঙ্গীদের হত্যার জন্য তুমি দায়ীহবে।

অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে আসমা (রাঃ) তাঁর পুত্রকে বললেনঃ যদি দুনিয়া হাসিল করার জন্য এসব করে থাক তাহলে তুমি তোমার ভবিষ্যৎ বরবাদ করেছ এবং অন্যদেরকেও ধ্বংস করেছ। তিনি আরও বললেন, হে আমার পুত্র! হত্যার ভয়ে এমন কোন শর্ত কবুল করনা যা তোমাকে লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করতে বাধ্য করে। আল্লাহর শপথ! অপমানের সাথে বেত্রাঘাত সহ্য করার চেয়ে

www.pathagar.com

সম্মানের সাথে তলোয়ারের আঘাত খেয়ে মৃত্যু বরণ করা অনেক শ্রেয়। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমার সঙ্গীরা আমাকে শেষ জবাব দিয়ে চলে গেছেন।

আসমা (রাঃ) পুত্রকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, খোদভীরু লোকের কাছে সঙ্গীদের অসহযোগিতার কোন গুরুত্ব নেই। দুনিয়াতে তুমি কতদিন বেঁচে থাকবে তা তুমি চিন্তা করে দেখেছ? সত্যের জন্য জীবন কোরবান করা সত্য উপেক্ষা করে বেঁচে থাকার চেয়ে শ্রেয়। হে পুত্র! যদি তুমি সত্যের জন্য সংগ্রাম করে থাক তাহলে অপ্রতিকূল অবস্থা এবং সঙ্গীদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শত্রুদের নিকট নতি স্বীকার করা শরীফ এবং দ্বীনদার ব্যক্তিদের উচিৎ নয়।

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) বললেন, মৃত্যুকে ভয় করিনা, তবে আমার ভয় হয় যে, বনু উমাইয়ার নিষ্ঠুর লোকগুলো আমার লাশের অবমাননা করবে বা তাকে শূলে বিদ্ধ করে রাখবে। এতে আপনি খুব কষ্ট পাবেন।

তেজস্বী পুত্রের তেজস্বীনী মা জবাব দিলেন, ছাগল জবেহ করার পর তার চামড়া উপড়ে ফেললে বা শরীর টুকরো টুকরো করে ফেললে তার কোন কিছু যায় আসে না। আল্লাহর উপর ভরসা করে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়। গোমরাহ ব্যক্তিদের গোলামী করার চেয়ে তলোয়ারের নীচে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া হাজার গুণ শ্রেয়। মৃত্যুর ভয়ে গোলামীর অপমান কখনও কবুল করনা।

হে আমার পুত্র! সর্বাবস্থায় আমি খোদার শুকরিয়া আদায় করব। যদি জয়ী হয়ে ফিরে এস তাহলে আমি খুশী হব। আর যদি এ বিদায় চিরদিনের হয়ে থাকে তাহলেও আমি ধৈর্যধারণ করব।

মার বক্তব্য বীর পুত্রের মনে প্রেরণার অনির্বান আগুণ জ্বালিয়ে দিল। ভক্তি ও মহব্বতের সাথে তিনি মার কপালচুম্বন করে বললেনঃ সত্যের পথে বিরোচিত লড়াই করে প্রানত্যাগ করা আমারও অভিমত। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনার সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন মনে করলাম, যাতে আপনি আমার মৃত্যুর পর চিন্তিত ও বিচলিত না হন। আল্লাহর প্রশংসা আদায় করছি আমি আপনাকে আল্লাহর পথে আমার চেয়ে বেশী সুদৃঢ় এবং রাজি পেয়েছি। আপনার বক্তব্য আমার ঈমানকে সজীব করে দিয়েছে। এটা সুনিশ্চিত যে, আজ আমি নিহত হব, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার নিহত হওয়ার পরও আপনি ছবর করবেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে থাকবেন।

www.pathagar.com

আল্লাহর শপথ, আমি সত্য কথা বলছি। এ পর্যন্ত আমি যা করেছি। তা একমাত্র সত্যের শির উন্নত করার জন্যই করেছি। আমি কখনও মন্দ পছন্দ করিনি। কোন মুসলমানের উপর যুলুম করিনি। কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করিনি। কখনও আমানতের খেয়ানত করিনি। আমার অফিসার বৃন্দের খুব কঠিন ভাবে মুহাসাবা পর্যালোচনা করেছি। আমার খেলাফতের সীমানার মধ্যে যথাসম্ভব ন্যায়-ইনসাফ কায়েম করেছি। জনগণ যাতে আল্লাহ ও রাসূলের আহকাম পালন করে তার ব্যবস্থা করেছি এবং মন্দকাজ করা থেকে তাদেরকে দূরে রেখেছি। আল্লাহর শপথ দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া কোন কিছুই আমার লক্ষ্য নয়।

আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) তার অন্তঃস্থল থেকে উত্থিত এ ঐতিহাসিক ভাষণ সমাপ্ত করার পূর্বে আসমানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেনঃ

হে আল্লাহঃ আমি অহঙ্কার প্রকাশ করার জন্য এসব কথা বলিনি। শুধুমাত্র আমার আম্মার আস্থা ও সন্তুষ্টির জন্য বলেছি।

আসমা (রাঃ) পুত্রকে অভয় ও সান্তনা দিয়ে বললেনঃ হে আমার পুত্র ! তুমি আল্লাহর রাস্তায় প্রান দান কর। আমি ইনশাল্লাহ ছবরকারী এবং শোকর গোযার থাকব। অতঃপর মা তার শেষ আকাঙ্খা ব্যক্ত করলেন, হে আমার পুত্র! আমার নিকটে আস, শেষ বারের মত তোমাকে পিয়ার মহববত করি।

আবদুল্লাহ (রাঃ) হুকুম পালন করলেন। বুড়ো মার নিকটবর্তী হলেন। আসমা (রাঃ) বীর পুত্রকে আলিঙ্গণ করলেন। তাঁর চেহারা ও মাথায় চুমু দিলেন। শেষবারের মত পুত্রকে আদর করলেন। প্রান ভরে আদর করলেন। পুত্র বর্মপরিহিত ছিলেন। বর্ম স্পর্শ করায় বললেন, তোমার শরীরে এটা কি?

পুত্র বললেনঃ বর্ম, যাতে দুশমনের আক্রমণ থেকে শরীর রক্ষা করতে পারি।

আসমা (রাঃ) বললেন, হে পুত্র তুমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার জন্য বের হয়েছ। কৃত্রিম জিনিষের আশ্রয় গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

এ প্রসঙ্গে কারও মনে এমন কোন ধারণা যেন সৃষ্টি না হয় যে, আসমা (রাঃ) যুদ্ধের উপায় উপকরণের ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। নবী করীম (সাঃ) পিতা আবু

www.pathagar.com

বকর (রাঃ) স্বামী যুবায়ের (রাঃ), নিজের ভাইদেরকে এবং রাসূল (সাঃ)–এর যামানায় অনুষ্ঠিত যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামকে অংশ গ্রহণ করতে দেখেছেন। তারা শুধু বর্ম পরিহিত নন বরং উৎকৃষ্ট অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত থাকতেন। প্রশ্ন হল, তাহলে কেন পুত্রকে বর্ম পরিত্যাগ করতে বললেন? অবস্থার নাজুকতা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। এ ধরণের পরিস্থিতিতে তিনি পুত্রের বিজয়ের চেয়ে তার মৃত্যু সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলেন। তিনিও মনে প্রানে চাচ্ছিলেন পুত্রের শাহাদাত। অসত্যের বিরুদ্ধে প্রাণ কোরবান করে সত্যের সাক্ষ্য যাতে পুত্র দিতে পারেন তা ছিল তাঁর মনের একান্ত কামনা। তাই শাহাদাতকে বিলম্বিত না করার জন্য পুত্রকে বর্ম ফেলে দিতেউপদেশদেন।

মার কথা আবদুল্লাহর মনে রেখাপাত করল। গোটা কয়েক সাথী সহ হাজার হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার আশা বৃথা। সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য তিনি যুদ্ধ করছেন। শাহাদাত লাভের জন্য বর্মের কোন প্রয়োজন নেই। মায়ের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তিনি বর্ম খুলে ফেললেন। একটা সাদা রুমাল দিয়ে মাথা আবৃত করলেন। তিনি বললেন, মা! আমার পরণে এখন সাধারণ পোষাক রয়েছে।

মা বললেন, আমি খুশী হয়েছি। আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে এ সাধারণ পোষাকে তাঁর নিকট গমন কর।

আবদুল্লাহ (রাঃ) কবিতা আবৃত্তি করে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বহুক্ষণ তিনি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করলেন। তরবারীর অসংখ্য আঘাতে আস্তে আস্তে তিনি ঝিমিয়ে পড়লেন। মুসলিম বিশ্বকে রাজতন্ত্রের আঁধারে রেখে তিনি মহা প্রভুর সাথে মিলিত হলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহী রাজীউন। আসমা হারালেন তাঁর যোগ্য মাতৃভক্ত সন্তান এবং মুসলিম বিশ্ব হারাল আল্লাহর অনুগত এবং সুযোগ্য নেতা যিনি বুকের তাজা খুন দিয়ে ইসলামের ইতিহাসের বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজতন্ত্রের ধারাকে পাল্টিয়ে দিয়ে খেলাফতের ধারাকে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। ইমাম হোসেনের শাহাদাতের অনুরূপ কোরবানী আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের প্রদান করে মুসলিম মিল্লাতকে কৃতজ্ঞতার ঋনে আবদ্ধ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত মর্সিয়া ও কবিতা রচনা করেও আসমার হৃদয়ের মনি এবং সিদ্দিকে আকবরের এ মহান নাতির হক আদায় করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর বান্দাকে উপযুক্ত ভাবে পুরস্কৃত করবেন বলেআমাদেরবিশ্বাস।

www.pathagar.com

তাঁর মৃত্যুতে বাতিল রাষ্ট্রশক্তির সমর্থকগণ খুশীতে বাগ বাগ হয়েছিল। ইসলামী ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ মর্দে মুমিনের লাশটি পায়ে বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিল। আসমা যখন এ খবর জানলেন, তখন হাজ্জাজের নিকট খবর পাঠালেনঃ আল্লাহ্ তোমাকে বরবাদ করুক। তুমি আমার পুত্রের লাশ কেন ঝুলিয়ে রেখেছ?

হাজ্জাজ জবাব দিলঃ জনগণ যাতে যুবায়েরের পুত্রের পরিনতি থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে তার জন্য আমি এরূপ করেছি।

আসমা (রাঃ) তাঁর ন্যায্য দাবী পুনর্বার ব্যক্ত করলেন। তিনি হাজ্জাজের নিকট পয়গাম পাঠালেন, আমার সন্তানের লাশ আমার নিকট প্রত্যার্পন কর যাতে আমি নিজ হাতে দাফন করতে পারি। হাজ্জাজ তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করল।

শাহাদাতের দিন কয়েক পরের ঘটনা, ঝুলন্ত লাশের অনতিদূরে হাজ্জাজ ও তার সঙ্গী সাথীগণ উপস্থিত ছিলেন। আসমা (রাঃ) সে রাস্তা অতিক্রম করার সময় পুত্রের ঝুলন্তলাশ দেখে বললেনঃ এখনও কি অশ্বারোহীর অবতরণ করার সময় হয়নি?

হাজ্জাজ আসমা (রাঃ)-কে মানসিক যন্ত্রনা দান করার জন্য বললঃ সে মুলহিদ ছিল, তাই তাঁকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। আসমা (রাঃ) ত্বড়িত জবাব দিলেনঃ আল্লাহর শপথ সে মুলহিদ ছিল না। সে নামায পড়ত, রোযা রাখত এবং আল্লাহকে ভয় করত। হাজ্জাজ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, বৃদ্ধা এখান থেকে দূর হও। তোমার বুদ্ধি বিনষ্ট হয়েছে।

আসমা (রাঃ) খুব বলিষ্ঠ ভাবে বললেনঃ আমার বুদ্ধি বিলোপ হয়নি। আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, বনু সাকিফ গোত্রে দুব্যক্তির আবির্ভাব হবে, তার একজন মিথ্যাবাদী এবং অপরজন জালিম। ইতিমধ্যে আমরা মিথ্যাবাদী মুখতার বিন আবু উবায়েদ সাকাফীকে দেখেছি এবং যালিম ব্যক্তি তুমি।

মক্কার জ্ঞানীগুণি বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ আবদুল্লাহ বিন যুবায়েরকে ভালবাসতেন। পরিস্থিতির নাজুকতার জন্য সক্রিয়ভাবে সাহায্য না করলেও তারা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ঐক্যবদ্ধ সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে কোন বাতিল শক্তিকে পরাজিত করা শুধু কঠিন হয়না বরং হকের পরাজয় এবং বাতিলের বিজয় সহজ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

হক ও বাতিলের শেষ পরিনতি দেখে দেখে তারা আঁতকে উঠেছিলেন, দুঃখিত ব্যথিত হয়েছিলেন। আবদুল্লাহ বিন উমর একদিন রাস্তা অতিক্রম কালে লাশকে ঝুলন্ত দেখে থমকে দাঁড়ালেন। ব্যাথাভরা কন্ঠে বললেন, হে ইবনে যুবায়ের! আসসালামু আলাইকুম। আমি তোমাকে এ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছিলাম, তুমি নামায পড়তে, রোযা রাখতে এবং দূর ও নিকটজনকে সাহায্য সহযোগীতা করতে। সম্ভবতঃ বাতিলের প্রভাব প্রতিপত্তি আবদুল্লাহ বিন যুবায়েরের সীমিত শক্তি এবং জনগণের নির্লিপ্ততা ও উদাসীনতা দেখে তাঁকে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মোটেই পছন্দ করতনা যে কেহ আবদুল্লাহ বিন যুবায়েরকে প্রশংসা করুক। যখন তিনি আবদুল্লাহ বিন উমরের দরদ মাখা সন্মানসূচক এ মন্তব্য শুনলেন তখন তিনি অনুরূপ প্রশংসা যাতে কেহ করতে না পারে তার জন্য লাশটিকে খুলে ইহুদিদের কবরস্তানে ফেলে দিতে হুকুম করলেন। তিনি আসমা (রাঃ)-কে তার দরবারে তলব করলেন। আসমা (রাঃ) তার দরবারে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। হাজ্জাজ ক্রুদ্ধ হলেন এবং অসম্মানজনক পয়গাম পাঠালেনঃ আমার আদেশ পালন কর, অন্যথায় আমি চুলের ঝুটি ধরে তোমাকে টেনে নিয়েআসব।

আসমা (রাঃ) সংবাদ পাঠালেনঃ আল্লাহর শপথ, যতক্ষণ না তুমি আমার চুলের ঝুটি ধরে আমাকে টেনে নিয়ে আসবে ততক্ষণ আমি আসব না। আসমাকে দরবারে হাযির করতে ব্যর্থ হয়ে হাজ্জাজ স্বয়ং তাঁর নিকট এসেছিলেন বলে এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাজ্জাজ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, হে দুই ফিতার অধিকারীনী সত্য বলুন আল্লাহর দুশমনের কিরূপ পরিনতি হয়েছে?

আসমা (রাঃ)-র মন মানসিকতা এবং সাহস সম্পর্কে হাজ্জাজ পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকা সত্ত্বেও তাঁকে মানুষিক যাতনা দান করা ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য হতে পারে এ ধরণের নিষ্ঠুর ও জঘন্য প্রশ্ন করার? কিন্তু আসমা তাকে ভয় করে কথা বলবেন? সারা জীবন যিনি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করেন নি। তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কি করে হাজ্জাজের রক্তচক্ষু দেখে ভয় পাবেন? তিনি আল্লাহর দুশমনকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিলেন। তুমি আমার সন্তানের দুনিয়া বরবাদ করেছ কিন্তু

www.pathagar.com

সে তোমার আখেরাত বরবাদ করে দিয়েছে। আমি শুনেছি তুমি বিদ্রূপ করে আমার ছেলেকে দুই ফিতা ওয়ালীর পুত্র বলেছ। আল্লাহর শপথ, আমি দুই ফিতার অধিকারীনী আল্লাহর রাসূল এবং আবু বকর সিদ্দিকের খাবারের থলির মুখ আমার ফিতা দিয়ে বেঁধেছিলাম। আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, বনি সাকীফ গোত্রে এক মিথ্যাবাদী এবং এক হত্যাকারী জন্ম নেবে। ইতিপুর্বে মিথ্যাবাদীকে দেখেছি, হত্যাকারীর দর্শন বাকী ছিল এবং তুমিই সে ব্যক্তি। হাজ্জাজ অপ্রীতিকর কথোপকথন দীর্ঘায়িত করলেন না। আসমাকে বাক্যবানে জর্জরিত করতে এসে নিজে কথার ধারাল তরবারীর আঘাত খেয়ে চলে গেলেন।

ধীরে ধীরে আসমা (রাঃ) র মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হল যে, হাজ্জাজ তাঁর পুত্রের লাশ দাফন করতে দিবেনা। পুত্রের লাশ দাফন করার অনুমতি চেয়ে তিনি বাদশাহ আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের নিকট পয়গাম পাঠালেন। কথিত আছে, আসমার পুত্র আরওয়া (রাঃ) ভাইয়ের শাহাদাতের পর গোপনে বাদশাহ আব্দুল মালেকের দরবারে হাযির হয়ে মক্কার লোমহর্ষক নিষ্ঠুর ঘটনাবলীর বর্ণনা দান করেন। বাদশাহ নাকি তার বিবরণ শুনে খুব দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি হাজ্জাজকে তিরস্কার করেছিলেন এবং আবদুল্লাহ বিন যুবায়েরের লাশ তাঁর মাকে প্রদান করার হুকুম দিয়েছিলেন।

আসমা (রাঃ) পুত্রের গলিত লাশ ইহুদীদের গোরস্তান থেকে নিয়ে আসলেন। গলিত বিচ্ছিন্ন অংশগুলো এক এক করে খুব সতর্কতা ও মহব্বতের সাতে ধৌত করলেন। এক এক অংশ গোসল দেয়ার পর কাফন দিয়ে লেপটে রাখলেন। এ সময় তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ধারণ করেন। আল্লাহ এ অঙ্গগুলির উপর বেইনতেহা রহমত রেখেছেন। গোসল সম্পাদন করার পর তিনি পুত্রের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করলেন। জানাযার নামাযান্তে দ্বীন ইসলামের এ অকুতভয় সৈনিককে কবরে শুয়ে দিলেন। দ্বীন ইসলমের পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য যিনি জীবনের সকল সুখ শান্তি কোরবান করেছেন। আল্লাহ যেন তাঁকে আখেরাতের শান্তি দান করেন। পুত্রের দাফন কাফনের পর আসমা (রাঃ) বেশী দিন বেঁচে ছিলেন না। প্রায় একশত বছর বয়সে তিনি ইনতেকাল করেন। রেসালতে মুহাম্মদীতে আস্থা স্থাপন করার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় পৌনে এক শতাব্দী কাল আসমা (রাঃ) ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে বারবার অপ্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন। বিপদের আকাশ ছোয়া ঢেউয়ে যেখানে বীর পুরুষগণও খড়কুটোর মত ভেসে গিয়েছেন সেখানে আসমা (রাঃ) নারী হয়েও মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এ কম সাহসের কথা নয়। এ সাধারণ কৃতিত্বের

www.pathagar.com

কথা নয়। কখনও তিনি দ্বীন ইসলামের সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত হননি। বনু উমাইয়ার অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে যখন সারা মুসলিম দুনিয়া টু শব্দ করার সাহস করেনি তখন আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের প্রায় অর্ধযুগ বলিষ্ঠ ভাবে যে সংগ্রাম করেছেন, তার প্রেরণার উৎস ছিলেন তাঁর মাতা, আবুবকর তনয়া আসমা (রাঃ)। ইসলামের সে দুর্দিন কালে আসমা (রাঃ) এবং তাঁর বীর সন্তানের মত আরও দু'একটি সাহসী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব থাকলে ইতিহাসের ধারা অন্যদিকে প্রবাহিত হত। আসমার জীবন সূর্য বনু উমাইয়ার যুলুম ও নির্যাতনের সমুদ্রে অস্তমিত হয়েছে। কিন্তু তার আদর্শের প্রদীপ চিরদিন অনির্বাণ থেকে অন্ধকারের মানুষকে দেবে আলোর সন্ধান। পথ হারাদেরকে দান করবে দুর্গম পথ অতিক্রমের দুর্বার প্রেরণা।

আসমা বিনতে উমাইস

''খয়বর বিজয়, না জাফর (রাঃ)-এর আগমনে আমি বেশী খুশী হয়েছি তা বুঝতে পারছিনা। ---আল হাদিস

আসমা বিনতে উমাইস আরবের খাসআম গোত্রের দীপ্ত চেরাগ। আসমা (রাঃ)-এর পিতা উমাইসের নসবনামা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মত রয়েছে। কোন কোন লেখক উমাইসের পিতা মাআবাদ বিন তামিম এবং কোন কোন লেখক মাআবাদ বিন হারিস উল্লেখ করেছেন। মাতার নাম হিন্দ (খাওলা) বিনতে আউফ ছিল। উম্মুল মোমিনীন মায়মুনা (রাঃ) হিন্দের গর্ভজাত। এদিক দিয়ে তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর শ্যালিকা ছিলেন।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর চাচা আবু তালিব তার প্রিয়পুত্র জাআফর (রাঃ) এর জন্য খাসআম গোত্রের এ দুর্লভ মুক্তা সংগ্রহ করেছিলেন। আবু তালিব তাকে পুত্রবধু হিসেবে খুব স্নেহ করতেন।

www.pathagar.com

আসমা (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসের "সাবিকূ-নাল আউয়ালুন" – প্রথম সারিতে শামিল রয়েছেন। তখন মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ত্রিশ ছিল। তখনও আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) দারুল আকরামে অবস্থান শুরু করেননি। কুরাইশদের বেমিসাল যুলুমের বজ্রপাত মুসলমানদের উপর হচ্ছিল। এ নাজুক পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে আল্লাহর এ অসম সাহসী বান্দী রেসালতে মোহাম্মাদীর পয়গাম সাচ্চা দিলদিয়ে কবুল করেছেন। কাফেরদের হাসি ঠাট্টা বিদ্রুপ এবং নির্যাতনের মোটেই পরওয়া করেননি। ইসলামের অকুত ভয় সৈনিক জাআফর তাইয়ার প্রায় একই সময়ে ইসলাম কবুল করেন।

হিজরী চারসনের প্রথমদিকে নবী করীম (সাঃ) প্রকাশ্য ভাবে ইসলামের দাওয়াত দেশবাসীর কাছে পেশ করেন। ইসলামের শান্তির পয়গাম আল্লাহ্‌র দুশমনদের মনে প্রতিহিংসার অনির্বান আগুণ জালিয়ে দেয় । মরু দিগন্তে বিলীন স্বদেশভূমি মুসলমানদের জন্য খুব সংকীর্ন হয়ে পড়লে পরবর্তী বছর নবী করীম (সাঃ) মুসলমানদেরকে ইথিওপিয়ায় আশ্রয় গ্রহন করার হুকুম করেন। আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক মুসলমানদের প্রথম কাফেলা- বারজন পুরুষ এবং চারজন মহিলা হিজরী পাঁচসনে আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। রিসালতে মোহাম্মাদীর ষষ্ঠ সনে মোহাজেরদের দ্বিতীয় কাফেলা -৮০ জন পুরুষ এবং ১৯ জন মহিলা আবিসিনিয়া যাত্রা করেন। এ কাফেলাতে আসমা (রাঃ) বিনতে উমাইস এবং তার প্রখ্যাত স্বামী জাআফর বিন আবুতালিব শামিল ছিলেন।

কুরাইশগণ সমুদ্রপর্যন্ত দেশত্যাগী মযলুম কাফেলাকে ধাওয়া করেছিলেন। আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীতে মুসলমানদের কাফেলা কুরাইশদের অনুসন্ধানী দল সমুদ্রতীরে পৌছার পূর্বেই জাহাজে সওয়ার হয়ে সমূদ্রের বুকে পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী দল দূর আবি সিনিয়াতেও মুসলমানদেরকে আরামের যিন্দেগী যাপন করতে দেয়নি। মক্কার হুকুমাত দুজন ঝানু আরব কুটনীতিক আমর ইবনে আস এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাবেয়ার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল আবিসিনিয়ার বাদশাহর নিকট প্রেরন করেন। প্রতিনিধি দল বাদশাহর জন্য খুব মূল্যবান উপহার সামগ্রী নিয়েছিলেন । বাদশাহের দরবারে তারা উপস্থিত হয়ে দেশত্যাগী মুসলমানদেরকে স্বদেশে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য দরখাস্ত করেন। তারা বাদশাহকে বলেন, আমাদের কতিপয় সরল প্রাণ লোক এক নয়া ধর্ম সৃষ্টি করেছে। এ নতুন দ্বীন আপনার ও আমাদের দ্বীনের বিপরীত। তারা আমাদের দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে। আপনার দেশে তারা গোমরাহী প্রচার করছে। তাই আমাদের বিনীত নিবেদন হলঃ তাদেরকে আমাদের

www.pathagar.com

কাছে হাওলা করুন। বাদশাহের খৃষ্টান সভাসদ বৃন্দ আরব প্রতিনিধিদলকে খুব সাহায্য সহযোগীতা করেছিল। কিন্তু বাদশাহ ন্যায়পরায়ন ছিলেন। তিনি বললেন, আমি তাদের অবস্থা পর্যালোচনা না করে তাদেরকে তোমাদের হাওলা করবনা।

মুসলমানদের ডেকে পাঠালেন। মুহাজিরগণ আসমা (রাঃ) এর স্বামী জাআফর বিন আবু তালিবকে তাদের নেতা নির্বাচণ করেন। বাদশাহ তাদেরকে নতুন দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মুসলমানদের পক্ষথেকে জাআফর বিন আবু তালিব জবাব দেনঃ

সম্মানিত বাদশাহ, আমরা নিরেট জাহেলিয়াতের যিন্দেগী যাপন করছিলাম। আমরা মৃত জানোয়ার খেতাম। আমরা আমাদের মেয়ে সন্তানকে জীবিত পুতে ফেলতাম। আত্নীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দিতাম। মানবতার শত্রু ছিলাম। আমাদের কোন সামাজিক কায়দা কানুন ছিলনা। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে তার রাসূল বানিয়েছেন, আমরা তার সততা, শরাফত, পবিত্রতা এবং বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সম্পূর্ন ওয়াকেফহাল। তিনি আমাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে সত্যকথা বলার, ওয়াদা পূরন করার, আমানত খেয়ানত না করার, ভুতপরস্তি ত্যাগ করার, প্রবঞ্চনা ও মন্দআমল থেকে বেঁচে থাকার, প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম আচরণ করার এবং নামাজ কায়েম করার, রোযা রাখার ও যাকাত দান করার শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা তার তাআলিম মেনে চলি। এক আল্লাহর এবাদাত করি, হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জ্ঞান করি। এতে আমাদের জাতি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছে এবং আমাদেরকে যুলুম নির্যাতনের মাধ্যমে ভুতপরস্তি ও মন্দ আমলের দিকে ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে। আমরা অসহনীয় যুলুম নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আপনার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছি।

বাদশাহ জাআফর (রাঃ)–এর বক্তৃতা শুনে খুব মুগ্ধ হন এবং বলেন, তোমাদের নবীর উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে তার কিঞ্চিত আমাকে শুনাও। জাআফর (রাঃ) তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তিনি ঈসায়ী বাদশাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সুরা মরিয়ম থেকে ঈসা (আঃ) এবং এহ্ইয়া (আঃ) সম্পর্কিত আয়াতসমুহ চয়ন করে তেলাওয়াত করলেন। আয়াত সমুহ বাদশাহর উপর খুব প্রভাব বিস্তার করে। তিনি কালামে পাক শুনার পর অভিভূত হয়ে কাঁদতে থাকেন। চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে গিয়েছিল। বাদশাহ বললেনঃ আল্লাহর কসম তোমাদের নবীর কিতাব এবং ইঞ্জিল একই নূরের কিরণ। আমি কখনও তোমাদেরকে তাদের হাওয়ালা করবনা।

www.pathagar.com

বাদশাহ কুরাইশ প্রতিনিধিদেরকে বললেনঃ আল্লাহ্র কসম! আমি তাদেরকে কখনও আমার দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবনা এবং তোমাদের হাতে তাদেরকে সোপর্দ করবনা।

বাদশাহের ঘোষণা শুনার পরও কোরাইশ প্রতিনিধিদল তাদের জঘন্য কাজ থেকে বিরত হলনা। তারা বিভিন্নভাবে বাদশাহকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানী দিতে লাগল। পুণরায় পরদিন দরবারে উপস্থিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাদশাহের নিকট নতুন অভিযোগ পেশ করল। তারা বলল, হে বাদশাহ! মুসলমানগণ আপনাদের নবী ঈসা বিন মরিয়ম সম্পর্কে মন্দ ধারনা পোষন করে। আপনি কি এধরনের মন্দ লোকদের আশ্রয় দেবেন?

বাদশাহ পুনরায় মুসলমানদের দরবারে তলব করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা ইসা বিন মরিয়ম সম্পর্কে কি ধারনা পোষন কর? জাফর (রাঃ) বললেন, হে বাদশাহ আমরা তাকে আল্লাহর নবী এবং রুহুল্লাহ হিসাবে মান্য করি।

বাদশাহ একটুকরা খড় হাতে নিয়ে বললেন, আল্লাহ্র শপথ। ইসা বিন মরিয়ম সম্পর্কে যা বলেছ তার চেয়ে বেশী এ খড় পরিমানের তিনি নন।

মক্কী হুকুমাতের প্রতিনিধিদল ব্যার্থ মনোরথ হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তণ করেন। এ বিরোধীতার দ্বারা মুসলমানগণ বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। বাদশাহের সাথে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সাধিত হয়। এ পরিস্থিতির সৃষ্টি না হলে বাদশাহের নিকট দ্বীন ইসলামের পয়গাম পৌছানোর অন্যকোন উপায় প্রভাবহীণ মুসলমানদের নিকট ছিল না। আবিসিনিয়ার এক শ্রেণীর খৃষ্টান অধিবাসী এযাবত মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করছিল। আসমা (রাঃ)–এর স্বামী জাআফর (রাঃ)–এর এক বিবরণ থেকে জানা যায় যে মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন যাপণ করছিলেন। জাআফর (রাঃ) বলেন, যে মজলিসে আমরা ইসা ইবনে মরিয়ম সম্পর্কিত আমাদের ধারণা বাদশাহকে বর্ণনা করি সে মজলিসে সওয়াল জওয়াবের পর বাদশাহ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার রাজ্যের কোন লোক কি তোমাদেরকে কষ্ট দেয়? আমরা বললাম, লোক আমাদেরকে হয়রানি করতে থাকে।

আমাদের বক্তব্য শুনে বাদশাহ ঘোষনা করলেন; যারা মুসলমানদের উত্যক্ত করবে তাদের চার দিরহাম জরিমানা করা হবে। অতপর বাদশাহ আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন এ জরিমানা কি তোমরা যথেষ্ট মনে কর? আমরা বললাম না। বাদশাহ জরিমানার পরিমান দিগুণ করে দিলেন।

www.pathagar.com

আসমা বিনতে উমাইসও তার স্বামী জাআফর বিন আবুতালিব অন্যান্য মুহাজিরদের সাথে চৌদ্দ বছর আবিসিনিয়ায় ছিলেন। বাদশাহের হস্তক্ষেপের পর স্থানীয় লোকদের অত্যাচার উৎপীড়ন না থাকলেও তাঁরা অভাব-অনটনের মধ্যে প্রবাসের জীবন কাটিয়েছেন। মন তাদের পড়ে রয়েছিল মক্কা ভূমিতে-যেখানে আল্লাহ্‌র নবী এবং তাঁর অবশিষ্ট সাহাবীগণ জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। অবশেষে নবী করীম (সাঃ) মদীনায় হিজরত করলেন। বদর উহুদ, খন্দক এবং খয়বরের যুদ্ধে অগনিত মুসলমান বুকের তাজা খুন দিয়ে ইসলামের বিজয় ইতিহাস লিখলেন। হিজরী সাতসনে খয়বর বিজিত হলে আবিসিনিয়ায় অবস্থানরত মুসলমানগণ মদীনা চলে এলেন। আসমা ও তাঁর স্বামী জাআফর (রাঃ) ও এলেন। খয়বর বিজয়ের পর মুসলমানগণ খুব খুশী ছিলেন। আবিসিনিয়ার মুসলমানগণ ফিরে এলে তারা আরও খুশী হলেন। তারা আগত ভাইদেরকে খোশ আমদেদ জানালেন। মদীনায় খুশীর নহর বয়ে গেল।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) জাআফর (রাঃ)-কে আলীঙ্গন করলেন, তাঁর কপালে চুমু দিলেন এবং বললেন, খয়বর বিজয়, না জাফরের আগমনে আমি বেশী খুশী হয়েছি তা বুঝতে পারছিনা।

তার কিছুদিন পরের ঘটনা। আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রাঃ) এর ঘরে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। তারা উভয়ে আলাপ করছিলেন। এমন সময় উমর ফারুক (রাঃ) সেখানে হাযির হলেন। তিনি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এ মহিলা ? হাফসা(রাঃ) বললেন; জাআফর বিন আবু তালিবের স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ)

উমর (রাঃ) বললেনঃ হাবসাওয়ালী (আবিসিনিয়া) ? সমূদ্রওয়ালী ?
হাফসা(রাঃ) বললেনঃ জি হাঁ।

উমর (রাঃ) বললেনঃ (সম্ভবত হাস্যস্থলে) আমরা তোমাদের পূর্বে মদীনায় হিজরত করেছি। তোমাদের চেয়ে আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের নৈকট্যের যোগ্য।

এ শুনে আসমা (রাঃ) খুব রাগ করলেন। তিনি বললেন, জি হাঁ। আপনি খুব বলেছেন। আপনারা আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। তিনি ক্ষুধার্তদেরকে খাবার দিতেন এবং জাহিলদেরকে শিক্ষা দিতেন। আমাদের অবস্থা ভিন্ন ছিল। আমরা আবিসিনিয়ার দূরপ্রান্তরে প্রবাস জীবণ যাপণ করছিলাম। আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হত।

www.pathagar.com

আমরা ভীত সন্ত্রস্ত থাকতাম। এসব আমরা শুধু মাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর সন্তুষ্টির জন্য করেছি।

আল্লাহ্র শপথ, আপনি যা বলেছেন তা আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-কে না বলা পর্যন্ত আমি কোন খাবার খাবনা এবং পানিও পান করবনা আল্লাহর কসম মিথ্যা কথা বলব না। বক্রতা অবলম্বন করবনা এবং ঘটনার সাথে কোন কিছু যোগ করবনা। আলোচনা তখনও শেষ হয়নি। নবী করীম (সাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন। আসমা (রাঃ) নিবেদন করলেন ঃ ইয়ারাসূলাল্লাহ! আমার পিতা অপনার জন্য কোরবান হোক। উমর (রাঃ)-এ ধরণের কথা বলেছেন।

আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি জবাব দিয়েছ ?

আসমা (রাঃ) বললেন, আমি তার জবাবে এধরণের কথা বলেছি। নবী করিম (সাঃ) বললেনঃ তোমাদের চেয়ে তারা আমার বেশী নৈকট্যের অধিকারী নয়। উমর (রাঃ) এবং তার সঙ্গীসাথীগণ এক হিজরত করেছে এবং তোমরা নৌকার আরহীগণ দু'হিজরতকরেছ।

আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র জবান নিসৃত কথা শুনে আসমা (রাঃ) খুশীতে বাগবাগ হয়ে গেলেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সজোরে তাকবীর ও তাহলীল করতে লাগলেন। মদীনার ঘরে ঘরে একথা ছড়িয়ে পড়ল। আবিসিনিয়া থেকে আগত মুহাজিরগণ দলে দলে আসমা (রাঃ)-এর ঘরে এলেন। খুব আগ্রহ সহকারে আসমা (রাঃ)-এর মুখ থেকে ঘটনা শুনলেন।

আসমা (রাঃ) বললেনঃ আবিসিনিয়া থেকে আগতদের জন্য দুনিয়াতে আল্লাহর রাসূল -এর এ এরশাদ মোবারকের চেয়ে বেশী সাহসের এবং খুশীর অন্য কোন বস্তু ছিলনা।

স্বামী শহীদ হলেন

আসমা (রা)-এর খুশীর দিন ফুরিয়ে এল । স্বামী-স্ত্রী মিলিতভাবে মাত্র এক বছর মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের বেহেশতী সুখ উপভোগ করলেন । হিজরী আট সনে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বসরার রোমান শাসনকর্তা সমর গাস্সানীর নিকট ব্যক্তিগত দূতের মাধ্যমে ইসলামের পয়গাম প্রেরন করেন । সিরিয়ার অন্তর্গত মুতা প্রদেশের

www.pathagar.com

শাসনকর্তা শরজবীল বিন আমর গাস্‌সানী নবী (সাঃ) এর এ সম্মানিত দূত হারিস (রাঃ) বিন আমরকে হত্যা করে। নরাধম সরজবিলের এ জঘন্য অপরাধের সমুচিত শাস্তি প্রদান করার জন্য নবী করীম (সাঃ) তিন হাজার মুসলমান সৈন্যের একটি দল মুতার দিকে রওয়ানা করেন। সৈন্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর আযাদকৃত দাস এবং হিব্বুল নবী (নবীর ভালবাসার পাত্র) যায়েদ বিন হারেস। সৈন্যদের যাত্রাকলে আল্লাহর নবী (সাঃ) বিকল্প নেতৃত্বের ঘোষনা করলেন, যায়েদ (রাঃ) শহীদ হলে জাআফর (রাঃ) নেতৃত্ব দিবেন জাআফর (রাঃ) শহীদ হলে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা তার স্থান দখল করবেন।

শরজবীল তিন হাজার মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্য এক বিরাট সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে আসে। তখন রোমান সম্রাট হিরাকলিয়াস মূতায় অবস্থান করছিলেন। শরজবিলকে সাহায্য করার জন্য তিনি এক ভারী লস্কর যুদ্ধের ময়দানে প্রেরণ করেন। অধিকন্তু সিরিয়ার ইসীয়া জনগণও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মোট কথা শরজবীলের নেতৃত্বে এক লক্ষ্যেরও বেশী সৈন্য ছিল। মুসলিম বাহিনী আল্লাহর উপর ভরসা করে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুসলমানদের সিপাহসালার যায়েদ বিন হারেস অতুলনীয় বিরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হন। অতপর জাআফর বিন আবু তালিব নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রচন্ড আক্রমনে অগনিত শত্রু সৈন্য নিধন করেন। তার শরীরের সম্মুখভাগে কমপক্ষে ৯০টি জখম ছিল। তবু তিনি পিছু হটেননি। সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। শত্রুরা তার একহাত তলোয়ার দিয়ে শহীদ করে ফেললে তিনি তাঁর অন্য হাত দিয়ে পতাকা উচু করে ধরেন। সে হাতও শহীদ হয়ে গেলে তিনি দাঁত দিয়ে পতাকা আঁকড়ে ধরেন। ইসলামের এ বীর সন্তান তার জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে ইসলামের পতাকা উঁচু করে রাখতে চেষ্টা করেছেন। তিনি শাহাদাতের আবে হায়াত পান করার পর মুসলমানদের নেতৃত্ব আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা গ্রহণ করেন। তিনিও অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। অতপর বীর শ্রেষ্ঠ খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হন। তিনি মুসলমানদের উৎসাহিত করে বললেনঃ

হে দ্বীনের গাজীবৃন্দঃ তোমাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদৌস অপেক্ষা করছে। পলায়নকারীদের জন্য জাহান্নামের আগুণ প্রজ্জ্বলিত রয়েছে। সম্মুখে অগ্রসর হও এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ কর।

বীর খালেদের বক্তৃতা মুসলমানদেরকে খুব অনুপ্রানিত করল। এক নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বীর খালেদ যে কি ভয়ঙ্করভাবে

www.pathagar.com

লড়ছিল তার বিবরণ দেয়া খুবই কঠিন । তার হাতে ন'খানা তলোয়ার ভেংগে গিয়েছিল । কাফেরগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেল । আল্লাহ তার অশেষ মেহেরবানীর দ্বারা মুসলমানদেরকে চল্লিশগুণ বেশী সৈন্যদের উপর বিজয় দান করলেন ।

যুদ্ধ চলাকালে নবী করীম (সাঃ) মসজিদে নববীতে অবস্থান রত ছিলেন । যুদ্ধ যখন প্রচন্ড রূপ ধারণ করল তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুদ্ধের পরিপুর্ণ চিত্র তার নবীর সামনে হাযির করে দিলেন । তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় যুদ্ধের বিবরণ সাহাবায়ে কেরামকে দিলেন । জাআফর (রাঃ)-এর দুহাত খসে পড়ল এবং তিনি আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ)-এর জন্য শাহাদাত বরণ করলেন । তখন নবী করীম (সাঃ) এর চোখ পানিতে ভরে গেল এবং তিনি বললেন, আমি জাআফরকে জান্নাতে দু'টা নয়াবাহুর দ্বারা উড়তে দেখছি । আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর এরশাদ মোবারকের পর জাআফর (রাঃ) তাইয়্যার এবং যুলযানাহাইন-- দু'ডানাওয়ালা নামে খ্যাত হন। যখন মহাবীর খালিদ (রাঃ) পতাকা নিজহাতে তুলে নিলেন তখন নবী (সাঃ) বললেন, এখন আল্লাহর তলোয়ারসমূহের একটি তলোয়ার পতাকা হাতে নিয়েছেন। সে সময় থেকে মহাবীর খালিদ (রাঃ) সাইফুল্লাহ-- আল্লাহর তলোয়ার নামে সুপরিচিত হন ।

এদৃশ্য অবলোকন করার পর নবী করীম (সাঃ) দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আসমা (রাঃ)-এর ঘরে গেলেন । তখন আসমা (রাঃ) চাক্কীতে আটা ভাংগা শেষ করেছেন । বাচ্চাদেরকে গোসল করানোর পর জামা কাপড় পরাচ্ছিলেন । নবী করীম (সাঃ) এর চোখ পানিতে টলমল করছিল । তিনি বললেনঃ জাআফরের বাচ্চাদেরকে আমার সামনে হাজির কর। আসমা সন্তানদেরকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর পবিত্র খেদমতে হাযির করলেন । নবী (সাঃ) তাদেরকে ব্যথিত হৃদয়ে আলিঙ্গন করলেন এবং কপালে চুমু দিলেন ।

নবী (সাঃ) কে অশ্রুসিক্ত দেখে আসমা (রাঃ) খুব ভয় পেলেন তিনি বললেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোন । আপনি চিন্তিত কেন ? জাআফরের কোন খবর এসেছে ?

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেনঃ হা সে শহীদ হয়ে গিয়েছে ।

এ হৃদয়বিদারক সংবাদ শুনে আসমা (রাঃ) নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলেন না । তিনি চিৎকার করে উঠলেন । তার হাহুতাশ শুনে আশে পাশের মেয়েরা ছুটে

www.pathagar.com

এল । নবী (সাঃ) চলে এলেন তিনি উম্মুল মুমিনিনদেরকে জাআফরের পরিবার পরিজনের যত্ন নিতে বললেন । তিনি জাআফর (রাঃ)–এর পত্নীকে হাহুতাশ এবং বুক ফাটায়ে কাদতে বারন করার জন্য তাদেরকে হেদায়াত দিলেন ।

ফাতেমা (রাঃ) সংবাদ পেয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর দরবারে চলে এলেন। তিনি চাচা, চাচা বলে কাদছিলেন । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন, জাআফরের মত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দনকারীদের ক্রন্দন করা উচিত । অতপর বললেন, ফাতেমা ! আসমা খুব বিচলিত । জাআফরের সন্তানদের খাবারের ব্যবস্থা কর ।

শাহাদাতের তৃতীয় দিন নবী (সাঃ) পুনরায় আসমা (রাঃ)–এর ঘরে তাশরীফ নিলেন এবং বিচলিত আসমাকে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিলেন ।

ছ'মাস পরের ঘটনা । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার প্রিয় সাহাবী আবু বকর (রাঃ)–এর সাথে আসমা (রাঃ)–এর বিবাহ দিলেন । দু'বছর পর তার গর্ভে মোহাম্মাদ বিন আবু বকর জন্মগ্রহণ করেন । আসমা (রাঃ) হজ্জ উপলক্ষে মক্কার যুল হালিফা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন । আসমা (রাঃ) নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়ারাসূলুল্লাহ (সাঃ) এখন আমি কি করব ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, গোসল করে এহরাম বেধে নাও ।

হিজরী ১১ সনে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যু হলে তিনি শোকে ভেংগে পড়েন । এসময় তিনি অধিকাংশ সময় শোকের সমুদ্রে নিমজ্জিত ফাতেমা (রাঃ)–এর কাছে অবস্থান করতেন । তাকে সান্তনা দিতেন ।

ফাতেমা (রাঃ)–এর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসলে তিনি আসমা (রাঃ)কে খবর দিলেন । আসমা (রাঃ) এলেন । নবী দুহিতা তার আন্তরীক বাসনা তাকে জ্ঞাত করলেন । তিনি যেন তার লাশ ধৌত করেন । স্বামী আলী (রাঃ) বিন আবু তালিব তাকে সাহায্য করবেন । অন্য কোন লোকের সাহায্য যেন গ্রহণ না করা হয়। গোসল ও কাফনের সময় যেন পর্দার পুরোপুরি খেয়াল করা হয় ।

আসমা (রাঃ) বললেনঃ হে বিনতে মোহাম্মাদুর রাসূল (সাঃ) আবি সিনিয়ায় দেখছি জানাযার সাথে গাছের শাখা বেধে ঢুলি সওয়ারীর আকৃতি করা হয় এবং পর্দার ব্যবস্থা করা হয় । অতপর তিনি খেজুরের শাখা আনলেন এবং তার নমুনা তৈয়ার করলেন । ফাতেমা (রাঃ) তা পছন্দ করলেন ।

www.pathagar.com

হিজরী ১৩ সনে আবু বকর (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ওসিয়াত করেন যে আসমা (রাঃ) তার মৃতদেহ গোসল দিবেন। তার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী আসমা (রাঃ) তার গোসল দিয়ে ছিলেন।

অতঃপর আসমা (রাঃ) আলী (রাঃ) বিন আবু তালিবের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মোহাম্মাদ বিন আবু বকর (রাঃ)–এর বয়স তখন তিন বছর ছিল। তিনি মায়ের সাথে চলে আসেন এবং আলী (রাঃ) তাকে শিক্ষা দিক্ষা দান করেন।

মোহাম্মাদ বিন আবুবকর এবং মোহাম্মাদ বিন জাআফর বাদানুবাদ করছিলেন। তাদের বিতর্কের বিষয় ছিল কার পিতা শ্রেষ্ঠ। আলী (রাঃ) তাদের বিতর্ক শুনে আসমা (রাঃ)–কে বললেনঃ তুমি তাদের ঝগড়ার ফয়সালা কর।

আসমা (রাঃ) বললেনঃ আরবের যুবকদের মধ্যে জাআফরের চেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী কাউকে দেখিনি এবং বয়স্কদের মধ্যে আবু বকরের চেয়ে উত্তম কাউকে দেখিনি।

আলী (রাঃ) মুচকি হেসে বললেন তুমি আমার জন্য কি রাখলে ? আলী (রাঃ)–এর ঔরসে এবং আসমা (রাঃ)–এর গর্ভে ইয়াহইয়া জন্ম লাভ করেন।

হিজরী ৩৮ সনে মিশরের বিদ্রোহীগণ মোহাম্মাদ বিন আবু বকর (রাঃ) কে হত্যা করে এবং তার লাশ গাধার চামড়ায় পুরে জালিয়ে দেয়। এ খবর পেয়ে আসমা (রাঃ) খুবই ব্যথিত হন। খুব ধৈর্য্যের পরিচয় দেন। মুসাল্লা বিছিয়ে নামায শুরু করেন।

হিজরী চল্লিশ সনে আলী (রাঃ)–এর শাহাদতের অল্পদিন পর আসমা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি চার পুত্র –আবদুল্লাহ মোহাম্মাদ, আউন এবং ইয়াহইয়াকে রেখে যান।

আবদুল্লার বিন জাফর (রাঃ) উত্তম চরিত্র ও বদান্যতার জন্য খুব মশহুর ছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আবদুল্লাহকে খুব মহব্বত করতেন। নবী (সাঃ) তার জন্য দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ, আবদুল্লাকে জাআফর পরিবারের উত্তম প্রতিনিধি হিসেবে তৈয়ার কর। হে আল্লাহ, তার পরিবারে বরকত নাযিল কর। আমি দুনিয়া এবং

www.pathagar.com

আখেরাতে জাআফরের অভিভাবক । অতপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার হাত ধরে বললেন ঃ আবদুল্লাহ আকৃতি এবং প্রকৃতিতে আমার সদৃশ্য ।

আসমা (রাঃ) অনেক গুণের অধিকারিনি ছিলেন । তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন । উমর (রাঃ) প্রায় তাকে স্বপ্নের তাবির জিজ্ঞাসা করতেন ।

আসমা (রাঃ) কোন কোন রোগের ঔষধ জানতেন । নবী করীম (সাঃ) যখন মৃত্যুর শয্যায় শায়িত ছিলেন তখন তিনি এবং উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালমা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) 'প্লুরিসি'তে আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন । আসমা (রাঃ) ঔষধ দিতে চাইলে নবী করীম (সাঃ) তা পান করতে অস্বিকার করেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মুর্ছিত হলে তারা তার মুখে ঔষধ ঢেলে দেন । তিনি একটু চেতনা লাভ করার পর বললেনঃ আসমা এ তদবীর করেছে বলে মনে হয় । সে আবিসিনিয়া থেকে তা শিখে এসেছে । আব্বাস ছাড়া সকলকে এ ঔষধ পান করাও। আল্লার রাসূল (সাঃ)–এর নির্দেশ মোতাবেক তাঁর সকল সহধর্মিনী এবং স্বয়ং আসমা (রাঃ) ঔষধ পান করলেন ।

তিনি ৬০টি হাদীস বর্ননা করেছেন । তারমধ্যে উমর (রাঃ), আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) প্রমুখ মশহুর সাহাবী এবং অনেক তাবেয়ীন রয়েছেন আল্লাহ তাকে জান্নাতে চির শান্তিতে রাখুন ।

www.pathagar.com

আসমা বিনতে ইয়াযিদ

আসমা (রাঃ) বিনতে ইয়াযিদ আউস গোত্রের বনু আবদুস সহল শাখার সাথে সম্পর্কিত। বংশ পরম্পরায় আব্দুস সহল বংশ আউস গোত্রের নেতৃত্বের যিম্মাদারী পালন করত। প্রখ্যাত সাহাবী সা'দ বিন মায়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু এখান্দানের লোক। রিশতার দিক থেকে সা'দ (রাঃ) তার চাচা এবং অপর প্রখ্যাত সাহাবী উমাইদ তার ভাতিজা। আসমা (রাঃ)-এর পিতা ইয়াযিদ বিন সাফান বিন রাফে বিন আমরাউল কায়েস সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য দলিল প্রমাণ নেই। অবশ্য তার চাচা যায়েদ (রাঃ) বিন সাফান ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হাসিল করেছিলেন এবং বাইয়াতে রেদওয়ানেও শামিল ছিলেন।

প্রখ্যাত সাহাবী মাসআব (রাঃ) বিন আমীরের অক্লান্ত তবলীগী প্রচেষ্টার দ্বারা বাইয়াতে উকাবা কবিরের পূর্বে আউস গোত্রের সরদার সা'দ বিন মাআয এবং বনু আবদুস সহলের অন্যতম সরদার উমাইদ (রাঃ) বিন হাদির ইসলাম কবুল করেন।

তাদের উভয়ের প্রভাব প্রতিপত্তি খুব বেশী ছিল এবং তা তারা ইসলামের সম্প্রসারনের জন্য ব্যবহার করেন। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে একদিন বনু সহল গোত্রের দু'এক জন ছাড়া সকল লোক ইসলাম কবুল করেন। সম্ভবতঃ আসমা বিনতে ইয়াযিদ তখন ইসলাম কবুল করেন নি। অবশ্য মতান্তরে বলা হয়েছে যে, তিনি হিযরতের পর ইসলাম কবুল করেন। হিযরতের পর আসমা (রাঃ) একদল মহিলা সহ নবী করীম (সাঃ) এর দরবারে হাযির হন এবং মহিলাদের পক্ষ থেকে তিনি বক্তব্য পেশ করেন। তার এ ঐতিহাসিক বক্তব্য থেকে অনুমান করা হয় যে, তিনি হিযরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।

নবী করীম (সাঃ)-এর মদীনা আগমনের পর আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকজন দলে দলে তার নিকট বাইয়াত করেন। ঠিক সে সময়ে আসমা (রাঃ) বিনতে ইয়াযিদের নেতৃত্বে একদল মুসলিম মহিলা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাযির হন। তিনি মহিলাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে বলেনঃ

www.pathagar.com

ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কোরবান হোন । আমি মুসলিম মহিলাদের পক্ষ থেকে এক পয়গাম নিয়ে এসেছি । আল্লাহ তাআলা আপনাকে নারী পুরুষের হেদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন । নারী পুরুষের অবস্থার মধ্যে খুব বিরাট পার্থক্য রয়েছে । নারীগণ ঘরের ভিতরে থাকেন । তারা নামাযের জামায়াত, জুমআর নামায এবং জানাযার নামাযে শরীক হতে পারেন না। সাধারণভাবে তারা হজ্জ ও জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না ।

অবশ্য পুরুষ ঘরের বাইরে চলে গেলে নারীগন তাদের সন্তানদের লালন পালন করেন । তারা পুরুষের সম্পদের হেফাজত করেন । পরিবার পরিজনের পোশাকের চরকা ঘুরান, কাপড় বুনেন । নারী কি পুরুষের উত্তম কাজের সওয়াব পাবে?

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার বুদ্ধি দীপ্ত কথার দ্বারা খুব মুগ্ধ হন এবং উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা দ্বীন সম্পর্কে কোন মহিলার নিকট থেকে এ ধরনের বক্তৃতা ---শুনেছে?

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবাগণ একবাক্যে জওয়াব দিলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমরা কল্পনাও করতে পারিনি যে কোন মহিলা এ ধরনের বক্তব্য পেশ করতে পারেন।

রাসূলে খোদা (সাঃ) বললেন, স্বামীর সন্তুষ্টি বিধান করা স্ত্রীলোকের জন্য খুব প্রয়োজনীয়। যদি কোন স্ত্রীলোক বৈবাহিক জীবনের যিম্মাদারী পালন করে স্বামীর আনুগত্য করে এবং তার মতামতের সাথে নিজের মতামতের সামঞ্জস্য বিধান করে তাহলে সে স্বামীর সমপরিমান সওয়াব পাবে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যদি স্বামী আল্লাহ ও তার রাসূলের হুকুমের বিপরীত কোন হুকুম প্রদান করে তাহলে তা পালন করা যাবে না । যদি কোন স্ত্রীলোক স্বামীর এরূপ কোন হুকুম পালন করে তাহলে গুনাহগার হবে ।

আসমা বিনতে ইয়াযিদ এবং তার সঙ্গীগণ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর এ বানী শুনে খুশীতে বাগ বাগ হয়েছিলেন ।

আসমা (রাঃ) বিনতে ইয়াযিদ আনসারীর সাথে তার খালাও নবী করীম (সাঃ)-এর দরবারে হাযির ছিলেন । তার হাতে সোনার বালা ও আংটি ছিল । আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার অলঙ্কার দেখে বললেনঃ এ সবের কি যাকাত দাও ? খালা বললেন ঃ না।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল বললেনঃ এ বালার পরিবর্তে কিয়ামতের দিন আগুনের বালা পরিধান করা কি পছন্দ কর ?

আসমা (রাঃ) বললেনঃ খালা এসব খুলে ফেলুন। খালা আসমা (রাঃ)–র কথা শুনে অলঙ্কার খুলে ফেললেন।

অতপর আসমা (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমরা অলঙ্কার পরিধান না করলে স্বামীদের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হব।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেনঃ তোমরা রূপার অলঙ্কার তৈরী কর এবং জাফরানে রং দাও। তাতে স্বর্নের ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি হবে।

অতপর আসমা (রাঃ) ও তার সঙ্গীনীগণ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর নিকট বাইয়াত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার হাত মোবারক সম্প্রসারন করুন।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, আমি মহিলাদের সাথে করমর্দন করিনা। যদি তোমরা একথাগুলো স্বীকার কর তাহলে বাইয়াত হবে।

(১) তোমরা নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না।
(২) চুরি করবেনা।
(৩) আল্লাহর সাথে কাকেও শরীক করবেনা।
(৪) ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকবে।
(৫) কাকেও অপবাদ (তহমত) দিবে না।
(৬) উত্তম কথার বিরোধীতা করবেনা।

আসমা ও তার সঙ্গীনীগণ আগ্রহ ও আন্তরীকতার সাথে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর নিকট বাইয়াত করলেন। তারা আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ)–এর সাথে ওয়াদা করলেন যে, বাইয়াতের শর্ত মোতাবেক যিন্দেগী যাপন করবেন। আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ) এর হুকুম মোতাবেক তারা জীবন পরিচালনা করবেন।

আসমা (রাঃ) আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)–এর বান্ধবী ছিলেন। হিজরী এক সনে সওয়াল মাসে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)–এর বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা

www.pathagar.com

সম্পাদিত হয়। আসমা (রাঃ) ও অন্যান্য বান্ধবীগণ কনে আয়েশা (রাঃ)কে সাজিয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এলেন, তাকে এক পেয়ালা দুধ পান করতে দেয়া হল। তিনি এক চুমুক খেলেন এবং আয়েশা (রাঃ)কে বাকী টুকু পান করতে দিলেন। আয়েশা (রাঃ) খুব লজ্জিত হয়ে মাথা নত করলেন। আসমা (রাঃ) তাকে খুব মহব্বতের সাথে ধমক দিয়ে বললেনঃ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যা দিচ্ছেন তা গ্রহণ কর। বান্ধবীর কথা শুনে আয়েশা (রাঃ) কিঞ্চিত দুধ পান করলেন।

সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্নিত, আসমা (রাঃ) সহ আনসারী মহিলাগণ কনেকে গ্রহণ করার জন্য আবু বকর (রাঃ)-এর ঘরে এসেছিলেন। উম্মে রুমান (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর চেহারা ধৌত করলেন এবং চুল বেধে দিলেন, অতপর তাকে এক কামরায় নিয়ে গেলেন যেখানে আনসারী মহিলাগণ কনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আয়েশা (রাঃ) ঘরে ঢুকলে তারা তাকে সম্বর্ধনা করলেনঃ "তোমার আগমন ধন্য, খয়ের-বরকত এবং সৌভাগ্য যুক্ত।"

আসমা (রাঃ) এ সম্পর্কে বললেনঃ বিদায় অনুষ্ঠানের পর আল্লাহর রাসূল তাশরীফ নিয়ে বলেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কিঞ্চিত দুধ পান করে আয়েশা (রাঃ)-এর দিকে পেয়ালা বাড়িয়ে দিলেন। আয়েশা (রাঃ) লজ্জা বোধ করতে লাগলেন। আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যা দিচ্ছেন তা ফিরিয়ে দিওনা। তিনি লজ্জিত ভাবে পেয়ালা নিলেন এবং কিঞ্চিত পান করে তা রেখেদিলেন।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন 'তোমার বান্ধবীদেরকে দাও। আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদের ক্ষুধা লাগেনি। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ মিথ্যা বল না। মানুষের প্রত্যেক মিথ্যা কথা লিখা হয়।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আসমা (রাঃ) কে খুব স্নেহ করতেন। আসমা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) কে খুব ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি খুব ঘন ঘন আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাযির হতেন। তার উপদেশাবলী মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং বাড়ী ফিরে এসে তার উপর আমল করতেন। একদিন নবী করীম (সাঃ) দাজ্জালের আগমন সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও সাহাবিয়াদের সামনে বক্তব্য পেশ করেন। আসমা (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর বক্তব্য শুনে কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষনের জন্য মজলিসের বাইরে

www.pathagar.com

তশরীফ নিয়েছিলেন। ফিরে আসার পরও আসমা (রাঃ)-কে কাঁদতে দেখে তিনি বললেন আসমা এত কাঁদছ কেন ? আসমা (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) দাসী আস্তে আস্তে রুটি তৈয়ার করলে তাও সহ্য করতে পারিনা। দাজ্জালের সময় যে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হবে তাতে আমরা ঈমানের উপর দৃঢ় পদ থাকব ?

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, আল্লাহর যিকিরের আধিক্য সে সময় ক্ষুধা থেকে রক্ষা করবে। অতপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁর পেরেশান সাহাবীয়াকে হা হুতাশ না করার জন্য উপদেশ দিলেন। তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেন যে, যদি তার জীবন কালে দাজ্জালের আবির্ভাব হয় তাহলে তিনি মুসলমানদের সাথে থেকে এ ফেৎনার মোকাবেলা করবেন এবং তাঁর ইনতেকালের পর দাজ্জালের আবির্ভাব হলে আল্লাহ মুসলমানদের হেফাযত করবেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর আশ্বাসবানী শুনে আসমা (রাঃ) কাঁদা বন্ধ করলেন।

আসমা বিন ইয়াযিদের যিন্দেগীর অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হলঃ একদিন নবী করীম (সাঃ) উটনীর উপর সওয়ার ছিলেন। আসমা (রাঃ) উটনীর রশি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক এ অবস্থায় নবী করীম (সাঃ) এর উপর ওহী নাযিল হল। তার চেহারা মোবারক পরিবর্তিত হল। তার ওজন সহ্য করতে না পেরে উটনী নুয়ে পড়ছিল। হাদীসের কিতাবে এঘটনার বিবরণ রয়েছে। আসমা (রাঃ) বলেনঃ সে সময় উটনী বোঝার ভারে নুয়ে পড়ছিল এবং তার পা ভেংগে যাবে বলে আমি আশঙ্কা করছিলাম।

অন্য একদিনের ঘটনা। আসমা (রাঃ) আরও অনেক মহিলাসহ নবী করীম (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে বললেনঃ নারী বা পুরুষ তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা কি অন্য কারও কাছে ব্যক্ত করে? উপস্থিত সাহাবীয়গণ কোন জবাব দিলেন না। আসমা (রাঃ) নিরবতা ভংগ করে। বললেনঃ জী, হা। ইয়া রাসূলূল্লাহ। কোন কোন পুরুষ এবং নারী এরূপ করে থাকে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেনঃ কখনও যেন এরূপ না করা হয়। এ ধরনের মানুষ এমন এক শয়তানের সদৃশ্য, যে সকলের সামনে প্রকাশ্যে কোন শয়তান মেয়ের সাথে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয়।

উমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে ইয়ারমুকের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আসমা (রাঃ) এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে রোমান সৈন্যগণ

www.pathagar.com

মহিলাদের তাবুর খুব নিকটে পৌছে গিয়েছিল । আসমা (রাঃ) ও অন্যান্য মহিলা তাবুর খুটি ভেংগে রোমানদের আক্রমন করেন । একমাত্র আসমা (রাঃ) ৯ জন রোমান সৈন্যকে নিহত করেছিলেন ।

ইয়ারমুকের যুদ্ধের কয়েক বছর পর ইসলামের এ স্বনামধন্যা দুহিতা ইনতেকাল করেন । আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন । আমিন ।

আতিকা বিনতে যায়েদ (রাঃ)

لَايُؤمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنُ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ

'তোমাদের কেহ ততক্ষন মোমেন হতে পারবেনা যতক্ষন তার ইচ্ছা বাসনা আমার নিয়ে আসা জীবন বিধানের অনুসারী না হয়ে যায় ।" ---আল হাদীস

আতিকা বিনতে যায়েদ (রাঃ) কোরাইশের প্রখ্যাত আদি খান্দানে জন্ম গ্রহণ করেন । নবী করীম (সাঃ) যে দশজন সাহাবীকে তাঁদের জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং যারা ইতিহাসে আশারায়ে মুবাশশারা বা দশজন বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী হিসেবে খ্যাত তার একজন হলেন আতিকা (রাঃ)-এর ভাই সায়ীদ বিন যায়েদ । খালিফাতুল মুমিনিন উমর (রাঃ) বিন খাত্তাব তার চাচাত ভাই । ফাতেমা (রাঃ) বিনতে খাত্তাব তাঁর চাচাত বোন এবং তার ভাই সায়ীদ (রাঃ)-এর স্ত্রী ।

আতীকা (রাঃ)-এর পিতা যায়েদ জাহেলিয়াতের যুগেও একজন তাওহিদবাদী ব্যক্তি ছিলেন । নবী করীম (সাঃ) তার পিতা সম্পর্কে বলেছেন, তিনি কিয়ামতের দিন একটি জাতি হিসেবে উঠবেন । রেসালতে মোহাম্মাদীর কয়েকবছর পূর্বে জনৈক

www.pathagar.com

শত্রুর হাতে যায়েদ নিহত হন । বুদ্ধির উন্মেষ হওয়ার সাথে সাথে পিতৃহীন আতিকা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন ।

আমিরুল মুমিনিন আবু বকর (রাঃ)–এর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ)–এর সাথে তার বিবাহ হয়। তিনি পরমা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতি মহিলা ছিলেন । স্বামী আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে খুব ভালবাসতেন , তিনিও স্বামীকে ভালবাসতেন । তিনি স্বামীর পছন্দ অপছন্দকে নিজের পছন্দ–অপছন্দের চেয়ে বেশী মূল্য দিতেন । তিনি স্বামীর আরামের জন্য নিজের আরামকে কোরবান করতে কোনরূপ দ্বীধা বোধ করতেন না। এধরনের মধুর দাম্পত্য জীবনের মাধুর্যের মধ্যে আকন্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন আতিকা (রাঃ) এবং তার স্বামী আবদুল্লাহ (রাঃ) । স্ত্রীর ভালবাসার সমুদ্রে নিমজ্জিত আবদুল্লাহ কোন এক জিহাদে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকেন । পিতা আবু বকর (রাঃ) তাতে খুব অসন্তুষ্ট হন, পুত্র এবং পুত্রবধুর উপর । কেন আতিকা স্বামীকে জেহাদে যেতে বাধ্য করেনি এ অপরাধে আবু বকর পুত্রকে বিবাহ বিচ্ছেদের হুকুম দেন । পিতার আদেশ তাদের জীবনের শান্তি নষ্ট করে । এক দিকে পিতার হুকুম অপর দিকে আতিকার নির্মল ভালবাসা । এক কঠিন সংকট । কিভাবে তিনি আতিকাকে তালাক দিবেন ? তার দিন রাত্রির স্বপ্ন আতিকাকে তিনি কি করে দূরে নিক্ষেপ করবেন। আতিকাও কোন অপরাধ করেনি । জিহাদে না যাওয়ার যাবতীয় দোষত আবদুল্লাহর নিজের । জিহাদে না যাওয়া গর্হিত অপরাধ এবং এ অপরাধের জন্য একজন সাচ্চা মুসলমানের মত যে কোন শাস্তি মাথা পেতে নিতে সম্ভবতঃ তিনি প্রস্তুত ছিলেন। বিষয়টি গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে পিতা কোন অন্যায় হুকুম করেননি । জিহাদে শরীক না হয়ে আবদুল্লাহ যে অন্যায় করেছেন আবু বকর (রাঃ) তার মূলোতপাটন করতে চান । আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালবাসার স্থানে অন্য কারও ভালবাসা দখল করতে পারে না । অবশেষে বুদ্ধি ও যুক্তির কাছে আবদুল্লাহর অন্তর পরাজিত হল। তিনি তার স্বপ্নের আতিকা, তার ধ্যানের আতিকা, তার প্রেম ভালবাসার আতিকাকে এক তালাক দিলেন । কিন্তু তার শোকে তিনি খুব বিচলিত হলেন । তার অন্তরের ব্যাথা বেদনা তার কবিতায় মূর্ত হয়ে প্রকাশ পেল । তিনি কবিতা রচনা করলেন ঃ

হে আতিকা !
সূর্য যতদিন আলো দেবে
কুমারী কবুতর বাকুম বাকুম কাঁদবে
আমি তোমাকে ভুলব না
হে আতিকা !

www.pathagar.com

দিন রাত তুমি আমার অন্তরে
গহিন মনে লুকিয়ে থাকা
শত কামনা তোমাকে ঘিরে।
কেমন করে তাড়িয়ে দেবে
আমার মত পুরুষ তোমার মত মেয়েকে ?
কেমন করে তালাক দেবে
তোমার মত নির্মল নিরপরাধ মেয়েকে ?

আবদুল্লাহর বিপর্যয় গাথা বন্ধু–বান্ধব পরিবার–পরিজনের গন্ডি পার হয়ে আবু বকর (রাঃ)–এর কানে পৌছল। আবু বকর (রাঃ) কোমল হৃদয় সম্পন্ন লোক ছিলেন। পুত্র ও পুত্র বধুকে মাফ করে দিলেন। আবদুল্লাহকে তালাক ফিরিয়ে নেয়ার অনুমতি দিলেন। অতপর আবদুল্লাহ কখনও জিহাদ থেকে দূরে থাকেন নি। প্রত্যেক জিহাদে খুব আগ্রহ সহকারে অংশগ্রহণ করতেন। তায়েফ অবরোধকালে তিনি শত্রুর এক বিষাক্ত তীরের দ্বারা মারাত্মকভাবে আহত হন। বিষাক্ত তীরের ঘা সাময়িকভাবে উপসমিত হল বটে কিন্তু ভিতরে বিষ কাজ করতে লাগল। হিজরী এগার সনের সওয়াল মাসে এ জখম খুব মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং অসহনীয় বেদনা ভোগ করে তিনি ইনতেকাল করেন। স্বামীর বিয়োগ ব্যথায় আতিকা (রাঃ) খুব ভেঙ্গে পড়েন। সত্যের সৈনিক আবদুল্লাহ তাকে ছেড়ে চলেগিয়েছেন। সুখ দুঃখের শত স্মৃতি তার অন্তরের আসমানে কাল মেঘের সৃষ্টি করেছে। দ্বীনের সংগ্রামে যিনি ছিলেন দৃঢ়পদ ও অকুতোভয় তাকে ছেড়ে আতিকা কি করে বেঁচে থাকবেন। তাই তার বীর ও প্রেমিক স্বামীর বিরহ ব্যাথাকে ছন্দাবদ্ধ করে রাখলেন অনাগত দিনের মানুষের জন্য। তার শোকগাথা কবিতা সত্যিই অপূর্বঃ

সত্য শপথ ! বিরহে কাঁদবে আখি
তনু মোর হবে মলিন ধুলামাখি।
শপথ খোদার খোশ নছিব
সে আখি যে দেখেছে তাহার
মত শত্রুত্রাস ক্ষীপ্র গতি
সদা সহিষ্ণু জঙ্গি জোয়ান।
যদি তার উপর তীর বর্ষিত হত
সে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ত
করে বরন মৃত্যু মহান

খুনের দরিয়া প্রবাহিত করত।
যতকাল বুনো কবুতর
করবে বাকুম সুর
যত নিশিরাত হবে ভোর
কাদব আমিও তত ভোর।

আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর চাচাত ভাই আমিরুল মুমিনিন উমর (রাঃ) বিন খাত্তাব তার কাছে শাদীর পয়গাম পাঠান। আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে অত্যধিক ভালবাসা সত্ত্বেও তিনি প্রয়োজনের তাকিদে উমর (রাঃ) বিন খাত্তাবের প্রস্তাবে সম্মতি দান করলেন। স্বামীহীন অবস্থায় সামাজিক দায়িত্ব একাকী সম্পাদন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই উমর (রাঃ) বিন খাত্তাবের মত ব্যক্তিত্বকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে তিনি খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। ওলিমার দাওয়াতে বহু গন্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মহামান্য আলি কাররামাল্লাহু ওজাহাহুও সে মজলিসে হাজির ছিলেন। তিনি কথাস্থলে আতিকা (রাঃ) কে তার মনস্পর্শী মর্সিয়ার কথা স্মরণ করালেন। আতিকা (রাঃ) তা স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন। উমর ফারুক (রাঃ) কেও তিনি স্বামী হিসেবে খুব ভালবাসতেন এবং খুব আন্তরিকতার সাথে তার সেবা যত্ন করতেন। উমর (রাঃ)-এর শাহাদাত তার ব্যথিত হৃদয়কে আরও ব্যথিত করেছিল। তিনি এক সুদীর্ঘ মর্মস্পর্শী শোক গাথা রচনা করলেন। তার কয়েক ছত্র নমুনা হিসেবে পেশ করা হলঃ

কে তাকে শান্তনা দেবে ?
যার ব্যথা ফের তাজা হয়েছে;
কে তার চোখকে বুঝাবে ?
যাকে অনিদ্রা আঘাত দিয়েছে;
কাফন আবৃত এ লাশের উপর
অশেষ রহমত হোক আল্লাহর
গরীব মিসকীন আত্মীয়ের উপর
ঝরছে বেদনা তার মৃত্যুর।

আতীকার তৃতীয় বিবাহ হয় হাওয়ারীয়ে রাসূল যুবায়ের বিন আওয়ামের সাথে। উটের যুদ্ধে ইবনে জরমুযের হাতে যুবায়ের (রাঃ) অপ্রস্তুতভাবে শহীদ হন। সম্ভবতঃ এ ছিল আতিকা (রাঃ)-এর আখেরী শোকাঘাত। তিনি রচনা করলেনঃ

www.pathagar.com

যুদ্ধের দিনে ইবনে জরমুযের
বিশ্বাস ঘাতকতা খুব জঘন্য
এক দুর্ধর্ষ সাহসী বীরের
হাত ছিল তখন অস্ত্র শূন্য।
যদি যুদ্ধের ইশারা দিতে হে আমর ;
এমন বীরের সাথে দেখা হত তোমার
যার সবল বাহু কম্পন হীন
যার অন্তর ভয়ভীতি হীন।
তাকে অবনত করা সহজ নয়
তোমার জন্য ওহে বানর তনয়।
যে ঝাপ দিয়েছে বিনা দ্বিধায়
কত বিপদের সিয়া দরিয়ায়।
মরণ হোক তোমার
কাঁদুক মা তোমার
যারা বেঁচে রয়েছে এবং মৃত
করতে পারিনি তাদের পরাভূত
তোমার হাতে হারিয়েছে প্রাণ
নাহক ভাবে এক মুসলমান।

আতিকা (রাঃ) কখন এবং কোথায় মৃত্যু বরন করেছেন তা জানা যায় নি। তিনি বহুগুনের অধিকারীনী ছিলেন। ইসলামী মূল্যবোধে তার অন্তর আলোকিত ছিল। জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলো ঈমানের তেজদ্বারা মোকাবেলা করেছেন। সুখের চেয়ে দুঃখ ছিল তার জীবনে বেশী। সবর ও ধৈর্য ছিল তার নিঃসঙ্গ জীবনের সাথী।

www.pathagar.com

আকরা বিনতে উবায়েদ আনসারীয়া

নাম আকরা। পিতার নাম উবায়েদ বিন সাআলাবা বিন গনম বিন মালিক বিন নাজ্জার। তিনি আনসারদের খাজরাজ গোত্রের বনুনাজ্জার খান্দানের মেয়ে।

আইয়ামে জাহেলিয়াতে হারিস বিন রেকাআর সাথে আকরার (রাঃ) বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এ বিবাহ থেকে তার তিনটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে । তাদের নাম হল মাআয, মাউয এবং আউফ। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর আবু বকর বিন আবদ এর সাথে তার নিকাহ অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিবাহ থেকে তার চারটা পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। তাদের নাম হল আয়াস, আমির, খালিদ এবং আকিল।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন এবং সমাজ জীবনের যাবতীয় কর্ম প্রবাহ একমাত্র আল্লাহর হুকুমের অধীন করার জন্য আল্লাহর রাসূলে যখন আরববাসীকে আহবান জানালেন তখন মদীনার যে সব সরল প্রাণ নিষ্পাপ মানুষ ইসলাম কবুল করে তাগু-তের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তাদের মধ্যে সামিল রয়েছেন আকরা (রাঃ) এবং তার সাত পুত্র সন্তান। আকরা অতুলনীয় সৌভাগ্যশালী মহিলা। ইসলামের ইতিহাসে এ নজির খুজে পাওয়া যায় না যে কোন মহিলা সাতজন সন্তান সহ ইসলাম কবুল করেছেন। শুধু তাই নয় বদরের যুদ্ধে তাঁর সাত সন্তান যোগদান করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। বদরের যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করেছেন তারা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। বদরের যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করেছে তার গুরুত্ব আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট কত বেশী তা আল্লাহর রাসূলের এ কথা থেকে সহজে বুঝা যায়। তিনি আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি আপনাকে স্মরণ করাচ্ছি। হে আল্লাহ ! আজ এ মুষ্টিমেয় লোক ধ্বংস হয়ে গেলে এ যমিনে আর কখনও তোমার ইবাদত হবে না। এক বর্ণনায় এ কথা বলা হয়েছেঃ আজ আহলে ঈমানের এ জামায়াত বিনষ্ট হলে পৃথিবীর বুকে আর কখনও তোমার ইবাদত হবে না।

আল্লাহ সুবহানাহু এ যুদ্ধে ফেরেশতা দ্বারা মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি কেবল তাদেরকে হুকুম করেছিলেন যে, তিনি তাদের সাথে রয়েছেন। তারা যেন ঈমানদারদেরকে দৃঢ়পদ রাখেন। বদরের যুদ্ধে যারা শরীক হয়েছেন তারা জেনে শুনে ঈমানের পরীক্ষা প্রদান করেছেন এবং পূর্ণ অনুভূতির সাথে আগুণে ঝাপিয়ে

www.pathagar.com

পড়েছেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহু বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদেরকে জান্নাতুল খুলদে- চিরস্থায়ী জান্নাতে স্থান দান করবেন। যে আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর বিশ্বাসী এবং যার সাতটি সন্তান বদরের যুদ্ধে কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে সে কত বড় ভাগ্যবতী। আফরা (রাঃ) ব্যতীত অন্য কোন সাহাবিয়া এ সৌভাগ্য হাসিল করতে পারেন নি। বদরের যুদ্ধে তার এক সন্তান আউফ বিন আফরা (রাঃ) শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতুল ফেরদাউসের পথে পাড়ি দেন।

আফরা (রাঃ)–এর অপর দুই সন্তান মায়ায ও মাউয যুদ্ধের ময়দানে যাবার পূর্বে অঙ্গীকার করেন যে, তারা আল্লাহর দুশমন আবূ জাহেলকে নিহত করবেন, না হয় যুদ্ধকরে শাহাদাত বরণ করবেন। মায়ায (রাঃ) এবং মাউয (রাঃ) উঠতি বয়সের যুবক ছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল তারা তেমন কোন বীরত্বপূর্ণ কাজ করতে পারবেন না। কিন্তু দুই ভাই ছিলেন অসীম সাহাসী। তারা আবূজাহেলকে চিনতেন না। কে আবুজাহেল এবং কোন অবস্থান থেকে সে যুদ্ধ করছে তা জানবার জন্য তারা মশহুর সাহাবী আব্দুর রহমান বিন আউফের স্মরনাপন্ন হন। আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) প্রথম তাদের কথার তেমন কোন গুরুত্ব দেননি। তাদের অত্যধিক আগ্রহ লক্ষ্য করে আবূ জাহেল কোথায় আছে তা হাতের ইশারা দিয়ে দেখিয়ে দেন। যুবকদ্বয় চোখের পলকে আল্লাহর দুষমনের উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং তাকে মারাত্মকভাবে আহত করেন। ইবনে জুমু আহত আবূ জাহেলের পা কেটে দেন। যুবকদ্বয় যখন আবূ জাহেলের উপর ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। তখন আবূ জাহেলের পুত্র ইকরামা মায়ায বিন আফরা (রাঃ) এর বাম হাতের উপর তরবারী দ্বারা আঘাত করে। তাতে তার বাম হাত শীরর থেকে লটকে পড়ে। কিন্তু লটকান হাত কোন রকমে সামলিয়ে নিয়ে তিনি ইকরামাকে ধাওয়া করেন। কিন্তু ইকরামা আঘাত করে দ্রুত সরে পড়ায় তিনি তার নাগাল পাননি। অবশেষে তিনি তার ঝুলন্ত হাত পায়ের নীচে রেখে ডান হাত দিয়ে তা পৃথক করে ফেলেন। এক হাত দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করতে থাকেন।

মশহুর সাহাবী আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) মায়ায এবং মাউযের বীরত্ব সম্পর্কে বলেন, আমি যুদ্ধের ময়দানে সৈনিকদের সারিতে ছিলাম। হঠাৎ আমার দু' পাশে দুজন যুবক উপস্থিত হল একজন আমাকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করল, আবূ জাহেল কোথায়? আমি বললাম ভাতিজা আবূ জাহেলের কথা জিজ্ঞাসা করে কি করবে? যুবক জবাব দিল, আমি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছি যে আমি যেখানে আবূ জাহেলকে দেখব সেখানে তাকে কতল করব বা তার সাথে লড়াই করে আমি শহীদ

www.pathagar.com

হয়ে যাব। আমি তাকে কোন জবাব দেয়ার পূর্বেই অপর যুবক আমার কানে কানে একই কথা বলল আমি তাদের দুজনকে ইশারা ইঙ্গিতে আবূ জাহেলকে দেখালাম। আমার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে নিমেষের মধ্যে বাজ পাখীর মত তারা তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। আবূজাহেল তখন ভূমির উপর ছিল। এ দুজন যুবক আকরার সন্তান মায়ায ও মাউয। আবূ জাহেলের পুত্র ইকরামা ওতপেতে ছিল। সে তরবারীর দ্বারা মায়াযের বাম কাধে আঘাত করল। তাতে তার হাত কাধ থেকে কেটেগেল। কিন্তু তা পুরাপুরি বিচ্ছিন্ন হলনা। কাধের সাথে ঝুলতে লাগল। মায়ায এ ভাবেই লড়তে লাগল।এতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল তাই ঝুলন্ত হাতকে পায়ের নীচে রেখে অপর হাত দিয়ে টান দিয়ে পৃথক করে ফেলল। এ ভাবে সে নিজেকে আযাদ করে নিল।

বদরের যুদ্ধ আকরার পুত্রগণ যে আজিমুসশান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তার জন্য তিনি ও তাঁর পুত্রগণ দুনিয়াতে আদর্শবাদী মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবেন এবং আখিরাতের যিন্দেগীতে জান্নাতুল খুলদে অবস্থান করবেন।

আযদাহ বিনতে হারিস

নাম আযদাহ। কোন কোন রেওয়ায়েতে আরদাহ বলা হয়েছে। তিনি আরবের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হারিস বিন কালদাহ সাকাকীর কন্যা।

আযদাহ (রাঃ)-এর স্বামী উতবা বিন গাযওয়ান রেসালতে মুহাম্মাদীর শুরুতে ইস্‌লাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য হাসিল করেন।স্বামী উতবা দুই হিযরতের অধিকারী ছিলেন এবং বদরী সাহাবী হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তাকে বসরার শাসন কর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিল।

আযদাহ (রাঃ) কোন সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তা জানা যায়নি। কিন্তু তিনি অসীম সাহসের অধিকারিনী ছিলেন এবং দ্বীন ইসলামের মহববত তার দিলের মধ্যে খুব ভাল ভাবে অঙ্কিত ছিল। তিনি তাঁর স্বামী উতবা (রাঃ) বিন গাযওয়ানের

www.pathagar.com

সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং সাহসিকতা ও বুদ্ধিমতার পরিচয় দেন। তিনি ইরাকের বিভিন্ন যুদ্ধে শরিক ছিলেন।

দজলার তীরে ইরাক সৈন্যদের সাথে যে রক্ত ক্ষয়ী যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় তাতে ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব ছিল হযরত মুগিরা (রাঃ)–এর উপর। মুগিরা (রাঃ) মহিলাদেরকে যুদ্ধের ময়দান থেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখেছিলেন। যখন মুসলিমগণ শত্রু সৈন্যদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলেন। আযদাহ (রাঃ) অন্যান্য মহিলাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি লড়াইর তীব্রতা দেখে মুসলিম সৈন্যদেরকে সাহায্য করার প্রযোজনীযতা অনুভব করেন। তিনি তার গায়ের চাদর খুলে বড় সাইজের এক পতাকা বানালেন। অন্যান্য মহিলারাও তাদের দোপাট্টার দ্বারা ছোট ছোট পতাকা তৈয়ার করলেন। পতাকা তৈয়ার হলে তাঁরা তা উচুতে উড়িয়ে একটি ধবনি দিতে দিতে যুদ্ধের ময়দানের দিকে অগ্রসর হলেন। আযদাহ (রাঃ) শত্রু সৈন্যদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য এরূপ করেছিলেন। কার্য্যতঃ তাই হল। শত্রু সৈন্যগণ ধারণা করল যে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য নতুন সৈন্য যুদ্ধের ময়দানে আসছে। তাই তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে চলে গেল। মুগিরা (রাঃ) এ ভাবে দাজলার তীরে অনুষ্ঠিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জয় লাভ করলেন।

ফুরাতের তীরে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের ময়দানেও আযদাহ (রাঃ) তার স্বামী উতবা (রাঃ) বিন গাযওয়ান এর সাথে শরিক ছিলেন। তিনি তার বক্তৃতা ও কবিতার দ্বারা ইস্লামী সৈন্যদেরকে উৎসাহিত করতেন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু আযদাহ (রাঃ)–কে জ্ঞান বিচক্ষনতা ও সাহস দান করেছিলেন। তিনি ইসলামের খেদমতে তার আল্লাহ প্রদত্ত গুনাবলী ব্যবহার করেছেন। জাতীয় সংকটের সময় তিনি তাবুতে বসে থেকে সময় নষ্ট করা খুব অপচ্ছন্দ করতেন। সংকটের সময় একজন সাধারণ মুসলিম মহিলাকেও যে বিপদের মোকাবিলা, সাহস ও বিচক্ষনাতার সাথে করতে হয় ইসলামের এ সুযোগ্য কন্যা– আযদাহ (রাঃ) তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য পুরুষের সাথে মহিলাদেরকেও সচেতন ভূমিকা যে পালন করতে হবে তার বাস্তব উদাহারণ আযদাহ সর্বকালের মেয়েদের জন্য রেখে গিয়েছেন।

www.pathagar.com

আরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهٗۤ اَشِدَّاۤءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاۤءُ بَيْنَهُمْ

' মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ এবং তার সঙ্গে যে সব লোক রয়েছে তারা কাফেরদের প্রতি শক্ত, কঠোর এবং পরস্পর রহমশীল --। " ---আর কুরআন

নাম ও পরিচিতি

আরওয়া (রাঃ) কোরাইশ সরদার আবদুল মুত্তালিব-এর কন্যা এবং আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ফুফু।

আমির বিন ওহব বিন আবদ বিন কুসাইর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। আমিরের ঔরশে তাঁর এক পুত্র সন্তান হয়। তার পুত্র তালিব (রাঃ) ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের এক পরিচিত ব্যক্তিত্ব।

ইসলামের সূচনাকালে আল্লাহর নবী (সাঃ) আরকাম (রাঃ) বিন আরকামের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে রেসালতের দায়িত্ব ও যিম্মাদারী পালন করেন। সত্যান্বেষীগণ গোপনে নবী করীম (সাঃ) -এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। একদিন তালিবও দারুল আরকামে উপস্থিত হলেন। আল্লাহর নবীর উপর ঈমান আনলেন, অতঃপর মায়ের নিকট ফিরে গিয়ে বললেনঃ আম্মা! আমি আমার মামাত ভাই মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর রেসালতের উপর ঈমান নিয়ে এসেছি। তিনি আল্লাহর সাচ্চা রাসূল

মা পুত্রের বক্তব্য শুনে খুব খুশী হলেন। তিনি পুত্রকে উদ্বুদ্ধ করে বললেনঃ

হে পুত্র ! তোমার ভাই বিরুধীতার তুফানে চারদিক থেকে বেষ্টিত। সে অসহায় এবং মযলুম। সে তোমার সাহায্যের হকদার। আফসোস। পুরুষের মত শক্তি যদি আমার হত তাহলে আমি আমার ভাইয়ের পুত্রকে যালিমদের অত্যাচার থেকে হেফাযত করতাম।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ (সঃ)–এর প্রতি মায়ের অনুরাগ ও সহানুভূতি লক্ষ্য করে তালিব (রাঃ) বললেন, মা! তাহলে আপনি কেন ইসলাম কবুল করছেন না?

আরওয়া জবাব দিলেনঃ অন্যান্য বোনদের অপেক্ষা করছি।

তালিব বললেনঃ মা ! ইনতেযারের এ ওয়াক্ত নয়। ভাইয়ের কাছে আমার সাথে চলুন এবং ইসলামের দৌলতে দৌলতমন্দ হোণ ।

আরওয়া (রাঃ) মনের দিক থেকে ইসলাম কবুল করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। পুত্রের আহবান মনের বাসনাকে আরও উদ্দীপ্ত করল ! পুত্রকে সংগে নিয়ে তিনি দারুল আরকামে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং নবী করীম (সাঃ)–এর নিকট ইসলাম কবুল করলেন। এটা নবুওয়াতের তৃতীয় সনের ঘটনা। কোন কোন লেখক মনে করেন হামযা (রাঃ) বিন আব্দুল মুত্তালিবের ইসলাম গ্রহণের পর আরওযা (রাঃ) ইসলাম কবুল করেছেন এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময় পুত্র তালিব (রাঃ) হামযা (রাঃ)–এর ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা সত্য নয়। নির্ভরযোগ্য সনদের দ্বারা বর্ণিত যে, মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতের পর হামযা (রাঃ) ইসলাম কবুল করেছেন। তালিব (রাঃ) তখন হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছেন।

আরওয়া (রাঃ) ইসালাম কবুল করার পর পুত্র তালিবকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর সাহায্যের জন্য আরও উদ্বুদ্ধ করেন। মার উপদেশ মোতাবেক তিনি সব সময় আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। এ সময় আউফ বিন সুববা নামক একজন কাফের তালিব (রাঃ)–এর সামনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর বিরুদ্ধে আপত্তি জনক উক্তি করলে তালিব (রাঃ) উটের গলার হাড় দিয়ে আঘাত করে তাকে রক্তাক্ত করেন। আউফ তালিবের বিরুদ্ধে আরওয়ার কাছে অভিযোগ করলে তিনি বললেনঃ

তালিব তার মামার পুত্রকে সাহায্য করেছে। সে তার রক্ত ও মালের দ্বারা তার সাথে সহানুভূতি প্রকাশ করেছে।

আরওয়া (রাঃ)–এর ভাই আবু লাহাব আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর নিকৃষ্টতম দুষমন ছিল। আরওয়া (রাঃ) তাকে ঘৃণা করতেন এবং সর্বোতভাবে তার বিরুধীতা

www.pathagar.com

করতেন। একদিন আবু লাহাব কতিপয় মুসলমানকে না হক বন্দী করে। তালিব (রাঃ) তাতে খুব রাগান্বিত হন এবং দুষমনে খোদাকে মারতে থাকেন। আবু লাহাবের সঙ্গী সাথীগণ তাদের নেতার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তারা তালিব (রাঃ) –কে বেধে ফেলে। অবশেষে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। আবু লাহাব বোনের কাছে ভাগ্নের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। আবু লাহাব সম্ভবতঃ ধারণা করেছিল যে, বোন ইসলাম গ্রহণ করলেও কাফের ভাইয়ের বেইজ্জতী বরদাশত করবেন না। কিন্তু আরওয়া (রাঃ) ঈমানের দাবী অনুযায়ী আবু লাহাবের আশার বিপরীত জবাব দিলেন। যে সময় তালিব মুহাম্মাদ (সাঃ)–এর সাহায্য করে সে সময় তার জীবনের উৎকৃষ্ট সময়, দাম্ভিক আবু লাহাব অপমানিত ও বিফল মনোরথ হয়ে বোনের ঘর থেকে ফিরে গেল। সে ধারনা করতে পারেনি যে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তার সঙ্গে যে সব লোক রয়েছে তারা কাফেরদের প্রতি শক্ত, কঠোর এবং পরস্পর রহমশীল। বলাবাহুল্য এ গুণ আল্লাহ সুবহানাহু মুমিনদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

আবু আহাব বিন আযিয দারমী নামক এক জাহান্নামী আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)–কে শহীদ করার জন্য ষড়যন্ত্র করছিল। তালিব (রাঃ) গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এ দুশমনে খোদাকে জাহান্নামে প্রেরণ করেন। আরওয়া (রাঃ) পুত্রের এ সফল পদক্ষেপের ভূয়সী প্রসংশা করেন।

আরওয়া (রাঃ) এবং তালিব (রাঃ) আবিসিনিয়ায় সাত বছর খুব কষ্টের মধ্যে যিন্দেগী যাপন করেন।। অতঃপর তিনি পুত্রসহ মদীনায় হিজরত করেন। তাঁর জীবনের অধিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়নি। কোন কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি নবী করীম (সাঃ)–এর ইনতিকাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন এবং শোক গাঁথা রচনা–করেছিলেন। আল্লাহু আ'লামু।

www.pathagar.com

উম্মে আলকামা

উম্মে আলকামা (রাঃ) আল্লাহর রাসূলের এক সাহাবিয়া। তিনি ও তার পুত্র আলকামা আল্লাহর রাসূলের পয়গামে বিশ্বাসী। নতুন সমাজ গঠনের প্রগ্রামে মা ও পুত্র শরিক। ইবাদাত বন্দেগীর ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর রাসূলের নির্দেশিত তালিকা মেনে চলেন। কিন্তু তার মনের গভীরে দুঃখ অনেক, দুঃখ আর কিছুই নয়। তার প্রানাধিক পুত্র আরকামা (রাঃ) তার কথা শুনেন না। মার হুকুম তিনি পালন করেন না। মা যা বলেন তা তিনি করেন না। মার আনুগত্যের পরিবর্তে স্ত্রীর আনুগত্য করেন। এ ব্যথা উম্মে আলকামার মনের গভীরে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু তিনি এ কথা কাকেও বললেন না। ছেলের মন্দ আচরণের জন্য তিনি রাসূলের দরবারে নালিশও করলেন না। মনের যাতনা মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু তা তুষের আগুণের মত তার মনকে দগ্ধ করতে লাগল।

আলকামা একজন ধার্মিক মুসলমান। তিনি রাসূলে করিমের বিপ্লবী দলের সদস্য। তিনি সম্ভবতঃ ভাবতে পারেন নি যে পিতামাতার সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। পিতামাতার অপছন্দনীয় কথা ধৈর্যের সাথে বরদাসত করা সন্তানের উচিত। পিতামাতা যে জিনিসে রাজী নন তা সন্তানের করা উচিত নয়। তা সাধারণ বৈষয়িক ব্যাপারও হতে পারে। আলকামা দৈনন্দিন কাজ কর্মের ব্যাপারে মার মতের পরিবর্তে হয়ত স্ত্রীর মতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হয়ত তিনি ভেবেছেন এটা সাধারণ ব্যাপার কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু এর হুকুম ত ভিন্নরূপ। তিনি হুকুম করেছনঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ

" এবং তোমার প্রভূ ফয়সালা করে দিয়েছেন যে তুমি আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদাত কর না এবং পিতামাতার সাথে নেক আচরণ কর। "

হয়ত আলকামা মনযোগ সহকারে কুরআনের হুকুম শুনেন নি। বা সম্ভবতঃ তিনি পিতা মাতার সাথে নেক আচরণ করা সম্পর্কিত রাসূলে খোদার নির্দেশাবলী মনযোগ সহকারে শুনেননি বা অভ্যাস বলতঃ শুনেও গুরুত্ব প্রদান করতে পারেন

www.pathagar.com

নি। বা এমনও হতে পারে যে মায়ের সাথে আচরণের ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন নি। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি এক দিন আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কি কাজ? রাসূল (সাঃ) জবাব দিলেনঃ যে নামাজ সময়মত পড়া হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ অতঃপর কোন কাজটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তিনি জবাব দিলেন, পিতামাতার সাথে সুন্দর আচরন আমি জিজ্ঞাসা করলাম অতঃপর? তিনি বললেন আল্লাহর পথে জিহাদ।

সম্ভবতঃ আলকামা (রাঃ) আল্লাহর রাসূলের বানী শুনেন নি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি পিতামাতা সম্পর্কিত আল্লাহর আহকামের আনুগত্যের মধ্যে রাত্রি যাপন করে ভোর করেছে তার জন্য ভোর বেলা জান্নাতের দু'টা দরজা খোলা হয়েছে। যদি পিতামাতার একজন জীবিত থাকে তাহলে তার জন্য একটা দরজা খোলা হয়েছে। আর যদি কোন ব্যক্তি পিতামাতা সম্পর্কিত আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতার মধ্যে ভোর করেছে তার জন্য ভোর বেলা জাহান্নামের দু'টা দরজা খোলা হয়েছে। যদি পিতামাতার একজন বেঁচে থাকে তাহলে জাহান্নামের একটি দরজা খোলা হয়েছে। এক ব্যক্তি (উপস্থিত) রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! যদি পিতামাতা তার সাথে বাড়াবাড়ি করে থাকে তাহলেও কি? তিনি জবাব দিলেন, হা, যদি তারা বাড়াবাড়ি করে তাহলেও। যদি তারা বাড়াবাড়ি করে তাহলেও। যদি তারা বাড়া বাড়ী করে তাহলেও। (মেশকাত)

আলকামা (রাঃ) তার মার অসন্তুষ্টির মধ্যে জীবনযাপন করলেন। মৃত্যুকাল তার উপস্থিত হলে তার মুখ থেকে কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কোন ভাবেই উচ্চারিত হলনা। বার বার চেষ্টা করার পরও যখন কালেমা তার মুখ থেকে উচ্চারিত হলনা তখন আলকামার স্ত্রী খুব চিন্তিত হলেন। স্বামীর এ অবস্থা দেখে তিনি কোন কিছু বুঝতে পারলেন না। আলকামার মত নেক লোকের মুখে মৃত্যুকালে কালেমা উচ্চারিত হচ্ছে না। তিনি খুব পেরেশান হলেন। আল্লাহর রাসূলকে তিনি এ দুঃখজনক সংবাদ জানালেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) সংবাদ বহনকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আলকামার পিতামাতা কি জীবিত?

আল্লাহর নবী (সাঃ) কে বলা হল যে, আলকামার মাতা জীবিত। এবং তিনি তার উপর অসন্তুষ্ট।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মে আলকামা (রাঃ)-এর নিকট মুলাকাত করার জন্য পয়গাম পাঠালেন। যদি উম্মে আলকামা (রাঃ) না আসেন তাহলে আল্লাহর হাবীব (সাঃ) নিজে সেখানে যাবেন, উম্মে আলকামা রাসূলুল্লাহর পয়গাম পাওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। নবী করীম (সাঃ) আলকামা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আলকামার মা জবাব দিলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল সে খুব সৎ লোক। কিন্তু সে তার স্ত্রীর আনুগত্য করে এবং সর্বদা আমার নাফরমানী করে।

হুজুর (সাঃ) বললেন, যদি তুমি তাকে মাফ করে দাও তাহলে তার জন্য খুব মঙ্গল জনক হবে।

ব্যথিত উম্মে আলকামা জবাব দিলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমি তার থেকে খুব আঘাত পেয়েছি। আমার মন তাকে মাফ করতে চাচ্ছে না।

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এ গুরুতর অপরাধের জন্য আলকামাকে জ্বালিয়ে ফেলার জন্য হুকুম করলেন। তিনি বেলাল (রাঃ)-কে হুকুম করলেন কাঠ জমা করে আগুণ প্রজ্জ্বলিত কর এবং আলকামাকে জ্বালিয়ে দাও।

উম্মে আলকামার যিন্দেগীর এক কঠিন মুহূর্ত সারা জীবন পুত্রের নাফরমানীর ব্যথার জর্জরিত হয়েছেন তার স্মৃতি খুব বেদনাদায়ক। তিনি কোন ভাবে তাকে মাফ করতে পারছেন না। অপরদিকে অবাধ্য পুত্রের জন্য তার ভালবাসা। মাতৃস্নেহ তার জয়লাভ করল, তিনি ভীত হয়ে বললেন, আমার সন্তানকে আগুণ দ্বারা জ্বালান হবে?

রাসূলুল্লাহ বললেন, আল্লাহর আযাবের চেয়ে এ আযাব খুবই হালকা। আল্লাহর শপথ যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবে ততক্ষন তার নামায কবুল হবে না এবং তার সাদকাও গৃহীত হবে না।

উম্মে আলকামা (রাঃ) নিবেদন করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)। আপনাকে এবং উপস্থিত জনতাকে সাক্ষ্য রেখে বলছিঃ আমি আলকামাকে মাফ করে দিলাম।

হুজুর (সঃ) উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, যাও, এবং দেখ আলকামার মুখে কালেমা উচ্চারিত হচ্ছে কিনা? লোকজন আলকামার ঘরে গেলেন, দেখলেন তিনি কালেমা উচ্চারন করে আখিরাতের পথে পাড়ি জমালেন।

www.pathagar.com

হুজুর (সঃ) হুকুম করলেনঃ আলকামাকে গোসল দাও এবং কাফন আবৃত কর। জানাযা তৈয়ার হলে নবী করিম (সাঃ) জানাযার সাথে গেলেন এবং দাফন করার পর বললেন, যে ব্যক্তি মার নাফরমানী করে বা তাকে কষ্ট প্রদান করে তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত, ফিরিশতার লানত, এবং সব মানুষের লানত। যতক্ষণ না পর্য্যন্ত তওবা করবে, মার সাথে ভাল আচরণ করবে এবং যে কোন ভাবে মাকে সন্তুষ্ট করবে ততক্ষন পর্য্যন্ত তার কোন কাজই কবুল হবে না। মার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। উম্মে আলকামার ব্যতিক্রমধর্মী জীবন সকলের জন্য শিক্ষনীয়।

উম্মে আম্মারা বিনতে কা'ব

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

"তোমরা কি মনে কর যে, এমনি বেহেশতে প্রবেশ করবে? আল্লাহ এটা পরীক্ষা করবেনা যে, তোমাদের মধ্যে কে নিজের জীবনপাত করে যুদ্ধ করে এবং কে তার জন্য ধৈর্য ধারণ করে? মৃত্যু যখন তোমাদের সম্মুখে ছিলনা তখন তোমরা মৃত্যুর আকাঙ্খা করেছিলে, এ সে মৃত্যু তোমাদের সম্মুখে হাযির এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছ।"

পরিচিতি

উম্মে আম্মারা (রাঃ)-এর আসল নাম নুসাইবা। তাঁর পিতার নাম কা'ব বিন আমর বিন আওফ বিন মারযুল বিন আমর বিন গানম বিন মাযান বিন নাজ্জার। তিনি মদীনার মশহুর খাজরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখায় জন্ম গ্রহণ করেন। বনু নাজ্জার গোত্রের সাথে আব্দুল মুত্তালিবের পিতা হাশেম বিন আবদে মানাফের বৈবাহিক সম্পর্ক থাকার কারণে গোত্রের দিক থেকে তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও তাঁর গোত্র কোরাইশের খুব নিকটবর্তী ছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর শৈশবের অনেক স্মৃতি বনু নাজ্জার গোত্রের সাথে জড়িত রয়েছে। বনু নাজ্জারের মাঠে ময়দানে

www.pathagar.com

তিনি খেলাধুলা করেছেন। তাদের পুকুরে সাতার শিখেছেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বনু নাজ্জার গোত্রের লোকদের খুব সম্মান করতেন। তিনি তাদেরকে খুব ভাল বাসতেন। তিনি বলতেন, যদি আমি আনসারদের কোন খান্দানে জন্মগ্রহণ করতাম তাহলে বনু নাজ্জার গোত্রে জন্ম গ্রহণ করতাম।

বনু নাজ্জার গোত্রের লোকজনও আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-কে খুব ভালবাসতেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) হিজরত করে মদীনা আগমন করলে মদীনার অন্যান্য গোত্রের লোকজনের চেয়ে বনু নাজ্জারগণ বেশী খুশী হয়েছিলেন। তাদের খুশীর সীমা ছিল না। তাদের কিশোরী মেয়েরা দফ বাজিয়ে গান গেয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-কে স্বাগতম জানিয়েছিল। কিশোরকণ্ঠে তারা সুর করে আবৃত্তি করছিলঃ

আমরা বনু নাজ্জারের কিশোরী
মুহাম্মাদ কত না উত্তম প্রতিবেশী।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) তাদের প্রানঢালা ভালবাসা লক্ষ্য করে বললেন, খুকীরা তোমরা কি আমাকে ভালবাস?

তারাও তাকে নিজেদের চেয়েও বেশী ভালবাসে, তারা সমস্বরে জবাব দিল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বললেন. তোমরাও আমার কাছে খুব প্রিয়।

নিকাহ

যায়েদ বিন আসিমের সংগে তার প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিবাহ হয় আরবা বিন আমরের সংগে। তিনি মোট চারটা সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলেন। এদের দু'জন প্রথম স্বামীর ঔরসজাত। সন্তানদের নাম হাবীব, আব্দুল্লাহ, তাসিম ও খাওয়াসা।

ইসলাম কবুল

মক্কার আসমানে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা। আবু জেহেল আবু সুফিয়ান প্রমুখ আরব নেতৃবৃন্দের অত্যাচারে মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ)-এর বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসীগণ জর্জরিত। মক্কার কায়েমী স্বার্থবাদীদের দল ইসলাম ও নওমুসলমানদের নিস্তানাবুদ

করার জন্য বদ্ধ পরিকর। ইসলামের ইতহাসের সে সংকট মুহূর্তে পবিত্র মদীনা নগরী থেকে এলেন দুজন লোকের একটা হজ্জ যাত্রীদল। নতুন আদর্শ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তারা সংগ্রহ করলেন। বিশ্বাস করলেন তারা মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ)–এর রেসালতে। পরবর্তী বছরে তারা আরও দু'জনকে সাথে নিয়ে এলেন আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর কাছে। নবী করীম (সাঃ) ইসলাম প্রচারের জন্য একজন সাহাবীকে উক্ত দলের সংগে মদীনায় প্রেরণ করলেন।

মদীনার তৃষ্ণ মাটি ইসলামের সঞ্জিবনী সুধা পান করার জন্য উম্মুখ ছিল। সামান্য কিছু দিনের মধ্যেই মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ ইসলাম কবুল করে নিলেন। মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ)–এর নবুওয়াত উম্মে আম্মারা (রাঃ) ও তাঁর খান্দানের লোকদের মনেও আদর্শের আগুণ জ্বালিয়ে দিল। তাঁরাও এসে হাযির হলেন নির্যাতিত মানবাতার কাতারে। মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য উম্মে আম্মারা (রাঃ) ও তাঁর রিশতাদারগন সপে দিলেন নিজেদের জানমাল মুহাম্মাদ (সাঃ)–এর নিযুক্ত প্রচারকের কাছে।

আবার হজ্জের মওসুম এল। উম্মে আম্মারা (রাঃ) ও তাঁর স্বামী আরবা বিন আমরও রওয়ানা হলেন ৭২ জন নওমুসলমানের সংগে মক্কা মোয়াজ্জমার যিয়ারতের জন্য। কিন্তু মনের নিভৃত কোনে যে আকাঙ্খাটি একটি বছর ধরে প্রতি পালিত হচ্ছে তা হল বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাঃ)–এর দর্শন। তাঁদের মনের গোপনতম আকাঙ্খা পূর্ণ হল। তের নববী সনে ১২ই জিলহজ্জ গভীর রাত্রে আকাবার পাদদেশে গোপন কেন্দ্রে আল্লাহর নবীর সাক্ষাত পেলেন। মদীনার মুসলমানরা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর কাছে বাইয়াত করলেন। তারা বললেন আপনি মদীনায় চলুন, আমরা আপনার জন্যে আমাদের জানমাল ও আওলাদ কোরবান করে দেব। বাইয়াত অর্থ বিক্রয় করা। মুসলমানগণ আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–কে সামনে রেখে আল্লাহর কাছে তাদের ধন দৌলত এবং জীবন বিক্রয় করেছিলেন বেহেশতের বিনিময়ে বলাবাহুল্য মুসলমানগণ আরও ওয়াদা করলেনঃ

একঃ আমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করব, অন্য কাউকেও তাঁর শরীক করবনা।

দুইঃ আমরা কখনও ব্যভিচারে লিপ্ত হব না,

তিনঃ চুরি, ডাকাতি করব না।

চারঃ আমরা কখনও সন্তান হত্যা করবনা।

www.pathagar.com

পাঁচঃ আমরা কাউকেই মিথ্যা ও অন্যায় ভাবে দোষারোপ করব না।

ছয়ঃ আমরা কখনও লোককে প্রতারিত করব না এবং কোন অবস্থায়ই গিবত ও চোগলখোরী করব না।

সাতঃ আমরা সকল হক কাজে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর হুকুম মেনে চলব।

বলাবাহুল্য বাইয়াত শেষ হলে উম্মে আম্মারার স্বামী তাঁকে এবং অপর মহিলা উম্মে মুনীইকে হাযির করে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এ দু'জন মহিলাও বাইয়াত করার জন্য আমারেদ সঙ্গে এসেছেন। রাসূলে খোদা (সাঃ) বললেনঃতোমাদের যে শর্তে বাইয়াত করা হয়েছে,. সে শর্তে এদেরও বাইয়াত করা হবে। মুসাফা করার কোন প্রয়োজন নেই। আমি মহিলাদের সংগে মুসাফা করি না।

ওহুদের যুদ্ধ

মহনবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ) ওহুদ পর্বতের পাদদেশে পঞ্চাশজন তিরন্দাজ মুসলমানের একটি দল নিয়োগ করলেন। পশ্চাত দিক থেকে শত্রুপক্ষ আক্রমনের জন্য ধাবিত হলে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। দ্বিতীয় হুকুম না দেয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করতে তাদের বারণ করলেন।

যুদ্ধ শুরু হলো। আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী মুসলিম বাহিনীরই জয় হলো প্রথমে। আল্লাহু আকবর ধ্বনী শুনে তীর নিক্ষেপকারীগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। নিজেদের কর্তব্য ভুলে গিয়ে তারা যুদ্ধের পরিত্যক্ত সম্পদ সংগ্রহে লেগে গেলেন। এদিকে পেছনের পথ অরক্ষিত পেয়ে খালিদ তার সৈন্য নিয়ে অপ্রস্তুত মুসলমানদের উপর হামলা করে বসলেন। শুরু হল, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, এবার সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। মুসলমানগণ কাবু হয়ে পড়লেন একেবারে। বীর হানযালা, আনাস (রাঃ), আমীর হামযা (রাঃ) প্রমুখ প্রখ্যাত সাহাবীগণ শহীদ হলেন।

কাফেররা নবী (সাঃ)-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল

কাফেররা চতুর্দিক থেকে মহানবীর উপর ঝাপিয়ে পড়তে লাগল। তারা হুঙ্কার ছাড়তে লাগলঃ কোথায় মুহাম্মাদ, তার সন্ধান কেউ বলে দেবে। সে বেঁচে থাকলে আমাদের নিস্তার নেই।

নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে দৌড়ে এলেন

যুদ্ধের ময়দানে এ ধরণের মারাত্মক পরিস্থিতি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর জীবন কালে এ ঘটনার পূর্বে বা পরে কখনও উদ্ভব হয় নি। অদূরে উম্মে আম্মারা (রাঃ)

www.pathagar.com

আহত সৈনিকদের শুশ্রুষা করছিলেন। নবী করীম (সাঃ)–কে শত্রু বেষ্টিত দেখে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না সেখানে। নিজের জীবন যায় যাক তাতে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর জীবন অনেক অনেক মূল্যবান। নির্যাতিত মানবাতার মুক্তিদূত পয়গম্বরের আল্লাহর জীবনের হেফাযত করা প্রত্যেক মুমিন নারী পুরুষের কর্তব্য। পানির মশক ফেলে দিলেন হাত থেকে। হাতের কাছে যা সামান্য অস্ত্র পেলেন তা তুলে নিলেন। ঝড়ের গতিতে দৌড়ে এলেন নবী করীম (সাঃ)–এর নিকট। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর উপর আক্রমন করার জন্য যারা ছুটে আসল তিনি তাদের বীরবিক্রমে প্রতিরোধ করতে লাগলেন। প্রথমে তার হাতে কোন ঢাল ছিল না। অনেক সন্ধান করে কোনক্রমে ১টি ঢাল যোগাড় করে তিনি কাফেরদের আক্রমন প্রতিহত করতে লাগলেন। কাফেরদের আক্রমনের তীব্রতা এত বেশী ছিল যে, অনেক বীর সৈনিকও নিজেদেরকে দৃঢ়পদ রাখতে পারেননি। এ ধরণের মারাত্মক ও নাজুক পরিস্থিতিতে উম্মে আম্মারা (রাঃ) অতুলনীয় বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। যাতে কাফেরগণ আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–কে হামলা করতে না পারে তার জন্য তিনি এক অলভ্ঘনীয় প্রাচীর হিসেবে কাজ করছিলেন। তাই তাকে খতম করার জন্য বারবার কাফের সৈন্যগণ হামলা করতে লাগল। একজন অশ্বারোহী কাফের সৈন্য এসে তাকে আক্রমন করল,তিনি ঢালের সাহায্যে তা প্রতিহত করলেন। সৈন্যটি অপরদিকে মুখ ফিরালে তিনি তার ঘোড়ার পা কেটে দিলেন। ঘোড়া মাটিতে পড়ে গেল আরোহীসহ। নবী করীম (সাঃ) উম্মে আম্মারা (রাঃ)–এর ছেলে দুটোকে তাঁর সাহায্যার্থে ডেকে পাঠালেন, তারা এসে শত্রু সৈন্যকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন।

পুত্রও আহত হলেন

ওহুদের যুদ্ধে উম্মে আম্মারা (রাঃ)–এর পুত্র আবদুল্লাহ আহত হন। তাঁর বাহু থেকে অবিরাম রক্ত ঝরছিল। নবী করীম (সাঃ) হাত ব্যান্ডেজ করার জন্য উম্মে আম্মারকে আদেশ করলেন। আহতদের ব্যান্ডেজ করার জন্য তার কোমরে কিছু সাদা কাপড়ের টুকরো থাকত। একটা নেকড়া খুলে তিনি পুত্রের আহত হস্ত উত্তম রূপে বেঁধে দিলেন। পুত্রের মারাত্মক জখম দেখে তিনি একটুও আক্ষেপ করলেন না। তাকে কোনরূপ সান্তনা দিলেন না। নির্ভীকভাবে আদেশ দিলেনঃ যাও কাফেরদের সাথে লড়।

নবী করীম (সাঃ) তার আদর্শ নিষ্ঠা দেখে খুব প্রীত হয়েছিলেন। কয়েকবার আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন তিনি। তাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ এমন সাহস কার আছে? উম্মে আম্মারা (রাঃ) একটু পরই পুত্রের আঘাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করার

www.pathagar.com

সুযোগ পেলেন। পুত্রকে আঘাতকারী শত্রু তাকে আক্রমন করতে, উদ্যত হলে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উম্মে আম্মারাকে সতর্ক করে বললেনঃ হে উম্মে আম্মারা সাবধান। এ হতভাগা আবদুল্লাহকে জখম করেছে। তিনি পুত্রের আঘাতকারীর উপর প্রবল হামলা করলেন এবং তাঁর প্রতি আক্রমনে আক্রমনকারী শত্রু দুটুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। উম্মে আম্মারার (রাঃ) এ দৃশ্য দেখে নবী করীম (সাঃ) হেসে বললেন হে উম্মে আম্মারাঃ পুত্রের উত্তম প্রতিশোধ নিয়েছ।

ইবনে কামিয়ার সাথে যুদ্ধ

আরবের মশহুর অশ্বারোহী ইবনে কামিয়ার সাথে ওহুদ প্রান্তরে উম্মে আম্মারার যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দূর থেকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে এক হতভাগা পাথর নিক্ষেপ করে। তাতে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর দু'টি দাঁত শহীদ হয়। এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর হেফাযতকারী সাহাবী সৈনিকগণ সম্ভবতঃ আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। ইবনে কামিয়া এ সুযোগ গ্রহণ করে খুব ক্ষিপ্রগতিতে আল্লাইর রাসূল (সাঃ)-এর খুব সন্নিকটে পৌঁছে তাকে আক্রমন করে। এ হামলাতে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর চোহারা মোবারক আহত হয় এবং তা থেকে রক্তের ধারা প্রবাহিত হয়, যা দেখে সাহাবায়ে কেরাম খুব পেরেশান হন। এ দুর্যোগ লগ্নে উম্মে আম্মারা (রাঃ) ইবনে কামিয়াকে হত্যা করার সংকল্প নেন। আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হন এবং তার গতি প্রতিরোধ করেন। ক্ষিপ্রগতিতে তিনি তাকে তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করেন। কিন্তু আল্লাহর দুশমন সুদৃঢ় বর্ম পরিহিত থাকার কারণে উম্মে আম্মারার তলোয়ার ভেংগে যায়। সে উম্মে আম্মারা (রাঃ)-কে পাল্টা আক্রমন করে। সে তার কাঁধে মারাত্মকভাবে জখম করে। তার এ জখম এত গভীর ছিল যে, পূর্ণ এক বছর চিকিৎসা করেও তিনি আরোগ্য লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু আল্লাহর এ সিংহী মোটেই দমিত হলেন না। ভাংগা তলোয়ার দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করলেন। বেশীক্ষণ ইবনে কামিয়া দৃঢ়পদ থাকতে পারলনা। আল্লাহ সুবহানাহু তার অন্তরে ভয় ঢেলে দিলেন। সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেল। উম্মে আম্মারা (রাঃ)-এর জখম থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল। আল্লাহার রাসূল (সাঃ) স্বয়ং তার হাতে পটি বেঁধে দিলেন। কথিত আছে তিনি বাহাদুর সাহাবীদের নাম উল্লেখ করে বললেনঃ আল্লাহর শপথ আজ উম্মে আম্মারা তাদের চেয়ে বেশী বিক্রম প্রদর্শন করেছে।

যুদ্ধের পরও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উম্মে আম্মারার বীরত্বের কথা সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন। উমর (রাঃ) বিন খাত্তাব থেকে বর্ণিত , তিনি বলেনঃ ওহুদ

www.pathagar.com

যুদ্ধের পর আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–কে বলতেশুনেছি যে, ওহুদের দিন আমি সর্বদা তাকে আমার ডানে এবং বামে যুদ্ধ করতে দেখেছি।

এ বীর বাঘিনী ইতিহাসে ওহুদ যুদ্ধের মহিলা হিসেবে খ্যাত।

বারটি জখম হয়েছিল

উম্মে আম্মারা (রাঃ)–এর শরীরে ওহুদের যুদ্ধে কমপক্ষে বারটি আঘাতের চিহ্ন ছিল। পার্থিব কোন লাভের মোহে এ বীর মহিলা যুদ্ধ করেন নি। একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শত্রুর মাঝে। আল্লাহর মনোনিত জীবন বিধান দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হাঁসি মুখে সহ্য করেছিলেন শত্রুর তরবারী ও বর্শার আঘাত, পরকালের শত্রুর সুখের জন্য আহত পুত্রকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন তিনি।

কায়রোস্থ জামেয়া ফুয়াদের সাবেক মুদির এবং মিশরের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শেখ মুহাম্মাদ রেজা তার প্রখ্যাত সিরাত গ্রন্থ 'মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ'তে উল্লেখ করেছেন যে, ওহুদের ময়দানে উম্মে আম্মারা, তার স্বামী এবং দুইপুত্র হাবীব এবং আবদুল্লাহ সহ উপস্থিত ছিলেন। তিনি উম্মে আম্মারা (রাঃ)–এর অতুলনীয় বিরত্বের বিবরণ এভাবে দিয়েছেনঃ যখন মুসলমানগণ পরাজিত হলেন তখন সব কিছু উলট পালট হয়ে গেল। এ নাজুক পরিস্থিতিতে উম্মে আম্মরা যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়পদ ছিলেন। উম্মে আম্মারা বর্ণনা করেনঃ আমি ওহুদের দিন লোকজন কি করছে তা দেখার জন্য বের হলাম। আমি আহতদেরকে পানি পান করাচ্ছিলম। আমি আখেরী হযরত (সাঃ)–এর নিকট পৌছলাম, তখন তিনি তার সাহাবাদের ভিড়ের মধ্যে ছিলেন। সে সময় পর্যন্ত মুসলমানদের পাল্লা ভারী ছিল। কিন্তু যখন মুসলমানগণ পরাজিত হলেন তখন আমি তার চারদিকে যুদ্ধ করতে লাগলাম। আমার তলোয়ার দ্বারা তাকে রক্ষা করতে লাগলাম। শত্রুগণ তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। একটি তীর আমাকে আঘাত করলে আমি আহত হলাম। ইবনে কামিয়া আমার ওপর তীর নিক্ষেপ করেছিল। ঘটনা এভাবে ঘটেছিল, লোকজন পেছনে ছিল। ইবনে কামিয়া সামনে অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞেস করল, মুহাম্মাদ কোথায়? তিনি যদি বেচে যান তা হলে আমার নিস্তার নেই। তখন মাসআব বিন আসির এবং আমি তার মোকাবিলা করতে থাকি। সে তীর নিক্ষেপ করে আমাকে আহত করে, আমিও প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য বার বার তাকে আক্রমণ করি। কিন্তু আল্লাহর দুষমনের শরীরে দু'টা বর্ম ছিল।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উম্মে আম্মারার যুদ্ধের দৃশ্য দেখে বলেছিলেন, হে বাইয়াত গ্রহণ কারীগণ। আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত দান করুন।

উম্মে আম্মারা (রাঃ) নিবেদন করলেন, আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যাতে বেহেশতে আপনার সাথে থাকতে পারি। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে আমার সাথী বানান।

উম্মে আম্মারা জবাব দিলেন, এখন আমি দুনিয়ার কোন মুসিবতের পরওয়া করি না।

আখেরী হযরত তাঁর সম্পর্কে বলেন, আমি তাকে দেখলাম ডানে বায়ে কোনদিকে লক্ষ্য না করে একমাত্র আমার হেফাজতের জন্য সে লড়াই করছিল।

শেখ রেজা আরও বলেনঃ বস্তুত যুদ্ধের ময়দানে একজন মহিলার এটা অসাধারণ বীরত্ব যে, তিনি জিহাদের রাস্তায় আঘাত বরদাসত করেছিলেন। মহিলাত দূরের কথা পুরুষদের পক্ষেও তা বরদাসত করা খুব কঠিন ছিল এবং তার এ কথাও জানাছিল যে, বহু সংখ্যক মুজাহিদ কাফেরদের পুনরায় যুদ্ধের ময়দানে প্রত্যাবর্তন এবং আক্রমণের আশঙ্কায় যুদ্ধ ময়দান থেকে চলে গিয়েছিলেন ।এটা খুবই প্রনিধানযোগ্য যে, মুসলমান মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার সময় শাহাদাতের চিন্তা করতেন যাতে জান্নাতুল খুলদ –চিরন্তন জান্নাতে –প্রবেশ করতে পারেন। এ আকিদার ভিত্তিতে তারা দুনিয়ার যিন্দেগীর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করতেন না। কেননা, দুনিয়ার যিন্দেগী ধ্বংশশীল এবং তাতে দুঃখ কষ্ট এবং ব্যাথা বেদনা ছাড়া আর কিছুই নেই। জান্নাত হল স্থায়ী এবং চিরদিন থাকার স্থান। সেখানে চিরদিন শহীদগণ এবং সালেহ ব্যক্তিগণ আল্লাহর নিয়ামত উপভোগ করবেন। এ দূর্বার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে মহিলারাও পুরুষের পাশাপশি জিহাদ করতেন, আহতদের মলম লাগাতেন ও পাট্টি বাধতেন।

যুদ্ধে তিনি বাহু হারালেন

ওহুদের যুদ্ধ ব্যতীত তিনি খয়বর, ইয়ামামা প্রভৃতি যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করে ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জল অধ্যায় সংযোজন করেছেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর ওফাতের পরও বিপ্লবী দলের এ উঁচুদরের মহিলাকর্মী বহুদিন বেঁচে ছিলেন, খলিফা আবু বকর (রাঃ)–এর শাসনকালে তিনি একটা যুদ্ধে সক্রিয়

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বৃদ্ধ বয়সের আরও একটি বীরত্বপূর্ণ ঘটনা নিম্নে বিবৃত হলো। আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতের সময় নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার মোসায়লামার বিরুদ্ধে ইয়ামামাতে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

নবী করীম (সাঃ)-এর ওফাতের কিঞ্চিত পূর্বে ইয়ামামার যালিম সরদার মোসায়লামা নবুওয়াতের দাবী করে, কথিত আছে যে, সে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে লিখেছিলঃ

"আল্লাহর রাসূল (?) মোসায়লামার (আল্লার গযব বর্ষিত হোক) নিকট থেকে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি। আমাকে আপনার রেসালতে শরীক করা হয়েছে। অর্ধেক রাজত্ব আমার এবং অর্ধেক রাজত্ব কোরায়েশ গোত্রের। কিন্তু কোরায়েশগণ এক যা্লিম সম্প্রদায়।"

রাসূলে খোদা নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদারকে লিখলেনঃ "রহমান রহিম আল্লাহর নামে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট থেকে মোসায়লামা কাযযাবের (মিথ্যাবাদীর) প্রতি। যে হোদায়াত অনুসরণ করে তার প্রতি সালাম শান্তি। তুমি জেনে রেখ যে, রাজত্বের মালিক আল্লাহ। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে খুশী রাজত্বের অধিকারী করেন। আখেরাতের কল্যাণ একমাত্র আল্লহভীরুদের জন্য।

চিঠি প্রেরণের মাত্র একদিন পর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) জান্নাতবাসী হন। তিনি নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদারের বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করার অবকাশ পাননি। তাঁর ওফাতের পর পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়। মোসায়লামার গোত্রে ইসলাম ত্যাগ ও বিদ্রোহের আগুণ জ্বলে উঠে। তার গোত্রে চল্লিশ হাজার লোক তার পথ অনুসরণ করে। এদের প্রত্যেক লোকই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার উপযুক্ত ছিল। তাই শক্তির মোহে অন্ধ হয়ে মোসায়লামা নিজেকে পয়গম্বর হিসেবে ঘোষণা করল। তার অসত্য নবুওয়াতকে কেহ অস্বীকার করলে সে এবং তার অনুসারীগণ খুবই যুলুম করত।

এ সময় একদিন উম্মে আম্মারার পুত্র হাবীব বিন যায়েদ আম্মান থেকে মদীনা আসছিলেন। মিথ্যা নবুওয়াতের অধিকারীগণ তাঁকে রাস্তা থেকে পাকড়াও করে মোসায়লামার কাছে হাযির করে। মোসায়লামা তাকে জিজ্ঞেস করলঃ তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান করবে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ সে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করলঃ মুসায়লামা আল্লাহর রাসূল তা কি তুমি বিশ্বাস কর না?

www.pathagar.com

তিনি শক্ত ভাষায় মিথ্যা নবুওয়াতের প্রতিবাদ জানালেন, মোসায়লামা হাবীব বিন যায়েদের এক হাত কেটে দিল। প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল মুসায়লামা। মর্দে মুমিন হাবীব একটুও ভীত হলেন না, নির্ভীক কণ্ঠে মিথ্যার প্রতিবাদ জানালেন, যালিম মুসায়লামা তার অপর হাত কেটে দিল। একে একে মোসায়লামা তার প্রত্যেকটি অঙ্গ কেটে ফেলল। কিন্তু উম্মে আম্মারার পুত্র দ্বীনের নির্ভীক সেনানী প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করলেন আল্লাহর সন্তুষ্টি।

সত্যের জন্য, নিজের মতাদর্শের জন্য তিনি বিলিয়ে দিলেন নিজের প্রাণকে। মিথ্যা ও যুলুমের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি অমর হয়ে থাকলেন সকল যুগের মানুষের অন্তরে। এ মর্মন্তুদ ও লোমহর্ষক খবর মদীনায় এস পৌঁছলে উম্মে আম্মারা (রাঃ) একটুও বিচলিত হলেন না। আল্লাহার সন্তুষ্টি লাভের জন্য মাতৃমনের দুর্বলতা সরিয়ে ফেললেন তিনি। কারণ তিনি জানতেন আল্লাহর পথে যারা শহীদ হয় আসলে তারা মৃত নয়। বরং তারা জিন্দা, যারা শহীদ, তারা আল্লার প্রিয়তম মানুষ।

তিনি ধৈর্যধারণ করলেন এবং শপথ করলেন যে, যদি ইয়ামামার মিথ্যাবাদীকে শায়েস্তা করার জন্য আমিরুল মোমেনীন আবুবকর (রাঃ) কোন ফৌজ প্রেরণ করেন, তাহলে তিনিও গমন করবেন এবং মোসায়লামাকে হত্যা করবেন।

আবু বকর (রাঃ) এ দুর্ঘটনার সংবাদ জ্ঞাত হয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)-কে সিপাহসালার করে ৪ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী ইয়ামামায় প্রেরণ করলেন। বলাবাহুল্য উম্মে আম্মারা (রাঃ)-ও বার্ধক্যের ক্লান্তি ও দুর্বলতাকে অস্বীকার করে খালিদ বিন ওয়ালিদের সংগে রওনা হলেন মিথ্যা পয়গম্বরকে খতম করার জন্য।

প্রচন্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মোসায়লামা (আল্লাহর অভিসম্পাত তার উপর) খুব নৈপুন্যের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করে। কিন্তু খালিদ বিন ওলিদের নেতৃত্বে মাত্র ৪ হাজার মুসলিম সৈন্য ৪০ হাজার সৈন্যকে পিছু হটাতে বাধ্য করে। মোসায়লমার পুত্র শরজবিল সৈন্যদের পশ্চাদাপসারণ বন্ধ করার জন্য এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দান করে, সে তাদেরকে জাতীয় চেতানয় উদ্বুদ্ধ করে। সে তাদেরকে বলেঃ হে বনু হানিফা, নিজেদের প্রাণ হাতের মুঠোয় রেখে মুসলমানদের মোকাবেলা কর। আজ জাতীয় মর্যাদা ও সাহসিকতার দিন। যদি তোমরা পরাজিত হও তাহলে মুসলমানগণ তোমাদের পরিবার পরিজনকে অধীন করে ফেলবে । তাই তোমাদের পরিবার পরিজনের হেফাজতের জন্য জীবন উৎসর্গ কর। শরজবিলের বক্তৃতা মোসায়লামার

www.pathagar.com

বাহিনীকে তথা কথিত জাহেলী জাতীয় চেতনায় খুবই উদ্বুদ্ধ করল। তারা বিদ্যুতের গতিতে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা প্রায় বারশত মুসলমানকে শহীদ করল। মুসলমান সৈন্যদের যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন হয়ে পড়ল। আল্লাহ খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদের মঙ্গল করুন। তিনি এক নতুন ফন্দি আঁটলেন। মুসলিম সৈন্যদের বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে যুদ্ধ করতে হুকুম করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, স্ব স্ব গোত্রের পতাকার নীচে যুদ্ধ করলে কোন গোত্রের লোক ইসলামের হেফাযতের জন্য কতবেশী দৃঢ়পদ রয়েছে তা তিনি আঁচ করতে চান।

এক গোত্রের লোক অপর গোত্র থেকে বেশী কোরবাণী প্রদান করার সংকল্প নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে দ্বিগুণ তিনগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মোসায়লামা ও তার বাহিনীর ভয়ংকর হামলা সত্ত্বেও মুসলমানগণ নিজেদের জীবনের বিনিময়ে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। কাফের সৈন্যগণ পেছনে হটতে লাগল। অবশেষে মোসয়লামা আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধ করার জন্য একটি সুরক্ষিত বাগানে সৈন্যদের নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল। মুসলমানগণ তীর ও তরবারীর আঘাত উপেক্ষা করে বাগানের প্রাচীরে আরোহন করলেন এবং ফটক খুলতে সক্ষম হলেন। শেষ পর্যায়ের এ যুদ্ধ প্রচন্ড ও ভয়ঙ্কর হল। সত্য বিজয়ী হল। অসত্য পরাজিত হল।

খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)–এর বাহিনী মিথ্যা পয়গম্বরের আট বা নয় হাজার অনুসারীদেরকে হত্যা করেন।

উম্মে আম্মারা (রাঃ) শত্রুদের তীর ও তরবারীর আঘাত সহ্য করে মোসায়লামার দিকে ধাবিত হন এবং তাকে আক্রমণ করেন। শত্রু ব্যূহ ভেদ করে অগ্রসর হওয়ার সময় শত্রুর তরবারীর আঘাতে তার দেহ থেকে একটা বাহু খসে পড়ে। কিন্তু এ বৃদ্ধা মহিলা এতে একটুও দমলেন না, ইস্পাত কঠিত সংকল্প নিয়ে তিনি মোসায়লামার দিকে ধাবিত হলেন। ফেৎনার মূল উৎস মোসায়লামাকে তাঁর হত্যা করা চাই। ইতিমধ্যে আরও দু'টো তরবারী এসে মোসায়লামার অবাধ্য আত্মাকে পরপারে পাঠিয়ে দিল। বলাবাহুল্য পুত্র আবদুল্লাহকে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি হত্যা করেছ? আবদুল্লাহ জবাব দিলেন আমি এবং ওহ্সী তাকে হত্যা করেছিলাম, জানিনা কার তরবারীর আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে।

উম্মে আম্মারা খুব খুশী হলেন এবং আল্লাহর শোকর আদায়ের জন্য সিজদা করলেন।

www.pathagar.com

তাঁর শরীরে বারটি জখম হয়েছিল। অধিক রক্তক্ষরণের জন্য তিনি দুর্বল হয়ে পড়লে খালিদ বিন ওয়ালিদ তাঁর শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন।

তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর একজন প্রিয় মহিলা কর্মী ছিলেন। একদিন রাসূলে আকরাম (সাঃ) উম্মে আম্মারা (রাঃ)-এর গৃহে আসলেন। উম্মে আম্মারা (রাঃ) তাঁকে কিছু নাস্তা প্রদান করেন। রাসূলে করীম (সাঃ) তাকে বললেন,তুমি খাদ্য গ্রহণ কর। উম্মে আম্মারা (রাঃ) বললেন, আমি রোযা রেখেছি । নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ রোযাদারের সামনে কোন কিছু খেলে ফেরেশতা তার উপর দরূদ পাঠকরেন।

প্রথম খলিফা আবুবকর (রাঃ) প্রায়ই তার ঘরে আসতেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা জিজ্ঞেস করার জন্য। উমর (রাঃ)-ও তাঁকে অত্যধিক সম্মান করতেন। একবার যুদ্ধের পরিত্যক্ত সম্পদের সংগে একখানা মূল্যবান দোপাট্টা ওমর (রাঃ)-এর কাছে এসেছিল । অনেক লোক অনেক পরমর্শ দিলেন। কেহ বললেন উমরের পুত্র আবদুল্লাহর স্ত্রীকে প্রদান করার জন্য। কেহ পরামর্শ দিলেন খলিফার স্ত্রী কুলসুম বিন আলীকে তা প্রদান করার জন্য। উমর (রাঃ) কোন পরামর্শে কান দিলেন না। তিনি বললেন, আমি উম্মে আম্মারা (রাঃ)-কে ইহার সবচাইতে বেশী হকদার মনে করি এবং তাঁকই ইহা প্রদান করব। ওহুদের প্রান্তরে রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ যে দিকে দৃষ্টি পড়ে, সেদিকেই উম্মে আম্মারাকে যুদ্ধ করতে দেখেছি। উমর (রাঃ) মূল্যবান বস্ত্র তাঁর জন্যেই পাঠিয়ে দিলেন।

অসীম সাহসিকতা অতুলনীয় খেদমত এবং অনুপম নিষ্ঠার জন্য উম্মে আম্মারা (রাঃ) সর্বযুগের ও সর্ব কালের আদর্শ সচেতন সংগ্রামী মানুষের আদর্শ হয়ে থাকবেন। প্রয়োজনবোধে পর্দানশীন মহিলাকেও যে বাতিলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয় তা উম্মে আম্মরা (রাঃ)-এর বিপ্লবী জীবন থেকে জানা যায় ।

www.pathagar.com

উম্মে আতিয়া (রাঃ) বিনতে হারিস

নাম নাসিবা (রাঃ), ডাকনাম উম্মে আতিয়া। ডাক নামে তিনি প্রসিদ্ধ। পিতার নাম হারিস। মদীনা তাইয়েবার বাসিন্দা। বনুনাজ্জার গোত্রের মেয়ে।

উম্মে আতিয়া (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে আনসারদের 'সাবিকুনুল আউয়ালুন' এর অন্তর্ভুক্ত । উকাবার দ্বিতীয় শপথের পূর্বে উম্মে আতিয়া (রাঃ) রেসালতে মুহাম্মাদীর ইসলামী সমাজ গঠনের পয়গামকে স্বাগতম জানান।

হিজরতের পর মদীনা তাইয়েবা নতুন রূপ ধারণ করে। ইসলাম নারী পুরুষ নির্বিশেষে নবজাগরণের সৃষ্টি করে। কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ভিত্তিতে নতুন পৃথিবী গড়ার দুর্বার আগ্রহ নিয়ে মদীনাবাসীগণ অগ্রসর হন। দূরদুরান্ত থেকে আল্লাহর রাসুলের দরবারে ইসলাম কবুল করার জন্য লোক আসত । ইসলাম নারী সমাজকেও পুরুষের দাসীগিরী থেকে মুক্তি দিয়ে মানবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মদীনার নারীকূল বুঝতে পারলেন ইসলামের আলো যুগযুগান্তের অন্ধকারের বুক চিরে আলোর বন্যা নিয়ে এসেছে । আইয়ামে জাহেলিয়াতের কাল আধারে পশুর মত জীবন যাপন করতে হবে না। মদীনার হর্ষোৎফুল্ল মহিলা সমাজ আল্লাহর রাসূলের নিকট বাইয়াত করতে এলেন। হিজরতের কিঞ্চিত পূর্বে এবং হিজরতের পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদেরকে এক নির্দিষ্ট তারিখে এক স্থাণে একত্রিত করা হল। তাদের নিকট থেকে অঙ্গিকার গ্রহণ করা হবে। নতুন সমাজের মানুষ হিসেবে কি করতে হবে তার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দিতে হবে। উম্মে আতিয়া (রাঃ) তাদের একজন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট ইতিপূর্বে বাইয়াত করেন নি।

উম্মে আতিয়া (রাঃ) এবং অন্যান্য মহিলার নিকট থেকে শপথ গ্রহণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ উমর (রাঃ) বিন খাত্তাবকে পাঠিয়েছিলেন। উমর মেয়েদের হাত স্পর্শ না করে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। উমর (রাঃ) হাত বাড়ালেন এবং মেয়েরাও হাত বাড়ালেন কিন্তু হাত স্পর্শ করল না। কারণ রাসূল (সাঃ)-এর তরিকা হল পুরুষ মেয়েদের সাথে করমর্দন করবে না । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্পষ্টভাবে তা হারাম করে দিয়েছেন চির দিনের জন্য ।

www.pathagar.com

উমর ফারুক তাদের নিকট থেকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিলেন তা হলঃ

একঃ তারা আল্লাহর সাথে কাকেও শরীক করবে না, অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব, কর্তৃত্ব; অধিকার এবং এখতিয়ারের ক্ষেত্রে কোন মানুষ বা পদার্থকে শরীক করা যাবে না। বিশ্বাস ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ লা–শরীক।

দুইঃ তারা নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না। অর্থাৎ অভাবের কল্পিত আশঙ্কায় মেয়ে সন্তানাকে হত্যা করা যাবে না। জাহেলী যুগের পরিবার পরিকল্পনার মুলোচ্ছেদ করার জন্য এ ধরণের প্রতিশ্রুতি নেয়া হত।

তিনঃ তারা চুরি করতে পারবে না।

চারঃ তারা ব্যভিচার করবেনা। ব্যভিচার এমন এক জঘন্য অপরাধ যা মানুষের বংশের ধারা বিনষ্ট করে দেয়। তাই ইসলাম কঠোরতার সাথে ব্যভিচার ও তার যাবতীয় উপায়– উপকরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

পাঁচঃ কারও বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া যাবে না।

ছয়ঃ ভাল কথা ও কাজ অস্বীকার করা যাবে না।
বাইয়াত অনুষ্ঠাণের পর উম্মে আতিয়া (রাঃ) উমর (রাঃ)–কে জিজ্ঞেস করলেন ভাল কথা ও কাজ অস্বীকার করা যাবে না তার অর্থ কি?

উমর (রাঃ) বললেন, মৃতের জন্য মাতম করা যাবেনা, বুক চাপড়ান যাবে না বা চুল ছিড়া যাবে না।

এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, উম্মে আতিয়া (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–কে বলেছিলেন যে, এক মহিলা তার কোন আত্মীয়ের জন্য 'মাতম' করেছে তাই একদিন সে মহিলার বাড়ীতে গিয়ে তাকেও 'মাতম' করতে হবে। আল্লাহর রাসূল তাকে অনুমতি প্রদান করলেন।

মুহাক্কি গণ এটা উম্মে আতিয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর বিশেষ অনুমতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

যুদ্ধের ময়দানে উম্মে আতিয়া (রাঃ) যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বদর ওহুদ সহ সাতটি যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর সাথে শরীক ছিলেন। তিনি মুজাহিদদের জন্য খানা পাকাতেন, আহতদের জখমের স্থানে মলম লাগাতেন, পট্টি বাঁধতেন, অসুস্থদের সেবা সুশ্রুষা করতেন। উম্মে আতিয়া বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে (সাঃ)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি।

আমি মুজাহিদদের দ্রব্য-সামগ্রী দেখাশুনা করার জন্য পেছনে থাকতাম মুজাহিদদের খানা পাক করতাম, জখমীদের চিকিৎসা করতাম, এবং বিপদগ্রস্তদের দেখাশুনা করতাম।

রাসূল (সাঃ) তাঁর এ নিবেদিতা প্রাণ সাহাবিয়াকে অত্যধিক স্নেহ মহব্বত করতেন। একবার রাসূলুল্লাহ তাকে একটা সাদকার বকরী প্রেরণ করেন। উম্মে আতিয়া জবেহ করে তার গোশত সকলকে বিলিয়ে দেন। তার এক হিস্‌সা উম্মুল মুমিনীন আয়েশার ঘরেও প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর হুজরাতে এসে খাবার চাইলেন। আয়েশা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ঘরে কোন খাবার নেই। অবশ্য আপনি যে বকরী নাসিবাকে পাঠিয়েছিলেন তার গোশত ঘরে আছে।

আয়েশা (রাঃ)-এর এধরনের বলার অর্থ হল আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর জন্য সাদকার জিনিস নিষিদ্ধ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাব দিলেন, তুমি নিয়ে আস। বকরী তার হকদারের নিকট পৌছে গিয়েছে।

রাসূল তনয়া যয়নব (রাঃ) এর ইনতিকালের পর উম্মে আতিয়া (রাঃ) আরও কতিপয় মহিলা সহ তার গোসল করান। রাসূলুল্লাহ পর্দার বাইরে থেকে উম্মে আতিয়াকে গোসলের তরিকা বলে দেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, উম্মে আতিয়া (রাঃ) বলেন, যখন আমরা রসূল-তনয়াকে গোসল দিচ্ছিলাম তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদের নিকট এলেন। পানি এবং বরই পাতার দ্বারা তাকে দু'তিনবার গোসল দাও। প্রয়োজন বোধে তার চেয়ে বেশী গোসল দিতে পার। শেষ গোসল দেয়ার সময় পানির সাথে কর্পূর মিশাও। গোসল শেষ হলে আমাকে খবর দাও। গোসল শেষ করে আমরা তাকে খবর দিলাম। তিনি তার তহবন্দ আমাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললে তহবন্দ দ্বারা মৃতের শরীর আবৃত কর।

www.pathagar.com

অপর এক বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বেজোড় সংখ্যায় ডান দিক থেকে অজুর অঙ্গ থেকে গোসল দিতে বলেছিলেন। উম্মে আতিয়া বলেন আমরা রাসূল তনয়ার চুল তিনভাগ করে ঝুটি বেঁধেছিলাম এবং তা কমরের দিকে রেখেছিলাম।

গোসলের নিয়ম কানুন সম্পর্কে উম্মে আতিয়ার অভিমত গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে, অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবী এবং তারেয়ীন তার নিকট থেকে মৃতের গোসলের মাসয়ালা শিক্ষা করতেন।

উম্মে আতিয়া যেসব বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা হল মৃতের গোসল, মৃতের জন্য শোক প্রকাশ, জানাযায় মেয়েদের শরীক না হওয়া, ঈদের নামাযে মেয়েদের শরীক হওয়া প্রভৃতি। মুহাদ্দীসগণ তার বর্ণিত হাদসিকে খুব নির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করেছেন।

মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করা সম্পর্কে সহীহ বুখারীর হাদীসে তিনি বলেন, তিন দিনের বেশী কারও জন্য শোক প্রকাশ করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক করার হুকুম রয়েছে। এ সময় সুরমা লাগান যাবে না, খুশবু ব্যবহার করা যাবে না এবং উৎকৃষ্ট রঙ্গীন ইয়েমেনী চাদর পরিধান করা যাবে না।

তিনি বলেন, জানাযার সাথে আমাদেরকে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু জোর দিয়ে নিষেধ করা হয় নি।

কেফাহবিদগণ যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাহল যেহেতু মেয়েরা সাধারণতঃ কম ধৈর্যশীলা এবং অধিক কান্না কাটি করে তাই তাকে কবরস্থানে যেতে নিষেধ করা হয়েছে, তবে পরহেজগার মুত্তাকি এবং ধৈর্যশীলা মহিলা জানাযার সাথে কবরস্থানে যেতে পারেন।

ইসলাম মহিলাদেরকে মুসলিম উম্মাতের অংশ জ্ঞান করে, তাই তাদের চিন্তাধারার গঠন, ইসলামী আদর্শে তাদের অনুপ্রাণিত করা এবং ইসলামের খুশীর দিনগুলিতে তাদের অংশ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। উম্মে আতিয়া বলেন, ঈদগাহে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে হুকুম প্রদান করা হত। এমন কি কুমারী

www.pathagar.com

মেয়েদেরকেও নিয়ে যাওয়া হত। হায়েজা স্ত্রীলোকদেরকে (তারা) ঈদগাহের এক প্রান্তে বসত। তকবিরের সাথে তকবির বলতে হুকুম করা হত। তাদেরকে দোয়ার সাথে দোয়া করতে এবং সে দিনের খায়ের ও বরকতের সাথে শরীক হতে বলা হতো। জুমা ও ঈদের দিনে যাতে মেয়েরা শরীক হতে পারে তার ইনতেযাম করা উম্মতের দায়িত্ব। কারণ জুমা ও ঈদের বরকত ও ফজিলত থেকে মুসলিম উম্মতের মা-বোনকে বঞ্চিত রাখা এবং সুন্নত পালন করতে তাদেরকে না দেয়া নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু নয়। উম্মে আতিয়া (রাঃ) দ্বীনী ইলমের ক্ষেত্রে খুব বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি ৪১ টি গুরুত্ব পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দীসগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাকে চতুর্থ পর্যায়ের অন্তর্গত করেছেন।

উম্মে আতিয়া (রাঃ) -এর জীবনের বৈশিষ্ট্য হল যে তিনি রেসালতে মুহাম্মাদীর শুধু মৌখিক স্বীকৃতি দেননি। তিনি যথাসাধ্য আল্লাহর রাসূলের হুকুম তামিল করতেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য ছাড়া ইশাকে রাসূল এক অর্থহীন বিষয়। রাসূলের অনুমতি ব্যতিত তিনি কোন কাজ করতেন না। সাধ্যানুযায়ী যথাযোগ্য ও পরিপূর্নভাবে রাসূলে খোদার আনুগত্য করার কারনে উম্মে আতিয়া (রাঃ) সাহাবীয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করেছিলেন। তিনি যে ভাবে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর আক্রমন থেকে রাসূলুল্লাহকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন ঠিক সেভাবে সমাজ জীবনে আল্লাহ ও তার রাসূলের হুকুম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করেছেন।

শোক দুঃখের সময়ও তিনি আল্লাহর রাসূলের হুকুম মোতাবেক জীবন পরিচালনা করতেন। খেলাফতে রাশেদার আমলে উম্মে আতিয়ার এক সন্তান জিহাদে অংশ গ্রহন করেন। জিহাদের ময়দানে তিনি আহত হন এবং চিকিৎসার জন্য তাকে বসরা শহরে স্থানান্তরিত করা হয়। উম্মে আতিয়া পুত্রের আহত হওয়ার খবর পেয়ে তাকে দেখার জন্য বসরার পথে মদীনা ত্যাগ করেন। বসরায় পৌছার পূর্বেই তার পুত্র ইনতিকাল করেন। তিনি শোকের সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিলেন। কিন্তু ইন্নালিল্লাহ পড়ে তা বরদাশত করলেন। তিনি কান্নাকাটি করলেন না বা কোন ধরনের মাতমও করলেন না। তৃতীয় দিন খুশবু ব্যবহার করলেন এবং বললেন,

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) স্বামী ছাড়া অন্য কারও জন্য তিন দিনের বেশী শোক করতে নিষেধ করেছেন।

www.pathagar.com

নাসিবা ওরফে উম্মে আতিয়া আনসারিয়া (রাঃ) শ্রেষ্ঠা সাহাবিয়াদের অন্যতম। তার শেষ জীবন বসরায় কেটেছে। তিনি আল্লাহর উপর আজীবন সন্তুষ্ট ছিলেন আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন।

উম্মে আবান (রাঃ)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ

–"তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে লড়াই কর, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। কিন্তু সে ব্যাপারে বাড়াবাড়ী ও সীমা লংঘন করিও না, কেননা আল্লাহ সীমা লংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। তাদের সাথে লড়াই কর যেখানেই তাদের সাথে তোমাদের মোকাবেলা হয় এবং তাদেরকে সে সব স্থান হতে বহিষ্কার কর, যেখান হতে তোমাদিগকে বহিষ্কৃত করেছে। এজন্য নরহত্যা যদিও একটি অন্যায় কাজ কিন্তু ফেৎনা ফাসাদ তা অপেক্ষাও অনেক বেশী অন্যায়।"

উম্মে আবান (রাঃ) ইসলামী ইতিহাসের অন্যতম সাহসী এবং যোদ্ধা মহিলা। তিনি উতবা বিন রাবেয়া–এর কন্যা। হিন্দ বিন উতবার বোন। মশহুর সাহাবী আবান বিন সায়ীদ বিন আসের সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

www.pathagar.com

উম্মে আবান ও তার স্বামী আবান বিন সা'য়ীদ (রাঃ) সিরিয়ার রনাঙ্গনে বহু অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। দামেস্কের যুদ্ধে স্বামী আবান (রাঃ) দামেস্কের শাসনকর্তা তুমার হাতে শহীদ হন। উম্মে আবান (রাঃ) স্বামী হন্তা তুমাকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করেন। স্বামীর পরিত্যক্ত অস্ত্রসস্ত্রে নিজেকে সজ্জিত করে যুদ্ধের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়েন এবং রোমানদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করেন। রোমানরা প্রতিরক্ষামুলক যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহন করে। তারা শহরের ভিতর প্রবেশ করে এবং ফটক বন্ধ করে দেয়। প্রাচীর সংলগ্ন বুরুজ থেকে তারা মুসলমানদের দিকে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। একটি বুরুজের মধ্যে একজন রোমান পাদ্রি ক্রুস হাতে বিজয়ের জন্য দোয়া করছিল। উম্মে আবান (রাঃ) তীর নিক্ষেপে খুব পারদর্শী ছিলেন, তিনি পাদ্রীকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করেন, তাতে পাদ্রীর হাত থেকে ক্রুস ছিটকে প্রাচীরের বাইরে পড়ে যায়। মুসলিম সৈন্যগন তা হস্তগত করেন। রোমান সৈন্যগন ভিষণ রাগান্বিত হয় এবং শহরের দরজা খুলে বের হয়ে এসে তারা মুসলমানদের উপর প্রচন্ড হামলা চালায়। মুসলমান সৈন্যগন এ ধরনের হামলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তারা অসীম সাহসিকতার সাথে হামলা মোকাবেলা করেন। উম্মে আবান (রাঃ) রোমানদের উপর তীরের বারি বর্ষনণকরেন। কিন্তু দামেস্কের শাসনকর্তা কোন ভাবেই পশ্চাত অপসরণ করছিল না। প্রাচীন যুদ্ধ রীতি অনুযায়ী সম্ভবতঃ তুমার সারা শরীর ও মাথা বর্মের দ্বারা ভালভাবে আচ্ছাদিত ছিল। উম্মে আবান (রাঃ) তার চোখের উপর তীর নিক্ষেপ করার জন্য মনস্থ করলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে আল্লাহ তাকে সে সুযোগ করে দিলেন এবং তিনি তুমার চোখে তীর নিক্ষেপ করলেন। বলাবাহুল্য এ তীর যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল। দামেস্কের শাসনকর্তা রনাঙ্গন থেকে পালিয়ে গেল এবং সৈন্যগনও তার অনুসরণ করল।

উম্মে আবান (রাঃ) তখন আবৃত্তি করছিলেনঃ

"উম্মে আবান প্রতিশোধ নিয়েছে তার
তাদেরকে আঘাত হেনেছে বারবার।
ভীত তীরের আঘাতে তার
সর্বত্র রোমান সৈন্যদের চিৎকার"

স্বামীর শাহাদাতের পর বহু গন্যমান্য ব্যক্তি তার নিকট শাদীর পয়গাম পাঠান। উম্মে আবান (রাঃ) তালহা বিন উবাইদুল্লাহর প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাদের শাদী হয়ে যায়। কেন তালহা (রাঃ) কে অন্যান্যদের উপর অগ্রাধিকার দিলেন?

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ

আমি তার মহৎ গুনাবলী সম্পর্কে ওয়াকেফহাল । তিনি হাসি মুখে ঘরে আসেন, তিনি হাসি মুখে ঘর থেকে বের হয়ে যান । কোন কিছু চাইলে তা তিনি দিয়ে দেন । না চাইলে চাওয়ার অপেক্ষা করেন না । ত্রুটি হলে তিনি মাফ করে দেন। উম্মে আবানের মৃত্যু কখন হয়েছে তা জানা যায়নি ।

উম্মে আয়মন বিনতে সাআলাবা

مَن سَرَّهُ أَن يَتَزَوَّجَ امرأة مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَتَزَوَّجْ أُمَّ أَيمَن

"যে কোন জান্নাতী মহিলার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় সে উম্মে আয়মনকে বিয়ে করুক।" ---হাদীস

নাম ও পরিচিতি

তার নাম বারকাতাহ । ডাক নাম ছিল উম্মে যেবা । পুত্র আয়মন (রাঃ) এর নাম অনুসারে তাকে উম্মে আয়মন বলা হত এবং এ নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিতা। পিতার নাম সাআলাবা বিন আমর । তিনি আবিসিনিয়ার বাসিন্দা ছিলেন । তিনি কখন এবং কিভাবে মক্কা এলেন তার কোন বিবরণ কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়নি । আখেরী হযরত (সাঃ) –এর পিতা আবদুল্লাহর তিনি দাসী ছিলেন ।

রাসূলে খোদার পাকপবিত্র স্মৃতির এক অধ্যায় উম্মে আয়মনের সাথে জড়িত। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) শৈশবে যাদের স্নেহ মমতা লাভ করেছিলেন তিনি তাদের একজন । আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মাতৃগর্ভে থাকাকালে উম্মে আয়মন বিধবা আমেনার শুধু খেদমতকারিনীই ছিলেন না বরং তার সুখ দুঃখের সঙ্গিনীও ছিলেন । রাসূলে

www.pathagar.com

খোদার জন্মগ্রহনের শুভ লগ্নেও তিনি মা আমেনার খেদমতে নিযুক্তা ছিলেন। শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)–কে সঙ্গে নিয়ে মা আমেনা স্বামীর কবর যিয়ারত করার জন্য ইয়াসরিবে যে সফর করেন তাতেও উম্মে আয়মন শরীক ছিলেন। ফেরার পথে মা আমেনা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বরন করলে শিশু মুহাম্মদ ও উম্মে আয়মন শোকে অভিভূত হন। কিন্তু উম্মে আয়মন মা আমেনার আকস্মিক মৃত্যুতে ধৈর্য্যহীন হন নি বরং অত্যন্ত সাহস ও ধৈর্য্যসহকারে তার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর আমেনার বুকের ধন বিদায়ী মার পবিত্র আমানত শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ) কে অত্যন্ত যত্ন ও দায়িত্ব সহকারে দাদা আবদুল মুত্তালিবের নিকট পৌছিয়ে দেন। কোরায়েশ নেতা আবদুল মুত্তালিব এতিম নাতির ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করেন এবং উম্মে আয়মনকে তার লালন পালনের জন্য নিযুক্ত করেন। উম্মে আয়মন (রাঃ) অন্তরের সকল স্নেহ ভালবাসা উজাড় করে তাকে সেবাযত্ন করেন। শিশু মুহাম্মদ (সাঃ) কে তিনি মাতৃস্নেহ দিয়ে মায়ের অভাব পূরন করার চেষ্টা করতেন।

উম্মে আয়মন মা আমেনা এবং তার শিশু মুহাম্মাদ মোস্তফার ইয়াসরিব সফরের এক গুরুত্ব পূর্ন বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ইয়াসরিব অবস্থানকালে ইয়াহুদীদের এক জামায়াত শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ) কে বারবার এসে দেখে যেতেন। একদিন আমি এক ইয়াহুদীকে এ কথা বলতে শুনলাম, এ শিশু আখেরী যমানার নবী মনে হচ্ছে এবং এ শহর তার হিজরত ভূমি। ইয়াহুদীর এ কথা আমার মনে অংকিত হয়ে রয়েছে।

রাসূলে খোদা বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর উম্মে আয়মনকে আযাদ করে দেন। মক্কায় অবস্থানকারী মদীনার হারিস বিন খাজরাজ খান্দানের উবায়েদ বিন যায়েদের সাথে তার প্রথম বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উবায়েদের ঔরসে এবং তার গর্ভে প্রখ্যাত সাহাবী আয়মন জন্মগ্রহণ করেন।

মক্কার আসমানে ইসলামের সূর্য উদিত হলে আয়মন এবং তার স্বামী রেসালতেমুহাম্মাদীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। উম্মে আয়মন (রাঃ) রাসূলে খোদার পাক পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল ছিলেন। মদীনার ইয়াহুদীদের বক্তব্য তিনি নিজের কানে শুনেছেন। তাই নবী করীম (সঃ) যখন রেসালতের ঘোষণা প্রদান করলেন তখন তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিলম্ব করার কোন কারণ তার ছিল না।

www.pathagar.com

মদীনায় স্বামী উবায়েদের মৃত্যু হলে উম্মে আয়মন মক্কায় চলে আসেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে সর্বোত্তভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেন। তিনি উম্মে আয়মনের গুনাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। একদিন তার দরবারে আগত সাহাবাদের বলেন, যে কোন জান্নাতী মহিলার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় সে উম্মে আয়মনকে বিয়ে করুক। জান্নাতের এ সুসংবাদ শুনার পর রাসূলে খোদার প্রিয় সাহাবী যায়েদ বিন হারেসার সাথে তার দ্বিতীয় বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এ বিবাহ থেকেই তার গর্ভে উসামা বিন যায়েদ জন্ম গ্রহন করেন। মক্কার নির্যাতন সীমা অতিক্রম করলে আল্লাহর রাসূল মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করতে হুকুম করেন। এ ধরনের একটি দলের সাথে উম্মে আয়মন এবং তার স্বামী যায়েদ বিন হারিসও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। বছর কয়েক আবিসিনিয়ায় অবস্থান করার পর স্বামী স্ত্রী মক্কায় ফিরে আসেন। নবী করীম (সাঃ) -এর মদীনা তাইয়েবায় হিযরত করার সময় উম্মে আয়মন মক্কায় থেকে যান। পরবর্তী সময় আল্লাহর রাসূল (সাঃ) -এর নির্দেশ ক্রমে যায়েদ বিন হারিস (রাঃ) মক্কায় থেকে উম্মুল মুমিনীন সওদা, ফাতেমা ,উম্মে কুলসুম, উম্মে আয়মন এবং উসামা বিন যায়েদকে মদীনায় নিয়ে যান।

বার্ধক্যের দুর্বলতা সত্বেও উম্মে আয়মন (রাঃ) অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। নতুন সমাজ ও রাষ্টকে রক্ষা করার জন্য সাধ্যমত কোশেশ করেছেন। ওহুদের যুদ্ধে তিনি শরীক ছিলেন। তিনি আহত ও অসুস্থ মুজাহিদদেরকে সেবা সুশ্রুসা করতেন। খয়বরের যুদ্ধেও তিনি শরীক ছিলেন।

হুনাইনের যুদ্ধে উম্মে আয়মন (রাঃ)- এর সাহসী পুত্র আয়মন (রাঃ) রাসূলে খোদার অতি সন্নিকটে থেকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে আয়মন (রাঃ) শাহাদাতের পেয়ালা পান করলে উম্মে আয়মন আল্লাহর নামে ধৈর্যধারণ করেন। তিনি আয়মন (রাঃ)-এর শিশু পুত্র হাজ্জাজের ভরণ পোষণ এবং তালিম তরবিয়াতের দায়িত্ব গ্রহন করেন। হাজ্জাজ পরিনত বয়সে মদীনা মনোয়ারার এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগনিত হন।

সিরিয়া সীমান্তের আরব শাসক শরজিল বিন আমরের নিকট আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হারিস বিন উমাইর (রাঃ) কে একখানা পত্র সহ প্রেরণ করেন। রাসূলে খোদা তাকে দ্বীন ইসলাম কবুল করার জন্য আহবান করেছিলেন। কিন্তু অহঙ্কারী শরজিল আল্লাহর রাসূলের দূতকে হত্যা করে। আল্লাহর রাসূল দূত হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ

www.pathagar.com

করার জন্য শরজিলের বিরুদ্ধে আযাদকৃত গোলাম যায়েদ বিন হারেসার নেতৃত্বে তিন হাজার মুজাহিদ প্রেরণ করেন।

মুতা নামক স্থানে যায়েদ বিন হারিসা এক লক্ষ শত্রু সৈন্যের উপর ঝাপিয়ে পড়েন, তিন হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। স্বামীর শাহাদতের সংবাদ উম্মে আয়মন (রাঃ) কে খুব ব্যথিত করে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে সান্তনা প্রদান করেন।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উম্মে আয়মনকে ভালবাসতেন

আল্লাহর রাসূল (সঃ) উম্মে আয়মনকে "আহলে বয়তের"–নবী পরিবারের মধ্যে শামিল করতেন। তিনি বলতেন তিনি আহলে বয়তের অবশিষ্ট। রাসূলে খোদা বলতেনঃ আমার মাতার পর উম্মে আয়মন আমার মাতা। তিনি তাকে 'হে আমার মা' 'হে আমার মা' সম্বোধন করতেন। তিনি তাকে খুব সম্মান করতেন এবং তার ঘরে প্রায়ই যেতেন। তার আবদার তিনি রক্ষা করতেন। একদিন আল্লাহর রাসূল তার ঘরে গেলেন। উম্মে আয়মন তাকে শরবত পান করতে দিলেন। সম্ভবতঃ তিনি রোযা অবস্থায় থাকার কারনে তা পান করেন নি। তাতে উম্মে আয়মন রাসূলে খোদার সাথে একটু রাগ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মে আয়মনের অনুরাগ সহ্য করলেন। তিনি কোনরূপ বিরক্ত হলেন না বা নারাজও হলেন না। নবী করীম (সঃ) উম্মে আয়মনসহ কতিপয় ব্যক্তিকে আনসারদের দানকৃত সামাজিক ভাবে উপভোগ করার জন্য বাগান প্রদান করেছিলেন। পরবর্তীকালে আনসারদের বাগান আনসারদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হুকুম করলে উম্মে আয়মন তা নিজের কাছে রেখে দিতে চাইলেন। অবশেষে রাসূলে খোদা তাকে রাজী করার জন্য দশগুন বড় একটা বাগান প্রদান করলেন এবং তিনি পূর্বের বাগানটি ফিরিয়ে দিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উম্মে আয়মনের স্বামী যায়েদ বিন হারিস এবং তাদের পুত্র উসামা (রাঃ) কে বেহদ মহব্বত করতেন। বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি এক উরুতে হাসান (রাঃ) কে এবং অপর উরুতে উসামা (রাঃ) কে বসাতেন এবং তাদের উভয়ের জন্য দোয়া করতেন;

হে আল্লাহ আমি তাদেরকে মহব্বত করি আপনিও তাদেরকে মহব্বত করুণ।

যে জান্নাতী মহিলা রাসূলে খোদাকে কোলে পিঠে করে লালন পালন করেছেন, মা আমেনার মৃত্যু হলে তাকে মাতৃস্নেহ দান করেছেন, আল্লাহর রাসূল এমন এক

www.pathagar.com

মহিলাকে খুব স্বাভাবিকভাবে বেহদ মহব্বত করতেন। তার স্বামী রাসূলে খোদার খেদমতে সোচ্চার ছিলেন এবং আল্লাহর রাসূলের সামান্যতম অভ্যাস ও আচরন জ্ঞাত ছিলেন। তাই তাকে আল্লাহর রাসূল পিয়ার মহব্বত করতেন। পিতা পুত্র যায়েদ এবং উসামা–মদীনার সমাজে হিব্বুন নবী নবীর ভালবাসার পাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মুনাফিকগন এ ধরনের নিস্কলুস পিয়ার মহব্বতে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং এ ধরনের প্রচার শুরু করে যে উসামা যায়বেরদর পুত্র নয় এবং রাসূলের পুত্র (নাউযু বিল্লাহ)। ফেতনাবাজদের এ ধরনের প্রচারনা উম্মে আয়মনের মনে আঘাত করে। রাসূলে খোদাও তা শুনে খুবই ব্যথিত হন। ঘটনা চক্রে সে সময় আরবের প্রসিদ্ধ শরীর তত্ব বিশারদ রাসূলে করীমের দরবারে উপস্থিত হন। সে সময় একই চাদরে মুখ আবৃত করে পিতা পুত্র যায়েদ এবং উসামা ঘুমুচ্ছিলেন। তাদের পা ছিল অনাবৃত। রাসূলে করীম আগন্তুক পন্ডিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলতো পাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক কি সম্পর্ক রয়েছে ?

পন্ডিত ব্যক্তি পাগুলো ভালভাবে নিরীক্ষন করে বললেনঃ তারা পিতা পুত্র।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ জবাব শুনে খুব খুশী হলেন এবং অপপ্রচারকারীদের মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

আম্মি আপনাকে উটের বাচ্চা দিব

একদিন উম্মে আয়মন রাসূলে খোদার দরবারে হাযির হলেন। তার চেহারায় সম্ভ্রম প্রস্ফুটিত ছিল। নূরানী আভামন্ডিত বয়স্কা উম্মে আয়মন (রাঃ) কে স্বাগতম জানাবার জন্য নবী করীম (সাঃ) হে আম্মি হে ! আম্মি ! বলে দাঁড়িয়ে গেলেন। ভক্তি ও সম্মানের সাথে ধাতৃ মাতাকে বসালেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন, হে মা আপনি কষ্ট করে কেন এসেছেন?

উম্মে আয়মন জবাব দিলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল একটা উটের জন্য আপনার নিকট এসেছি।

রাসূলে করীম বললেনঃ উটের দ্বারা কি করবেন ?

উম্মে আয়মন বললেনঃঃ হে আল্লাহর রাসূল আমার নিকট সোয়ারীর কোন জানোয়ার নেই। গাধা উট কিছুই নেই। দুরবর্তী স্থানে যেতে হলে খুব কষ্ট হয়।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ স্মিথহাস্যে বললেন হে আমার মা, একটা উটের বাচ্চা আপনার জন্য হাযির করব।

উম্মে আয়মন খুব আফসোস করে বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোন। উটের বাচ্চার দ্বারা আমি কি কাজ করব? আমার প্রয়োজন রয়েছে উটের।

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) বললেনঃ আমি আপনাকে উটের বাচ্চাই দিব।

উম্মে আয়মন (রাঃ) বললেনঃ উটের বাচ্চা আমার কি কাজে আসবে? তা আমার বোঝা বহন করতে পারবে না, আমাকে একটা উট দান করুন।

রাসূলে করীম (সাঃ) বললেনঃ আপনি উটের বাচ্চা পাবেন এবং আমি তাতে আপনাকে সোয়ার করে দেব।

ইতিমধ্যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর খাদিম তার হুকুম মোতাবেক উন্নত মানের একটি জোয়ান উট নিয়ে এলেন এবং তার রশি উম্মে আয়মনের হাতে দিয়ে দিলেন। রাসূল (সাঃ) তার ধাত্রীমাকে বললেনঃ আম্মি একটু দেখুন তো এটা উটের বাচ্চা ,না অন্য কিছু?

রাসূলুল্লাহ তার ধাত্রীমাকে দেখলে খুব খুশী হতেন। হালকা হাস্যরসের দ্বারা তাকে প্রফুল্ল রাখতেন। উম্মে আয়মন তার কথার গভীরতা এবং রহস্য উপলব্ধি করে প্রাণ খুলে হাসতে থাকতেন। রাসূলুল্লাহর দরবারে যারা উপস্থিত ছিলেন তারাও আনন্দিত হতেন।

উসামা (রাঃ) কে ফেরত আসতে হুকুম করলেন

মূতার যুদ্ধে যায়েদ বিন হারিস (রাঃ) শাহাদাত বরণ করার পর রাসূলে করীম (সাঃ) উসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করেন। সে সময় আল্লাহর রাসূল (সাঃ) অসুস্থ ছিলেন। তার অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি ঘটছিল। উম্মে আয়মন বনু হাশিমদের অনেক নারী পুরুষের জীবনের আখেরী মুহূর্তে দেখেছেন। তিনি নবী করীমের চেহারায় এ ধরনের চিহ্ন অবলোকন করে বুঝতে পারলেন যে আখেরী নবীর এ মর জগত থেকে বিদায় গ্রহণ করার সময় এসেছে। তাই তিনি পুত্র উসামা (রাঃ)-কে মদীনায় ফিরে আসতে খবর পাঠালেন। উসামা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর

www.pathagar.com

শারিরীক অবস্থার অবনতির সংবাদ পেয়ে সাহাবায়ে কেরাম সহ মদীনায় ফিরে এলেন।

আখেরী নবীর তিরোধানের পর উম্মে আয়মন শোকের সাগরে নিমজ্জিত হলেন। তিনি বে-ইনতেহা কাঁদলেন । তার কাঁদার খবর পেয়ে আবুবকর (রাঃ) এবং উমর (রাঃ) তাঁর কাছে ছুটে এলেন । তাঁরা তাকে বিভিন্ন ভাবে সান্তনা দিতে লাগলেন। বললেনঃ আল্লাহর রাসূলের জন্য উৎকৃষ্ট জিনিষ রয়েছে ।

উম্মে আয়মন বললেনঃ এটা আমি অবগত রয়েছি । আমি কাঁদছি এজন্য যে এখন ওহীর সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেল । একথা শুনার পর আবুবকর এবং উমর (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন । এ উক্তি থেকে তাঁর স্বচ্ছ ধ্যান ধারনার পরিচয় পাওয়া যায়। উমর (রাঃ)-এর ইনতিকালের পর তিনি কেঁদে কেঁদে বললেনঃ আজ ইসলাম দুর্বল হয়ে পড়ল ।

উম্মে আয়মন (রাঃ) উসমান (রাঃ)-এর খেলাফত কালে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন ।

উম্মে আয়ুব আনসারীয়া (রাঃ)

উম্মে আয়ুব (রাঃ) আসল নাম জানা যায় নি। তিনি আবু আয়ুব আনসারী (রাঃ) এর সহধর্মিনী। আরবের রেওয়াজ অনুসারে স্বামী স্ত্রী তাদের পুত্র আয়ুবের নামানুসারে উম্মে আয়ুব - আয়ুবের মা এবং আবু আয়ুব - আয়ুবের বাপ হিসেবে পাড়া প্রতিবেশীর নিকট সুপরিচিত ছিলেন।

উম্মে আয়ুব (রাঃ) এবং আবু আয়ুব (রাঃ) হিযরতের পূর্বে খুব আন্তরিকতা সহকারে ইসলাম কবুল করেন। মদীনার খুব সাধারণ মানুষ তারা। প্রভাব প্রতিপত্তির

www.pathagar.com

দুনিয়া থেকে তাদের অবস্থান বাইরে। সমাজে যাদের প্রভাব প্রতিপত্তি, বিষয়-সম্পত্তি এবং যশ ও খ্যাতি রয়েছে উম্মে আয়ুব এবং তার স্বামী তাদের শ্রেণীর অন্তর্গত নন। রেসালতে মুহাম্মদীর সূর্য্য কিরনে তাদের অন্তর উদ্ভাসিত। যেনতেনভাবে মিয়া-বিবি ইসলাম কবুল করেন নি। ইসলাম শুধু তাদের মুখের বুলি নয়। ইসলামের কলেমা তারা অন্তরের অন্তস্থল থেকে পাঠ করেছেন। তাই কালেমা তাদের জীবনে নিয়ে এসেছে বিরাট পরিবর্তন। নতুন চিন্তা, নতুন ফিকির, নতুন দৃষ্টিকোন। দৃষ্টি এখন তাদের অনেক প্রসারিত। দুনিয়া থেকে আখিরাত পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা চোখ বন্ধ করে তাঁরা দেখতে পারেন। ইসলামের পূর্বে তাদের দৃষ্টি ছিল খুব সংকীর্ন। ঘর থেকে খেজুরের বাগান বা মদীনার বাজার পর্য্যন্ত তা সীমাবদ্ধ ছিল।

উম্মে আয়ুব (রাঃ) এবং তাঁর স্বামী আবু আয়ুব আনসারী দুটা অতুলনীয় সম্পদের অধিকারী ছিলেন। এক- ইস্পাতের মত শক্ত ও সুদৃঢ় ঈমান এবং দুই - আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য খাটি ভালবাসা। উম্মে আয়ুব আনসারী (রাঃ) এবং তাঁর স্বামী আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কে আপন সত্বার চেয়ে বেশী ভালবাসতেন, নিজেদের ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশী মহব্বত করতেন। নিজেদের পিতা মাতার চেয়ে বেশী পিয়ার করতেন। শুধু তাই নয় হাকিকী এবং খাঁটি মুমীনের ন্যায় দুনিয়া জাহানের তামাম মানুষের চেয়ে তাঁরা আল্লাহর রাসুলকে ভালবাসতেন। মহববতে রাসূলের সমুদ্রে যে উম্মে আয়ুব (রাঃ) এবং অবু আয়ুব (রাঃ) নিমজ্জিত ছিলেন তা লোকজনের চোখের অন্তরালে সম্ভবতঃ থেকে যেত যদি রাসূলে খোদা মদীনায় তসরিফ না আনতেন। যেদিন হাবিবে খোদা মদীনায় আগমন করলেন সেদিন মদীনার রাস্তা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। বুড়ো-বুড়ি, যুবক-যুবতি, নারী-পুরুষ আল্লাহর নবীকে স্বাগতম জানাবার জন্য রাস্তায় ভীড় জমাল। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ধ্বনিত হল। কিশোর-কিশোরীরা সুর করে কবিতা আবৃত্তি করে সম্মানিত মেহমানকে স্বাগতম জানাল। তারা গাইল মদীনা উপত্যাকায় আমাদের উপর চাঁদের উদয় হয়েছে। কিশোরীরা দপ বাজিয়ে গাইতে লাগল আমরা বনু নাজ্জারের কিশোরী। মুহাম্মদ (সাঃ) কত সুন্দর প্রতিবেশী। প্রত্যেকের মুখ থেকে নিঃসৃত হল আহলান সাহলান ইয়ারাসূলুল্লাহ, আহলান সাহলান ইয়াহাবিবাল্লাহ। ধনী গরীব নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ গোত্র প্রধানগন, বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ বললেন, আমার ঘরবাড়ী বিষয়-সম্পত্তি আপনার জন্য। মেহেরবানী করে আমাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করুন। আল্লাহর রাসুল তাদের সকলের জন্য খায়র ও বরকতের দোয়া করলেন। তিনি তাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন, তাঁর উঠ যেখানে থামবে সেখানে তিনি নামবেন এবং সে বাড়ীর মেহমান হবেন। আল্লাহর

www.pathagar.com

ইচ্ছাতে তাঁর প্রিয় হাবিবের উট মদীনার দরিদ্র মানুষের গৃহের সামনে গিয়ে বসে পড়ল। নিবেদিত প্রাণ সাহাবীয়া উম্মে আয়ুব (রাঃ) এবং তার স্বামী আবু আয়ুব আনসারী সম্ভবতঃ কোনদিন কল্পনাও করেননি যে, তাদের মামুলী গৃহে আল্লাহর নবীর অস্থায়ী বাসস্থান হবে। ইশকের দুনিয়ায় বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা বিষয়ের নিষ্পত্তি করা যায় না, অল্প কষ্টে ফল পাওয়া যায় না। আবু আয়ুব আনসারীর গৃহ ছিল কাঠ ও মাটির নির্মিত দোতালা, আল্লাহর রাসূলের পছন্দ অনুযায়ী নীচের তলায় হাবীবে খোদার বাসস্থান নির্ধারিত হল। আনন্দে আত্মহারা উম্মে আয়ুব আল্লাহর নবীর জন্য খাবার পাক করেন। সাধ্যানুযায়ী খেদমত করেন। স্বামী–স্ত্রী সতর্ক দৃষ্টি রাখেন যাতে সম্মানিত মেহমানের সামান্য কষ্ট না হয়। একদিনের ঘটনা। অসাবধানতা বশতঃ পানি ভরা একটা পাত্র ভেংগে যায়। পানি গড়িয়ে নীচের তালায় পড়লে আল্লাহর রাসূলের তকলিফ হবে একথা ভেবে মিয়া–বিবি খুব পেরেসান হন। ঘরের মধ্যে এমন কোন বাড়তি কাপড় নেই যার দ্বারা এ পানি মুছা যায়। কোন কিছু না পেয়ে একমাত্র লেপ পানি মুছার জন্য ব্যবহার করেন।

ইসকে রাসুলের দরিয়ায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত উম্মে আয়ুব (রাঃ) এবং তাঁর স্বামীর অন্য দিনের আরও একটি স্মরনীয় ঘটনা। হঠাৎ তাদের মনে হল, তাঁরা আল্লাহর রসুলের প্রতি সম্মান করছেন না। মন তাদের কোন ক্রমেই সায় দিচ্ছিল না যে আল্লাহর রাসূল নীচে থাকবেন এবং তারা উপরে অবস্থান করবেন। এটা চুড়ান্ত বেআদবী। এচিন্তা করে তারা ঘরের এক কোনায় জড় সড় হয়ে সারারাত বসে রইলেন। ঘুমাতে পারলেন না। মনের খটকা কোনভাবে দূর করতে পারলেন না। ভোর হলে আবু আয়ুব আনসারী রাসূলে খোদার খেদমতে হাযির হয়ে বললেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ; আমরা ছাদের এক কোনে বসে সারা রাত জেগে কাটিয়েছি। রাসুলুল্লাহ তার কারণ জানতে চাইলেন, তিনি নিবেদন করলেন, 'আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোন। সর্বদা মনের মধ্যে একথা জাগ্রত থাকে যে আপনি নীচের তলায় অবস্থান করছেন এবং আমরা উপরে রয়েছি। হে আল্লাহর রাসুল। আপনি বালাখানায় উপরের মনযিলে অবস্থান করুন। হুজুরের গোলামদের জন্য আপনার পায়ের নীচে অবস্থান করাই সৌভাগ্যের কারণ।

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তার প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলেন। উপরের তালায় চলে গেলেন। উম্মে আয়ুব (রাঃ) এবং আবু আয়ুব (রাঃ) খুশী মনে নীচে চলে আসলেন। হুব্বে রাসুল এবং তাযিমে রসুলের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করেছেন। আল্লাহর রসুল (সাঃ) সাতমাস তাদের গৃহে অবস্থান করেন। একাধারে সাতমাস

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর মেহমানদারী করার দুর্লভ সৌভাগ্য উম্মে আয়ুব এবং তার স্বামীর ছাড়া আর কারও হয়নি।

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) নিজের বাসস্থানে চলে যাওয়ার পরও মাঝে মাঝে উম্মে আয়ুবের গৃহে আসতেন এবং গৃহের লোকজন তাঁর আগমনে আনন্দিত হতেন। তাঁর খেদমত করে নিজেদেরকে ধন্য মনে করতেন। একদিন আল্লাহর রাসুল (সঃ) উপোস ছিলেন। তিনি আবু বকর (রাঃ) এবং উমর (রাঃ) সহ তাদের বাসায় আসলেন। আবু আয়ুব তখন ঘরের পাশের বাগানে ছিলেন। উম্মে আয়ুব (রাঃ) সম্মানিত মেহমানকে স্বাগতম জানালেন। আবু আয়ুব (রাঃ) একগুচ্ছ তাজা খেজুর নিয়ে এলেন। আল্লাহর রসুলের সামনে তা পেশ করলেন। অতঃপর একটা ছাগল জবেহ করলেন। উম্মে আয়ুব খুশী মনে মেহমানের জন্য খুব ভালভাবে রান্নাবান্না করলেন। অর্ধেক গোসত দিয়ে সালন তৈয়ার করলেন এবং অর্ধেক গোসত দিয়ে কাবাব বানালেন। আল্লাহর রাসুলের সামনে যখন খাবার পেশ করা হল তখন তিনি একটা রুটির উপর কিঞ্চিত গোসত রেখে বললেন, এটা ফাতেমাকে পৌঁছে দাও, দিন কয়েক থেকে সে খায় নি। আবু আয়ুব তা পৌছিয়ে দিলেন।

উম্মে আয়ুব এভাবে প্রিয় রসুলের খেদমত করার সুযোগ পেতেন।

উম্মে আয়ুবের গর্ভে–তিন পুত্র সন্তান–আয়ুব, খালিদ , মুহাম্মদ এবং এক কন্যা আম্মারা জন্ম গ্রহন করেছিল। আল্লাহ তার আশেকে রাসুলদের জান্নাতে স্থান দানকরুন।

www.pathagar.com

উম্মে ইসহাক (রাঃ)

উম্মে ইসহাক (রাঃ) মক্কার বাসিন্দা ছিলেন। পিতামাতা বা গোত্রের নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়নি। তিনি সাধারণ মানুষ। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মক্কী যিন্দেগীর কোন এক পর্য্যায়ে উম্মে ইসহাক আল্লাহ ও তার রসূলের উপর ঈমান আনেন। তার ভাইও তার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। উম্মে ইসহাকের স্বামী আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সাঃ) এর কট্টর বিরোধী ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সে উম্মে ইসহাক ও তার ভাইকে খুব নির্যাতন করত। আল্লাহর রাসুলের নির্দেশক্রমে যখন সাহাবায়ে কেরাম ও সাহাবীয়াগণ মক্কা ত্যাগ করে মদীনা চলে গেলেন এবং আল্লাহর রাসুলও মদীনা তাইয়েবায় চলে গেলেন তখন উম্মে ইসহাক স্বামীর অগোচরে ভাই সহ মদীনার পথে আযাদীর পথে স্বপ্নের দেশে রওয়ানা হলেন। অনেক আশা অনেক ভরসা ভাই-বোন একত্রে থাকবেন। আল্লাহর দ্বীন মোতাবেক যিন্দেগী যাপন করতে কোন মানুষ তাদের বাধা দিবেনা, কোন লোক তাদেরকে যুলুম করবেনা। আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দাস-দাসী হিসেবে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করবেন।

উম্মে ইসহাক (রাঃ) কিছুদূর চলার পর তার ভাইর মনে হল তিনি তার পাথেয় ভুল করে ফেলে এসেছেন। দীর্ঘ পথ যেতে হলে কিছু অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। ভাই বোনকে তার মনের কথা বললেন । তাকে ইনতিযার করতে বললেন। তিনি টাকার থলে নিয়ে ফিরে আসবেন।

উম্মে ইসহাক (রাঃ) ভাইয়ের কথায় শঙ্কিত হলেন। অজানা আশঙ্কায় তার মন দুরু দুরু করে উঠল। তিনি তাঁর স্বামীকে ভালভাবে চিনেন। ইসলামের প্রতি তার শত্রুতা মাত্রাধিক। উম্মে ইসহাক গোপণে চলে গিয়েছেন একথা জানার সাথে সাথে সে রাগে ফেটে পড়বে। ভাইকে দেখলে সে তার উপর ক্ষিপ্ত হবে। ভাববে বোনের চলে যাওয়ার পেছনে ভাইয়ের হাত রয়েছে। তিনি ভাইকে তার আশঙ্কার কথা বললেন। ভাই তার কথা শুনলেন না। আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি মক্কায় ফিরে গেলেন। বোন সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ভাই আর ফিরে এলেন না। চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হয়ে গেল। উম্মে ইসহাকের আশঙ্কা বাস্তবে ফলে গেল। আল্লাহর দুষমন তাকে দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দিল। তার অপরাধ

www.pathagar.com

আর কিছুই ছিলনা। তার অপরাধ ছিল তিনি কেন ইসলাম কবুল করেছেন? কেন তার বোন ইসলাম কবুল করেছেন? কেন তারা মক্কা ছেড়ে মদীনা যাচ্ছেন?

উম্মে ইসহাক এ খবর পেয়ে ভেংগে পড়লেন। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নাম নিয়ে রওয়ানা হলেন। তিনি স্বপ্নের দেশে গিয়ে পৌছলেন। পেছনে পড়ে রইল নির্যাতনের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস- ভাই হারানর ব্যথা। উম্মে ইসহাক ইসলামের জন্য প্রিয়ভাইকে কুরবানী দিয়েছেন। একটি ঘটনা নয় একটি ইতিহাস। ইতিহাসের পাতায় তিনি অমর হয়ে রয়েছেন।

উম্মে ইসহাক (রাঃ) তার বিপদ সংকুল হিজরতের কথা এ ভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

হিজরতের উদ্দেশ্যে আমার ভাইয়ের সাথে মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। পথের মধ্যে একস্থানে আমার ভাই বললেন; উম্মে ইসহাক তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমি আমার অর্থ ফেলে এসেছি। আমি তা নিয়ে আসি।

আমি তাকে বললাম আমি আশঙ্কা করছি আমার মুশরিক স্বামী তোমাকে আঘাতকরবে।

আমার ভাই বলল, যদি আল্লাহ চাহেন তাহলে আমি তার অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারব।

আমি দিন কয়েক সেখানে অবস্থান করলাম কিন্তু আমার ভাই ফিরে এল না। একদিন এক ব্যক্তি এ রাস্তা অতিক্রম করল। আমি তাকে চিনতাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, উম্মে ইসহাক তুমি এখানে কেন বসে রয়েছ? আমি বললাম, আমি আমার ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছি। সে আমাকে এখানে বসিয়ে রেখেছে। সে তার টাকা নিয়ে আসতে মক্কা গিয়েছে।

সে ব্যক্তি বলল, আফসোস! তোমার স্বামী তোমার ভাইকে হত্যা করেছে। তোমার ভাই ইহ জগতে নেই। অতঃপর আমি দীর্ঘ বিপদ সংকুল সখরের পর মদীনা পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহর খেদমতে হাযির হলাম। তখন তিনি ওযু করছিলেন। আমি তার সামনে দাড়িয়ে গেলাম। কাঁদতে লাগলাম, বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। আমার ভাইকে হত্যা করা হয়েছে। হুজুর আমার কথা শুনার পর একমুষ্টি পানি আমার চেহারার উপর ছিটিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূলের এ পানি ছিটানর পর তিনি জীবনে কখনও কাঁদেন নি। ভয়ানক মুসিবতকে তিনি মুসিবত মনে করেন নি। আল্লাহ তাকে অসাধারণ ধৈর্যশক্তিদানকরেছিলেন।

উম্মে ওরাকা বিনতে নওফল

পরিচিতি

আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর সাহাবীয়া উম্মে ওরাকার আসল নাম ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত হয়নি। তার পিতার নাম আবদুল্লাহ বিনতে আবদুল্লাহ বিন হারিস বিন আওসির বিন নওফল। উম্মে ওরাকা বিনতে আবদুল্লাহ খান্দানের উর্দ্ধতন পুরুষ নওফলের নাম অনুসারে উম্মে ওরাকা বিনতে নওফল নামে সুপরিচিতা।

ইসলাম কবুল

হিযরতের পর মদীনার পরিস্থিতি ও পরিবেশ ছিল খুব পরিবর্তিত। আল্লাহর রাসূলের আনসার ও মোহাজির সাহাবীগণ মদীনার ঘরে ঘরে আসমানী পয়গাম পৌছিয়ে দেন। তদের প্রচেষ্টায় মদীনার নারী–পুরুষ দলে দলে ইসলামের পতাকাতুলে জমায়েত হন। উম্মে ওরাকার নিকট রেসালতে মুহাম্মদীর পয়গাম পৌছলে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দ্বীন ইসলাম কবুল করেন। আল্লাহর রসূল তার বায়েতগ্রহণ করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি দ্বীন ইসলামকে ভালভাবে বুঝবার জন্য সময়দান করেন। দ্বীনের খুটিনাটি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান হাসিল করার জন্য তিনি আল্লাহর রাসূলের নিকট কুরআন অধ্যয়ন করেন। ইবনে আসিরের বর্ণনা অনুযায়ী উম্মে ওরাকা (রাঃ) সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্ত করেছিলেন।

www.pathagar.com

কুরআনের অধ্যয়ন তার মনে জেহাদের প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। তিনি ভালভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাগুতের শাসন কর্তৃত্ব খতম করে আল্লাহর বিধান সমাজ জীবনে চালু করতে হলে পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও জিহাদে অংশ গ্রহন করতে হবে। পুরুষ তার যোগ্যতা অনুসারে জেহাদের দায়িত্ব পালন করবে। নারী সমাজ পিছনে পড়ে থাকলে চলবে না। তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজ জীবনে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। আখেরাতের যিন্দেগীর যে চিত্র আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁর সাহাবী এবং সাহাবীয়াদের সামনে তুলে ধরেছিলেন তাতে তারা আখিরাতের যিন্দেগীর উপায় উপকরণ সংগ্রহ করার কাজকে তামাম দুনিয়ার স্বার্থের চেয়েও বেশীগুরুত্ব পূর্ণ জ্ঞান করতেন। নারী পুরুষ শাহাদতের পেয়ালা পান করে জান্নাতুল খুলদের পথে পাড়ি জমাবার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব থাকতেন।

মক্কার নগর রাষ্ট্রের অস্ত্রসস্ত্র সজ্জিত বিপুল বাহিনী বদর প্রান্তরে উপনীত হলে মুষ্টিমেয় মুসলমান আল্লাহর দ্বীনের পতাকা সমুন্নত রাখার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করলেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় অবাধারিত । কারণ আরবের বিপুল বাহিনী এবং তাদের প্রচুর হাতিয়ারের মোকাবেলা কি করে মুমীনে মুসলমান সামান্য অস্ত্রসস্ত্রের দ্বারা করবেন? কিন্তু অস্ত্রের চেয়েও যা ভারী এবং আল্লাহর দফতরে যার মূল্য সবচেয়ে বেশী সে ঈমানী শক্তিতে তারা বলিয়ান ছিলেন। ইস্পাত কঠিন ঈমানী দৃঢ়তার বর্ম পরিধাণ করে তারা ভয় ভীতি জয় করে নিয়েছিলেন। নিশ্চিত পরাজয় এবং অবধারিত মৃত্যু চোখের সামনে দেখেও সাহাবায়ে কেরাম এবং সম্মানিত সাহাবীয়াগন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেলেন। তাগুতের হাত থেকে বিজয়ের পতাকা ছিনিয়ে আনার জন্য উম্মে ওরাকাও খুব ব্যাকুল হলেন। তিনি আল্লাহর রাসুলের দরবারে হাযির হলেন। রাসুলে খোদাকে তার মনের কথা খুলে বললেন। মুসলিম বাহিনীর সাথে তাকেও শরীক রাখার জন্য দরখাস্ত পেশ করলেন। তিনি বল্লেন তিনি যুদ্ধের ময়দানে আহত ও পীড়িত মুজাহিদদের সেবা করবেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–কে বললেন তা হল আল্লাহ সুবহানাহু তাকে শাহাদতের সৌভাগ্য দান করতে পারেন।

রাসুলে খোদা তার কথা গুরুত্ব সহকারে শুনলেন। কিন্তু তিনি তাকে যুদ্ধে যাত্রার অনুমতি দিলেন না। কেন আল্লাহর রাসুল তাকে অনুমতি প্রদাণ করেন নি তা একমাত্র আল্লাহ ও তার রাসূল জ্ঞাত রয়েছেন। স্বাস্থ্য পারিপার্শিক অবস্থা প্রভৃতি যে কোন কারণে তার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হলনা। রাসূলুল্লাহ বললেন, তুমি ঘরে

www.pathagar.com

থাক,এখানে তুমি শাহাদত লাভ করবে। তিনি রাসুলে খোদার ইরশাদ মেনে নিলেন। যুদ্ধ যাত্রার লোভ সংবরণ করলেন।

নামাযের ইমামতি

তিনি সব সময় ইবাদাতের মধ্যে মশগুল থাকতেন। কুরআন মুখস্ত থাকার কারণে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে মহিলাদের ইমাম নিযুক্ত করেন। ওরাকা (রাঃ) তার বাসস্থানের এক অংশে মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থা করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহর নিকট একজন মুয়াজ্জিনের জন্য দরখাস্ত করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একজন মুয়াজ্জিনের ব্যবস্থা করেন। আযান শুনে মহিলাগণ নামাযের জামায়াতে যোগদান করতেন।

শহীদার ঘরে চল

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উম্মে ওরাকাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে আসতেন। তিনি তাদেরকে বলতেন, চল শহীদার ঘরেচল।

ওমর ফারুকের (রাঃ) খেলাফতকালে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তিনি তার এক দাস ও দাসীকে আযাদীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর তারা আযাদ হবে বলে তিনি ঘোষনা দিয়েছিলেন। তারা শিঘ্র আযাদ হওয়ার জন্য তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় গলাটিপে হত্যা করে।

সকাল বেলা আমিরুল মুমিনীন বললেন, খালা উম্মে ওরাকার কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনছিনা। তার অবস্থা কি তা বুঝতে পারছিনা। অতঃপর তিনি তার ঘরে গেলেন। তার লাশ দেখে ব্যথিত হলেন এবং বললেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সত্য বলতেন যে, শহীদার ঘরে চল।

আমিরুল মুমিনীন মসজিদে নববীতে গেলেন। মিম্বারে আরোহণ করে এ দুঃখজনক ঘটনা সমবেত মুসলমানদের নিকট এলান করলেন। তিনি দাস-দাসীকে গ্রেফতার করার হুকুম দিলেন। এ অপরাধের জন্য তাদেরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

ইবনে সা'দের বয়ান মোতাবেক উম্মে ওরাকা কিছু সংখ্যক হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

www.pathagar.com

উম্মে কুলসুম বিনতে আকাবা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ

এহ ঈমানদারগণ, যখন তোমাদের কাছে মুসলমান স্ত্রীলোকগন হিজরত করে আসে তখন তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে জ্ঞাত। যদি তোমরা অবগত হও যে, তারা মুমিন তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফিরিয়ে দিও না।

---সূরা মুমতাহিনাঃ ১০

পরিচিতি

মহানবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) এর যুগান্তকারী আদর্শে বিশ্বাসী উম্মে কুলসুম (রাঃ)র আসল নাম অজ্ঞাত হলেও ইসলামী ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। কাফেরদের অন্যতম নেতা আকাবার ঔরসে এ আদর্শবাদী মহিলার জন্ম। বিখ্যাত কোরেশ বংশের আবদে শামসের তৃতীয় অধঃস্তন পুরুষ হলেন আকাবার পিতা আবি ময়িত।

পিতা আকাবা সত্যবিরোধীতার জন্য সর্ববিদিত হলেও কন্যা উম্মে কুলসুমের মনে ইসলামের সুমহান মানবীয় আদর্শের প্রতি ছিল অফুরন্ত দরদ। পিতা মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর বিপ্লবী পয়গামের যতটুকু বিরুদ্ধাচরণ করত, কন্যা করত তার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা। জালিম পিতার শাসন, ভীতি প্রদর্শন ,আত্নীয় স্বজনদের যুগপৎ তিরস্কার ও উপেক্ষা কোন কিছুই সত্যের সহজ ও সরল পথ থেকে তার বিপ্লবী মনকে দূরে রাখতে পারলনা। তিনি যেন নব জীবনের পয়গাম পেয়েছেন, যে আবেহায়াতের সন্ধান লাভ করেছেন দীর্ঘসাধনার পর যে সত্য উপলব্ধি করেছেন মনের গভীরতম প্রদেশ থেকে , সে সম্পর্কে যে যাই বলুক না কেন তাকে তিনি প্রানপণ শক্তি দিয়ে আঁকড়ে থাববেন। কোরেশদের বর্বর লোকের হাতে প্রান হারাতে হয় তাতেও তিনি প্রস্তুত আছেন। কিন্তু মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর বিপ্লবী কালেমা পরিত্যাগ করতে তিনি রাজি নন। জীবনের এক সোনালী মুহূর্তে তিনি 'আল্লাহর রং' ধারণ করেছিলেন মক্কা নগরীতে । হিজরতের পূর্বেই 'বয়াত' করার সৌভাগ্য হয়েছিল তার।

www.pathagar.com

মদীনাতুন নবীতে তিনি হিজরত করবেন। মদীনার আসমান তাঁকে হাতছানি দিতে লাগল। মদীনায় রয়েছেন মুসলমান ভাইবোন প্রান প্রিয়নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)। কিন্তু প্রশ্ন হলো তিনি কি করে মদীনা যাবেন? কার সঙ্গে যাবেন? অবিবাহিতা উম্মে কুলসুম মহা চিন্তায় পড়লেন, আত্মীয় স্বজনের দৃষ্টি এড়িয়েও যদি তিনি মদীনা চলে যান, সেখানে রাসূল করীম (সাঃ) তাঁকে থাকতে দিবেন? হোদায়বিয়ার সন্ধির পর মক্কার কাফেরগণ মুসলমানদেরকে ভীত করার জন্য মহাউল্লাসে প্রচার করছে যে, মক্কা থেকে মদীনায় আর কোন মুসলমান আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেনা। সন্ধির শর্তমোতাবেক রাসূলুল্লাহ মক্কার পলাতক মুসলমানকে কাফেরদের হাতে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য। কত বিনিদ্র রজনী এ চিন্তা করে কাটিয়ে দিলেন উম্মে কুলসুম (রাঃ), তা আশেপাশের মানুষ তার আত্মীয় স্বজন টের পেলেন। অবশেষে তিনি ফয়সালা করলেন, নসীবে যা আছে তাই হবে, তিনি হিজরত করবেনই। যে কথা সেই কাজ। পিতামাতার দৃষ্টি এড়িয়ে বনি খাজার জনৈক লোকের সঙ্গে পায়ে হেঁটে তিনি রওয়ানা হলেন মদীনা। অবশেষে মদীনা এসে পৌছলেন তিনি। নবী করীম (সাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে তৃপ্ত হলেন তিনি, কিন্তু সে সুখ, সে তৃপ্তি বেশী সময়ের জন্য ছিল না। তাঁকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে মদীনা এসে পৌছল তাঁর দুজন ভাই ঠিক পরের দিন। ভাই ওয়ালিদ ও হামরা নবী করীম (সঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে পলাতক বোনের প্রত্যার্পন দাবী করল।

উম্মে কুলসুমও আল্লাহর রাসূলের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল , আমি স্ত্রী লোক আর স্ত্রীলোক সাধারণতঃ দুর্বল হয়ে থাকে। মদীনা থেকে ফিরিয়ে দিলে আমার ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে।

আল্লাহর রসূল চিন্তা করতে লাগলেন সমস্যার উভয় দিক সম্পর্কে। একদিকে অসহায় নারীর ঈমান সংরক্ষনের আকূল আবেদন, অপরদিকে হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত সংরক্ষণের জন্য কাফেরদের দাবী।

কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ রহমান ও রহিম উম্মে কুলসুম (রাঃ) মনের আকাঙ্খা পূরণ করে দিলেন। অসহায় নারীকে মক্কায় ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কাফেরদের দাবী যে অন্যায়,তা আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলকে জানিয়ে দিলেন। নাযিল হল কোরআনের আয়াতঃ

'হে বিশ্বাসীগণ তোমাদের নিকট যখন মুসলমান স্ত্রীলোক হিজরত করে আসে তখন তাদের পরীক্ষা কর এবং সে ঈমানদার প্রমানিত হলে তাকে কাফেরদের হাতে সোপর্দ করনা।'

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কাফেরদের অন্যায় দাবী মঞ্জুর করলেন না। তারা দাবী আদায়ে ব্যর্থ হয়ে শুণ্য হাতে মক্কা ফিরে যেতে বাধ্য হলো। উম্মে কুলসুম (রাঃ) ধ্যানের দেশ আদর্শের কেন্দ্রভূমি মদীনা নগরীতে থেকে গেলেন। আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্যই তিনি করেছিলেন স্বদেশ ও স্বজন ত্যাগ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও তার পয়গাম কবুল করেছিলেন তাঁর হিজরত।

শাদী

মদীনা আগমনের পর রাসূল (সাঃ) এর প্রিয় সাথী ও খাদেম যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ)–র সঙ্গে তাঁর শাদী সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের সুখ বেশী দিন তিনি ভোগ করতে পারলেন না। খৃষ্টানগণ মদীনার শিশু রিয়াসাতে ইসলামীকে খতম করে দেয়ার জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। নরাধম ঈসায়ী সরদার শোরাহবাল হাওরানের রাজার নিকট প্রেরিত রাসূলের দূত ওমর বিন হারেসকে মূতা নামক স্থানে বর্বরোচিত ভাবে হত্যা করে। নবী করীম(সাঃ) কাফেরদের রন আয়োজন অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে এবং রাষ্ট্রদূতের এ জঘন্য হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য যায়েদ বিন হারেসের নেতৃত্বে তিন হাজার মুসলমানদের একটা ফৌজ মূতা প্রেরণ করেন। যায়েদ একলক্ষ খৃষ্টান বাহিনীর বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন।

যায়েদ (রাঃ)–র শাহাদাতের পর উম্মে কুলসুম যুবায়ের বিন আওয়ামকে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু যোবায়ের উগ্রমেজাজের লোক ছিলেন বলে তাদের বিবাহ বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। অতঃপর আবদুর রহমান বিন আওফের সঙ্গে তার শাদী মোবারক সুসম্পন্ন হয়। তৃতীয় স্বামীর ওফাত হলে মিশরের শাসন কর্তা আরবের সেরা কুটনীতিক আমর বিন আসের সঙ্গে তার আকদ হয়। কিন্তু চতুর্থ বিবাহের মাত্র এক মাসের মধ্যে তার ইনতিকাল হয়।

তিনি এক কন্যা ও চার পুত্র লাভ করেছিলেন। তিনি কিছু সংখ্যক হাদীসও বর্ননা করেছেন। তিনি সাধারণ আরব মহিলাদের মত অশিক্ষিত ছিলেন না। তিনি লেখাপড়া জানতেন।

উম্মে কুলসুম (রাঃ)–র উন্নত চরিত্র, সুগভীর আদর্শ প্রীতি ও অপরাজেয় মনোবলের এক মহান শিক্ষা পরবর্তী কালের আদর্শবাদী নারী পুরুষের জন্য রেখে গিয়েছেন। তিনি আমাদের শিখিয়ে গেছেন, আদর্শের আকর্ষণ স্বদেশ, স্বজাতীর চেয়ে অনেকগুণ বেশী। রক্তের ধারার চেয়ে আদর্শের রজ্জু অনেক শক্ত।

www.pathagar.com

উম্মে খাল্লাদ (রাঃ)

তোমার সন্তান দ্বিগুন সওয়াব পাবে এজন্য যে তাকে আহলে কিতাব খুন করেছে।   ---আল-হাদীস

বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করা খুবই কঠিন। ঈমানের সরস আলোতে যাদের অন্তর আলোকিত একমাত্র তারাই চরম বিপদকালে দৃঢ় মনোভাব পোষণ করতে পারেন। নবী করীম (সাঃ)-এর একজন সাধারণ সাহাবিয়া যার নাম ও নসব নামা কারও জানা নেই তিনি সবরের এক উজ্জ্বল নমুনা পেশ করেছেন। শুধু সবর নয় লজ্জাশীলতাও ছিল তার জীবনের ভূষন।

নবী করীম (সাঃ)-এর এক নিবেদিতা প্রাণ সাহাবিয়া খাল্লাদ (রাঃ) আনসারীর মা নামে ইতিহাসে উল্লেখিত রয়েছেন। খাল্লাদ নবী করীম (সাঃ) কে খুব ভাল বাসতেন এবং নবী করীম (সাঃ) তাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। বনু কুরায়জার যুদ্ধে খাল্লাদ (রাঃ) আল্লাহর রাসূলের সাথে একই উটে সোয়ার ছিলেন। এক ইহুদী স্ত্রীলোক তার ঘরের ছাদ থেকে নবী করীম (সাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে এক ভারী পাথর নিক্ষেপ করলে তা খাল্লাদ (রাঃ)-এর উপর পতিত হয়। এতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

উম্মে খাল্লাদ (রাঃ) তার সন্তানের শাহাদাতের খবর লোক মুখে শুনতে পেয়ে সত্যতা যাচাই করার জন্য রাসূলুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হন। নবী করীম (সাঃ) তার প্রিয় পুত্রের শাহাদাতের সুখবর দিলেন। তিনি খুব স্বাভাবিকভাবে সংবাদ গ্রহণ করলেন। তিনি আল্লাহর উপর রাজী ও সন্তুষ্ট ছিলেন। আল্লাহর সম্পদ আল্লাহ নিয়ে গেছেন। তিনি কি করবেন? শোকে মুহ্যমান হয়ে তিনি এমন কিছু করলেন না যা ইসলাম বিরোধী বিবেচিত হত। সাধারন মেয়েদের মত নেকাব খুলে কান্না জুড়ে দিলেন না। নবী করীম (সাঃ)-এর দরবারের জনৈক ব্যক্তি সম্ভবত অপরীসীম চিন্তা বশত বললেনঃ বিবি সাহেবা আপনার পুত্র নিহত এমন বিপদের সময়ও আপনি নেকাব খুলেন নি। খুবই আশ্চর্য বোধ করছি।

উম্মে খাল্লাদ (রাঃ) খুব সন্তুষ্ট চিত্তে জবাব দিলেনঃ আমি আমার পুত্র হারিয়েছি তার অর্থ কি আমি লজ্জাও হারিয়ে ফেলব?

www.pathagar.com

উম্মে খাল্লাদ আনসারীয়া খুব ভালভাবে জানতেন শাহাদাতের মর্যাদা। যে মা শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে পূর্ন ওয়াকেবহাল তিনি কি করে শাহাদাতের খবর পেয়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলবেন ? কারণ তিনি কুরআনে করীমে পড়েছেন, আল্লাহর বানীঃ "যে আল্লাহর পথে জিহাদে নিহত হয়েছে তাকে মৃত বলনা। বরং সে জীবিত। কিন্তু তোমরা তা অবগত নও।"

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেনঃ "আল্লাহ বেহেশতের বিনিময়ে মুমিনদের জানমাল খরিদ করে নিয়েছেন তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তারা অন্যকে নিহত করে এবং নিজেরাও নিহত হয়।"

তাই আল্লাহর এ বান্দী সবরের আলবুর্জ পাহাড় ছিলেন। কুরআনের বর্মে যার দিল আবৃত তাকে দুনিয়ার ঘাত প্রতিঘাত কি করে বিচলিত করতে পারে ?

নবী করীম (সাঃ) এ আদর্শ মাতাকে সুসংবাদ দান করেছিলেনঃ তোমার সন্তান দ্বিগুন সোয়াব পাবে। এজন্য যে, তাকে আহলে কিতাব খুন করেছে।

উম্মে খাল্লাদের অধিক বিবরণ কারও জানা নেই। কিন্তু তিনি সুখের দিনে ধৈর্য ধারণ করে আদর্শ মাতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

www.pathagar.com

উম্মে খালিদ আমাতা

নাম ও পরিচিতি

উম্মে খলিদ (রাঃ)–এর আসল নাম আমাতা। তার পিতা খালিদ বিন সাইয়ীদ (রাঃ) বিন আল–আস বিন উমাইয়া বিন আবদে শামস বিন আবদে মানাফ বিন কুসাই। তিনি কোরায়েশ গোত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। উম্মে খালিদের মাতা উমাইনা বিনতে খলক বনু খাজআ গোত্রের মেয়ে ছিলেন।

উম্মে খালিদ (রাঃ) এর পিতা খালিদ বিন সাইদ (রাঃ) এবং মাতা উমাইনা বিনতে খলক ছিলেন নির্যাতিত মুসলমান। কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রভুত্ব, কতৃত্ব এবং খোদায়ী পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে নতুন সমাজ গঠন করার জন্য আল্লাহর রাসূল যে দাওয়াত প্রদান করেছিলেন তা সর্বান্তকরনে গ্রহণ করেছিলেন উম্মে খালিদের পিতা মাতা। যে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জীবন ও সমাজ গঠন করার অধিকার প্রত্যেক মানুষের রয়েছে এবং এ মৌলিক অধিকার থেকে কোন মানুষকে বঞ্চিত করার সামান্যতম অধিকার কোন সমাজ প্রভুর নেই। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যখন শৃঙ্খলিত মানবতাকে বাধন মুক্ত করার পয়গাম পেশ করলেন, ঘোষণা করলেন মানুষের উপর প্রভূত্ব করার এবং হুকুম প্রদান করার কোন অধিকার কোন মানুষের নেই। একমাত্র অধিকার আল্লাহ তায়ালার রয়েছে। তখন মক্কা রাষ্ট্রের কর্তা ব্যক্তিগণ আল্লাহর রসূল ও তার অনুসারীদের উপর হিংস্রপশুদের ন্যায় ঝাপিয়ে পড়ল। প্রত্যেকটি মুসলমান তাদের যুলুমের স্বীকার হল। উম্মে খালিদের পিতা মাতাও যুলুমের শিকার হলেন। মক্কার জীবন খুব দুর্বিসহ ও সংকীর্ন হয়ে পড়লে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার সাথীদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার জন্য হুকুম করেন। নবুওয়াতের ষষ্ট বছরে নির্যাতিত মানুষের যে কাফেলা আবিসিনিয়ার পথে মক্কা ত্যাগ করেছিলেন তাতে উম্মে খালিদের পিতা মাতা এবং চাচা আমর বিন সাঈদ ও চাচী ফাতেমা বিনতে সাফওয়ানও ছিলেন। আবিসিনিয়া অবস্থান কালে উম্মে খলিদ আমাতা জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মাতা খুব খুশী হন। এবং প্রবাসী জীবনের কষ্ট তারা ভুলে যান। খয়বরের যুদ্ধের সময় আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর চাচাতভাই জাফর তাইয়ারের নের্তৃত্বে যে মুহাজির কাফেলা আবিসিনিয়া থেকে

www.pathagar.com

মদীনা আগমন করেন তাতে উম্মে খালিদ, তার পিতা মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ছিলেন।

রাসূলে খোদা যাকে স্নেহ করতেন

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উম্মে খালিদ আমাতাকে খুব স্নেহ করতেন। পিতা খলিদ বিন সাঈদ একদিন কন্যা উম্মে খালিদকে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর রাসূলের দরবারে এসেছিলেন। তার পরনে লাল বর্ণের জামা ছিল। আল্লাহর রাসূল তাকে খুশী করার জন্য হাবশী ভাষায় বলেন 'সানা' 'সানা' অর্থাৎ খুব সুন্দর খুব সুন্দর। উম্মে খালিদ (রাঃ) হাবসী ভাষা জানতেন এবং আল্লাহর রাসূলের পাক জবান থেকে যখন 'সানা' 'সানা' বেরুত তখন তার খুবই ভাল লাগত। এক রেওয়াতে বলা হয়েছে যে অল্প বয়স্কা উম্মে খালিদ (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর কাধে যে নবুওয়াতের মোহর ছিল তা হাত দিয়ে স্পর্শ করেন এবং খেলতে শুরু করেন। পিতা খালিদ বিন সাঈদ তাকে নিষেধ করেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মহব্বতের সাথে বলেন বারণ করনা, তাকে খেলতে দাও।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উম্মে খালিদ (রাঃ)কে যে বেহদ ভালবাসতেন তা আরও একটা ঘটনা থেকে জানা যায়, খয়বরের যুদ্ধের পর একবার ফুল অঙ্কিত একখানা মুল্যবান কাল চাদর উপহার স্বরূপ আল্লাহর রাসূল লাভ করেন। দরবারে নববীতে চাদর আসার পর নবী করীম (সঃ) উপস্থিত সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করেনঃ 'এ চাদর কাকে দিব।'

সাহাবাগন আল্লাহর রাসূলের প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না। চুপচাপ বসে রইলেন। তাদের নীরবতার অর্থ হল রাসূলুল্লাহ তার ইচ্ছা মত যে কোন লোককে উপহার দিতে পারেন। তার প্রিয় সাহাবাদেরকে নীরব দেখে নবী করীম (সাঃ) বললেন, উম্মে খালিদকে ডেকে আন।

একজন সাহাবী উম্মে খালিদকে খবর দিতে গেলেন। তিনি খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলেন। রাসূলে খোদা অত্যধিক পিয়ার ও মহব্বতের সাথে ফুল ওয়ালা কাল চাদর তাকে উপহার দিলেন এবং দুবার বললেন পরিধান কর এবং পুরাতন কর। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার পাক হাতের আঙ্গুল দ্বারা ফুল স্পর্শ করে বললেন উম্মে খালিদ 'সানা'- 'সানা'- খুব সুন্দর খুব সুন্দর। উম্মে খালিদ হাবসী ভাষা জানতেন। এবং 'সানা'র অর্থ হাবসী ভাষায় খুব

www.pathagar.com

সুন্দর। তিনি আল্লাহর রাসূলের পাক জবান থেকে হাবসী ভাষার শব্দ 'সানা' শুনে খুশীতে বাগ বাগ হয়ে যেতেন।

বাদশাহর সালাম নবীকে পৌঁছিয়ে দিলেন

উম্মে খালিদ তার আবিসিনিয়া প্রবাসের স্মৃতিচারণ করতেন। আবিসিনিয়া থেকে ফেরার সময় আবিসিনিয়ার বাদশাহ আসমারা খুব সম্মান ও ভক্তি পূন্য সালাম আল্লাহর রাসূলের নিকট পৌঁছানোর জন্য মোহাজির কাফেলার প্রত্যেক নারী পুরুষকে বলেছিলেন। উম্মে খালিদ (রাঃ) বলতেন আবিসিনিয়ার বাদশাহ রাসূলুল্লাহকে সালাম পৌঁছানোর জন্য যাদেরকে বলেছিলেন আমি তাদের একজন, অন্যান্যদের সাথে আমিও আল্লাহর রসূল (সাঃ)–কে আবিসিনিয়ার বাদশাহের সালাম পৌঁছিয়েছিলাম। সম্ভবতঃ আল্লাহর রাসূল ইসলামের ফসল এ শিশু প্রতিনিধিকে এজন্য পছন্দ করতেন। পিতামাতার সাথে অতি শৈশবে তিনি দুটা হিজরতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

উম্মে খালিদ (রাঃ) যৌবনে অবতীর্ন হলে পিতা মাতা তার বিবাহ আল্লাহর রাসূলের ফুফাত ভাই এবং নিবেদিত প্রান সাহাবী যুবাইর বিন আওযামের সাথে প্রদান করেন। তার গর্ভে দুটা পুত্র সন্তান খালিদ, উমর এবং ৩টি কন্যা সন্তান হাবীবা, সওদা, হিন্দা জন্ম লাভ করে। তার থেকে কতিপয় হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারীদের মধ্যে কারিব বিন সুলাইমান কিন্দি, মুসা বিন উকবা, ইবরাহীম বিন উকবা প্রমুখ রয়েছেন। তার জীবনের অধিক বৃত্তান্ত জানা যায় নি। রাসূলুল্লাহ যাকে পিয়ার মহব্বত করতেন আমরাও তাকে মহব্বত ও সম্মান করি। আমাদের কানে যেন রাসূলুল্লাহর মুখ নিঃসৃত 'সানা' 'সানা' শব্দ গুঞ্জরিত হয় এবং চোখের পর্দায় যেন উম্মে খালিদের খুশীতে বাগ বাগ হয়ে যাওয়া হাসির দৃশ্য লেগে থাকে।

www.pathagar.com

উম্মে জামিল ফাতেমা বিনতে খাত্তাব

طٰهٰ ۝ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۝ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ
الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۝ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۝

-"ত্বা-হা, আমরা কষ্ট প্রদানের জন্য তোমার উপর কুরআন নাযিল করিনি। প্রাভুকে ভয় করার জন্য এটা নসিহত বৈ কিছু নয়। যিনি যমীন ও বুলন্দ আসমান সৃষ্টি করেছেন, তার নিকট থেকে নাযিল করা হয়েছে। রহমান (আল্লাহতাআলা) আরশের উপর রয়েছেন।" ---সূরা ত্বা-হা ঃ ১-৫

পরিচিতি

উম্মে জামিল ফাতেমা (রাঃ) আরবের শ্রেষ্ঠ গোত্র কোরায়েশের বনি আদি শাখায় জন্মগ্রহন করেণ। তিনি ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান দ্বিতীয় খলিফা উমর (রাঃ) বিন খাত্তাবের সহোদরা। উম্মে জামিল (রাঃ)-এর নসবনামা হল খাত্তাব বিন নোফায়েল বিন আবদুল ওয্যাহ বিন রাবাহ বিন আবদুল্লাহ বিন কারত বিন যররাহ বিন আদি বিন কায়াব বিন লুমি বিন ফহর বিন মালিক। উম্মে জামিলের বংশ ধারা প্রিয় নবীর বংশ ধারার সাথে সংযুক্ত হয়েছে কায়াব বিন লুমিতে।

উম্মে জামিল (রাঃ) সায়ীদ (রাঃ) বিন যায়েদ বিন আমর বিন নোফায়েলকে শাদী করেছিলেন। স্বামী সায়ীদ (রাঃ) নবী করীমের একজন প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন। নবী করীম (সঃ) যে দশজন সাহাবীকে তাদের জীবদ্দশায় বেহেশতী বলে ঘোষণা করেছিলেন তিনি তাদের একজন।

ইসলামের আফতাব মক্কার আসমানে উদিত হওয়ার সাথে সাথে উম্মে জামিল (রাঃ) ও তার স্বামী ইসলাম কবুল করেন। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি ইসলাম কবুল করে মুসলমানদের সংখ্যা ২৭ নম্বরে উন্নীত করেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে স্বামী ইসলাম কবুল করেন। ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের ২৮ তম ব্যক্তি ছিলেন তার স্বামী।

www.pathagar.com

উম্মে জামিল (রাঃ) ইসলাম কবুল করার পর চূড়ান্ত দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দিন রাত ইসলামের প্রচার ও প্রকাশের জন্য চিন্তা করতেন। তিনি ও তার স্বামী নবগঠিত মুসলিম উম্মাতের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসের দুটো বিশেষ ঘটনার সাথে উম্মে জামিল (রাঃ)-এর নাম জড়িত।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের কথা। আবু বকর (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে কা'বা শরীফে উপস্থিত ছিলেন। তখন কোরায়েশের বিশেষ ব্যক্তিবর্গও সেখানে হাযির ছিল। আবু বকর (রাঃ) আল্লাহর নবীর অনুমতি নিয়ে তাদের সামনে আল্লাহর বানী পেশ করলেন। তিনি তাদের কুফর ও শিরক ত্যাগ করে ইসলাম কবুল করার জন্য উদ্বাত্ত আহবান জানালেন। তার বক্তৃতা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে তার এক কালের বন্ধুগন এবং এক সময় যারা তাকে মক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিসেবে সম্মান করত তারা তাকে চতুর্দিক থেকে আক্রমন করল। তারা তাকে বেহদ মারপিট করল। কাফেরদের সরদার উতবা বিন রাবেয়া তার চেহারা মোবারকের উপর লাথি মেরে তাকে গুরুতর ভাবে আহত করল। শুধু তাই নয় পাপিষ্ঠ উতবা মাটিতে লুটিয়ে পড়া আহত আবুবকর (রাঃ)-এর পীঠের উপর দাড়িয়ে জুতা দিয়ে লাথি দিতে লাগল। আবু বকর (রাঃ)-এর খান্দানের লোকজনের কাছে এ খবর পৌছলে তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নরাধমদের হাত থেকে ইসলামের এ নিবেদিত প্রান সৈনিককে উদ্ধার করেন। আবু বকর (রাঃ)-এর অবস্থা এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, তার গোত্রের লোকজন ধারণা করেছিল যে, হয়ত তাদের গোত্রের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি আর বাঁচবে না। তাই তারা ঘোষণা করেছিল যে, যদি আবু বকর (রাঃ) মারা যান তাহলে তারা অবশ্যই তার রক্তের বদলা নিবে এবং উতবা বিন রাবেয়াকে জীবিত ছাড়বে না। আবুবকর (রাঃ) বহুদিন বেহুশ ছিলেন। তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা, গোত্রের শুভাকাঙ্খী বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজন চেতনাহীন আবু বকর (রাঃ)-এর শিয়রে বসে ছিলেন। বারবার তারা তাকে ডাকছিলেন। কিন্তু বেহুশ আবু বকর (রাঃ) কোন জবাব দিতে পারছিলেন না। অবশেষে তার চেতনা ফিরল। কথা বলার শক্তি ফিরে এলে তিনি প্রথম তার চতুর্পাশের লোকদের যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাহল আমাদের প্রিয় নবী সম্পর্কে, আল্লাহর রাসূলের কি অবস্থা ? একথা শুনে তার অমুসলিম বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন উষ্মা প্রকাশ করে বলতে লাগলঃ তুমি এ অবস্থায়ও মুহাম্মাদের কথা ত্যাগ করতে পারনি ? আত্মীয় স্বজন আশংকা মুক্ত হওয়ার পর আহত আবু বকর (রাঃ)-কে তার পিতা মাতার যিম্মায় রেখে চলে গেলেন। আবু বকর (রাঃ)-এর মা উম্মুল খয়ের পুত্রকে একটু খাদ্য গ্রহণ করার জন্য বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কিন্তু পুত্র কোন খাদ্য বা পানি গ্রহণ করলেন না বরং বারবার তার মাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেনঃ আল্লাহর রাসূল কিরূপ আছেন।

www.pathagar.com

তার মা উম্মুল খয়ের তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি বারবার পুত্রকে জবাব দিলেনঃ আল্লাহর কসম তোমার সাথী সম্পর্কে আমার কোন খবর জানা নেই। বারবার জিজ্ঞাসা করার পর আল্লাহর রাসূলের যখন কোন খবর পাওয়া গেল না তখন আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহর বিশিষ্ট সাহাবীয়া উম্মে জামিল ফাতেমা (রাঃ) বিনতে খাত্তাবের নিকট মাকে পাঠালেন। উম্মুল খয়ের খাত্তাব তনয়ার সাথে মুলাকাত করে বললেনঃ আবুবকর গুরুতর ভাবে আহত। সে মুহাম্মাদ (সাঃ) বিন আবদুল্লাহর অবস্থা জানতে চায়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারীনি ফাতেমা (রাঃ) অমুসলিম মহিলার নিকট আল্লাহর রাসূলের অবস্থা এবং অবস্থান সম্পর্কে কোন খবর দিলেন না। সংবাদ দিলে আল্লাহর রাসূল এবং মুসলমানদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। পরিস্থিতি পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন না করে কোন মুসলিম নারী বা পুরুষ কোন অমুসলমানকে কখনও নিজেদের আভ্যন্তরীন খবর দিতে পারেন না। উম্মে জামিল উম্মুল খয়েরের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়ে বললেনঃ আপনি পছন্দ করলে আমি আবু বকরের নিকট যাব। উম্মুল খয়ের তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। আবু বকর (রাঃ)-এর ক্ষতবিক্ষত শরীর দেখে উম্মে জামিল (রাঃ) অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ ও ব্যথিত হলেন। আবেগ ভরা কণ্ঠে বললেনঃ আল্লাহর কসম যারা আপনার সাথে এ আচরণ করেছে তারা অবশ্যই কাফের এবং ফাজের। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত অবশ্যই তার প্রতিশোধনেবেন।

উম্মে জামিল (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) কে খাদ্য ও পানি গ্রহন করতে অনুরোধ করলেনঃ আবু বকর (রাঃ) তার অনুরোধ রক্ষা না করে বললেনঃ আগে আল্লাহর রাসূলের অবস্থা আমাকে বল। উম্মে জামিল (রাঃ) একটু ইতস্ততঃ করে বললেনঃ আপনার আম্মা শুনে ফেলবেন। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) জবাব দিলেন তার থেকে কোন মন্দ আশংকা করনা। উম্মে জামিল (রাঃ) আশ্বস্ত হয়ে বললেনঃ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) দারুল আরকামে অবস্থান করছেন।

আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূলকে না দেখা পর্যন্ত কোন খাবার খাব না।

তখনও লোকজনের আনাগোনা ছিল। আহত আবু বকর (রাঃ)-কে দেখার জন্য লোকের ভীড় ছিল। তাই উম্মে জামিল (রাঃ) তখন আবু বকর (রাঃ)-কে নিয়ে রওয়ানা হলেন না। বরং রাত বাড়ার সাথে সাথে দর্শন প্রার্থীদের ভীড় কমে এলে আহত আবু বকর (রাঃ)-কে নিয়ে বারগায়ে নবুওয়াতে উপস্থিত হলেন। তাদের

www.pathagar.com

সাথে উম্মুল খয়েরও ছিলেন। রাসুল (সঃ) আহত সাথীকে দেখে বুকে জড়িয়ে নিয়ে চুমু দিতে লাগলেন। এ ছিল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। নবীর মহব্বতের দেওয়ানা সমুদ্রের পিপাসা নিয়ে নবীর সাথে মুলাকাত করছেন এবং নবী করীম (সাঃ) তার মহব্বতের অঞ্জলী কবুল করছেন। আবু বকর (রাঃ) বারগায়ে নবুওয়াতে আরজি পেশ করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার আম্মার হেদায়াতের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) দোয়া করলেন আল্লাহ তার নবীর দোয়া কবুল করলেন। উম্মুল খয়ের মুসলমান হয়ে গেলেন। এ অমর ঘটনার সাথে কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকবে উম্মে জামিল ফাতেমা (রাঃ) বিনতে খাত্তাবের পূন্য স্মৃতি।

সহোদর উমর বিন খাত্তাব তখনও মুসলমান হননি। তিনি খুব গভীরভাবে অবলোকন করছিলেন নতুন দ্বীনে দীক্ষীতদের অবস্থা ও গতিবিধি। সীমাহীন নির্যাতন সত্ত্বেও নতুন দ্বীনের সম্প্রসারণ উমর বিন খাত্তাব সহ সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের খুবই বিচলিত করেছিল। যুগ যুগ ধরে যে রসম রেওয়াজ আরবের বুকে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং যে পূজাপার্বন বাপ–দাদার কাল থেকে সমাজে প্রচলিত রয়েছে তা এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। নতুন দ্বীনের চেরাগ নির্বাপিত না করলে আরবের গোটা সমাজ ব্যবস্থা ভেংগে পড়বে, গোটা লাইফ ষ্টাইল বদলে যাবে। নেতৃবৃন্দ বেঁচে থাকা অবস্থায় তা কখনও হতে পারে না। তার রাস্তা রুখতে হবে। হাসি ঠাট্টা ব্যাংগ বিদ্রোপের দ্বারা কোন ফল পাওয়া যাচ্ছেনা। খাব্বাব বেলালকে যন্ত্রনা দায়ক শাস্তি দেয়া হয়েছে, আবু বকর (রাঃ) কে মেরে আধমরা করা হয়েছে, সুমাইয়াকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে ইসলামের কাফেলা থেমে যায়নি, আল্লাহর দ্বীনের অগ্রযাত্রা বন্ধ হয়নি। মুষ্টিমেয় মানুষ নতুন চেতনা নতুন শক্তি, নতুন উদ্যম নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছেন বিপদ সংকুল কর্মক্ষেত্রে। আরবের প্রাচীন জীবন ধারাকে পরিবর্তন করার জন্য। রাসূলুল্লাহর চাচা বীর হামযা (রাঃ) ইসলাম কবুল করার পর আরব সর্দারিগণ আরও উৎকণ্ঠিত হয় এবং এক সমাবেশের আয়োজন করে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা পর্যালোচনা করার পর রেসালতের সূর্য নির্বাপিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আবু জেহেল ঘোষনা করে ঃ যে ব্যক্তি মোহাম্মাদকে হত্যা করবে আমি তাকে লাল বর্নের একশত উট এবং নগদ চল্লিশ হাজার দিরহাম এনাম প্রদান করব।

উমরও সে মজলিশে হাজির ছিলেন। পুরস্কারের কোন লোভ লালসা তার ছিল না। আবু জাহেলের বক্তৃতা শুনে খুব উত্তেজিত হয়ে ঘোষনা করেনঃ হে আবু হাকিম! লাত ও ওযযার কসম! মুহাম্মাদকে হত্যা না করা পর্যন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করব না।

www.pathagar.com

নবুওয়াতের সূর্য নির্বাপিত করার নিকৃষ্ট সংকল্প নিয়ে উমর রাস্তায় বের হলেন। হাতে তার উম্মুক্ত তরবারী। রাস্তায় মুলাকাত হল বন আদি গোত্রের নোয়াইম বিন আবদুল্লাহর সাথে। তিনি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিক্ষুব্ধ উমরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে ইবনে খাত্তাব, তলোয়ার হাতে কোথায় যাচ্ছ? উমর জবাব দিলেনঃ আমি তাকে হত্যা করতে যাচ্ছি যে কোরায়েশের ঐক্য বাঞ্চাল করে দিয়েছে, সে আমাদেরকে নেহায়েত আহমক মনে করেছে, আমাদের দেবতাদের সমালোচনা করেছে এবং আমাদের দ্বীনের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছে।

নোয়াইম উমরের মনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য বললেনঃ হে উমর। তোমার ধারণা খুবই বিভ্রান্তি জনক। আল্লাহর কসম, এটা তোমার জন্য খুবই বিপদজনক। তুমি কি মনে কর? তুমি যদি মুহাম্মাদকে হত্যা করতে সফলকাম হও, তাহলে কি বনু আবদে মানাফ তোমাকে নিরাপদ ছেড়ে দেবে?

উমর বিরক্ত হয়ে বললেনঃ আমি কাকেও ভয় করিনা। মনে হচ্ছে তুমিও পিতৃপুরুষের মযহাব ত্যাগ করে মুহাম্মাদের দ্বীন এখতিয়ার করে নিয়েছ। কি বল, তাহলে মৃত্যুর স্বাদ প্রথমে তোমাকেই চাকতে দেই।

নোয়াইম বললেনঃ আমাকে একটু পরে হত্যা কর। প্রথম নিজের ঘরের খবর নাও।

উমরঃ তুমি কার কথা বলছ?

নোয়াইমঃ তোমার বোন ফাতেমা এবং তার স্বামী সায়ীদ বিন যায়েদ ইসলাম কবুল করেছেন। পূর্বে তাদের সংবাদ নাও।

নোয়াইম (রাঃ)-এর কথাতে উমরের গায়ে যেন আগুন ধরে গেল। এত বড় স্পর্ধা। তার নিজের গৃহে ইসলাম চর্চা করা হবে। ফাতেমা এত দুঃসাহস কোথায় পেল? সায়ীদকে সায়েস্তা করা হবে। সে স্বধর্ম ত্যাগ করার মজা টের পাবে। নবীকে হত্যা করার আগে তার নিজের বোন ও তার স্বামীকে শাস্তি দিতে হবে। তিনি ফাতেমার ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন।

ফাতেমা ও সায়ীদ (রাঃ) তখন সুরা ত্বা-হা তেলাওয়াত করছিলেন। তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন নবী করীম (সাঃ)-এর বিশিষ্ট সাথী খাব্বাব বিন আরাত

www.pathagar.com

(রাঃ)। উমর বন্ধ ঘরের দরজায় দাড়িয়ে কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনছিলেন। নোয়াইম (রাঃ) তা হলে মিথ্যা বলেন নি। দরজায় জোরে কষাঘাত করলে ফাতেমা (রাঃ) দরজার তীব্র আঘাত থেকে উমরের উপস্থিতি আশংকা করে কুরআনের অংশ লুকিয়ে রাখলেন এবং খাব্বাব (রাঃ)-কে অন্যরুমে চলে যেতে ইশারা করলেন।

উমর ঘরে ঢুকে বললেনঃ কিসের আওয়াজ শুনলাম ?

ফাতেমা ও সায়ীদ (রাঃ) জবাব দিলেনঃ তুমি কিছুই শোননি ?

উমর ঃ খোদার কসমঃ আমি শুনেছি তোমরা ইসলাম কবুল করেছ ?

এই বলে ভগ্নিপতি সায়ীদের চুল ধরে মারতে শুরু করলেন। চুল টেনে মাটিতে ফেলে দিয়ে ইচ্ছামত মারলেন। ফাতেমা (রাঃ) বাধা দিলে তাকেও মারলেন। ঘরের মেঝে থেকে এক টুকরা কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে সায়ীদ (রাঃ) কে আঘাত করতে উদ্যত হলে ফাতেমা (রাঃ) ভাই এর সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। কাঠের আঘাত স্বামীর গায়ে না লেগে তার নিজের মাথায় লাগল। মাথা ফেটে রক্তের ফোয়ারা বেরোতে লাগল। আহত স্বামী-স্ত্রী এক যোগে বলতে লাগলেনঃ আমরা ইসলাম কবুল করেছি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি। তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পার আমরা ইসলাম ত্যাগ করব না।

অন্য এক বর্ণনাতে রয়েছে ফাতেমা (রাঃ) বলেছেনঃ ভাই বোনকে কেন স্বামী হারা করতে চায় ? প্রথমে আমাকে মেরে ফেল। দ্বীনে হক কখনও দিল থেকে যাবে না। মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দ্বীনের মধ্যেই আমার জীবনের অবসান হবে।'

বোনের খুনের ফোয়ারা, মুমিন খাতুনের পবিত্র রক্তের ধারা ইসলামের সেবিকার রক্তে রঞ্জিত দেহ, উমরের মনে বিদ্যুতের প্রবাহ সৃষ্টি করল। এ অজেয় শক্তি, অপরাজেয় মনোভাব, অনড়-অটল সংকল্প উমরকে কিছুক্ষনের জন্য নির্বাক-নিরুত্তর করল। কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেনঃ তোমরা যা পড়ছিলে তা আমাকে দেখাও।

ফাতেমা বললেনঃ আমি আশঙ্কা করছি, তুমি তা বরবাদ করে দেবে।

উমর তার দেব-দেবীর কসম খেয়ে বললেনঃ কোনরূপ আশঙ্কা করনা, আমি পড়ার পর তোমাকে ফিরিয়ে দেব।

www.pathagar.com

ফাতেমা (রাঃ) নিজের যখমের ব্যাথা ভুলে গেলেন। চিন্তা করতে লাগলেনঃ হয়ত আল্লাহর কালাম ভাইয়ের মনকে প্রভাবিত করবে। দ্বীন ইসলামের প্রচারে ব্রতী একজন মুসলিম মহিলার মনে তার চেয়ে বেশী আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে?

তিনি ভাইকে বললেনঃ আমরা আল্লাহর কালাম পড়ছিলাম। যাতে আল্লাহর কালাম লিখিত তা এক মাত্র পাক পবিত্র ব্যক্তিই স্পর্শ করতে পারে। গোসল করে পাক পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তুমি তা স্পর্শ করতে পারবে না।

উমর গোসল করে পবিত্র হলে ফাতেমা (রাঃ) ভাইয়ের হাতে কুরআনের অংশ বিশেষ প্রদান করলেন। সূরা 'ত্বা-হা'-র প্রাথমিক আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করলেন। অদ্ভুত কিতাব। অপূর্ব তার বাচন ভঙ্গী। উমর (রাঃ) এ ধরনের সাবলীল যুক্তিধর্মী ও অপরূপ স্টাইলের কোন কিতাব জীবনে কখনও অধ্যায়ন করেননি। প্রত্যেকটি বাক্য তাঁর জন্য এক নতুন আবেদন বয়ে নিয়ে এল।

اَللّٰهُ لَااِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لَهُ اَلْاَسْمَاءُ اَلْحُسْنٰي

"-আল্লাহ ব্যতিত কোন ইলাহ নেই। সুন্দর নাম সমূহ তার জন্যই।" কালামুল্লাহর এর অংশটুকু তেলাওয়াত করার পর আবেগ ভরা কণ্ঠে বললেনঃ

"এ কি অপরূপ বানী। এ মন্তব্য শুনে খাব্বাব (রাঃ) অন্য কামরা থেকে বের হয়ে বললেনঃ হে উমর। মোবারকবাদ, তোমার সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যে দোয়া করেছিলেন তা কবুল হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সঃ) গতকল্য দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ, আমর বিন হিশাম বা উমর বিন খাত্তাবের দ্বারা ইসলামকে ইজ্জত দান কর।

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ اَلْاِسْلَامَ بَاحد الرجلين اما ابن هشام و اما عمربن الخطاب

অন্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে উম্মে জামিল ফাতেমা (রাঃ) আহত হওয়ার পর উমর (রাঃ) বোনকে বললেনঃ তুমি যা পড়ছিলে তা আমাকে শুনাও।

ফাতেমা (রাঃ) শরীরের রক্ত পরিষ্কার করার পর ওযু করলেন, এবং কালামের অংশ বিশেষ বের করে সূরা 'ত্বা-হা'-র প্রাথমিক আয়াত সমূহ আবেগভরা কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগলেনঃ

www.pathagar.com

طٰهٰ ۝ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۝ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ
خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۝ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۝

"–'ত্বা–হা, কষ্ট প্রদানের জন্য তোমার উপর কুরআন নাযিল করিনি। প্রভুকে ভয় করার জন্য এটা নছিহত বৈ কিছু নয়। যিনি যমিন ও বুলন্দ আসমান সৃষ্টি করেছেন, তার নিকট থেকে তা নাযিল করা হয়েছে। রহমান আরশের উপর রয়েছেন।"

কুরআন আবৃত্তির সাথে সাথে উমরের মন বিগলিত হতে লাগল।

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝

(যা আসমান যমিন এবং মাটির নীচে রয়েছে তার মালিক তিনি।) তেলাওয়াত করে উমর (রাঃ) বললেনঃ হে ফাতেমা যা আসমান সমূহ এবং যমিনের নীচে রয়েছে তার অধিকারী কি তোমার প্রভু ?

ফাতেমা (রাঃ) বললেনঃ হাঁ ভাই অবশ্যই আমাদের আল্লাহ বিরাট শান ও কুদরতের অধিকারী। উমর (রাঃ) বললেনঃ পাতাগুলো আমাকে পড়তে দাও। ফাতেমা (রাঃ) বললেনঃ হে ভাই আমাদের আল্লাহর হুকুম لا يمسه الا المطهرون পাক পবিত্র ব্যতীত কেহ যেন এটা স্পর্শ না করে। উমর (রাঃ) গোসল করলেন এবং খুব আগ্রহ সহকারে কুরআন আবৃত্তি করতে লাগলেন। উমর (রাঃ) ধীরে ধীরে পরাজিত, পরাভূত ও বিগলিত হলেন। কিতাবুল্লাহর আয়াত মুবারকঃ

اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۝

(নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তাই আমার ইবাদাত কর এবং শুধুমাত্র আমার স্মরনের জন্য নামাজ কায়েম কর।) পড়ার পর উমর (রাঃ) খুব বিগলিত হলেন এবং বেহদ কাঁদতে লাগলেন। চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে গেল।

বোন এবং ভগ্নিপতিকে সম্বোধন করে বললেনঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমার বাড়াবাড়ি তোমরা মাফ করে দাও। তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি আন্তরিকতার সাথে মুহাম্মাদের উপর ঈমান আনলাম।

www.pathagar.com

অতঃপর উমর (রাঃ) খাব্বার (রাঃ)-কে অনুরোধ করলেন তাকে রাসূলুল্লাহর দরবারে পৌছিয়ে দেয়ার জন্য। খাব্বাব (রাঃ) উমর (রাঃ) কে দারে আরকামে নিয়ে গেলেন। উমর (রাঃ) দরজায় আঘাত করলে সাহাবায়ে কেরাম দরজা খুলতে ইতস্তত: করছিলেন। বীর হামযা (রাঃ) তাদেরকে অভয় দিয়ে বললেনঃ খুলে দাও। উমর (রাঃ) ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে এলে ভাল, অন্যথায় তার তরবারীর দ্বারা তার মাথা উড়িয়ে দেব।

উমর (রাঃ) বিনম্রভাবে নবী (সাঃ)-এর দরবারে পৌছলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উমর (রাঃ)-এর চাদর মুঠোর মধ্যে টেনে বললেন, হে ইবনে খাত্তাব, কেন এসেছ? তোমার উদ্দেশ্য কি?

নবুওয়াতের জালাল উমর (রাঃ) কে খুব প্রকম্পিত করল। তিনি বিনিত ভাবে আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনার জন্য এসেছি।

আল্লাহর রাসূল উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু আকবর উচ্চারণ করলেন। সাহাবায়ে কেরামও আবেগ ভরা কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দিতে লাগলেন। মক্কার পাহাড় পর্বতে তাদের তাকবীরের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হল। দ্বীন ইসলামের শত্রু-দ্বীন ইসলামের মিত্র হলেন।

উমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনা। তিনি ইসলামের ইতিহাসের ধারা নিয়ন্ত্রন করেছেন। তার নির্ভীকতা, দূরদৃষ্টি এবং নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা তিনি ইসলামের এক স্তম্ভের মর্যাদা লাভ করেছেন। তিনি মুসলিম উম্মতের প্রানের গভীর তন্ত্রীর প্রিয় ফারুকে আজম।

যিনি ফারুকে আজমকে ইসলামের সুশীতল, সুন্দর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছন, তিনি তারই বোন উম্মে জামিল ফাতেমা (রাঃ) তার ধৈর্য, সবর, আন্তরিকতা এবং বিচক্ষণতা উমর ফারুক (রাঃ) কে ইসলামের অবারিত সৌন্দর্যের দিকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করেছে। ফাতেমা (রাঃ)-এর দৃঢ়তা-দ্বীনের প্রতি মহব্বত উমর (রাঃ) কে শত্রুদের শিবির ত্যাগ করায়ে ইসলামের চির শান্তির শিবিরে নিয়ে এসেছেন ইসলামের মহা বিপ্লবী পতাকা বহন করার জন্য।

ইমাম বুখারীর এক বর্ণনা থেকে জানা যায় উমর (রাঃ) বোন ফাতেমা (রাঃ) ও তার স্বামী সায়ীদ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের খবর পূর্ব থেকে জানতেন এবং তাদের

www.pathagar.com

এ অপরাধের(?) জন্য তিনি তাদের বারবার বেহদ তাকলীফ দিয়েছেন। আল্লাহর এ বান্দী ও তার স্বামী সত্যদ্বীনের খাতিরে বর্বরতা ও জুলুম নিরবে সহ্য করেছেন। যে দিন উমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন তিনি ছিলেন ক্রোধান্ধ। তাই সেদিন তিনি তাদের উপর সবচেয়ে বেশী জুলুম করেছেন।

ইসলামের শত্রুদের হাতে খলিফা উসমান (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর ফাতেমা (রাঃ)-এর স্বামী সায়ীদ (রাঃ) যে মন্তব্য করেছেন তার উদ্বৃতি ইমাম বুখারী দিয়েছেন। সায়ীদ (রাঃ) তখন কুফায় অবস্থান করছিলেন। উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের খবর পেয়ে তিনি কুফার মসজিদে মুসলমানদেরকে খেতাব করলেনঃ হে জনতা! আল্লাহর কসম আমি আমার নিজের অবস্থা অবলোকন করছি; উমর তখনও মুসলমান হননি। ইসলাম কবুল করার অপরাধে তিনি আমাকে ও তার বোনকে বেঁধে ফেলতেন তোমরা উসমানের সাথে যে আচরণ এবং জুলুম করেছ তাতে ওহুদ যদি ফেটে যেত তাহলে তা খুবই স্বাভাবিক হত।

উম্মে জামিল ফাতেমা বিনতে খাত্তাব (রাঃ) আল্লাহর রাসূলের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সাহাবীয়াদের অন্যতম ছিলেন। তিনি জ্ঞাণ ও অভিজ্ঞতার উচ্চ মঞ্জিলে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি খুবই বুদ্ধিমতি ছিলেন। তিনি নেক কাজে সর্বদা অগ্রসর ভূমিকা পালন করতেন। তিনি অসত্য ও অন্যায়কে অপছন্দ করতেন। তিনি আমর বিন মারুফ ও নেহী আনীল-মুনকার এর কাজে নিজেকে সর্বদা লিপ্ত রাখতেন।

ইসলামের এ মহীয়সী মহিলা ক'টা সন্তানের জননী ছিলেন বা কখন মৃত্যু বরণ করেছেন তার কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। কোন কোন পুস্তকে বিবৃত হয়েছে যে, তিনি উমর (রাঃ)-এর খেলাফতের যামানায় ইনতেকাল করেছেন।

www.pathagar.com

উম্মুল ফযল লাবাবাতুল কুবরা

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তার সঙ্গী সাথীগণ কাফেরদের ব্যাপারে খুবই কঠিন, নিজেদের মাঝে রহম দিল --নরম।   --আল কুরআন

নাম পরিচিতি

লাবাবা বিনতে হারিস উম্মুল ফযল (রাঃ) নামে খ্যাত। তার উপাধি কুবরা। জীবনীকাররা তাকে লাবাবাতুল কুবরা নামে আখ্যায়িত করেছেন।

উম্মুল ফযলের পিতার নাম হারিস বিন হাজন বিন বাজের বিন আল-হারাম বিন রুবিয়া বিন আবদুল্লাহ বিন হালাল বিন আমের বিন সা'সা'। মাতার নাম হিন্দ বা খাওলা বিনতে আউফ।

উম্মুল ফযল (রাঃ)-এর শাদী মোবারক আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর সাথে সম্পন্ন হয়। এ রিশতা থেকে তিনি রাসূল (সাঃ) এর চাচী। উম্মুল ফযল বিনতে হারিস উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা (রাঃ) বিনতে হারিসের সহোদরা। এদিক থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্যালিকা। উম্মুল ফযল রাদিয়াল্লাহু আনহার অপর এক বোনের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা বীর হামযা (রাঃ) বিন আবদুল মুত্তালিবের সাথে বিবাহ হয়েছিল। নবী করীম (সাঃ) এর চাচাত ভাই জা'ফর তাইয়্যার বিন আবু তালিব উম্মুল ফযলের অন্য এক বোন (মা এক পিতা ভিন্ন) আসমা বিনতে উমাইসকে বিবাহ করেছিলেন। উম্মুল ফযল (রাঃ)-এর মা হিন্দ বিনতে আউফকে তার সমসাময়িক সমসাময়িক মহিলাগণ এ চার মেয়ের উন্নত বৈবাহিক মর্যাদার কারনে ঈর্ষা করতেন। নবী করীম (সাঃ) উম্মুল ফযল (রাঃ) মায়ামুনা (রাঃ) সালমা (রাঃ) এবং আসমাকে মুমিনা বোন চতুষ্টয় হিসেবে আখ্যায়িত করতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস (রাঃ) অনেক দেরীতে ইসলাম কবুল করেছেন। কিন্তু আব্বাস সহধর্মিনী রেসালতের সূর্য মক্কার

www.pathagar.com

আসমানে উদীত হওয়ার সাথে সাথে ইসলাম কবুল করেন। তিনি সাবিকুনাল আউয়ালুনের বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারীনী। মহিলাদের মধ্যে তার স্থান দ্বিতীয়। প্রথম খাদিজা (রাঃ) অতঃপর তিনি ইসলাম কবুল করেন। স্বামী ইসলামী আন্দোলনের ঘোর বিরোধী সত্ত্বেও উম্মুল ফজল ইসলাম কবুল করে প্রমান করেছেন যে, একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহিলাকে কোন বাধা বিপত্তি তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনা। বর্তমান যুগে যে সব মহিলা স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ)-এর হুকুম অমান্য করেন তারা একটু ভেবে দেখুন যে উম্মুল ফযল কি করে স্বামীর মতের বিপরীত ইসলাম কবুল করলেন। আব্বাস (রাঃ) কোন সাধারণ লোক ছিলেন না। তিনি কোরায়েশদের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। এবং বদরের যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বন্ধী হয়েছিলেন।

আবু লাহাবকে মারলেন

উম্মুল ফযল রাদিয়াল্লাহু আনহা খুব সাহসী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। বদরের যুদ্ধে কুরায়েশদের বিপর্যয় মক্কার ঘরে ঘরে মাতমের সৃষ্টি করে। শোচনীয় পরাজয়ের খবর পেয়ে আবু লাহাবও অস্বস্তি বোধ করে। যুদ্ধের খবর বিস্তারিত জানবার জন্য সে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। অবশেষে সহোদর আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের ঘরে হাজির হয়। সম্ভবতঃ তখনও মুসলমানদের হাতে আব্বাসের বন্দীর খবর মক্কায় এসে পৌছেনি। আবু লাহাব আব্বাস (রাঃ)-এর দাস আবু রাফে (রাঃ)-এর পাশে এসে বসল। আবু রাফে (রাঃ) তখন তীর শিক্ষা করছিলেন। আবু সুফিয়ান তখন বদর থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আবু লাহাব তাকে ডেকে বলল, ভাতিজা যুদ্ধের অবস্থা বর্ননা কর। সেখানে কি ঘটেছে তা বল।

আবু সুফিয়ান জবাব দিলেনঃ

আল্লাহর শপথ! যে রূপ গোসলদানকারীর কাছে মৃত ব্যক্তি অসহায় সেরূপ আমরা মুসলমাদের সামনে অসহায় ছিলাম। তারা যাকে ইচ্ছা মেরেছে এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধী করেছে। এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছি। সাদা পোষাক পরিহিত সাদা কালো ঘোড়ার আরোহীগণ আমাদের লোকজনকে মেরে শেষ করে দিয়েছে, বুঝতে পারিনি তারা কারা।

আবু রাফে (রাঃ) সতস্ফূর্ত ভাবে বললেনঃ তারা ফেরেশতা ছিল।

আবু লাহাব তার কথা শুনে খুব রাগ পেল। আল্লাহর দুশমন তার গালে চড় মারল। ঈমানের তেজে দীপ্ত আবু রাফে (রাঃ) দুশমনে খোদার উপর ঝাঁপিয়ে

www.pathagar.com

পড়লেন, কিন্তু আবু রাফে (রাঃ) দুর্বল আকৃতির লোক ছিলেন। তিনি তার দুশমনের সাথে পেরে উঠলেন না। আবু লাহাব তাকে মাটিতে ফেলে বেদম প্রহার করতে লাগল।

উম্মুল ফযল দুর থেকে এ দৃশ্য দেখে সহ্য করতে পারলেন না। তিনি এক লাঠি নিয়ে ছুটে এলেন এবং দুশমনে খোদার মাথায় খুব জোরে আঘাত করলেন। মাথা ফেটে গেল। রক্তের ফোয়ারা বেরুল। তিনি খুব কর্কশ স্বরে বললেনঃ বেহায়া, তার মুনিব এখানে নেই, আর তুমি তাকে দুর্বল পেয়ে মারছ?

আবু লাহাব কখনও কল্পনা করেনি যে, তার ভাবী তাকে এভাবে মারবেন এবং বকবেন। সে ভীত, লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে সেখান থেকে চলে গেল। উম্মুল ফজল খুব কৌশলে আল্লাহর দ্বীনের বিরোধীতার শাস্তি তাকে দিলেন। আল্লাহর দুশমন এটা আচ করতে পারলেও তার প্রতিবাদ করার সুযোগ পেল না। কারণ উম্মুল ফযল (রাঃ) তার মনের কথা প্রকাশ করেন নি। তিনি অন্য কথা বলেছেন, ভিন্ন পটভূমিতে তাকে মেরেছেন। মনে হয়েছে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ঘটনা।

আব্বাস (রাঃ) মক্কা বিজয়ের কিঞ্চিত পূর্বে ইসলাম গ্রহনের ঘোষণা করেন। অতপর স্বামী স্ত্রী স্বপ্নের দেশ ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র মদিনার দিকে হিজরত করেন।

উম্মুল ফযল খুব পরহেযগার, নেক বখত এবং ইবাদাত গোযার মহিলা ছিলেন। ইবাদাতের মধ্যে নিজেকে মশগুল রাখতেন। প্রতি সপ্তাহে ঘন ঘন নফল রোজা রাখতেন। তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে খুব মহব্বত করতেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-ও তাকে খুব স্নেহ করতেন এবং তিনি প্রায়শঃই উম্মুল ফযল (রাঃ)-এর ঘরে যেতেন। দুপুর হলে সেখানে বিশ্রাম নিতেন।

উম্মুল ফযল স্বপ্ন দেখলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহের কিঞ্চিত অংশ তার ঘরের মধ্যে। তিনি নবী করীম (সাঃ)-কে স্বপ্ন বললেন।

নবী করীম (সাঃ) তার স্বপ্ন শুনে বললেনঃ মনে হচ্ছে আল্লাহ আমার প্রিয় কন্যা ফাতেমাকে সন্তান দান করবেন এবং তুমি তাকে দুধ পান করাবে।

কিছুদিন পর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা পুত্র সন্তান লাভ করলেন। স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল। উম্মুল ফযল নবী করীম (সাঃ)-এর প্রাণ প্রিয় নাতি হুসাইন বিন

www.pathagar.com

আলী বিন আবু তালিবকে দুধ পান করানোর দায়িত্ব পেলেন। উম্মুল ফযল খুব সন্তুষ্ট চিত্তে এ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর গোটা খান্দান তাকে খুব সম্মান করতেন।

একদিন উম্মুল ফযল (রাঃ) শিশু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কোলে করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলেন, নবী করীম (সাঃ) প্রিয় নাতিকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন। হোসাইন (রাঃ) নানার কোলে পেশাব করে দিলেন। উম্মুল ফযল টান দিয়ে হোসাইন (রাঃ)কে নবী করীম (সাঃ)-এর কোল থেকে সরিয়ে নিলেন এবং ধমকের স্বরে বললেনঃ হে নান্নু, তুমি কি করলে ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কোলে পেশাব করে দিলে ?

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উম্মুল ফযলের এতটুকু ধমকও পছন্দ করলেন না। তিনি বললেনঃ উম্মুল ফযল তুমি আমার সন্তানকে যেভাবে ধমক দিলে তাতে আমার কষ্ট হয়েছে।

উম্মুল ফযলের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় অপর একটি ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। বিদায় হজ্জের সময় তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। আরাফার দিন কিছু লোক ভুল ধারণা করেছিল যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) রোযা রেখেছেন। উম্মুল ফযল (রাঃ) তাদের এ-গলদ ধারণা দুর করার জন্য এক পেয়ালা দুধ নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। নবী করীম (সাঃ) দুধ পান করলেন তাতে লোকজনের ভুল ধারনণ দুর হল।

উম্মুল ফযল খলিফাতুল মুসলেমীন উসমান (রাঃ) বিন আফফানের খেলাফত কালে ইনতেকাল করেন। তিনি সাত রত্ন প্রসবা জননী। সন্তানদের ছয়জন পুত্র -- ফযল, আব্দুল্লাহ, উবায়দুল্লাহ, মা'বদ, কাসেম, আবদুর রহমান এবং এক কন্যা, উম্মে হাবীবা, তার সব কটি সন্তানই খুব যোগ্য এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। বিশেষতঃ আবদুল্লাহ এবং উবায়দুল্লাহ (রাঃ) খুব জ্ঞাণী এবং গুণী ছিলেন। তারা মুসলিম উম্মতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে শামিল রয়েছেন।

তিনি ত্রিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) আনাস বিন মালিক (রাঃ) প্রমুখ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

উম্মে মা'আবাদ খুজা আইয়া

নাম ও পরিচিতি

উম্মে মা আবাদ খুজা আইয়া (রাঃ) রাসূলে খোদা (সাঃ)–এর এক বেদুইন সাহাবিয়া। মক্কা মদীনার রাস্তার পার্শ্বে কোদাইদ নামক স্থানে তার আস্তানা ছিল। তার স্বামী তামিম বিন আবদুল উজ্জা খুজায়ী খুজাআ গোত্রের বনু কায়াবদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। স্বামী অত্যন্ত দরিদ্র বেদুইন ছিলেন। সারাদিন পাহাড়ী এলাকায় বকরী চড়াতেন।

উম্মে মা আবাদ (রাঃ)–এর আসল নাম ছিল আতিকা। উম্মে মা আবাদ নামে তিনি প্রসিদ্ধা ছিলেন। তার পিতা খালিদ বিন খালিক খুজাআ গোত্রের লোক ছিলেন।

উম্মে মা আবাদ (রাঃ) এর সম্বল ও বিষয় সম্পত্তি বলতে একটা তাবু, দুচার খানা থালা বাসন এবং পানি রাখার চামড়ার মশক। কিন্তু উম্মে মা আবাদ (রাঃ) একাই এক ইতিহাস। কোদাইদ অতিক্রমকারীর প্রত্যেক মুসাফিরের নিকট তিনি সুপরিচিতা। তার গরীব খানায় প্রত্যেক যাত্রী কিছুনা কিছু দুধ, খেজুর এবং গোসত অবশ্যই খেয়েছে এবং তারা বয়ে নিয়ে গিয়েছে তার মেহমানদারীর সুখ্যাতি মক্কা মদীনা বা আরও দুরবর্তী অঞ্চলে। তাই যারা সফর করেনি বা কোদাইদের রাস্তা অতিক্রম করেনি তারাও তার নামের সাথে সুপরিচিত ছিল।

রাসূল (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাত

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনা যাচ্ছিলেন। সঙ্গে তার আবু বকর। একই উটে তিনি আল্লাহর রাসূলের সাথে সওয়ার ছিলেন। অপর এক উটের উপর সওয়ার ছিলেন আমির বিন কাহিরা এবং আল্লাহর রাসূলের অমুসলিম পথ প্রদর্শক আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত। সূর গুহা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) যে সামান্য খাদ্য দিয়েছিলেন তা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর ছোট কাফেলা যখন কোদাইদ পৌছল তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও তার তিনজন সাথী ক্ষুধার্থ ও পিপাসার্ত ছিলেন। আবু বকর (রাঃ) উম্মে মা'আবাদের অতিথি পরায়নতার কথা পুর্ব থেকে ভালভাবে জানতেন। তাই তার পরামর্শ অনুযায়ী উম্মে মা'আবাদের আঙ্গিনায় এসে কাফেলা থামল। উম্মে

www.pathagar.com

মাআবাদ (রাঃ) ও তার স্বামী বিগত এক যুগ থেকে রাসূলে খোদার আবির্ভাবের কথা শুনেছেন। মক্কার কাফেলার নিকট থেকে অনেক কথা শুনেছেন। তারা শুনেছেন 'সাহেবে কোরাইশ' নবুওয়াতের দাবী করেছেন। তার গোত্রের লোক তার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। নির্যাতিত মানুষ তার দলে যোগদান করেছে বেশী। কিন্তু নতুন নবীকে দেখার আগ্রহ থাকলেও মক্কা যাওয়ার মত সামর্থ তাদের ছিল না। মাআবাদ কল্পনাও করতে পারেননি যে তার তাবুর সামনে আজ স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এসে হাজির হয়েছেন এবং তার কাছে খাদ্য চাচ্ছেন।

আল্লাহর রাসূল বল্লেন, মাআবাদের মা। গোস্ত, খেজুর, দুধ যা তোমার ঘরে আছে তা আমাদেরকে দাও। আমরা তার বিনিময় প্রদান করব।

পর পর দুবছরের খরা আরবের মরুভূমিকে আরও শুষ্ক করে দিয়েছে। জমিতে কোন ফসলই হয়নি। তিনি আফসোস করে বললেন, আল্লাহর শপথ। এখন আমাদের ঘরে এমন কোন জিনিস নেই যা আপনাদেরকে পেশ করতে পারি। যদি থাকত তাহলে কাল বিলম্ব না করে আপনাদের সামনে হাযির করতাম।

উম্মে মাআবাদের কথায় কোন কৃত্রিমতা ছিল না। যিনি সর্বদা অতিথির সেবা করেছেন এবং যাকে কোদাইদের হাতেম তাঈ বললে ভুল হবে না। তিনি সামান্য কিছু তার ঘরে থাকলে মেহমানদের সামনে হাযির করে দিতেন।

তাবুর অপর পার্শ্বে একটা মাদী ছাগল বাধা ছিল। আল্লাহর রাসূল শীর্নকায় ছাগলটি দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, মাআবাদের মা, যদি অনুমতি দাও তাহলে ছাগলের দুধ দোহন করি।

উম্মে মাআবাদ বললেন, দোহন করতে পারেন কিন্তু এক ফোটা দুধ পাবেন বলে আশা করি না।

ছাগলটিকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সামনে আনা হল। প্রথম তিনি ছাগলের পা বাধলেন। অতঃপর ছাগলের পিঠের উপর হাত রেখে দোয়া করলেন হে আল্লাহ এ স্ত্রী লোকটির ছাগলের উপর বরকত নাযিল কর। রাসূলে খোদা যখন বকরিটিকে স্পর্শ করলেন তখন তার উলুন দুধে ভরে গেল। সে পা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল দুধ দোহাতে শুরু করলেন। একটি বড় বাসন দুধে ভরে গেল।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল তা উম্মে মাআবাদ কে পান করতে দিলেন। তিনি অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে পান করলেন। তারপর তিনি তার তিন সঙ্গীকে পান করতে দিলেন। সর্বশেষ তিনি নিজে পান করলেন এবং বললেন 'যে মানুষকে পান করায় সে শেষে পান করে।'

পুনরায় আল্লাহর রাসূল বকরী দোহালেন, বাসনের কানায় কানায় দুধ ভরে গেল। তা তিনি উম্মে মাআবাদের জন্য রেখে দিলেন। উম্মে মাআবাদ বললেন, যে ছাগলের দুধ আল্লাহর রাসূল দোহন করেছিলেন তা আমিরুল মুমিনীন উমর (রাঃ)-এর খেলাফত পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিল। আমরা সকাল বিকাল তার দুধ দোহন করতাম এবং আমাদের প্রয়োজন পূরণ করতাম।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) রওয়ানা হওয়ার কিঞ্চিত পর উম্মে মাআবাদের স্বামী তাবুতে ফিরে এলেন। ঘরে দুধ দেখে অবাক হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে এসেছে এ দুধ।

মাআবাদের মা স্বামীর বিস্ময়কে আরও বাড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ এক সম্মানিত বরকতওয়ালা মেহমানের এ কাজ। তিনি আমাদের বকরীর দুধ দোহন করেছেন। তিনি নিজে পান করলেন। তার সাথীদেরকে পান করালেন। আমাদের জন্যও রেখে গেলেন।

উম্মে মাআবাদ স্বামীকে ঘটনা হুবহু বর্ননা করলেন। স্বামী বললেন, তার চেহারা ও আকৃতি কোন ধরনের তা বল।

উম্মে মাআবাদ (রাঃ) আখেরী হযরতের বর্ননা এভাবে দিয়েছেন, আকৃতি পাক পবিত্র অপরূপ সুন্দর। চেহারা তার উজ্জ্বল। শরীর তার খাটও নয় এবং দীর্ঘও নয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মধ্যম গঠনের। খুব সুন্দর চোখ। চুল ঘন ও দীর্ঘ। ঘাড় তার সোজা। চোখের পুতলী উজ্জ্বল। লজ্জা আবৃত চোখের ভ্রু-সুরু মিলিত। ঢেউ কাটা কাল কাল চুল। নীরব অবস্থায় তাকে অত্যন্ত মর্যাদাবান মনে হয়। কথাবার্তা হৃদয়গ্রাহী। দুর থেকে অবলোকন করলে তাকে খুবই আকর্ষনীয় মনে হয়। নিকট থেকে তাকে খুবই সুন্দর দেখায়। তার বোলচাল মিষ্ট। সুস্পষ্ট কথা। শব্দের আধিক্য বা অল্পতা থেকে মুক্ত তার কথা বার্তা। তার তামাম কথাবার্তা মনি মুক্তার হারের ন্যায় একটার সাথে আরেকটা বেধে রাখা হয়েছে। তার মধ্যম আকৃতি দৃষ্টিকটু নয়।

www.pathagar.com

দীর্ঘক্ষণ অবলোকন করলেও চোখ ভীত সন্ত্রস্থ হয় না। তার সাথীগণ তার চারপাশে সর্বদা থাকেন, যখন তিনি কিছু বলেন তখন তারা মনযোগ সহকারে শোনেন। তিনি তাদেরকে আদেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করেন। তিনি অসমাপ্ত কথা বলেন না বা প্রয়োজনের অতিরিক্তও কিছু বলেন না।

উম্মে মাআবাদ (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর যে বর্ণনা প্রদান করলেন তা শুনে তার স্বামী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বললেন, আল্লাহর শপথ তিনি সে-ই সাহেবে কোরাইশ, যার কথা আমরা এ যাবৎ শুনছি, অবশ্যই তার সাথে সাক্ষাৎ করব।

উম্মে মাআবাদ (রাঃ)-এর ইসলাম কবুল করা সম্পর্কে দুধরনের বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি আল্লাহর রাসূলের মক্কী যিন্দেগীর খবর বিভিন্ন সময় তার নিকট পৌঁছেছিল, নবী করীম (সাঃ) কে দেখার পর বা তার অলৌকিক কাজ দেখার পর তিনি তাকে সত্যনবী হিসেবে মেনে নেন। দুই--তিনি এবং তার স্বামী মদীনা মনোয়ারাতে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর রাসূলের হাতে ইসলাম কবুল করেন।

উম্মে মাআবাদ (রাঃ)-এর জীবনের বিস্তারিত ঘটনাবলী জানা যায় নি। কিন্তু একটা ঘটনাই তাকে ইতিহাসের পাতায় অমর করে রেখেছে। আল্লাহ সুবহানাহু উম্মে মাআবাদ (রাঃ)-এর উপর সন্তুষ্ট হোন যার আঙ্গিনায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হিযরত কালে বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন।

এ অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জনৈক কবি লিখেনঃ

হে আল্লাহ! হে প্রভূ মানুষের।
দাও কল্যাণ উত্তম কল্যাণ তাদের
যারা অতিথি উম্মে মাআবাদের
হে আল্লাহ! হে প্রভূ মানুষের।
আশ্রয় নিয়েছে তারা দু'জন
তাকওয়া যাদের ভুষণ।
তারা সত্য সফল কর্ম বীর
যারা সুহৃদ মুহাম্মাদ নবীর।
বনু কাযাব গোত্রের মেয়েদের
অজস্র মোবারক বাদ
গৃহে আশ্রয় নেয় যাদের
মুমিন মুসলমান।

www.pathagar.com

উম্মে রুমান বিনতে আমের

উম্মে রুমান (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসের এক প্রিয় নাম । ইসলামের ইতিহাসের অনেক ঘটনা প্রবাহের তিনি নীরব সাক্ষী । তিনি গৃহস্থালীর সাধারণ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন । কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতিহাসে তার একটি ইর্ষাযোগ্য মর্যাদা রয়েছে । তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর প্রিয় শাশুড়ী। খালিফাতুর রাসূল আবুবকর সিদ্দিকের তিনি সহধর্মিনী এবং উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকার তিনি মাতা । ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব আবদুর রহমান বিন আবু বকর তারই সন্তান ।

সারা আরব যখন জাহেলিয়াতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন তখন তিনি হেরার জ্যোতির সন্ধান পেয়েছিলেন । আরবের যে কয়টি হাতে গোনা লোক রেসালতে মুহাম্মদীকে শুরুতে স্বাগতম জানিয়েছিলেন তিনি তাদের অন্যতম । দ্বীন ইসলামের পথ কত কঠিন ও বন্ধুর তা তিনি সেদিন হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন যেদিন ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে মক্কার বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যবসায়ী তার স্বামী আবু বকর (রাঃ) কে হারাম শরীফে মারাত্মক ভাবে মারধোর করা হয় এবং তার মুখে জুতা দিয়ে লাথি মেরে সঙ্গাহীন করা হয় । এ ঘটনাও তাকে দ্বীনের পথ থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারলম না । বরং তিনি যেন বুঝে শুনে বিপদের সমুদ্রে ঝাপ দিলেন । উম্মে রুমান ইসলামের ইতিহাসের সাবেকুনুল আউয়ালুনের অন্যতম । তিনি আবু বকর (রাঃ)–এর সুখ দুঃখের সাথী। শিব আবু তালিবে আল্লাহর রাসূলের সাথে যে সব মুসলমানগন বন্ধী ছিলেন তিনি তাদের একজন । হিজরতের দিন আবুবকর যখন তাকে আল্লাহর হাওয়ালা করে রাসূলে খোদার সাথে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন তখন উম্মে রুমান দৃঢ়তার সাথে আবু বকর (রাঃ)–এর ছেলে মেয়ের দায়িত্বভার গ্রহনণকরলেন ।

আবু বকরের নির্দেশক্রমে ছেলেমেয়ে সহ তিনি হিজরত করেছিলেন । হিজরতের কালে তিনি এবং তার প্রিয় কন্যা আয়েশা (রাঃ) একই উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। উটটি একটু বেআড়া ছিল । রাস্তায় উটটি লাফালাফি দাফাদাফি শুরু করে দেয়। এতে উম্মে রুমান নিজের জন্য একটু ও বিচলিত হন নি । উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন প্রিয় সন্তান আয়েশার কথা চিন্তা করে । বিচলিত উম্মে রুমান (রাঃ) এর মুখ থেকে বারবার একথা নিঃসৃত হচ্ছিলো ঃ হায় আমার মেয়ে! হায় আমার দুলহিন। অবশেষে

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে উট আয়ত্বে আসে এবং উম্মে রুমান (রাঃ) ছেলেমেয়ে সহ সহী সালামতীর সাথে মদীনা তুর রাসূলে গিয়ে পৌছেন।

মুনাফিকগণ মুসলিম সমাজকে দ্বিধা বিভক্ত করার জন্য আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর প্রতি তহমত আরোপ করলে আল্লাহর রাসূল খুব উদ্বিগ্ন হন এবং মা আয়েশা দুশ্চিন্তার চাপে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হন। এ ধরনের পরিস্থিতি যে কোন মায়ের জন্য ধৈর্য্য চ্যুতির যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু উম্মে রুমান (রাঃ) তার প্রিয় স্বামী আবু বকর (রাঃ)-এর ন্যায় অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে নাজুক পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন এবং আল্লাহর সাহায্য চেয়েছেন।

যখন উম্মুল মুমিনীন তাকে মিথ্যা কাহিনী সম্পর্কে অবহিত করলেন তখন তিনি তাকে যেভাবে সান্তনা দিয়েছিলেন তা থেকে তার বুদ্ধি বিবেচনা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ প্রিয় কন্যা, বিচলিত হয়ো না। যে নারী তার স্বামীর অধিক প্রিয় তাকে স্বামীর দৃষ্টি থেকে নীচে নামার জন্য এ ধরনের মিথ্যা ঘটনা বানান হয়।

উম্মে রুমান (রাঃ) প্রিয় কন্যা আয়েশার চেয়েও আল্লাহর রাসূলকে বেশী ভালবাসতেন। আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টির মধ্যে তার দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা তিনি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করতেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যখন আবু বকর (রাঃ) -এর গৃহে এলেন এবং আয়েশা (রাঃ) কে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং আয়েশা (রাঃ) মাতা পিতাকে ইশারা করে বললেন আপনারা জবাব দিন। তখন উম্মে রুমান এবং তার স্বামী আয়েশা (রাঃ) -এর পক্ষে কোন কথা বললেন না। তারা ভালভাবে জানতেন তাদের সন্তান বেকসুর। তাঁর কোন অপরাধ নেই। এ ব্যাপারে আয়েশাকে সমর্থন করে কোন কথা বললে আল্লাহর রোসূলের মনে কোন কষ্ট হতে পারে এ কথা ভেবে তিনি এবং তার স্বামী বল্লেনঃ আমরা কি বলব ?

আল্লাহ্ তাআলা আয়েশা (রাঃ)- এর পাক পবিত্রতা বর্ণনা করে কুরআনের আয়াত নাযিল করলে উম্মে রুমান খুশীতে বাগ বাগ হয়ে মেয়ে আয়েশা (রাঃ) কে বললেন , উঠ। এবং আল্লাহর রাসূলের শোকরিয়া আদায় কর। এটাও আল্লাহর রাসূলের প্রতি তার ভালবাসার এক নিদর্শন।

অবশ্য আয়েশা (রাঃ) মায়ের এ নসিহত শুনেন নি এবং বলেছিলেন আমি একমাত্র আমার রবের নিকট কৃতজ্ঞ যিনি আমার নিষ্পাপের সাক্ষ্য দিয়েছেন।

www.pathagar.com

উম্মে রুমান (রাঃ)–এর জীবনের একটি স্মরনীয় ঘটনা। আবুবকর (রাঃ) আসহাবে সুফ্ফার তিনজন সম্মানিত ব্যক্তিকে ঘরে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসলেন। তাদেরকে ঘরে রেখে তিনি রাসূলুল্লাহর খেদমতে গেলেন। একটু বেশী বিলম্বে তিনি সেখান থেকে ফিরলেন। ইত্যবসরে তার মেহমানগণ খাবার না খেয়ে চলে গেলেন।

উম্মে রুমান (রাঃ) স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ অতিথিদেরকে এখানে রেখে কোথায় চলে গিয়েছিলেন ?

আবু বকর জবাব দিলেনঃ আমি রাসূলে খোদার খেদমতে ছিলাম। তুমি তাদেরকে খাবার দিয়ে দিতে।

উম্মে রুমান বললেন আমি তাদেরকে খাবার পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা মেহমানের অনুপস্থিতিতে খাদ্য গ্রহনে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

আবু বকর এ খাদ্য মেহমানদের নিকট নিয়ে গেলেন। তারা তৃপ্তি সহকারে খেলেন। খাবারের মধ্যে খুব বেশী বরকত হয়েছিল। অতিথিগণ খেয়েও তা শেষ করতে পারলেন না। অতিথিদের খাবার পরও তিনগুন খাদ্য উদ্বৃত্ত হয়েছিল। আবু বকর বাড়তি খাবার রাসূলুল্লাহর নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

উম্মে রুমান (রাঃ) একজন নেক বখ্‌ত এবং সতকর্মশীলা মহিলা ছিলেন। উম্মে রুমান (রাঃ)–এর মৃত্যুর সন তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। একটি অভিমত হল যে রাসূলে খোদার জীবন কালে তিনি ইনতিকাল করেছেন। স্বয়ং রাসূলে খোদা তাকে কবরের মধ্যে রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন , যে মহিলাদের মধ্যে বড় চোখওয়ালা হুর দেখতে চায় সে যেন উম্মে রুমানকে দেখে।

কোন কোন ব্যক্তি এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে রাসূলে খোদার ইনতিকালের পর তিনি ইনতিকাল করেছেন। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অভিমত হল তিনি নয় হিজরীর পূর্বে ইনতিকাল করেন নি।

www.pathagar.com

উম্মে শরীক দোসীয়া

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

–"আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা , সম্পদ, এবং জীবন ও ফলের ঘাটতি দিয়ে পরীক্ষা করব । ঐ সমস্ত ধৈর্যশীলদের জন্য সুসংবাদ দান কর, যাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হলে তারা বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী । ––সূরা বাকারাঃ ১৫৫,১৫৬

পরিচিতি

উম্মে শরীক দোসীয়া (রাঃ) ইয়েমেনের দোসী গোত্রের মহিলা । তিনি এবং তার খান্দান মক্কা শরীফে কখন আগমন করেন তা জানা যায়নি । ঐতিহাসিকদের ধারণা নবুওয়াতে মুহম্মাদী (সাঃ) –এর সূচনাতেই তিনি মক্কা শরীফে উপস্থিত ছিলেন । আল্লাহ সুবহানাহু তাকে উন্নত মানসিকতা নিষ্কলুষ চরিত্র এবং বিচক্ষণতা দান করেছিলেন । নবী করীম (সাঃ) –এর দ্বীনের আহবান তার কাছে পৌছার সাথে সাথেই তিনি তা সত্য দ্বীন হিসেবে বিনা দ্বিধায় কবুল করেন।

নির্যাতন

উম্মে শরীক (রাঃ) আল্লাহর দ্বীনের জন্য বর্ননাতীত নির্যাতন সহ্য করেছেন। তার আত্মীয় স্বজন দ্বীন ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন । তারা তার ইসলাম গ্রহনকে সহজে মেনে নিতে পারেনি । সত্য দ্বীনকে সত্য হিসেবে কবুল করার সৎসাহসকে তারা দুঃসাহস মনে করেছে । তাঁকে দ্বীন ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নেয়ার সম্ভাব্য সকল চেষ্টা চালিয়েছে । তাদের কোন প্রচেষ্টা যখন ফলপ্রসূ হল না তখন তারা আরবের তপ্ত বালুর উপর তাকে তিন দিন তিন রাত খাড়া করে রাখল । কি নিষ্ঠুর আচরণ । তার অপরাধ হল তিনি কেন পূর্ব পুরুষের পূজ্য দ্বীনকে ছেড়ে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করেছেন । তারা তাকে পিপাসায় অস্থির করার জন্য পানি ছাড়া শুষ্ক রুটি মধুর দ্বারা খেতে বাধ্য করত । এমনিতেই রুটি খেলে পানি

www.pathagar.com

পান না করে উপায় থাকেনা। অধিকন্তু রুটির সাথে মধু দ্বিগুন পিপাসার সৃষ্টি করে। বর্বর পশুর দল ইসলাম ত্যাগ করানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। তিন দিন তিন রাতের শাস্তি তাকে খুব কাহিল করেছিল। তার অবস্থার এরূপ অবনতি ঘটেছিল যে, কাফেরগণ দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করানোর জন্য তাকে উদ্দেশ্য করে যে সব কথা বলছিল তা তিনি বুঝতে অক্ষম হচ্ছিলেন। যখন তারা আসমানের দিকে ইশারা করে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য সংকেত দিল তখন তিনি তার সকল শক্তি নিয়োজিত করে জবাব দিলেনঃ আল্লাহর কসম আমি এ আকিদার উপরই রয়েছি। বলাবাহুল্য দ্বীনের শত্রুগন তার জবাব শুনে খুব নিরাশ হয়েছিল।

মক্কা থেকে বহিষ্কার

উম্মে শরীক (রাঃ) খুব স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারীনী ছিলেন। তিনি দ্বীন- ইসলাম কবুল করার তাৎপর্য খুব ভালকরে উপলব্ধি করেছিলেন। ইসলামের বানী অমুসলমানদের কাছে পৌছিয়ে দেয়ার যে গুরুদায়িত্ব প্রত্যেক নারী এবং পুরুষের তা তিনি খুব ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি কোরাইশ গোত্রের মহিলাদের নিকট আল্লাহ ও তার রাসূলের বানী পেশ করতেন। আল্লামা ইবনে আসির তার প্রখ্যাত গ্রন্থ 'উসদুল গাবা' তে লিখেনঃ ইসলামের প্রথম দিনগুলোতে উম্মে শরীক (রাঃ) কোরাইশ মেয়েদের মধ্যে ইসলামের তাবলীগ করতেন। মুশরিকগণ তার গোপন প্রচেষ্টার খবর পেয়ে তাকে মক্কা থেকে বের করে দেয়। সম্ভবতঃ তিনি ইসলামের প্রথম মহিলা যাকে মক্কার তদানিন্তন বাতিল ধর্মীয় রাষ্ট্র শহর থেকে বের করে দিয়েছিল।

নবী করীম (সঃ) তার নিকট অতিথি পাঠাতেন

উম্মে শরীক (রাঃ) মেহমানদের খুব খাতির যত্ন করতেন। তিনি খুব আন্তরিকতার সাথে মেহমানদের খাবার ইনতেজাম করতেন। মেহমানদের আধিক্য এবং তাদের ঘন ঘন আগমনের কারনে তার বাসস্থান সাধারণ মেহমান খানার মর্যাদা লাভ করেছিল। রাসূলুল্লাহর দরবারে যে সব মেহমান দুর দুরান্ত থেকে আসতেন নবী করীম (সাঃ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকে উম্মে শরীকের গৃহে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি আল্লাহর রাসূলের মেহমানদের খুব যত্ন নিতেন। মশহুর সাহাবীয়া ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ)-কে তার স্বামী আবু আমর হাকিম বিন মুগীরা তালাক দান করলে নবী করীম (সাঃ) তাকে ইদ্দতের সময় উম্মে শরীকের ঘরে অবস্থান করতে বলেছিলেন। কিন্তু উম্মে শরীকের মেহমানদের আধিক্য বিবেচনা করে নবী করীম

www.pathagar.com

(সাঃ) ফাতেমা (রাঃ) বিনতে কায়েসকে বললেন উম্মে শরীকের ঘরে অধিকাংশ সময় মেহমানদের আনাগুনা থাকে। অধিকন্তু তার অনেক আত্মীয় স্বজন তার গৃহে অবস্থান করে সেখানে পর্দা পুরাপুরি পালন করা যাবে না। তাই তুমি ইদ্দতের সময় তোমার অন্ধ চাচাত ভাই উম্মে মাকতুমের বাসস্থানে অবস্থান কর।

সহী মুসলিমের এক বর্ননায় উল্লেখ করা হয়েছে যে উম্মে শরীক (রাঃ) মক্কা শরীফে অবস্থানকালে নও মুসলমানদের ভরণ পোষণ করতেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ উল্লেখ করেছেন উম্মে শরীক (রাঃ)–এর এক ঘিয়ের পাত্র ছিল। তিনি তা থেকে প্রায় সময়ে ঘি নবী করীম (সাঃ) কে পাঠাতেন এবং নিজের ছেলেমেয়েদের খেতে দিতেন। কিন্তু ঘি কোন সময় শেষ হত না। একদিন উম্মে শরীক (রাঃ) পাত্র নেড়ে চেড়ে দেখতে চাইলেন তাতে কত ঘি বাকী রয়েছে। এ দেখার পর থেকে ঘি খতম হয়ে গেল। উম্মে শরীক (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)–এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা উল্লেখ করলেন। নবী করীম (সাঃ) ঘটনা শুনে বললেনঃ তুমি পাত্র না উঠালে তাতে ঘি বহুদিন পাওয়া যেত।

উম্মে সুলায়েম বিনতে মিলহান

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ
إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ؕ

"হে নবী, বলে দাও তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, আত্মীয় স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ এবং এমন ব্যবসা যার লোকসানের ভয় সর্বদা তোমাদের রয়েছে। আর তোমাদের বহু পছন্দনীয় গৃহ

www.pathagar.com

যদি আল্লাহ, তার রাসূল এবং তার পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিকতর প্রিয় হয়। তাহলে আল্লাহর ফয়সালা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাক।"

পরিচিতি

উম্মে সুলায়েম মদীনার প্রসিদ্ধ খাজরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার মেয়ে ছিলেন। উম্মে সুলায়েম (রাঃ) গমিজা ও রামিজা নামে পরিচিতা ছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, তাকে রিমলা ও মালিকা বলা হত। উম্মে সুলায়েমের পিতার নাম মিলহান বিন খালিদ বিন হারাম বিন জনদব বিন আমের বিন গানাম বিন আদি বিন নাজ্জার। মাতার নাম মালেকা বিনতে মালেক। পৈত্রিক দিক থেকে উম্মে সুলায়েম সালমা বিনতে যায়েদের নাতনী ছিলেন। সালমার গর্ভে জন্মগ্রহন করেছিলেন রাসূলে করীম (সাঃ) –এর দাদা আবদুল মোত্তালিব। রিশতার দিক থেকে কিঞ্চিত দুরবর্তী হলেও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে খালার মর্যাদা দান করতেন এবং তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর খালা হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

শাদী

তার পহেলা স্বামী ছিলেন চাচাত ভাই মালিক বিন নসর। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর প্রখ্যাত সাহাবী আবু তালহার সংগে তার নিকাহ অনুষ্ঠিত হয়। আনাস (রাঃ) তার প্রথম বিয়ের সন্তান। দ্বিতীয় বিয়ের দুটি সন্তানের একটি শৈশবেই ইনতেকাল করেছিলেন, অপর সন্তানের নাম আবদুল্লাহ, যিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর তত্বাবধানে লেখা পড়া শিখেন। তার মাধ্যমে আবু তালহার বংশের ধারা অগ্রসর হয়েছিল।

আবু তালহার সঙ্গে তার শাদী মোবারক হয়ে গেলে তিনি আনাস (রাঃ)–কে রাসূলে করীম (সাঃ)–এর কাছে নিয়ে যান এবং তাকে বলেন হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আনাস আমার সন্তান, আপনার খেদমতের জন্য তাকে মেহেরবানী করে গ্রহন করুণ এবং তার জন্য দোয়া করুন।

উম্মে সুলায়েমের ওফাতের নির্দিষ্ট সাল তারিখ জানা যায়নি। অনেকের মতে তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন কালের প্রথম দিকে ইন্তেকাল করেন।

স্বামীকে ছেড়ে দিলেন

দ্বীন ইসলামের জন্য উম্মে সুলায়েম (রাঃ) যে কোরবানী দিয়েছেন তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রামে

www.pathagar.com

খাদিজা (রাঃ) বিলিয়ে দিয়েছিলেন তার গচ্ছিত সম্পদ, উম্মে আম্মারা (রাঃ) দান করেছিলেন নিজের শরীরের রক্ত আর উম্মে সুলায়েম (রাঃ) বিসর্জন দিয়েছিলেন মধুর দাম্পত্য জীবন।

ইসলাম গ্রহনের পর পরম প্রিয় স্বামী মালিক বিন নসরের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কোন আদর্শহীন রাষ্ট্র, সমাজ এবং মানুষ পরিপূর্ণ ইসলাম কখনো গ্রহণ করতে পারেনা। ইসলামী নীতির অনুসরণকারীকে সেখানে আদর্শচ্যুত করার জন্য সকল প্রকার কলা-কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

আল্লাহর হুকুমের বিপরীত স্বামীর হুকুম মানা যাবে না

শিশু পুত্র আনাস (রাঃ) কে উম্মে সুলায়েম ইসলামের রঙ্গে রঞ্জিত করতে চাইলে স্বামী বাধা দিলেন। কিন্তু তিনি স্বামীর বাধা স্বীকার করলেন না। স্বামীর আনুগত্য করা প্রত্যেক মেয়ের কর্তব্য হলেও আল্লাহ ও তার রাসুল (সাঃ)-এর হুকুমের বিপরীত স্বামীর কোন হুকুম পালন করা যে জঘন্য অপরাধ এবং আখেরাতের আদালতে দন্ডনীয় তা তিনি ভালভাবে জানতেন। মাতৃত্বের পূর্ণ অধিকার বলে তিনি তার প্রানের টুকরোকে ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগলেন। স্বামীর ইচ্ছার বিপরীত পুত্রকে কালেমা, সুরা, ইসলামী কবিতা প্রভৃতি মুখস্ত করালেন। তাতে স্বামী আরও চটে গেল। নতুন আদর্শ থেকে উম্মে সুলায়েমকে দূরে সরিয়ে রাখার সকল প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবষিত হল তখন মালিক তাকে শক্ত আঘাত প্রদানের জন্য বদ্ধ পরিকর হয়ে দেশ ত্যাগ করল। মালিক হয়ত সেদিন এ আশা করেছিল যে, উম্মে সুলায়েম নতি স্বীকার করবেন। দ্বীনের মায়া ছেড়ে স্বামীকে ফিরিয়ে আনার কোশেশ করবেন।

কিন্তু উম্মে সুলায়েমের এ বিশ্বাসে কৃত্তিমতা ছিল না। তার বিশ্বাস ও কর্মে ছিল পূর্ন সামঞ্জস্য। তিনি শুধু বিশ্বাসই করতেন না যে, আল্লাহ ছাড়া মানুষের অপর কোন ইলাহ নেই বরং জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তা প্রমান করে দিলেন, স্বামীপ্রেম, দাম্পত্য জীবনের মোহ আল্লাহর পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারল না। সত্যের জন্য এসব তুচ্ছ মনে হল তার কাছে। স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্য কোন চেষ্টাই করলেন না তিনি।

ভাবী স্বামীকে নসিহত করলেন

বিদেশে মালিক বিন নসরের মৃত্যু হলে বহু লোক তার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু তিনি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, আনাস মজলিসে

www.pathagar.com

উঠাবসা ও কথোপকথোনে সক্ষম না হলে বিয়ে করব না। অনেকদিন বৈধব্য জীবন যাপন করার পর তিনি আবু তালহার নিকট থেকে বিয়ের পয়গাম পেলেন। আবু তালহা তখনও ইসলাম কবুল করেননি। আদর্শহীনতার কারনে যিনি প্রথম স্বামীর মহব্বত কোরবান করেছেন তিনি কি করে অপর একজন আদর্শহীন মানুষকে স্বামী হিসেবে বরণ করবেন ? তা হতে পারে না। তিনি আবু তালহার পয়গাম প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি তাঁকে তাঁর দৃষ্টিকোন ব্যাখ্যা করে বললেনঃ আমি এক আল্লাহ ও তার সত্য রাসূল (সাঃ)–এর উপর বিশ্বাসী। তুমি কাঠের পুতুল পুজারী। কাঠ যমিন থেকে জন্ম নিয়েছে এবং একজন হাবশী কারিগর তাকে মুর্তিতে রূপান্তরীত করেছে। তোমরা তোমাদের মনগড়া মূর্তির পূজারী এবং আমি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর হুকুম পালনকারী। তোমার এবং আমার মধ্যে কি করে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হবে?

ইসলাম আমার মোহর

অন্তরের অন্তস্থল থেকে যে কথা বের হয় তা পাষানের মনেও দাগ কাটে। উম্মে সুলায়েমের আবেগময়ী কথাও আবু তালাহার মনে রেখাপাত করল। তিনি ইসলামের উপস্থাপিত আদর্শ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। যে সত্য পথ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে আল্লাহ তাকে পথের সন্ধান দেন। আবু তালহাও পথের সন্ধান পেলেন। তিনি উম্মে সুলায়েম (রাঃ)–এর নিকট হাযির হয়ে বললেন ঃ সত্য আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে। আমি তোমার দ্বীন কবুল করার জন্য প্রস্তুত।

উম্মে সুলায়েম (রাঃ) তার ঘোষণা শুনে খুব খুশী হলেন। আবু তালহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তবু তিনি তাকে বিয়ে করার জন্য সম্মত হলেন। তিনি বললেনঃ

إِنِّيْ اتزوجك ولااخذ منك صداقًا غيره–

আমি তোমাকে বিবাহ করব এবং মোহর হিসেবে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহন করবনা।

আনাস (রাঃ) বলতেনঃ এটা এক অদ্ভুত ধরনের মোহর। ইসলাম উম্মে সুলায়েমের দৃষ্টিভংগীর আমুল পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তিনি জীবনের কষ্টি পাথরে জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা যাচাই করে দেখতেন। একবার তার এক শিশু পুত্রের মৃত্যু হয়। আবু তালহা রাত্রের সফর হতে বাড়ী ফিরে এসে পুত্রের কথা জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করলে তিনি বললেনঃ ঘুমিয়ে আছে। 'এর অধিক কিছু বলে স্বামীকে তিনি বিব্রত করতে চাইলেন না। যথারীতি স্বামীর সেবা শুশ্রুষা করলেন। প্রত্যুষে স্বামীকে বললেনঃ তোমার নিকট কোন জিনিস আমানত থাকলে তা ফিরিয়ে নিতে চাইলে কি তুমি ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করবে ?

আবু তালহা (রাঃ) বললেনঃ কখনো না, আমানতের বস্তু আকড়ে ধরে রাখার তো কোন অধিকার আমার নেই।

উম্মে সুলায়েম (রাঃ) এবার আসল কথা বললেন, আল্লাহ আমাদের পুত্র ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

আবু তালহা (রাঃ) পুত্রের মৃত্যু সংবাদ বিলম্বে পেয়ে ব্যথিত হয়েছিলেন।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উম্মে সুলায়েম (রাঃ) কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি সাধারনতঃ কোন মহিলা কর্মীর গৃহে গমন করতেন না। কিন্তু উম্মে সুলায়েম (রাঃ)-এর গৃহ ছিল ব্যতিক্রম। নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীরা এই ব্যতিক্রমের কারন জানতে চাইলেন। দয়ার সাগর মুহাম্মাদ (সাঃ) বললেন তার জন্য আমার দয়া হয়, তার ভাই আমার জন্য শহীদ হয়েছে।

কোন এক হজ্জের সময় রাসূল (সাঃ) উম্মে সুলায়েমকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ বছর তুমি আমাদের সংগে হজ্জ পালন করবে না ? উম্মে সুলায়েম (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর নবী (সাঃ) আমার স্বামীর মাত্র দুটো সওয়ারী ছিল। তাই আমাকে ছেড়ে তিনি ছেলেদেরকে নিয়ে হজ্জ করতে চলে গিয়েছেন। নবী করীম (সাঃ) উম্মুল মুমেনীনদের সংগে তার একটা উটকে সওয়ার করে দিয়ে হজ্জ পালনের ব্যবস্থা করেদিলেন।

একদিন আবু তালহা (রাঃ) ঘরে প্রত্যাবর্তন করে বললেনঃ রাসূলে করীম (সাঃ) অনাহারে রয়েছেন। কিছু খাবার পাঠিয়ে দাও। উম্মে সুলায়েম (রাঃ) গোটা কয়েক রুটি এক খন্ড কাপড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত করে পুত্র আনাসের মারফত নবী করীম (সাঃ) এর মজলিসে পাঠিয়ে দিলেন। নবী করীম (সাঃ) কিছু সংখ্যক সাহাবীদের সংগে মসজিদে নববীতে ছিলেন। আনাস (রাঃ)-কে দেখে বললেনঃ আবু তালহা তোমাকে কেন পাঠিয়েছে ? কেন ? খাওয়ার জন্যে ? আনাস (রাঃ) রুটির উল্লেখ

www.pathagar.com

করলেন। সেখানে খাবার না খেয়ে আখেরী নবী সাহাবীদের সংগে নিয়ে উম্মে সুলায়েমের গৃহে চলে গেলেন। আবু তালাহা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) ও তার সাহাবীদেরকে দেখে কিঞ্চিত চিন্তিত হলেন। স্ত্রী উম্মে সুলায়েমকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কি করা যাবে ? রুটি অল্প কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর সংগে লোক বেশী সংখ্যক। উম্মে সুলায়েম (রাঃ) বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন। তিনি স্বামীকে সান্তনা দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ) এ ব্যাপারে বেশী ওয়াকেফহাল। অতঃপর পূর্বের রুটি এবং সালন রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সামনে হাযির করলেন। রাসূল (সাঃ) তার সাহাবীদেরকে নিয়ে তৃপ্তির সংগে তাই খেলেন।

অপর একদিনের ঘটনা নবী করীম (সাঃ) উম্মে সুলায়েমের গৃহে এলেন। উম্মে সুলায়েম (রাঃ) তার জন্য কিঞ্চিত মাখন ও খেজুর নিয়ে আসলেন। নবী করীম (সাঃ) রোজা রেখেছিলেন, তাই তিনি কিছুই খেলেন না। কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়ে নামায আদায় করলেন। নামাযান্তে উম্মে সুলায়েমের পরিবার পরিজনের জন্য দোয়া করলেন। উম্মে সুলায়েম (রাঃ) আবেদন জানালেন, হে আল্লার রাসূল (সাঃ) আমি আনাসকে ভালবাসি সর্বাধিক। সে আপনার খেদমতগার, তার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন।

আল্লার রাসূল (সাঃ) দোয়া করলেন ; اَللّٰهُمَّ ارْزُقْهُ مَالاً وَوَلَداً وَبَارِكْ لَهُ

"হে আল্লাহ তাকে সম্পদ ও সন্তান দান কর এবং তাকে বরকত দান কর।"

পরবর্তীকালে আনাস (রাঃ) খুবই বিত্তবান হয়েছিলেন এবং অনেক সন্তান সন্ততির জনক হওয়ার ভাগ্যও হয়েছিল তার। তিনি শতবছরের অধিক জীবিত ছিলেন।

উম্মে সুলায়েম (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-কে কতটুকু ভালবাসতেন তার প্রমান পাওয়া যায় নিম্নের ঘটনা থেকে। রাসূলে করীম (সাঃ) একদিন তারই ঘরে মশকের মধ্যে মুখ লাগিয়ে পানি পান করলেন। নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র স্মৃতি সংরক্ষণ করার জন্য উম্মে সুলায়েম (রাঃ) মশকের মুখ কেটে রাখলেন।

হাদীয়া পাঠালেন

আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ননা করেন যে, আমার আম্মার একটি ছাগল ছিল। তিনি ছাগলের ঘি একটা শিশিতে জমা করলেন। শিশিটি ভরে গেলে তা একটি

www.pathagar.com

মেয়ের মারফত আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর কাছে পাঠালেন। বললেন, তা দিয়ে যেন সালন তৈয়ার করা হয়।

মেয়েটি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর দরবারে হাযির হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার পরিবার পরিজনকে বললেন, পাত্রটি খালি করে তাকে ফিরিয়ে দাও। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর কথা মত তা খালি করে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হল। খালিপাত্র নিয়ে ঘরে ফিরল। কিন্তু উম্মে সুলায়েম (রাঃ) তখন ঘরে ছিলেন না। ঘিয়ের পাত্র একস্থানে লটকিয়ে রেখে দিল। তিনি ঘরে ফিরে এসে ঘিয়ের পাত্র ঘিতে পরিপূর্ন দেখে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন সে কি তা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–কে দিয়ে আসনি? সে বলল, আমি দিয়ে এসেছি। যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনি সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন। বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য তিনি মেয়েটিকে সংগে নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর দরবারে হাযির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তার হাতে আপনার খেদমতে একটি ঘিয়ের পাত্র পাঠিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাব দিলেনঃ সে এসেছিল এবং দিয়েছে।

উম্মে সুলায়েম (রাঃ) বললেন, যিনি আপনাকে হক দ্বীন সহকারে সৃষ্টি করেছেন তার শপথ পাত্রটি ঘিতে পরিপূর্ন রয়েছে।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেনঃ হে উম্মে সুলায়েম, তুমি কেন আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ? তোমাকে আল্লাহ রিজিক দিয়েছেন যে রূপ তুমি তার নবীকে দান করেছ এবং তাকে খেতে দিয়েছ।

উম্মে সুলায়েম (রাঃ) ঘরে ফিরে এসে আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশীদেরকে তা থেকে ঘি বিলিয়ে দিলেন। কিন্তু তাতে ঘি শেষ হল না। আরও দু তিন মাস তিনি তা ব্যবহার করলেন।

উম্মে সুলায়েম (রাঃ) ও তার স্বামী প্রখ্যাত সাহাবী আবু তালহা (রাঃ) ত্যাগ তিতিক্ষা ও কোরবানীর অজস্র বেমিসাল উদাহরণ পরবর্তীদের জন্য রেখে গিয়েছেন। একদিন আল্লাহর নবী (সাঃ)–এর দরবারে এক মেহমান এল। সে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর নিকট খাদ্যের জন্য আবেদন করল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মাহাতুল মোমেনীনদের নিকট সংবাদ পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ জানালেন যে তারা নিজেরা অভুক্ত রয়েছেন। তাদের নিকট কোন খাদ্য নেই।

www.pathagar.com

নবী করীম (সাঃ) উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন ; কেহ আছে কি যে আল্লাহর এ বান্দাকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করবে ? আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর এরশাদ শুনার সাথে সাথে আবু তালহা (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) আমি তাকে আমার মেহমান হিসেবে গ্রহনণ করব । অতঃপর তিনি মেহমানকে নিয়ে ঘরে এলেন । স্ত্রী উম্মে সুলায়েমকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর মেহমানের কথা বললেন। তিনি স্বামীকে নিজেদের অসহায় অবস্থা অবহিত করলেন । তিনি বললেনঃ বাচ্চাদের জন্য কিঞ্চিত খাদ্য রান্না করা হয়েছে । এছাড়া ঘরে অন্য কোন খাদ্য নেই । স্বামী স্ত্রী পরামর্শ করলেন । স্থির হলঃ বাচ্চারা অভুক্ত থাকবে। তাদেরকে ঘুম পাড়ান হবে । অতঃপর মেহমানকে খাবার দেয়া হবে এবং বাতির সলতা ঠিক করার বাহানা করে উম্মে সুলায়েম (রাঃ) তা নিভিয়ে দেবেন । অন্ধকারে মেহমান বুঝতে পারবেনা যে ঘরের লোকজন অভুক্ত । বরং অন্ধকারে তারা মেহমানের সাথে মুখ নাড়াচাড়া করবেন । বলাবাহুল্য উম্মে সুলায়েম (রাঃ) ও তার স্বামী অভুক্ত থাকলেন, নিজেদের শিশু সন্তানদেরকে অভুক্ত রাখলেন । আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)–এর সন্তুষ্টির জন্য সন্তুষ্ট চিত্তে মেহমানদারী করলেন । পরদিন ভোরবেলা যখন আবু তালহা (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর দরবারে হাযির হলেন তখন রাসূল (সাঃ) আবৃত্তি করছিলেনঃ

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

–"তারা নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দান করে এমনকি নিজেরা অভাবের মধ্যে হলেও ।

তিনি আবু তালহা (রাঃ) কে বললেনঃ তোমরা রাত্রে মেহমানের সাথে যে আচরণ করেছ তা আল্লাহ তায়ালা খুব পছন্দ করেছেন ।

গর্ভাবস্থায়ও জিহাদে অংশগ্রহন

ধৈর্য ও সহনশীলতার পাহাড় উম্মে সুলায়েম (রাঃ) রাসূল (সাঃ)–এর ইসলামী সমাজ রক্ষার জন্য যুদ্ধের ময়দানে বহুবার গিয়েছিলেন । কোন প্রকারের অসুবিধাই তাকে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি । তিনি ওহুদ, হুনায়েন প্রভৃতি যুদ্ধে অংশগ্রহন করছিলেন ।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ওহুদের যুদ্ধে মুসলিম ফৌজের মধ্যে নৈরাশ্য ও বিশৃংখলা দেখা দিলেও উম্মে সুলায়েম (রাঃ) উৎসাহ সহকারে তার

www.pathagar.com

কাজ করে যাচ্ছিলেন। তিনি আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর সংগে আহত সৈনিকদের পানি সরবরাহ করছিলেন।

ওহুদের যুদ্ধে কাফেরগণ আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে ঘেরাও করে ফেললে যারা আল্লার রাসূল (সাঃ)-এর আহবানে সাড়া দিয়ে তার হেফাযতের জন্য বিপদের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তার মধ্যে উম্মে সুলায়েমের স্বামী আবু তালহা (রাঃ) অন্যতম। কাফেরদের আক্রমন প্রচন্ড ছিল। কাফেরদের তাড়িয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর নিবেদিত প্রাণ কতিপয় সাহাবীর শাহাদাতের পর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আবু তালহা (রাঃ)-কে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আবু তালহা অতুলনীয় বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে কাফেরদের তাড়িয়ে পেছনে হটিয়ে দিয়েছিলেন।

তার শরীরে অসংখ্য জখম ছিল। হাতের একটি আঙ্গুল কাটা গেলে আবু তালহা (রাঃ) 'উহ' বলেছিলেন। তা শুনে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন, আবু তালহা যদি 'উহ' না বলতেন তাহলে ফেরেশতাগণ তাকে জীবিত আসমানে উঠিয়ে নিয়ে যেতেন।

খয়রের যুদ্ধে উম্মে সুলায়েম (রাঃ) কতিপয় মহিলাসহ মুসলিম সৈন্যের পেছনে ছিলেন। তিনি এবং তার সঙ্গীগন কেন যুদ্ধের ময়দানে এসেছে তা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার নিকট জানতে চাইলে তিনি জবাব দিলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমরা সৈনিকের তীর সরবরাহ করব এবং আহতদের সেবা শুশ্রুষা করব।

গর্ভাবস্থায় তিনি হুনায়েনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের মাঠে তার হাতে একটি খঞ্জর দেখতে পেয়ে আবু তালহা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-কে তা বলে দিলেন। নবী করীম (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন এটা দিয়ে কি করবে? উম্মে সুলায়েম (রাঃ) জবাব দিলেনঃ কোন কাফের আমার সামনে এসে পড়লে তার পেটে এটা ঢুকিয়ে দিব। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) শুনে মৃদু হাসলেন।

উম্মে সুলায়েম (রাঃ) সুখে, দুঃখে ঘরের-ভেতরে যুদ্ধের ময়দানে, এবং জীবনের সন্ধি মুহূর্তগুলিতে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সাহস ও ঈমানের যে উজ্জ্বল নমুনা রেখে গেছেন তা সকল যুগের আদর্শবাদী মানুষের মনে তার জন্য শ্রদ্ধার উদ্রেক করবে। তার গৌরবোজ্জ্বল জীবনের কাহিনী পাঠে আদর্শহীন মানুষও স্তম্ভিত হবে এবং উন্নত চরিত্রের সন্ধান পেয়ে হবে মুগ্ধ বিমোহীত।

www.pathagar.com

উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব

নাম ও পরিচিতি

আসল নাম কাখতা বা ফাতিমা। কোন কোন বর্ণনায় হিন্দ উল্লেখ করা হয়েছে। তার ডাক নাম উম্মে হানী সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। আল্লাহর রাসূলের প্রিয় চাচা আবু তালিব তার পিতা। মাতার নাম ফাতেমা বিনতে আসাদ। চতুর্থ খলিফা আলী করমুল্লাহ, ওহুদ যুদ্ধের শহীদ বীর জাফর তাইয়ার, আকিল (রাঃ) এবং তালিব তার আপন ভাই। যৌবনে পদার্পণ করলে হোরায়রা বিন আমর বিন আয়েজ মাখযুমীর সাথে তার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

উম্মে হানীর ইসলাম গ্রহণ করার সময় বিতর্কিত। যেহেতু তার স্বামী হোবায়রা ইসলামের কট্টর দুষমন ছিল এবং মক্কা বিজয়ের দিন পালিয়ে গিয়েছিল। তাই অনেকে মনে করেন যে উম্মে হানী মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলেন। আবু তালিব এবং তার সন্তানগণ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে বেহদ মহব্বত করতেন। আল্লাহর রাসূলের প্রভাব তাদের উপর খুব বেশী ছিল। আবু তালিব এবং তার সন্তানগন তাকে আল্লাহর সত্য নবী মনে করতেন। আলী, জাফর তাইয়ার (রাঃ) আকিল (রাঃ) প্রাথমিক যুগে ইসলাম কবুল করেছিলেন। সম্ভবতঃ উম্মে হানীও ভাইদের মত মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম কবুল করেছিলেন। যেহেতু স্বামী দ্বীন ইসলামের বিরোধী ছিলেন তাই তিনি তার দ্বীন গ্রহণ করার বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। যদি তিনি মক্কা বিজয়ের পুর্বে ইসলাম কবুল না করতেন তাহলে দুজন শত্রু তার গৃহে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করতনা। মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উম্মে হানীর গৃহে ছিলেন। উম্মে হানী ইসলাম কবুল না করে থাকলে তিনি তার গৃহে অবস্থান করতেন না। মক্কা বিজয়ের দিন উম্মে হানী নফল রোযা রাখছিলেন। এসব কিছু থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে উম্মে হানী মুসলমান হয়েছিলেন।

আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর উপর উম্মে হানীর প্রবল বিশ্বাস ও আস্থা ছিল। উম্মে হানী কোন আবদার করলে বা কোন সুপারিশ করলে আল্লাহর রাসূল তা ফেলে দিবেন না একথা মুসলমান এবং অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের জানা ছিল। মখযুম গোত্রের হত্যার যোগ্য দুই জন ইসলামের শত্রু হারিস বিন হিসাম মখযুমী এবং

www.pathagar.com

যহির বিন উমাইয়া মখযুমী মক্কা বিজয়ের দিন ভীত ও কম্পিত ছিল। ইসলামের সাথে তারা যে শত্রুতা করেছে তাতে তাদেরকে নির্ঘাত হত্যা করা হবে তা তারা ভালভাবে জানত। তাই তারা উপায়ান্তর না দেখে উম্মে হানীর ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে। আলী করমুল্লাহ এ সংবাদ পেয়ে বোনের ঘরে আসেন এবং ইসলামের শত্রুদেরকে তাঁর নিকট সোপর্দ করার জন্য হুকুম করেন। বোন মখযুম গোত্রের কট্টর দুষমনদেরকে ভাইয়ের হাতে সোপর্দ করতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, তারা আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। আমি তাদেরকে হত্যা করতে দিব না। একথা বলে তিনি তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন অতঃপর সাহসী মহিলা অপরাধীদের সহ আল্লাহর রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলেন। আল্লাহর রাসূল তাকে স্বাগতম জানালেন। বললেন–ইয়া উম্মে হানী আহলান সাহলান–মারহাবা। কি কারনে এসেছ?

উম্মে হানী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমি এ দুজন মখযুমীকে আশ্রয় দান করেছি। আলী (রাঃ) তাদেরকে হত্যা করতে চান।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন–তুমি যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছ আমি তাদেরক আশ্রয় দিলাম।

এ ঘটনা হারিস বিন হিসাম এবং যহির বিন উমাইয়ার উপর খুব প্রভাব বিস্তার করল। দীর্ঘ দিন যারা দ্বীন ইসলামের বিরোধিতা করেছিল তারা তওবা করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ইসলাম গ্রহণ করল।

মক্কা বিজয়ের দিন কিছু সময় আল্লাহর রাসূল (সঃ) উম্মে হানীর ঘরে অবস্থান করেন। তিনি সেখানে গোসল করেন এবং নামায পড়েন ও কিঞ্চিত পানাহারও করেন। বুখারী এবং মুসলিম শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে, উম্মে হানী বর্ননা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমার ঘরে এসেছিলেন। তিনি গোসল করলেন আট রাকায়াত নামায পড়লেন। আমি হালকা ও সংক্ষিপ্ত নামায তাকে কখনও পড়তে দেখিনি। তিনি রুকু ও সিজদা পুরাপুরি আদায় করেছেন। এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, উম্মে হানী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল চাসতের নামায পড়েছেন বা চাসতের সময় নামায পড়েছেন।

উম্মে হানীর খাদিমা আল্লাহর রাসূলকে এক পেয়ালা সরবত পান করতে দেন। তিনি কিছু পান করেন। অবশিষ্ট অংশ টুকু উম্মে হানী পান করেন। উম্মে হানীর

www.pathagar.com

ভাষায় তিনি সামান্য পান করলেন এবং আমাকে দিলেন। আমি পান করলাম এবং নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি রোযা ছিলাম। আমি পান করে ফেলেছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কাজা রোযা রেখেছিলে ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, যদি এ রোযা নফল হয়ে থাকে তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উম্মে হানীকে রোযা ভাংবার কারন জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিলেন আমি আপনার ঝুটা ফিরিয়ে দিতে পারি না।

রাসূলুল্লাহ বললেন, নফল রোযাদার তার নফসের মালিক। ইচ্ছা করলে সে রোযা রাখতে পারে আবার ইচ্ছা করলে রোযা ভাংতেও পারে।

মক্কা বিজয়ের দিন উম্মে হানীর নিকট খুব তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। আদর্শের বিজয়, আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধানের সফলতা এবং মক্কার তাগুতী শক্তির শোচনীয় পরাজয়ে তিনি খুবই খুশী হয়েছিলেন। অগনিত মানুষের সাথে তিনিও বিজয়ে আনন্দ মুখর ছিলেন। কিন্তু এ দিন তার স্বামী হারানোর দিন ছিল। আদর্শের জন্য তিনি দাম্পত্য জীবন কোরবানী দিয়েছিলেন। তার স্বামী ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। সে মক্কা থেকে নাজরানের দিকে পালিয়ে যায় এবং পলায়নকালে বা নাজরান পৌছার পর উম্মে হানীর নিকট একটি কবিতা লিখে পাঠায়।

তোমার শপথ। নই কাপুরুষ আমি
না নিহত হওয়ার আশঙ্কা করি
মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গী সাথী থেকে
পলায়ন করেছি।
বরং আমি দেখলাম কাজ ব্যর্থ আমার
তীর ও তলোয়ার বেকার।
যতক্ষণ অবস্থান মূলক সংকীর্ন দেখি নি
ততক্ষণ অবস্থান করেছি।
এখন ফিরে এসেছি আমিও সেরূপ
শাবকের নিকট সিংহ ফিরে আসে যেরূপ।

উম্মে হানীর বার্ধক্যের নিঃসঙ্গ জীবন খুবই কষ্টদায়ক ছিল। আবু তালিব ও তার পরিবার পরিজন আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–কে নবুওয়াতের পূর্বে এবং পরে যে খেদমত করেছেন তা তিনি কখনও ভুলতে পারেননি। তাই সম্ভবতঃ রাসূলে খোদা

www.pathagar.com

তার কষ্ট লাঘব করার জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন । উম্মে হানী তাতে রাজী হননি । এবং রাজী না হওয়ার কারনে আল্লাহর রাসূল তার প্রশংসা করেছেন ।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ বিয়ের প্রস্তাব প্রদান করলে উম্মে হানী আল্লাহর রাসূলের নিকট এ বলে অক্ষমতা পেশ করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার বয়স বেশী হয়ে গিয়েছে এবং আমার সন্তান ও রয়েছে । অর্থাৎ তাদের লালন পালন করতে হবে ।

আল্লাহর রাসূল উম্মে হানীর জবাব শুনার পর কোরাইশী মেয়েদের প্রশংসা করলেন । তিনি বললেন, কোরাইশ মেয়েরা উত্তম । তারা নিজের এতিম বাচ্চাদের শৈশবকালে খুব মহব্বত করে এবং স্বামীর বিষয় সম্পত্তির হেফাজত করে ।

উম্মে হানী (রাঃ) একদিন রাসূলুল্লাহর খেদমতে হাযির হলেন । বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছি । চলাফেরা করতে দুর্বলতা অনুভব করি । এমন কোন অজিফা বলে দিন যা আমি বসে বসে পাঠ করতে পারি ।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, একশত বার সুবহান আল্লাহ, একশত বার আলহামদুলিল্লাহ এবং একশত বার লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং একশত বার আল্লাহু আকবার পাঠ কর ।

উম্মে হানী (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর নিকট থেকে মাসয়ালা মাসায়েল শিক্ষা লাভ করতেন । তিনি কুরআনের বিশেষ বিশেষ অংশের অর্থ তার নিকট থেকে জানবার চেষ্টা করতেন ।

উম্মে হানী (রাঃ) উচু মর্যাদার অধিকারীনী ছিলেন । তিনি আল্লাহর রাসূলের ৪০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন । মুসলিম উম্মতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ যেমন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস আবদুল্লাহ বিন হারিস, ইবনে আবি লায়লা, মুজাহিদ এবং শাবী তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ।

আমির মাবিয়ার রাজত্বকালে উম্মে হানী (রাঃ) ইনতিকাল করেন । ইন্নালিল্লাহী ওয়াইন্না ইলাইহী রাজেউন।

তার সন্তানদের মধ্যে আমর, হানী, ইউসুফ এবং জায়দাহ প্রসিদ্ধ ।

আল্লাহ উম্মে হানীর উপর রাজী থাকুন । আমীন ।

www.pathagar.com

উম্মে হাকিম বিনতে হারিস

"তোমাদের মধ্যে জাহেলী যুগের উত্তম লোকজন ইসলামী যুগেরও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ প্রমানিত হবে।" --হাদীস

পরিচিতি

উম্মে হাকীম (রাঃ) কোরাইশ গোত্রের মখজুম খান্দানে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম হারিস বিন হিশাম বিন মোগায়েরা। তার মাতার নাম ফাতেমা বিনতে ওয়ালিদ। উম্মে হাকিমের মামা ছিলেন ইসলামী ইতিহাসের খ্যাতিমান পুরুষ খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)।

শাদী

উম্মে হাকীম (রাঃ) মুসলমানদের ঘোরতর শত্রু এবং তদানিন্তন আরবের নেতা আবু জেহেলের পুত্রবধূ ছিলেন। স্বামী আকরামের ধমনীতেও প্রবাহিত ছিল পিতা আবু জেহেলের মুসলিম বিদ্বেষের সংক্রামক ব্যাধি। প্রথম থেকে স্বামী স্ত্রী মিলে মদীনার মুসলিম সমাজকে উৎখাত করার জন্য কোশেশ করছিলেন। স্বামী স্ত্রী দুজনই ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল শক্তি নিয়োগ করে লড়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত আকরামা দম্পতি মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের মানুষের ঘোরতর শত্রু ছিলেনঃ আল্লাহ ও তার রাসূল মুহাম্মাদ মোস্তফার বানী কি করে আরবের বুক থেকে সমূলে মিটিয়ে দেয়া যায়, সে হীন কোশেশই দুজনে করতেন সারাক্ষনণ।

অবস্থার পরিবর্তন

অবস্থার পরিবর্তন হল এবং তার সঙ্গে উম্মে হাকীমের অন্তরও সাফ হয়ে গেল। মক্কা বিজয়ের বেহেশতী দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। সেদিনের জনস্রোতের 'হে প্রভু, হে প্রভু' মাতমের মধ্যে তিনি পেলেন মনের এক বিপুল ঐশ্বর্য, অসত্য ও অমঙ্গলের প্রচারে জীবনের যে মূল্যবান দিনগুলি ব্যয় করেছেন তার জন্য দারুন অনুশোচনা হল। কালেমার নির্ঝরে অবগাহন করে তিনি পূতঃপবিত্র হলেন।

এবার নতুন খাতে প্রবাহিত হল তার কর্মের ধারা প্রথম কাজ হল তার স্বামীকে মুসলমান করে মুসলিম মিল্লাতের একজন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। মক্কা

www.pathagar.com

বিজয়ের সময় স্বামী আকরামা দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। উম্মে হাকীম (রাঃ) স্বামীকে ক্ষমা প্রদর্শন এবং নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে আবেদন করলেন, দয়ার সাগর নবী তার আবেদন মঞ্জুর করলেন। নিকৃষ্ট শত্রু আকরামার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

স্বামীকে করলেন মুসলমান

আবেদন মঞ্জুর হলে তিনি অনেক কষ্ট করে স্বামীকে স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করেন। স্ত্রী অনবরত সত্য প্রচারের ফলে আকরামা মুসলমান হলেন। এরপর দ্বিগুন উৎসাহে তিনিও ইসলাম প্রচারের কাজে লেগে গেলেন।

আবু বকর (রাঃ)–এর শাসনকালে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে মুসলিম ফৌজের সংঘর্ষ সিরিয়া সীমান্তে অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধের পরিনতির উপর মদীনার নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের প্রশ্ন ওতোপ্রতভাবে জড়িত ছিল। রোমান সম্রাট কোন ক্রমেই শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সহ্য করতে পারছিল না। তার উস্কানিতেই সিরিয়া সীমান্তে অবস্থানকারী আরবীয় গোত্র সমূহ প্রায়ই মুসলিম জনপদে আক্রমন ও লুন্ঠন করত। এতে মুসলমানদের খুবই কষ্ট ভোগ করতে হয়।

এ অবস্থার অবসান করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা আবু বকর (রাঃ) মহাবীর খালিদ বিন সাঈদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। সাঈদ পুত্র খালিদ (রাঃ) মরুসাগরের দিকে অগ্রসর হয়ে শত্রু পক্ষকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। দুরবর্তী অঞ্চলে যুদ্ধ বিধায় তিনি খলিফার নিকট অতিরিক্ত সৈন্য চেয়ে পাঠান। আবু বকর (রাঃ) আকরামা বিন আবু জেহেলের নেতৃত্বে অতিরিক্ত সৈন্যের একটি বাহিনী সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। উম্মে হাকীম (রাঃ)–ও স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধে রওয়ানা হলেন। আকরামা (রাঃ) যুদ্ধে নিহত হলে তিন মাস পর খালিদ বিন সাঈদের সঙ্গে তার বিবাহ হয় চারিশত দিনার দেন মোহরে।

দামেস্কের উপকন্ঠে মারজুম নামক স্থানে বাসর করতে খালিদ বিন সাঈদ (রাঃ) মনস্থ করেন। কিন্তু শত্রু সৈন্যদের আক্রমনের আশঙ্কা খুব প্রবল ছিল। তাই উম্মে হাকীম (রাঃ) বললেনঃ 'আগে শত্রু সৈন্য নিপাত করুন, তারপর আমাদের বাসর হবে'।

www.pathagar.com

খালিদ বিন সাঈদ (রাঃ) জবাব দিলেনঃ আমার মনে হয় আগামী কাল যুদ্ধে আমি শহীদ হব।

সাতটি সৈন্য বধ করলেন

বিয়ের রসুম অনুষ্ঠিত হল। ওলিমা অনুষ্ঠান থেকে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ চলে যাওয়ার পূর্বেই রোমান সৈন্য এসে উপস্থিত হল। যুদ্ধ শুরু হল প্রচন্ড ভাবে। খালিদ (রাঃ) মাঠে চলে গেলেন বিয়ের পোশাক খুলে রেখে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসে নববধুর চোহারা দেখার ফুরসত তার হল না। তার অনুমানই সত্য হল। রোমান সৈন্যদের তরবারীর আঘাতে তিনি শহীদ হলেন।

উম্মে হাকীম (রাঃ) এতে বিচলিত না হয়ে ধৈর্য ধারণ করলেন। আল্লাহর হুকুমে স্বামী শহীদ হয়েছেন দুঃখ করে কি লাভ। তিনি নববধুর পোশাক নিয়েই যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাবুর একটি খুঁটি ভেঙ্গে হাতে নিয়েছিলেন। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, সদ্য বিবাহিতা শোকাতুরা এ মহিলা তাবুর এ খুঁটি দিয়েই বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তার খুঁটির আঘাতে সশস্ত্র হিরাক্লিয়াস বাহিনীর ৭টি সৈন্য নিহত হয়েছিল।

হাকীম

উম্মে হাকীম (রাঃ)-এর সামাজিক চেতনা প্রবল, ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে সামাজিক স্বার্থকে তিনি বড় করে দেখতেন। আর এ জন্যই ব্যক্তিগত শোকে ধৈর্যহারা না হয়ে তিনি সামাজিক বিপদের বিরুদ্ধে তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তার সাহস, সহিষ্ণুতা ও সামাজিক স্বার্থের জন্য ব্যক্তিস্বার্থ কোরবান করার উদাহরণ প্রত্যেক আদর্শবাদী মানুষের অনুকরন যোগ্য।

www.pathagar.com

কুতাইলা আবদারিয়া বিনতে নযর বিন হারিস

নাম ও পরিচিতি

কুতাইলা আবদারিয়া নাম। তিনি কোরাইশের বনু আবদুদ দার গোত্রের মহিলা।

কুতাইলা (রাঃ)-এর পিতা নযর বিন হারিস আরবের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবি এবং মক্কার নগর রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ। নযর আল্লাহ ও তার রাসূলের কট্টর দুশমন। বদর যুদ্ধের পূর্বে পর্যন্ত কুতাইলা আবদার পিতার জাহেলী দ্বীন অনুসরণ করতেন। বদরের যুদ্ধের সফলতা দুস্থ মানবতার আযাদীর প্রতিশ্রুতিবাহী ছিল। তার সাথে সাথে কুতাইলার চিন্তাও জীবন ধারার মধ্যে গভীর পরিবর্তন সূচিত হয়। মক্কার নগর রাষ্ট্রের বিপর্যয় এবং পিতা নযর বিন হারিস সহ প্রধান ব্যক্তির যুদ্ধে নিহত বা বন্দী হওয়ার কারনে নযর তনয়া আল্লাহর রাসূলের পয়গামের মর্মার্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। যে কোশেশ করে, যে সত্য ও সুন্দরকে জানতে চায় আল্লাহ তাকে জ্ঞানের পথ প্রদর্শন করেন। সিরাতুল মুসতাকিমের দিকে তাকে পরিচালিত করেন। পিতার শত্রুতার জন্য সন্তানের ভাবিষ্যত কখনও বিনষ্ট হতে পারে না যদি সন্তান আসমানী আলোর দ্বারা নিজেকে আলোকিত ও সুশোভিত করবার চেষ্টা করে।

কুতাইলা পিতার গর্হিত পথ পরিহার করার পূর্বে মনের সকল আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে পিতা নযরের স্মরণে কবিতা লিখলেন। তার কবিতা আল্লাহর রাসূলের মনেও দাগ কেটেছিল।

হে আরোহী। প্রভাত পঞ্চম দিনের
সাক্ষ্য দেয় তোমার সরাফতের।
সেদিন খোদায়ী তওফিক
হল তোমার মুয়াফিক।
সে গতায়ুকে আমার শুভেচ্ছা সালাম
বাতাসে ভাসে যার সরাফত কালাম।
ওগো কেঁদে কেঁদে গলায় গিট ধরে গেল
হাদিয়া তোমাকে নিত্য খুনের অশ্রুজল।
তাঁর পিতার সন্তানদের তলোয়ার
আফসোস তাঁকে আঘাত করল

www.pathagar.com

বদরের ময়দানে নামে আল্লাহর
সব আত্মীয়তার রিসতা কেটে গেল।
ভয়ানক ক্রোধের কাছে সে পরাজিত
শিকল পরা কয়েদী হীন অপমানিত।

হে মুহাম্মাদ আপনি কি প্রশংসা যোগ্য ব্যক্তিত্ব নন ?
আপনি কি জাতির শ্রেষ্ঠ সাহসী বীর নন ?
বর্ষিলে করুণা বিন হারিসের পর
কি নোকসান ছিল হুজুরের ?
রাগে ফেটে পড়া জোয়ান মর্দ
শত্রুকেও করে করুণা মদদ।

বন্দীদের মধ্যে নযর নিকট রিসতাদার
অন্যের চেয়ে মুক্তির সে অধিক হকদার।

মনের পরিবর্তন

কুতাইলা বিনতে নযর পিতার হত্যার পর এ কবিতা রাসূলে খোদার দরবারে প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ দয়ার সমুদ্র। তিনি করুণার সাগর। তিনি কবিতা শুনার পর কেঁদে দিলেন। বললেন, যদি এ কবিতা নযরের কতলের পূর্বে আমার নিকট পৌছান হত তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর উপর করুণা প্রদর্শন করতাম। কিন্তু মসিয়তে ইলাহ-আল্লাহর ইচ্ছা ভিন্ন ছিল। কারণ ইসলামকে প্রতিরোধ করার আন্দোলনে সারা আরবে নযর বিন হারিসের কোন জুড়ি ছিল না। সে কুরআনকে হাসি ব্যঙ্গ করত। সে আল্লাহর কালামকে আসাতিরুল আউয়ালিন পুরান দিনের উপাখ্যান আখ্যায়িত করত। সে কুরআনের অপ্রতিরোধ্য গতিশীলতাকে প্রতিরোধ করার জন্য সিরিয়া ও ইরাক থেকে রুম ও পারশ্যের সুন্দরী বাইজী এবং তাদের উপাখ্যানে আরব দেশে আমদানী করেছিল । যাতে কুরআনের আহবানে যুবকগন সাড়া না দেয়। নাচগান এবং বিদেশী উপাখ্যানের দিকে যুবক সমাজকে পরিচালিত করার ব্যর্থ কোশেশ করে মুক্তি পাগল শিকল পড়া মানবতাকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইহুদীদেরপ্ররোনায় বর্তমান বিশ্বে যারা দেহাশ্রয়ী শিল্পকলার প্রচার ও প্রসার করে থাকে তাদের মূল গুরু ছিল নযর বিন হারিস। বস্তুত সে আধুনিক অপসংস্কৃতির জনক।

www.pathagar.com

পিতার শাস্তির পর কুতাইলা পিতার ভুল বুঝতে পারলেন । আল্লাহর রাসূলের নতুন মানুষ এবং নতুন সমাজ গঠনের পয়গাম তাকে আকৃষ্ট করল । তার চেতনার দুয়ার খুলে গেল । যাহেলিয়াতের অভিসপ্ত জীবন ত্যাগ করে তিনি আসমানী আলোতে নিজের জীবনকে ধন্য ও আলোকিত করতে চাইলেন । তিনি বুঝতে পারলেন তার পিতা নাচগান ও বাইজীদের দ্বারা যুবকদের অন্তরে শর্বনাশা কামনার আগুন প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন । তিনি মাথা অবনত করে দিলেন আসমানী বিধানের নিকট এবং সাচ্চা দিলে ইসলাম কবুল করলেন।

কাবসা বিনতে মাআন আনসারীয়া

কাবসা (রাঃ) বিনতে মাআন আনসারীয়া এক ঐতিহাসিক নাম । তার স্মৃতির সাথে জড়িত ইসলামের একটি ছোট অধ্যায় । জাহেলিয়াত যুগ যুগান্ত থেকে মেয়েদেরকে পরাধীন করে রেখেছিল । জাহেলিয়াতের রুসূম রেওয়াজ নারী সমাজকে পুরুষের বিষয় সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত করে ফেলেছিল । জাহেলিয়াতের নির্যাতন মেয়েদেরকে চোখ বুজে সহ্য করতে হত। ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে সমাজের অন্যায় অনাচার বরদাসত করা ছাড়া তাদের আর করনীয় কিছু ছিল না।

জাহেলিয়াতের একটি রুসুম যা নারী সমাজের স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছিল তা কাবসা (রাঃ) বিনতে মাআন আনসারীয়ার নিকট এসে প্রচন্ড ধাক্কা খেল । কাবসা (রাঃ) জাহেলিয়াতের নিকট মাথা নত করতে চাইলেন না । আল্লাহর বান্দী হিসেবে তিনি মাথা উঁচু করে রাখলেন । তিনি মুক্তি চান । তিনি অনাচার থেকে আত্মরক্ষা করার অধিকার চান । তিনি চান অর্থপূর্ন স্বাধীনতা ।

বিধবাকে পরিত্যাক্ত সম্পত্তি মনে করা হত

কাবসা (রাঃ) এবং তার স্বামী আবু কায়েস (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর তাওহীদের পয়গামে বিশ্বাস স্থাপন করে দ্বীন ইসলাম কবুল করেছিলেন । স্বামী আবু

www.pathagar.com

কায়েস (রাঃ) মৃত্যু বরণ করলে তার সত–পুত্র জাহেলিয়াতের প্রথা অনুযায়ী পিতার পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তির মালিকানা হাসিল করে এবং তার সাথে সাথে সত মার মালিকানা দাবী করে। মালিকানা দাবী করার অর্থ হল তার ইচ্ছা অনুয়ায়ী তার সারা জীবন কাটাতে হবে। সে তাকে বিয়ে করবে। তাতে তিনি রাজী থাকেন আর নাই থাকেন তাতে কিছু যায় আসে না। এটা তার ওয়ারিসী সম্পত্তি। জাহেলিয়াতের জাহেলী প্রথা তাকে এ ওয়ারিসী সম্পত্তি ভোগ দখল করার অধিকার দিয়েছে।

বিধবা স্ত্রীলোকদের মালিকানা বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত হত জাহেলিয়াতের যুগে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যখন কোন লোক মারা যেত তখন ওয়ারিশ ব্যক্তিগণ মৃত্যব্যক্তির স্ত্রীর পূর্ণ হকদার বিবেচিত হত। তাদের যে কোন ব্যক্তি তাকে বিয়ে করতে পারত, আর ইচ্ছা করলে অন্য ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিতে পারত। ইচ্ছা করলে কারও নিকট বিয়ে না দিয়ে এমনি বসিয়ে রাখতে পারত। তারা স্ত্রীলোকটিকে বাধ্য করত মোহরের দাবী পরিত্যাগ করার জন্য। ওয়ারিশদের কোন ব্যক্তি তার আত্মীয়ের মৃত্যুর সাথে সাথে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর উপর এক খানা চাদর নিক্ষেপ করত। কাপড় নিক্ষেপকারী ব্যক্তিকে তার মালিক মনে করা হত। বিধবা সুন্দরী হলে তাকে বিয়ে করত। সুন্দরী না হলে আজীবন তার অধীন থাকত এবং মরে যাওয়ার পর সম্পত্তির হকদার হত।

যায়েদ বিন আসলাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত মদীনাবাসীর মধ্যে এ প্রথা চালু ছিল যে, ওয়ারিশ বিধবারও ওয়ারিশ হয়ে যেত। ওয়ারিশগণ বিধবাদের সাথে খুব মন্দ আচরণ করত। এমন কি তালাক দেয়ার সময় তারা এ শর্ত আরোপ করত যে, আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তোমার বিয়ে হবে। এ সব বিধি নিষেধ ও চাপ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ ছিল যে স্ত্রীলোকটির পক্ষ থেকে ওয়ারিশদেরকে কিছু দান করা।

রাসূলের দরবারে নালিশ

কাবসা (রাঃ)–এর সাথে যখন তার সত–পুত্র পশুর মত আচরণ করতে চাইল তখন তিনি রেসালতে মুহাম্মাদীতে নালিশ পেশ করলেন। হে আল্লাহর রাসূল! আমার মরহুম স্বামীর ওযারিশদের থেকে আমাকে রক্ষা করুন যাতে আমি অন্যত্র বিবাহ করতে পারি।

দরবারে এলাহীতে তার ফরিয়াদ পৌছে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাব দিলেন না। স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু আয়াত নাযিল করলেন ঃ

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ

"হে ঈমানদারগণ, জোরপূর্বক স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা তোমাদের পক্ষে মোটেই হালাল নয় এবং যে মোহর তোমরা তাদেরকে দান করেছ, তাদেরকে জ্বালা-যন্ত্রনা দিয়া উহার একাংশ হস্তগত করতে চেষ্টা করাও তোমাদের জন্য হালাল নয়। কিন্তু তারা যদি কোন সুস্পষ্ট ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, (তাহা হলে তাদের কষ্ট দেয়ার অধিকার তোমাদের রয়েছে) এবং তাদের সাথে মিলে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর।"-নিসা ঃ ১৯

রাসূলুল্লাহ আয়াতে কুরআনী ঘোষণা করে দিলেন। সাহাবাদের মুখে মুখে তা সারা মদীনায় প্রচারিত হল। আল্লাহর রাসূল আল্লাহর হুকুম কার্যকরী করার জন্য দুনিয়ায় এসেছেন। তিনি হুকুম করলেন স্বামীর মৃত্যুর পর চারমাস ইদ্দত পালন করতে হবে। তারপর বিধবা মেয়ে তার ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন স্থানে যেতে পারবে। কোন লোক তাকে বাধা দিতে পারবে না।

কাবসা (রাঃ) স্বাধীনতা পেলেন। তার সাথে স্বাধীনতা পেল নারী সমাজ। কাবসা (রাঃ) মুক্তি পেলেন তাগুতের হাত থেকে। তার সাথে মুক্তি পেলেন অগণিত নির্যাতিত নীপিড়ীত মা-বোন।

www.pathagar.com

খাওলা বিনতে কায়েস

পরিচিতি

নাম খাওলা (রাঃ)। পিতার নাম কায়েস। তিনি মদীনার বনু নাজ্জার গোত্রের মেয়ে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর চাচা হামযা বিন আবদুল মুত্তালিবের সাথে তার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর চাচা হামযা ভাতিজাকে খুব ভালবাসতেন। রেসালতের সূর্য মক্কার আসমানে উদিত হলে হামযা খুব সমস্যায় পড়েন। একদিকে নিজের স্বার্থ, কোরায়েশদের সাথে তাল মিলিয়ে নিজের নেতৃত্ব রক্ষা করার ব্যাপার, অন্য দিকে ভাতিজা মুহাম্মাদের প্রতি তার ভালবাসা। আস্তে আস্তে দ্বীন ইসলামের অনুপম আলো হামযার মনের অন্ধকার দূর করে দিল। তিনি বুঝতে পারলেন কালেমা তাইয়্যেবার ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন না করলে ছোট খোদাদের খোদায়ীর দৌরাত্ম্য থেকে মানুষকে রক্ষা করা যাবে না। শুধু তার অস্তিত্ব ও ক্ষমতার মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করলে চলবে না বরং তার হুকুম ও বিধানের আনুগত্য করে অগণিত ও অসংখ্য প্রভুর দাপট থেকে মানবতাকে মুক্ত করতে হবে। হামযা নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে দ্বীন ইসলাম কবুল করেন। সম্ভবত খাওলা (রাঃ) বিনতে কায়েস একই সঙ্গে রেসালতে মুহাম্মাদীর উপর ঈমান আনেন। মক্কার পরিবেশ উত্তপ্ত ও অসহনীয় রূপ ধারণ করলে খাওলা ও তার স্বামী হামযা মদীনা তাইয়েবায় হিজরত করে চলে যান।

স্বামী শাহাদাত বরণ করলেনঃ

মদীনায় চলে যাওয়ার পর খাওলা ও তার স্বামী দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। ওহুদের যুদ্ধে বীর হামযা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন (ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজেউন)। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা হামযার পেট কেটে কলিজা বের করে চিবুতে থাকে। ইসলামের দুশমনগণ তার নাক, কান কেটে দিয়েছিল। স্বামীর শাহাদাত খাওলাকে খুব ব্যথিত করেছিল। কিন্তু আল্লাহর পথের সৈনিকগণ কোন দুঃখকে দুঃখ মনে করেন না, কোন কষ্টকে কষ্ট মনে করেন না এবং কোন

www.pathagar.com

কোরবানীকে কোরবানী মনে করেন না। খাওলা (রাঃ) আল্লাহর পথে আল্লাহর নামে স্বামী হারানর ব্যথা বরদাসত করলেন।

ইসকে রাসূল (সাঃ)

খাওলা (রাঃ) ইসকে রাসূলের সমুদ্রে সারা জীবন নিমজ্জিত ছিলেন। আল্লাহর রাসূলের হুকুম তিনি খুশী মনে পালন করতেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার চাচী এবং নিবেদিত প্রান সাহাবিয়াকে খুব স্নেহ করতেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সব সময় অভাব অনটনের মধ্যে থাকতেন। কোন কোন সময় হাদীয়া হিসেবে তার দরবারে কোন কিছু প্রেরিত হলে তিনি তা তৎক্ষণাত তার প্রিয় সাহাবী এবং অভাবী জনদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। সে জন্য তার হাত প্রায় শূন্য থাকত। প্রয়োজনবোধে তিনি ঋণ করতেন। ইহুদী বা বেদুইনদের নিকট থেকেও তিনি কর্জ নিতেন। একবার তিনি একজন আরবী বেদুইনের নিকট থেকে কিছু ঋণ নিয়েছিলেন। একদিন ঋণদাতা দরবারে মুহাম্মাদীতে এসে হাযির হল। খুব শক্ত ভাষায় সে তার ঋণ ফেরত চাইল। সাহাবায়ে কেরাম বেদুইনের আচরণ মোটেই পসন্দ করতে পারলেন না। তারা তাকে শাসাতে লাগলেন। বলতে লাগলেন তুমি কার সাথে আলাপ করছ তা কি তোমার খেয়াল রয়েছে ? বেদুইন জবাব দিল আমি আমার হক আদায় করার জন্য দাবী করছি। রাসূলে আকরাম (সাঃ) বললেন, লোকটি সত্য কথা বলেছে। তার সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। অতপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খাওলা বিনতে কায়েসের নিকট পয়গাম পাঠালেন যে তার নিকট যদি খেজুর থাকে তাহলে তিনি যেন আল্লাহর রাসূলকে ধার দেন। নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট খেজুর আসলে তা তিনি ফিরিয়ে দিবেন।

খাওলা (রাঃ)-এর জন্য এটা খুব আনন্দের বিষয় ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার নিকট ঋণ চেয়েছেন। তিনি সতস্ফূর্ত ভাবে খেজুর দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি বললেন, আমার পিতামাতা আল্লাহর রাসূলের জন্য উৎসর্গকৃত। যত খেজুর তার প্রয়োজন তা তিনি সানন্দে নিতে পারেন। হুজুর (সাঃ) প্রয়োজন মোতাবেক তার নিকট থেকে খেজুর নিলেন এবং বেদুইনের ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। বেদুইনকে তিনি এক বেলা খেতেও দিলেন। সে খুশী মনে চলে গেল এবং আল্লাহর রাসূলের জন্য দোয়া করতে লাগলেন।

শুধু একটি ঘটনা নয়। এ ধরনের আরও ঘটনা রয়েছে যা থেকে একথা অনুমিত হয় যে, যেসব নিকটজনের উপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খুব বেশী আস্থা

www.pathagar.com

ছিল এবং যাদেরকে বিনা দ্বিধায় নিজের প্রয়োজনের কথা বলতে পারতেন। খাওলা (রাঃ) বিনতে কায়েস তাদের একজন।

খাওলা বিনতে কায়েস বর্ণনা করেন, হুজুর (সাঃ) বনু সাআদা গোত্রের জনৈক ব্যক্তির নিকট থেকে ৬০ সা (পাঁচ মন দশ সের) খেজুর ধার নিয়েছিলেন। সে তার খেজুর ফেরত চাইল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক আনসারকে তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য হুকুম করলেন। আনসারী তৎক্ষণাত খেজুর হাজির করলেন। কিন্তু বনু সাআদ গোত্রের লোকটি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। কেননা সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যে খেজুর দিয়েছিল তা থেকে এগুলো নিম্ন মানের। আনসার ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তুমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট ফিরে যাচ্ছ ? সে বলল হা, রাসলুল্লাহর চেয়ে কে বেশী হক পসন্দকারী ব্যক্তি হতে পারে। রাসূলে করীম (সাঃ) একথা শুনার পর তার চোখ পানিতে ভরে গেল এবং বললেন, "সাআদী" ব্যক্তি ঠিক বলেছে। ইনসাফ করার আমার চেয়ে কে বেশী হকদার। আল্লাহ সে জাতিকে বাকী রাখেন না যে জাতির দুর্বল সবলের নিকট থেকে বিনা বাধায় হক আদায় করতে পারে না। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন হে খাওলা! তুমি তাকে খেতে দাও এবং কর্জ পরিশোধ করে দাও।

হামযা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর নুমান বিন আজলান (রাঃ)-এর সাথে তার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। হামযা (রাঃ)-এর ঔরসে তার এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। তার নাম আম্মারা (রাঃ)।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর স্মৃতির সাথে খাওলা বিনতে কায়েসও অমর হয়ে রয়েছেন।

www.pathagar.com

খাওলা বিনতে হাকিম

পরিচিতি

নাম খাওলা। তার ডাক নাম উম্মে শরিফ। তার গোত্রের নাম বনু সুলাইম। তার নসবনামা হল খাওলা বিনতে হাকিম বিন উমাইয়া বিন আওকাস।

উসমান বিন মাযউন জুহমী (রাঃ)-এর সাথে তার শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বিয়ের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার পরিস্থিতি ও পরিবেশ মুসলমানদের জন্য অসহনীয় হয়ে পড়লে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে মদীনা তাইয়েবায় হিজরত করার হুকুম করেন। খাওলা (রাঃ) এবং তার স্বামী উসমান বিন মাযউনও মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেন। এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, তিনি আবিসিনিয়ায়ও হিজরত করেছিলেন।

স্বামী উসমান বিন মাযউন প্রকৃতিগতভাবে খুব ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সারারাত নফল এবাদাতে কাটিয়ে দিতেন। দিনের বেলা নফল রোযা রাখতেন। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনের দিকে তিনি কোন খেয়াল করতেন না। খাওলা (রাঃ) স্বামীকে কি বলবেন ? স্বামী আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ পথ বেছে নিয়েছেন। তিনি তাকে কি করে বাধা দিবেন ? কিন্তু এ পরিস্থিতি তিনি সহ্যও করতে পারছিলেন না। তার দিনরাত এক মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটছিল। তাঁর মানসিক দ্বন্দের প্রভাব, তার চালচালন, বেশ ভূষা এবং শরীরের উপরও বিস্তার লাভ করল।

আয়েশা (রাঃ) হস্তক্ষেপ করলেন

খাওলা (রাঃ)-এর জীবনের এ ধরনের সংকটজনক সময়ে একদিন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে বেড়াতে গেলেন। তার এধরনের শোচনীয় অবস্থা উম্মুল মুমিনীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি তাকে বললেন, তুমি একজন বিবাহিতা মহিলা। তোমার স্বামী কোরায়েশ গোত্রের অন্যতম সঙ্গতি সম্পন্ন লোক। কেন এমন অবস্থা করে রেখেছ?

খাওলা উত্তর দিলেন, তার বিবি বাচ্চার কি প্রয়োজন ? তিনিত সারারাত ইবাদাত করেন এবং দিনের বেলা রোযা রাখেন।

উম্মুল মুমিনীন খাওলা (রাঃ)–এর সমস্যা অনুধাবন করলেন। তিনি তার প্রতিকার করার জন্য মনস্থ করলেন। তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–কে উসমান বিন মাযউনের দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করলেন। আল্লাহর রাসূল ঘটনা জানার সাথে সাথে উসমান (রাঃ)–এর গৃহে গমন করলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন। হে উসমান আমার জীবন ধারা কি তোমার অনুসরণযোগ্য নয় ?

উসমান কি ভুল করেছেন তা তিনি জানেন না। আল্লাহর রাসূল কেন তাকে এ প্রশ্ন করেছেন তাও তার জানা নেই। তিনি আল্লাহর রাসূলের প্রশ্নের জবাবে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমার পিতা–মাতা আপনার জন্য উৎসর্গকৃত। অবশ্যই আপনি আমার অনুসন্ধাণযোগ্য নমুনা। কি অপরাধ করেছি ?

বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান ইসলামে নেই

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আমাদের জন্য রুহবানিয়াতের (বৈরাগ্যবাদ)কোন হুকুম নেই। আমি তোমার চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি। আমি নামাযও পড়ি রোযাও রাখি। পরিবার পরিজনের হক আদায় করি। তোমার উপরও তোমার চোখ শরীর এবং পরিবার পরিজনের হক রয়েছে। নামায পড় রোযা রাখ এবং তার সাথে সাথে পরিবার পরিজনের হক আদায় কর।

উসমান বিন মাযউন (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর নসিহতের মর্ম অনুধাবন করলেন। দ্বীনের ক্ষেত্রে তিনি যে বাড়াবাড়ি করছিলেন তা ত্যাগ করলেন। রুহবানিয়াত পরিত্যগ করে খাঁটি ইসলামী তরিকা অনুযায়ী জীবনের কার্যক্রম চালাতে লাগলেন। এতে তার পরিবার পরিজন খুশী হলেন। পরিবারের শান্তি ফিরে এল। খাওলা (রাঃ) সেজে গুজে অলঙ্কারাদি পরিধান করে উম্মুল মুমিনীনের ঘরে গেলেন। আয়েশা (রাঃ) তার পরিবর্তিত অবস্থা দেখে খুশী হলেন এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–কে তার সংবাদ দান করলেন।

খাওলা বিনতে হাকিম স্বামী উসমান (রাঃ) বিন মাযউনকে অত্যধিক ভালবাসতেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর নসিহতের পর উসমান বিন মাযউন (রাঃ) ইবাদাত বন্দেগীর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর তরিকা এখতিয়ার করেন। তাতে তাদের দাম্পত্য জীবন খুব সুমধুর হয়ে উঠেছিল। মদীনা তাইয়েবায় খাওলা ত্রিশ মাস দাম্পত্য জীবন যাপন করেন। উসমান বিন মাযউন হিজরী তৃতীয় সনের শাবান মাসে ইন্তিকাল করেন। তিনি মুহাজিরদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি মদীনা

www.pathagar.com

তাইয়েবায় মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহর (সাঃ) তার কপালে চুমু দিয়েছিলেন। তাকে দাফন করার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, আমাদের অগ্রগামীদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। উসমান বিন মাযউন জাহেলী যুগেও শরাব স্পর্শ করেননি। স্বামীর মৃত্যুর পর খাওলা খুব ভেংগে পড়েন। স্বামী হিসেবে বরণ করার জন্য সম্ভবতঃ উসমান বিন মাযউনের সমমানের কোন লোক তিনি পাননি। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি বৈধব্য জীবন যাপন করেন এবং স্বামীর স্মৃতি চারণ করে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে দেন।

এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর রাসূলের খেদমতে নিজেকে পেশ করেছিলেন কিন্তু আল্লাহর রাসূল তার আবেদন মঞ্জুর করেন নি।

খাওলা বিনতে হাকিম স্বামীর মৃত্যুর পর এক নাতিদীর্ঘ মর্সিয়া রচনা করেন। তিনি লিখেনঃ

হে চোখ। উসমান বিন মাযউনের মৃত্যুতে
কর অশ্রুর ধারা অবিরাম প্রবাহিত
যিনি সারারাত কাটিয়েছেন স্রষ্টার সন্তুষ্টিতে
সুসংবাদ তার জন্য যিনি মৃত দাফন কৃত।
উত্তম নিবাস জান্নাতুল বাকী ও তার বক্ষে
তারে পেয়ে মৃত্তিকাও উৎফুল্ল বিমুগ্ধ
হৃদয় ব্যথা থাকবে আমার আমরণ
ক্রন্দনকারী হৃদয় দিয়া করবে ক্রন্দন

খাওলা বিনতে হাকিম থেকে ১৫টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর থেকে যারা হাদীস বর্ননা করেছেন তার মধ্যে সা'দ বিন আবু ওয়াককাস, সায়ীদ বিন মুসাফি, আরওয়া বিন জুবায়ের (রাঃ) শামিল রয়েছেন।

খাওলা (রাঃ)–এর জিন্দেগীর আখেরী দিনগুলো খুব মানসিক অশান্তির মধ্যে কেটেছে। এ সময় তিনি তার এতিম সন্তান আবদুর রহমান (রাঃ) এবং সাইয়েব (রাঃ)–এর লালন পালন করেছেন ও তালিম তাবিয়াত প্রদান করেছেন। তিনি স্বামীর ন্যায় সারা রাত নফল নামায পড়তেন এবং দিনের বেলা রোযা রাখতেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, তিনি কাইমুল্লাইল এবং সাইমুননাহার ছিলেন। অর্থাৎ তিনি রাত জেগে নফল নামায পড়তেন এবং দিনের বেলায় রোযা রাখতেন।

www.pathagar.com

খাওলা বিনতে সা'লাবা

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِیْ تُجَادِلُكَ فِیْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِیْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝ اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۖ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ

اِلَّا الّٰٓـِٔیْ وَلَدْنَهُمْ ۖ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۖ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝

আল্লাহ সেই মেয়েলোকটির কথা শুনতে পেয়েছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে তর্ক-বিতর্ক করছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের দু'জনেরই কথাবার্তা শুনছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তোমাদের মধ্যে যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে বিহার' করে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। মা তো তারা যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। এই লোকেরা একটা অতীব ঘৃন্য ও সম্পূর্ন মিথ্যা কথা বলে। আর আসল কথা এই যে, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মার্জনাদানকারী। মুজাদালা ঃ ১ ২

পরিচিতি

বনি আওস গোত্রে খাওলা বিনতে সা'লাবার জন্ম । তিনি রেসালাতে মুহাম্মাদীতে বিশ্বাস স্থাপন করে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে বাইয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। খাওলা (রাঃ) দুনিয়া লয় না হওয়া পর্যন্ত মানুষের সমাজে স্মরনীয় হয়ে থাকবেন । আল কুরআন তাকে অমর করে রাখবে ।

জাহেলী যুগের আরবদের আচরণ সভ্য দুনিয়ার মানুষের আচরণ থেকে পৃথক ছিল । স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্যও ছিল তাদের এক অভিনব পদ্ধতি। স্বামী তার স্ত্রীকে বলতঃ তোমার পৃষ্ঠদেশ আমার মা'র মত । ইসলামী আরবেও জাহেলী যুগের এই রুসুম বর্তমান ছিল । খাওলা (রাঃ)-এর স্বামী আওস বিন সামিতের আচরণে একটু কঠোরতা ছিল, মেজাজ ছিল কর্কশ । বার্ধক্যের কারণে স্বভাব আরও তিক্ত ও কর্কশ হয়ে গিয়েছিল । একদিন স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে জাহেলী যুগের সেই পুরাতন বাক্য প্রয়োগ করলেন । বার্ধক্যের রাগ প্রশমিত হলে স্বামী অনুতপ্ত মনে খাওলা (রাঃ)-এর কাছে হাযির হলেন । স্ত্রী স্বামীকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি যা উচ্চারণ করেছেন তাতে তালাক হয়ে গিয়েছে । আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ) এ ব্যাপারে কোন ফায়সালা না করা পর্যন্ত স্বামী স্ত্রী হিসেবে বসবাস করা আমাদের জন্য অবৈধ হবে । চূড়ান্ত ফায়সালার জন্য রাসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে যেতে খাওলা (রাঃ) স্বামীকে পরামর্শ দিলেন । আওস (রাঃ) স্ত্রীর কথা মনোযোগ দিয়ে

www.pathagar.com

শুনলেন। স্ত্রীর প্রস্তাব তার কাছে উত্তমই বিবেচিত হল। কিন্তু এতবড় একটা অন্যায় কাজ করে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে কি করে তিনি হাযির হবেন? আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে কি করে তিনি মুখ দেখাবেন ? লজ্জায় তিনি মাটিতে মিশে যেতে লাগলেন। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে বললেনঃ তুমিই রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে যাও। তাঁকে আমাদের কথা খুলে বল। আল্লাহ আমাদের উপর রহম করতে পারেন এবং তার রাসূল (সাঃ)-এর মারফত আমাদের একটা ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে।

খাওলা (রাঃ) স্বামীর কথা শুনে প্রস্তুত হলেন রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট হাযির হওয়ার জন্য। আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত মন নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে হাযির হলেন স্বামী পরিত্যক্তা খাওলা (রাঃ)। নবী করীম (সাঃ) তার আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি নিবেদন করলেন ঃ আল্লাহর রাসূল! আপনি আউস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল আছেন। আমি তাকে অত্যন্ত ভালবাসি। তার স্বভাবের কঠোরতা এবং বার্ধক্য সম্পর্কেও আপনি জ্ঞাত আছেন। তিনি আমাকে রাগ করে বলেছেনঃ اَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ

আমি শপথ করে বলতে পারি, তিনি আমাকে তালাক দেননি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আমার মনে হয়, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছ। রাসূল (সাঃ)-এর কথা শুনে খাওলা (রাঃ)-এর দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল। পায়ের নীচ থেকে মাটি যেন সরে গেল। তিনি রাসূল (সাঃ)-কে অনেক্ষণ ধরে এ বিষয়ে বার বার বলতে লাগলেন।

সাত আসমানে তার কথা শুনা হল

অতপর তিনি হাত উঠিয়ে দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ আমার জীবনের কঠিন তকলীফ ও বিরহ বিচ্ছেদের অভিযোগ করেছি। হে আল্লাহ! আমার জন্য যা কল্যাণকর হয়, তাই তোমার নবীর মারফত আমাকে জানিয়ে দাও।

প্রেম-প্রীতিতে পরিপূর্ন পুন্যময় দাম্পত্য জীবন ভেংগে যাওয়ার বেদনা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন খাওলা (রাঃ)। তার কথা তার আচরণ, নবীর নিকট বারবার নিজের মামলা পেশ এবং সর্বোপরী মর্মস্পর্শী ভাষায় আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। খাওলা (রাঃ)-এর এ বিচ্ছেদ বেদনা আয়েশা (রাঃ)-এর মনেও প্রচন্ড আঘাত দিল। তিনিও উপস্থিত সকলের সংগে খাওলা

www.pathagar.com

(রাঃ)–এর জন্য কাঁদলেন। দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত না হতেই নবী করীম (সাঃ)–এর চেহারায় ওহী নাযিলের পূর্বাভাস পাওয়া গেল, আয়েশা (রাঃ) খুশী হলেন। তিনি খাওলা (রাঃ)–কে সম্বোধন করে বললেনঃ শীঘ্রই আল্লাহ তোমার সম্পর্কে ফায়সালা করে দিবেন। সেই সন্ধিমুহূর্তে খাওলা (রাঃ)–এর মন আরও চঞ্চল হয়ে উঠল।

বিচ্ছেদের অকারণ আশংকা তার মনকে এমনভাবে পেয়ে বসল যে তার প্রাণ সে মুহূর্তেই বের হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তার পক্ষেই ফায়সালা করে দিলেন। রাসূলে করীম (সাঃ) এলান করলেনঃ আল্লাহ তোমার ফায়সালা করে দিয়েছেন। অতপর তিনি পাঠ করলেন ঃ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِیْ تُجَادِلُكَ فِیْ زَوْجِهَا

রাসূলে করীম (সাঃ) কুরআন তেলাওয়াত খতম করে হুকুম দিলেনঃ আওসকে একটা গোলাম বা দাসী আযাদ করতে বল।

খাওলা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)–কে তার অবস্থা জ্ঞাত করলেন। হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), তিনি কাকে আযাদ করবেন ? আল্লাহর কসম তার কাছে কোন গোলাম বা বাদী নেই। এমনকি আমি ব্যতিত তার কোন খাদিমও নেই।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ ৬০ দিন রোজা রাখতে বলো। খাওলা (রাঃ) আবার নিবেদন করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), আমার স্বামীতো এ করতেও সক্ষম নন। তিনি দিনে কয়েকবার খাদ্য গ্রহণ করেন এবং বার্ধক্যের জন্য দৃষ্টি শক্তিও হারাতে বসেছেন।

নবী করীম (সাঃ) উপদেশ দিলেনঃ মিসকীনকে খাওয়াতে বলো। খাওলা (রাঃ) আরজ করলেনঃ এতটুকুও তার পক্ষে অসম্ভব। আল্লাহর নবী (সাঃ) বললেনঃ উম্মুল মঞ্জুর বিনতে কায়েসের কাছ থেকে খেজুর নিয়ে ৬০ জন মিসকীনের মধ্যে বিতরণ করে দাও।

বেহেশতের আনন্দ ধারা বয়ে নিয়ে গেলেন খাওলা (রাঃ) অপেক্ষমান স্বামীর নিকট। খুশীর পয়গাম দিলেন তাকে।

উমর (রাঃ) কে নসিহত

উমর (রাঃ) তাকে খুব সম্মান করতেন। একদিন রাস্তায় উমর (রাঃ)–এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি আলাপ শুরু করে দিলেন। সঙ্গের জনৈক ব্যক্তি বলতে লাগল, হে আমীরুল মুমিনীন! এ বৃদ্ধার জন্য সব লোক বেকায়দায় পড়েছে।

www.pathagar.com

খলিফা তাকে জওয়াব দিলেনঃ হে হতভাগা, তুমি জ্ঞাত নও, এ বৃদ্ধা কে, এ স্ত্রীলোকের বিরহ বেদনার ফরিয়াদ স্বয়ং আল্লাহ শুনেছেন। এ খাওলার জন্যই قد سمع الله নাযিল হয়েছে। সে রাত পর্যন্ত থাকলে আমি নামায ব্যতিত অন্য কোন কাজ করতাম না। তার সঙ্গে আলাপ করতাম।

অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছেঃ উমর (রাঃ) খাওলা (রাঃ)–কে রাস্তায় দেখে সালাম করলেন। খাওলা (রাঃ) তার জবাব দিলেন এবং তাকে সেখানে রুখে বললেনঃ হে উমর এমন এক যামানা ছিল যে, আমি তোমাকে উকাযের মেলায় দেখেছি। মানুষ তোমাকে 'উমায়ের' 'উমায়ের' বলত। তখন তুমি লাঠি হাতে ছাগল চড়াতে। অল্পদিন পরে লোক তোমাকে উমর বলতে শুরু করল। এখন এমন এক যামানা এসেছে যে, তোমার উপাধি আমিরুল মুমিনীন। হে উমর আল্লার সৃষ্টজীবের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। স্মরণ রেখ, যে আল্লাহর আযাবকে ভয় করে তার জন্য দূরের লোকও নিকটের হয় এবং যে মৃত্যুকে ভয় করে মৃত্যুর আশংকা তার সব সময় থাকে।

কতিপয় সাহাবী উমর (রাঃ)–এর সাথে ছিলেন। তাদের একজন বললেন, বুড়ো বিবি! তুমি আমিরুল মুমিনীনকে অনেক কথা বললে।

উমর (রাঃ) তার সাথীকে বাধা দিয়ে বললেন, যা সে চায় তা তাকে বলতে দাও। তোমরা কি জান সে কে? সে খাওলা বিনতে সা'লাবা। তার কথা সাত আসমানের উপর শোনা হয়েছে। তার সম্পর্কে 'সুরা মুজাদিলা' নাযিল হয়েছে।

শুধু উমর ফারুক নন। সাহাবায়ে কেরাম তার কদর ও সম্মান করতেন।

www.pathagar.com

খয়রা বিনতে আবু হাদরাও আসলামী (রাঃ)

পরিচিতি

নাম খয়রা। ডাক নাম উম্মে দরদা। ডাকনামেই তিনি অধিক প্রসিদ্ধ। খয়রা (রাঃ)–এর পিতা আবু হাদরাও আসলামী (রাঃ) আল্লাহর রাসূলের একজন প্রসিদ্ধ আনসার সাহাবী। তার স্বামী আবু দরদা আনসারীও একজন উঁচুদরের সাহাবী ছিলেন।

উম্মে দরদা (রাঃ) ও তার স্বামী আবু দরদা (রাঃ) বদর যুদ্ধের পর রেসালতে মুহাম্মাদীকে স্বাগতম জানান, স্বামী স্ত্রী একই সঙ্গে ইসলাম কবুল করেন। নতুন চেতনা, নতুন চোখ দিয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে দেখলেন। জাহেলিয়াতের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। তার সাথে অপসৃত হয়েছে মন্দ স্বভাবগুলো। আর আগের মত হৃদয় পাষাণ নয়। মুসলমানের সামান্য কষ্টে মন ব্যথিত হয়। গোটা মুসলমান এক শরীর সদৃশ্য। শরীরের এক স্থানে ব্যথা পেলে অপর স্থানেও আঘাতের প্রতিক্রিয়া হয়। এক মুসলমান অসুস্থ হলে অপর মুসলমানের মনে ব্যথা লাগে। সামান্যতম সেবা বা একটু স্বহৃদয় কথা বলে রুগ্ন ব্যক্তিকে একটু সহানুভূতি প্রদর্শন অপর মুসলমানের কর্তব্য। খয়রা (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–কে এরূপ করতে দেখেছেন। আল্লাহর রাসূল শুধু মুসলমান নয় অসুস্থ অমুসলমানকেও দেখার জন্য ছুটে গিয়েছেন। খয়রা (রাঃ) আল্লাহর রাসূলের উসূয়ায়ে হাসানার অনুসরণ করে বিপদ গ্রস্থ বা অসুস্থজনের খবর পেলে তৎক্ষণাৎ তাকে দেখার জন্য চলে যেতেন। তার সমস্যা জানবার চেষ্টা করতেন। সম্ভব হলে সাহায্য করতেন।

অসুস্থ মানুষের সেবা

কিভাবে উম্মে দরদা মানুষের সেবা করতেন তার দু' একটা ঘটনা বর্ননা করাই যথেষ্ট। একবার তিনি একজন সাহাবীর অসুস্থতার সংবাদ পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উটের পিঠে চড়ে সাহাবীর বাড়ী গেলেন। অসুস্থ সাহাবীকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করলেন।

তার ইসলামী চেতনার সাথে প্রখর বুদ্ধির সংমিশ্রণের ফলে তার সেবা সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। এক ব্যক্তির স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন। তিনি উম্মে দরদার নিকট কোন কাজের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। উম্মে দরদা আগন্তুককে তার পরিবার পরিজনের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। খুটিয়ে খুটিয়ে তিনি তার

www.pathagar.com

মেহমানের অসুবিধার কথা জানতে চাইলেন। অতিথি বললেন তার স্ত্রী অসুস্থ। উম্মে দরদা তাকে খাওয়ানোর ইনতেযাম করলেন। অতিথির স্ত্রীর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে প্রত্যহ খাওয়াতেন এবং অসুস্থ স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।

কর্কশ বাক্যের প্রতিবাদ

ইসলাম মানুষকে সদাচারণ শিক্ষা দিয়েছে। অধীনস্থদের সাথে কর্কশ ব্যবহারকারীকে আল্লাহ ও তার রাসূল অপসন্দ করেন। কাকে কখনও অভিসম্পাত প্রদান করা এক নিন্দনীয় আমল এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার পরিণতি খারাপ। আল্লাহর রাসূল তার শত্রুকেও অভিসম্পাত প্রদান করতেন না। খয়রা (রাঃ) আল্লাহর রাসূলের আমল ও আচরণ নিজের যিন্দেগীতে প্রতিফলিত করেছিলেন। কোন লোক তার অধিনস্থদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করলে তিনি তার প্রতিবাদ করতেন। একদিন তিনি আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের বাসভবনে অতিথি হিসেবে ছিলেন। আবদুল মালিক তাঁর ভৃত্যকে ডাকলেন। কিন্তু ভৃত্য তার মুনিবের আহবানে কোন সাড়া দিল না। সম্ভবত সে শুনতে পায়নি। আবদুল মালিক তাকে অভিসম্পাত দিলেন। তিনি ভৃত্যের উপর লানত বর্ষণ করলেন। ঘটনাটি রাত্রের বেলা ঘটেছিল। খয়রা (রাঃ) আবদুল মালিকের আচরণ অপসন্দ করলেন। ভোর হলে তিনি তাকে বললেন, আপনি রাতের বেলা আপনার খাদিমকে অভিসম্পাত করেছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন লানতকারী কিয়ামতের দিন শহীদ এবং সাফায়াতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

খয়রা কতিপয় অতুলনীয় গুনের অধিকারিনী ছিলেন। ইবাদাতের প্রতি তার অত্যধিক আকর্ষণ ছিল। তার ইবাদাতের ঐকান্তিকতার সাথে চারিত্রিক সৌন্দর্য তাকে মর্যাদার সাথে অধিষ্ঠিত করেছিল। দ্বীন ইসলামের সুমহান জ্ঞান তার ছিল। সীরাতের লিখকগণ উল্লেখ করেছেন যে তিনি জ্ঞানীগুণী ছিলেন এবং তার 'তাফাককু ফিদ্বীন' দ্বীনের উপলব্ধি ছিল।

খয়রা (রাঃ) ত্রিশ হিজরী সনে আখিরাতের পথে যাত্রা করেন। (ইন্না লিল্লাহী ওয়াইন্নাইলাইহী রাজেউন)। তখন ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান যিন্নুরাইনের খেলাফতকাল ছিল। স্বামী আবু দরদা তখনও জীবিত ছিলেন। উম্মে দরদা তার স্বামী আবু দরদা (রাঃ) এবং সরাসরি আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর নিকট থেকেও হাদীস বর্ননা করেছেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতে স্থান দান করুন। আমীন।

www.pathagar.com

খানসা(রাঃ) বিনতে আমর

– ''হে ঈমানদারগণ, বিপদে ও দুঃখ কষ্টে ধৈর্যধারণ কর, সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর এবং জিহাদ করার জন্য প্রস্তুত থাক, তাহলে তোমরা সম্পুর্ণরূপে সফলকাম হতে পারবে।" --আল-কুরআন

পরিচিতি

খানসা (রাঃ) বিনতে আমর প্রাক ইসলামী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ইমরাউল কায়েসের বংশে জন্মগ্রহন করেন। তিনি নজদের সুপ্রসিদ্ধ গোত্র বনু কয়েস বিন আয়লান গোত্রের শাখা গোত্র বনু সুলাইমের সাথে সম্পর্কিত । তাঁর বংশ অসীম সাহসীকতা, অতুলনীয় বীরত্ব এবং শরাফতের জন্য সারা আরব দেশের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিল। স্বয়ং আখেরী নবী (সাঃ) এ গোত্রের প্রশংসা করে বলেছেনঃ অবশ্যই প্রত্যেক জাতীর এক আশ্রয়স্থল রয়েছে এবং আরবের আশ্রয়স্থল কয়েস বিন আয়লান গোত্র।

তামাদির তাঁর নাম। খানসা তাঁর উপাধী। পিতা আমর বিন শারিদ বনু সুলাইম গোত্রের প্রধান ছিলেন। তিনি প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি একমাত্র কন্যা তামাদির এবং দুই পুত্র মাবিয়া এবং সখরকে উত্তম পরিবেশে লালন পালন করেন। খানসার দু'টি বিবাহ হয়।

প্রথম বিবাহ নিজের গোত্রের রাওয়াহা বা আবদুল ওযযা নামক এক যুবকের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। প্রথম স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর মারওয়ান বিন আমরের সাথে তার দ্বিতীয় নিকাহ অনুষ্ঠিত হয়। খানসা (রাঃ) বেশীদিন সংসার সুখ পালন করতে পারলেন না। অল্পদিনের মধ্যে স্বামী মারা গেলেন। অতপর তিনি আর বিবাহ করেননি। দীর্ঘ দিন বৈধব্য জীবন যাপন করেছেন। বিধবা বোনকে ভাই মাবিয়া এবং সখর দেখা শুনা করতেন।

খানসার চারটি পুত্র সন্তানের তিনটি তার শেষেক্ত স্বামীর । আদর্শ মাতা হিসেবে তিনি সন্তানদের লালন পালন করেছিলেন।

www.pathagar.com

আরবের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি

প্রথম জীবনে তিনি মাঝে মাঝে দু'চারটা কবিতা লিখতেন। প্রতিভা তার সুপ্ত ছিল। প্রাচুর্যের সংসারে থেকেও তিনি রিক্ত, বেদনাহত এবং স্বর্বস্বহীনা ছিলেন। একের পর এক প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথা তার সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করল। পিতার মৃত্যুতে প্রথম আঘাত পেলেন, এ ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে আবার প্রচণ্ড আঘাত পেলেন । যৌবনের উষালগ্নে দুবার স্বামী হারা হলেন। তার অল্পদিন পর আরবের গোত্রীয় যুদ্ধ নিয়ে এল তার জন্য দুর্বিষহ বেদনার অফুরন্ত সমুদ্র। আর বেদনার প্রচন্ড আঘাতে তার অনুভূতির দরজা খুলে গেল। তার ব্যথা বেদনা গান ও মর্সিয়া হয়ে আত্নপ্রকাশ করল। যুদ্ধে তার দুজন ভাই নিহত হলে তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। বলাবাহুল্য তাদের জন্য শোকগাঁথা রচনা করে তিনি অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন এবং কাব্য সাহিত্যে অমর অবদান রাখেন। খানসার ওফাতের চৌদ্দশত বছর পর ১৮৮৮ইসায়ী সনে তাঁর কবিতার সংকলন বৈরুত থেকে বের হয়েছে। ফরাসী ভাষায়ও তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে। ভাই সখরের মৃত্যুতে লিখিত তার কবিতার গদ্যানুবাদ নীচে দেয়া হলোঃ

হে আমার চোখ ! খুব অশ্রুপাত কর
কখনও যেন তোমার বিরতি না হয়।

সখরের মত সুখি ব্যক্তির জন্য তুমি কাঁদবে না? তুমি কি তার জন্য কাঁদবেনা যে, অনুপম সুন্দর ও সাহসী যোয়ান ছিল? তুমি কি সে সরদারের জন্য কাঁদবেনা যে সর্বেসর্বা এবং যে অল্প বয়সে নিজ গোত্রের নেতৃত্ব লাভ করেছিল? তার কওম তার দিকে হাত সম্প্রসারিত করল এবং তিনিও তার হাত তাদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। এবং সকল মানুষের হাতের চেয়ে তার হাত তিনি প্রশস্ত করেছিলেন।

এবং তিনি এ ইযযত ও উযমত নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

শ্রেষ্ঠত্ব তার ঘরের রাস্তা প্রদর্শন করে শরাফত ও ইযযতের কথা আলোচিত হলে তোমরা দেখবে যে, সখর ইযযতের চাদরে আবৃত ছিলেন।

অনেক মাহান ব্যক্তি সখরের আনুগত্য করেন। সখর যেন এক পাহাড় যার চূড়ায় আগুন প্রজ্জলিত।

www.pathagar.com

তিনি আরও লিখেনঃ

সূর্যোদয় সখরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় অস্ত লগ্নেও তার কথা আমার স্মরন হয়। আমার আশে পাশে মাতমকারী না থাকলে আমি নিজেকে হালাক করতাম।

হে সখর ! যখন তুমি বেঁচে ছিলে তোমার বদৌলতে অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি।

আফসোস এখন কে এ ধরণের বড় মুসিবত থেকে উদ্ধার করবে?

অনেক নিহত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করা শোভা পায় না কিন্তু তোমার জন্য ক্রন্দন করা বেহদ প্রশংসনীয়।

খানসা (রাঃ) আরবের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি ছিলেন। কোন কোন মহল তাঁকে নারী পুরুষ নির্বিশেষে শ্রেষ্ঠ কবি আখ্যায়িত করেছেন। তিঁনি তার যুগের শ্রেষ্ঠ কিনা সে বিতর্কে না গিয়ে একথা বলা চলে, আরবী সাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী কবি হিসেবে তিনি চিরদিন সাহিত্যিক এবং সাহিত্য অনুরাগীদের অন্তরে বেঁচে থাকবে'ন।

জাহেলিয়াতের যুগে আরবদেশে ছোট বড় অনেক মেলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হত। উকাযের বাজারে যে মেলা অনুষ্ঠিত হত তা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সারা আরব এ মেলাকে কেন্দ্রীয় মর্যাদা দান করত।

বহু দূর দূরান্তর থেকে ব্যবসায়ী তাদের পন্য সামগ্রী নিয়ে আসত। কবি সাহিত্যিক পেশাদার গায়ক গায়িকা নর্তক নর্তকী উকাযের মেলায় অংশগ্রহণ করত। খানসা (রাঃ) প্রতি বছর উকাযের মেলায় যোগদান করতেন। তার ভক্ত ও গুনগ্রাহী ছিল অগনিত। তার উটের চারপাশে বেদুইন সারিবেধে দাঁড়িয়ে যেত। তার রাস্তা রুখে দাড়াত। তার কবিতা শোনার অনুরোধ করত। খানসা (রাঃ) তাদের অনুরোধ কখনও প্রত্যাখ্যান করতেন না। তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন। তিনি তাদেরকে মর্সিয়া শোনাতেন। বেদুইন শ্রোতা তন্ময় হয়ে তাঁর কবিতা শুনত। লুট–মার–কতলে লিপ্ত মরুচারীদের হৃদয়ের পাষাণ পাথর গলে যেত। প্রেম প্রীতির সয়লাব স্রোত তাদের চোখের পানি হয়ে বের হত।

খানসার জন্য উকাযের মেলায় স্পেশাল তাবুর ব্যবস্থা করা হত। তার তাবুর সামনে পতাকা লাগান হত। তাতে লিখা হতঃ আল–খানসা –আরসী –আল আরব।

www.pathagar.com

অর্থাৎ আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্সিয়া কবি খানসা। ততকালীন আরবের কবিকুল শিরমনি নাবিগাও এ মেলাতে যোগদান করতেন । তার সম্মান ও প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জন্য লাল রঙ্গের তাবু নির্মান করা হত। মশহুর কবিগনও তাকে আগ্রহের সাথে নিজেদের কবিতা শোনাতেন এবং তাকে শুনানোর সুযোগ পেয়ে নিজেদেরকে ধন্য মনে করতেন।

খানসা (রাঃ) যখন প্রথমবার উকাযের মেলায় এলেন, তখন নাবিকে তার কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। নাবি তাঁর কবিতা শুনে খুব মুগ্ধ হলেন এবং বললেন, অবশ্যই তুমি মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি। যদি আমি ইতিপূর্বে আবু বছিরের কবিতা না শুনতাম তাহলে তোমাকে সকল কবির চেয়ে শেষ্ঠ মর্যাদা দান করতাম এবং ঘোষনা করতাম যে, তুমি জ্বীন এবং মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।

খানসার প্রতিভা ধীরে ধীরে সারা আরবে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তার সমসাময়ীক কবিগনই তার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেননি বরং পরবর্তীকালের কবিগন তার অতুলনীয় কাব্য প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তার কবিতার স্টাইল খুব সাধাসিধে ছিল, কিন্তু তার ভাব ও বিষয় বস্তু খুবই মর্মস্পর্শী ছিল। বিরহ ও যশগাথা রচনাতে সারা আরবে তার কোন জুরি নেই।

আল্লামা ইবনে আসির তার সম্পর্কে বলেনঃ কাব্যে ও বাগ্মিতায় যাদের পারদর্শিতা রয়েছে তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, খানসার পূর্বে বা পরবর্তীকালে কোন মহিলা কাব্য চর্চায় তার সমকক্ষ হতে পারেনি।

হাফেজ ইবনে হাজার উমাইয়া বাদশাহ আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের উক্তির উল্লেখ করেছেন। নাবিগার সমপর্যায়ের কবি আযতল বাদশাহ আবদুল মালিকের দরবারে কবিতা আবৃত্তির আবেদন করলে বাদশা তাকে যে জবাব দিয়েছিলেন তা খানসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুরাগী বাদশাহ কবি আখতলকে বললেন আমি সাপ ও বাঘের উপমা পছন্দ করিনা। খানসার মত কবিতা আবৃত্তি করলে শুনব।

বিপ্লবী জীবনের সূচনা

আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি খানসা (রাঃ) ইসলামী আন্দোলনের একজন সুযোগ্য কর্মী ছিলেন। বিপ্লবী জীবনের ঘটনাবলীর দ্বারা তিনি প্রমান করেছেন যে,

www.pathagar.com

প্রয়োজন হলে কবি সাহিত্যিকের মসী ছেড়ে অসী ধরতে হয়, জাতির কল্যান ও নিরাপত্তার জন্য প্রানাধিক প্রিয় বস্তুকে কোরবান করতে হয়। রেসালতে মুহাম্মাদীর সূর্যকীরণ মদীনার আকাশ বাতাস আলোকিত করে দূরবর্তী নজদ প্রদেশে বিস্তৃত হল। পয়গামে মুহাম্মাদী খানসার কানে পৌছল। আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) কে দেখার জন্য তার মন ছটফট করতে লাগল। কখন এবং কিভাবে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)–এর মুখে লা–শরীক কালেমা শুনবেন এবং তার কাছে সরাসরি ইসলাম কবুল করবেন এ চিন্তা তিনি দিনরাত করতে লাগলেন। অবশেষে সুযোগ এল ,নজদের এক মদীনাগামী কাফেলার সাথে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতে মদীনা রওয়ানা হলেন। দরবারে নববীতে হাজির হয়ে ইসলামের আবে হায়াত পান করে নিজেকে ধন্য করলেন। সম্ভবতঃ আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর হুকুমে তিনি অনেক কবিতা আবৃত্তি করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব মনোযোগ সহকারে তার কবিতা শুনলেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী এবং আল্লামা ইবনে আসির এ প্রখ্যাত মহিলার ইসলাম কবুল করার এ দুর্লভ মুহূর্ত সম্পর্কে বলেন, খানসা (রাঃ) কবিতা শুনাতে লাগলেন এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলতে লাগলেনঃ সাবাস, হে খানসা। সাবাস হে খানসা।

প্রকৃত মুমিনের কাছে আদর্শহীন স্বদেশ ও স্বজাতির কোন মূল্য নেই। বিদেশ বিভূইর আদর্শ সমাজ তার স্বদেশতুল্য, দূরদেশের আদর্শবাদী মনুষ শুধু তার বন্ধু নয়, আত্নীয়ই নয়, স্বজাতি বটে। তার সমাজ ও তার মানুষের কল্যানের জন্য তার দরদ হয় প্রাণঢালা, এর উন্নতির জন্য নিজের জীবনের সর্বস্ব কোরবান করে দিতে তিনি সামান্য কুন্ঠাবোধ করেন না। খানসা (রাঃ) নজদে প্রত্যাবর্তন না করে অদর্শবাদী নারী পুরুষের জন্য এক উজ্জল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সমষ্টি জীবনে ইসলামী বিধান পালন করার সুযোগ পেয়ে তিনি মদীনার শিশু ইসলামী রাষ্ট্রে থেকে যান। কেহ কেহ বলেন, ইসলাম কবুল করার পর খানসা (রাঃ) তার গোত্রে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি নজদে ফিরে গিয়েছিলেন না মদীনায় অবস্থান করেছিলেন তা পর্যালোচনা করা নিস্প্রয়োজন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে তিনি তাঁর গোত্রের লোকের কাছে ইসলামের মহান বানী পেশ করেছিলেন। গোত্রের বেশুমার লোক তার মর্মস্পশী বাগ্মিতায় প্রভাবান্বিত হয়ে ইসলাম কবুল করেন।

ইসলাম কবুল করার পরও খানসা (রাঃ) তার নিহত দুই ভাই বিশেষ করে সখরের কথা ভুলতে পারেননি। জাহেলিয়াতের যুগের প্রথা অনুযায়ী ভাইয়ের প্রতি শোক প্রকাশ করার জন্য মাথায় আলাদা এক গুচ্ছ চুল বেধে রাখতেন। .এটাকে আরবের লোকজন অসহনীয় শোকের বহিঃপ্রকাশ বা নিদর্শন মনে করত।

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) খানসা (রঃ)-কে শোক প্রকাশের অনৈসলামী প্রথা ত্যাগ করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। খানসা (রাঃ) বললেনঃ ইয়া উম্মাল মুমিনীন ! এ শোক চিহ্ন ধারণ করার এক বিশেষ কারণ রয়েছে। অয়েশা (রাঃ) বললেন, কি কারণ?

উম্মুল মুমিনীন। আমার স্বামী খুব অমিতব্যায়ী ছিলেন। তিনি জুয়ার প্রতি আসক্ত ছিলেন। জুয়া ও বাজে খরচের দ্বারা তিনি আমাদের সম্পদ উড়িয়ে দেন। আমরা খুব অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ি। আমাদের দুরাবস্থার কথা আমার ভাই সখর জানতে পারলেন। তিনি তার সম্পত্তির উৎকৃষ্ট অর্ধেক আমাকে দান করলেন। আমার স্বামী এ সম্পত্তিও নষ্ট করে দিলেন। আমার ভাই আবার তার অবশিষ্ট সম্পত্তির উৎকৃষ্ট অর্ধেক আমাকে দান করলেন।

সখরের স্ত্রী তা অপছন্দ করেন এবং স্বামীকে বলেন, তুমি বোনকে তোমার সম্পদের উৎকৃষ্ট অংশ দান করে থাক এবং তার স্বামী জুয়া খেলে তা উজাড় করে ফেলে। এ পরিস্থিতি কতদিন চলবে ? আমার ভাই জবাব দেনঃ খোদার কসম! আমি আমার বোনকে কখনও আমার সম্পদের নিকৃষ্ট হিসসা দান করব না। সে সতি সাধ্বি । তার ভরণ পোষণের জন্য আমিই যথেষ্ট। আমার মৃত্যু হলে আমার শোকে সে তার চাদর ছিড়ে ফেলবে। আমার শোকে সে মাথায় চুলের শোক ফিতা ধারন করবে। এ চুলের গোছা আমার দাতা ও বাহাদুর ভাইয়ের স্মৃতির জন্য ধারণ করেছি।

আল্লামা ইবনে আসিরের বর্ননা মোতাবেক খানসা (রাঃ) উমর (রাঃ)-এর খেলাফতের সময়ও শোকচিহ্ন ধারণ করতেন। খানসা (রাঃ) শোকচিহ্ন ধারণ করে কাবা শরীফ তোয়াফ করছিলেন। উমর (রাঃ) তা দেখে তাকে ডেকে পাঠালেন। তাকে বললেন, ইসলাম এ ধরনের শোক প্রকাশ করার অনুমতি প্রদান করেনা।

খানসা (রাঃ) জবাব দিলেন, ইয়া আমিরাল মুমিনীন, শোক ও বেদনার এমন পাহাড় কোন মেয়ের উপর কখনও পড়েনি। কিভাবে আমি তা সহ্য করব।

উমর (রাঃ) তাকে উপদেশ প্রদান করলেনঃ এ দুনিয়ায় মানুষ এর চেয়ে বেশী মুসিবত ও ব্যাথা বেদনার সম্মুখীন হয়। তাদের অন্তরে সামান্য উকি মেরে দেখ। যা ইসলাম নিষেধ করেছে তা পালন করা পাপ।

www.pathagar.com

খানসা (রাঃ) শোক চিহ্ন ত্যাগ করলেন। কিন্তু ভাইয়ের জন্য কাঁন্দা কাটি করা বন্ধ করলেন না। বলা হয় ইসলাম কবুল করার পর তার শোকের দরিয়া অন্য খাতে প্রবাহিত হয়। তিনি কবিতা লিখেনঃ

তখন আমি কাঁদতাম সখরের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য, এখন আমি কাঁদছি এই জন্য যে, সে ইসলাম কবুল না করার কারনে জাহান্নামের আগুনে জলবে।

কার জন্য কাব্য চর্চা করবেন?

উমর রাদিয়াল্লাহু অনহুর মহান খেলাফত কালে কাদেসিয়ায় যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তা ইসলামী খেলাফতের ভৌগলিক নিরাপত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ন ছিল। ইরানের বাদশা তিনশত জঙ্গী হাতি এবং দু'লাখ সৈন্য মোতায়েন করে। মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজারের মধ্যে ছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের এ সন্ধি মুহূর্তে খানসা (রাঃ) ঘরে বসে কাব্য চর্চা করতে পছন্দ করতেন না। কার জন্য তিনি কাব্য চর্চা করবেন? নিছক কাব্যের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েতো তিনি কাব্য রচনা করতে পারেন না। তার দৃষ্টিকোন হল মানবীয়, মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি রচনা করবেন কবিতা। আর মানুষের প্রিয়তম বস্তু, তার সম্মানের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ তার সামাজিক জীবন যখন বহিঃশত্রুর দ্বারা বিপন্ন তখন তিনি কি করে কাব্য কাননে মশগুল হয়ে থাকতে পারেন? না তা হতে পারেনা। তা কখনও হতে পারেনা। ঈমানের অজেয় বলে বলিয়ান এ মহিলা নিজের বার্ধক্যজনিত দুর্বল স্বাস্থ্য এবং সুদীর্ঘ পথের অবর্ননীয় কষ্ট উপেক্ষা করে মুজাহিদদের সাথে কাদেসিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। সঙ্গে নিলেন তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ও তামাম সঞ্চিত সম্পদ চার জোয়ান পুত্র।

যুদ্ধের ময়দানে পা ফেলার পর খানসা (রাঃ) যুদ্ধের ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছিলেন। আগামী দিনের প্রস্তুতি হিসেবে তিনি রাত্রের বেলা প্রিয় পুত্রদেরকে যে ওজস্বিনী ভাষায় মর্মস্পর্শী নসিহত করলেন, তা একমাত্র আদর্শবাদী মাতাদের পক্ষে সম্ভব। তিনি তার নয়নের মনিদেরকে বললেন; হে প্রিয় পুত্রগণ ! তোমরা স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করেছ এবং স্বেচ্ছায় হিজরতও করেছ। তোমাদের দেশ ত্যাগ করার অন্য কোন কারণ ছিল না। তোমাদের দেশে দূর্ভিক্ষও ছিলনা। তবুও তোমরা তোমাদের মাকে এখানে নিয়ে এসেছ। সে অক্ষয় অমর সত্তার শপথ যিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। তোমরা যেরূপ এক মায়ের পেট থেকে জন্মলাভ করেছ সেরূপ তোমরা এক বাপের সন্তান। আমি তোমাদের পিতার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করিনি এবং তোমাদের মামাদের নামেও কলঙ্ক লেপন করিনি কখনও। তোমাদের নসব বেদাগও বে-আয়েব।

www.pathagar.com

হে পুত্রগণ! তোমরা নিশ্চয়ই জান যে দুনিয়া ধ্বংসশীল। সত্যের শত্রুদের সাথে সংগ্রাম করা খুব পূন্যের কাজ। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ আল্লার রাস্তায় সংগ্রাম করার চেয়ে উত্তম কোন কাজ নেই। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে দুনিয়ার ধ্বংশীল জীবন থেকে পরকালের স্থায়ী জীবন অনেক উত্তম। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমানঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

– ''হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধারণ কর, দৃঢ় পদ থাক,এবং পরস্পর মিলে মিশে থাক (জিহাদ কর) আল্লাহ্কে ভয় কর। সম্ভবত তোমরা সাফল্যলাভ করতে পারবে।''

হে পুত্রগণ যদি আল্লাহ্র ইচ্ছায় মঙ্গলমত রাত্রি যাপন কর তাহলে আগামী কাল ভোরে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। যখন যুদ্ধের আগুন খুব প্রজ্জ্বলিত হবে এবং তার শিখা খুব উচু হবে তখন তোমরা যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং সত্যের পথে উম্মাদ অনুরাগীর ন্যায় তলোয়ার পরিচালনা করবে। সম্ভব হলে শত্রুর সিপাহশালারকে আক্রমন করবে। যদি সাফল্য লাভ কর তা মঙ্গলজনক হবে এবং শাহাদাত লাভ করলে তার চেয়েও লাভজনক হবে এবং অখেরাতের ফযিলতের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবে।

চার পুত্র একবাক্যে বললেনঃ হে আমাদের প্রিয় মা! ইনশাআল্লাহ আপনি আমাদেরকে দৃঢ়পদ পাবেন এবং আমরা আপনার আশা আকাঙ্খা অনুযায়ী উত্তীর্ণ হব। ভোরে চারভাই আল্লাহর রহমত ও করুণার উপর ভরসা করে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বীর মাতার বীর সন্তানগণ মাতার উপদেশ কবিতার আকারে আবৃত্তি করে শত্রুদের আক্রমন করলেন।

পুত্রদের যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে মা আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে পেশ করলেনঃ হে আল্লাহ্ ! আমার প্রিয় সম্পদ যা ছিল তোমার কাছে সোপর্দ করলাম।

মা শোকর আদায় করলেন

মার নসিহত শুনার পর থেকেই পুত্রদের মনে শাহাদাতের দুর্বার আকাঙ্খা সৃষ্ঠি হয়েছিল। যুদ্ধের ময়দানে তারা খুব বীরত্বের সাথে লড়াই করলেন। সৈন্যদের সারির পর সারি ভেদ করে অগনিত যোদ্ধাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। অবশেষে

www.pathagar.com

তারা চারদিক থেকে আক্রান্ত হলেন। তাদের নশ্বর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। চার ভাই একত্রে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে অমর হয়ে গেলেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলনা বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারনা।"

খানসা (রাঃ) যখন প্রিয় পুত্রদের শাহাদাতের খবর পেলেন, তখন তিনি অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিলেন। কোন শোকবাক্য প্রকাশ করলেন না। কোন আর্তনাদ ও ফরিয়াদ তার মুখ থেকে বের হলনা। বরং তিনি দুনিয়া জাহানের মালিকের দরবারে সিজদা করলেন এবং বললেনঃ الحمد لله الذي شرفني بقتلهم

– "মহান আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি আমার সন্তানদের হত্যার দ্বারা আমাকে সম্মানিত করেছেন।" আমি আশা করি তিনি কিয়ামতের দিন তার রহমতের ছায়ার মধ্যে তাদের সাথে আমাকেও স্থান দেবেন।

কাদেসিয়ার যুদ্ধের পর খানসা (রাঃ) আরও দশবছর বেঁচে ছিলেন। আমির মাবিয়া (রাঃ)–এর রাজত্বকালে আরবের শ্রেষ্ঠ মর্সিয়া কবি, ধৈর্যের সুউচ্চ পাহাড় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের মহববতের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গকৃত খানসা জান্নাতবাসিনী হন।

www.pathagar.com

গুযাইয়া বিনতে ইসলাম

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ○

"– তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহতাআলা তাঁর নূরকে পূর্ন করবেনই। যদিও কাফেরদের নিকট তা পছন্দীয় নয়।" --আল-কুরআন

গুযাইয়া (রাঃ) মক্কার পার্শ্ববতী এলাকার মরুবাসিনী। গুযাইয়া এক নাম, এক আওয়াজ, এক বিপ্লব। তাঁর খান্দান ও নসবনামা অজ্ঞাত। তিনি বিনতে ইসলাম। তিনি ইসলামের অন্যতম মহান সন্তান। যখন মক্কার প্রভাব প্রতিপত্তিশালীগন জেহালতের বালির বাঁধ দিয়ে রেসালতে মুহাম্মাদীর দূর্বার আলোর স্রোতকে প্রতিরোধ করার বৃথা চেষ্টায় পাগলের মত মেতে উঠেছিল, ঠিক তখন প্রভাব প্রতিপত্তিহীন এ নিরক্ষর বেদুইন মহিলা আখেরী নবীর রেসালতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ছিলেন। বাধনহীন, বল্গাহীন বেদুইন জীবনের আকর্ষণকে চির নির্বাসন দিয়ে ইসলামের সুনিয়ন্ত্রিত ধারায় জীবন প্রবাহিত করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন।

গুযাইয়া (রাঃ) ঈমান আনার সাথে সাথে এক অপূর্ব অনুভূতি, এক দূর্লভ সমাজ চেতনা লাভ করলেন। শুধু নিজে মুসলমান হলে চলবেনা আশে পাশের দুনিয়াকে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের আনুগত্যের অধীন করতে হবে। তিনি রেসালতে মুহাম্মাদীর যে কীরন লাভ করেছেন তা মক্কার ঘরে ঘরে পৌছে দিতে চান। প্রত্যেকটি ঘর ইসলামের আলোতে আলোকিত হোক, প্রত্যেকটি মানুষ-ইসলামের মহান চেতনায় বলিয়ান হয়ে ইসলামের এক একটি দুর্গে পরিণত হোক–এ তার কামনা, এ তার দিন রাতের স্বপ্ন। আল্লাহ্‌র দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর জন্য গুযাইয়া (রাঃ) মক্কার ঘরে ঘরে যেতে লাগলেন। লা শরীক আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার করার জন্য মহিলাদের আহবান করতে লাগলেন। মক্কার হোমরা – চোমরাদের দৃষ্টিতে এটা ছিল তার এক জঘন্য অপরাধ। এ বেদুইন মহিলার এত স্পর্ধা! মক্কার সমাজ যা গ্রহণ করেনি, আশরাফ – অভিজাতগণ যা প্রত্যাখ্যান করেছে, মক্কার পৌত্তলিক ধর্মীয় সরকার যা হারাম ও বেআইনি বিবেচনা করে, আবুলাহাব, আবুজেহেল, উৎবা

www.pathagar.com

প্রমুখ যা ঘৃনা করে তা প্রচার প্রসার করার জন্য এ মহিলা কিভাবে সাহস করে? একে কোনভাবে সহ্য করা যায় না। মক্কার সরকারের নেতৃবর্গ তাকে মক্কা থেকে বের করে দেয়ার ফায়সালা গ্রহণ করল।

মক্কার বাইরে একটি কাফেলা যাচ্ছিল। তারা কাফেলার লোকজনকে হুকুম করল মেয়েটাকে শহর থেকে দূরে কোন স্থানে বা সম্ভব হলে তার নিজের গোত্রের নিকটে ছেড়ে দিতে। তারা উটের খালি পিঠে মজবুত রশির দ্বারা তার হাত পা শক্ত করে বেধে দিল। তিনি তিনদিন তিন রাত এভাবে সফর করলেন। তাঁকে কিছু খেতে দেয়া হলো না। তাঁকে কিছু পান করতে দেয়া হলো না। বিভিন্ন মনযিলে কাফেলা বিশ্রাম নিল, কিন্তু গুযাইয়া (রাঃ) কে একটু বিশ্রাম নিতে দেয়া হলনা। তার বাঁধন খুলা হলনা বরং তাঁকে রোদের মধ্যে তপ্ত বালির উপর শুইয়ে রাখা হল। কত তিনি সহ্য করবেন ? মন তাঁর শক্ত। আরও অনেক নির্যাতনেও তা ভাংবেনা কিন্তু শরীর মনের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারলো না। তিনি বার বার মুর্ছা যেতে লাগলেন। বারবার জ্ঞান হারাতে লাগলেন। কাফেলার লোকজনের একটু দয়া হলনা। হয়ত তারা চাচ্ছিল যে, তিনি এভাবে মারা যান। এক আপদ চুকিয়ে যায়। তাদের দেবতা লাতমানাতের যে বিরুধীতা করে সে কি করে বাচার অধিকার পেতে পারে ? কেন তারা খাদ্য ও পানেয় দেবে ? যে তাদের দেবতাদের উপর খড়গ হস্ত, যে মুহাম্মাদ (সাঃ) কে সাহায্য করে কেন তারা তাকে দয়া করবে?

গায়েবী মোদদে তিনি বেঁচে গেলেন

গুযাইয়া (রাঃ) তার এ অমানুসিক নির্যাতন সম্পর্কে বলেনঃ তারা আমাকে একবারও খেতে দিল না এবং পানি পান করতে দিল না। মনযিলে মনযিলে আমাকে হাত পা বেঁধে রোদের মধ্যে রেখে দিত। তিনদিন তিন রাত এভাবে চলল। এতে আমার শারিরীক অবস্থা অন্যরূপ হল। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। এক রাত্রিতে আমার মুখের ভিতর কোন গায়েবী জিনিস এসে ঢুকল। আমি অনুভব করলাম তা পানি হবে। প্রকৃত পক্ষে তা পানি ছিল। আমি তৃপ্তি সহকারে পান করলাম। জ্ঞান আমার ফিরে এল। সকাল বেলা লোকজন ঘুম থেকে উঠল। আমার আবস্থা ভিন্নরূপ দেখে তারা ভাবল, সম্ভবত আমি কোনভাবে রাত্রির বেলা আমার বাধন খুলে তাদের মশক থেকে চুরি করে পানি পান করেছি। কিন্তু আমার বাধ খোলা ছিলনা। মশকের ঢাকনাও খোলা ছিলনা। অবশেষে তাদের প্রত্যয় হল যে, আমি চুরি করিনি বরং আল্লাহ সাহায্য করেছেন, গায়ের থেকে সাহায্য এসেছে । এতে তারা খুব প্রভাবিত হল। তারা তওবা করল এবং ইসলাম কবুল করল।

www.pathagar.com

গুযাইয়া (রাঃ)–এর নির্যাতন এক বিরাট ফসল দিয়েছে। তাঁর দৃঢ়তার প্রতিদান আল্লাহ দুনিয়াতে দিয়েছেন এবং আখেরাতে আরও দেবেন।

তিনি আল্লার রাসূল (সাঃ) কে বে–ইনতেহা মহববত ও সম্মান করতেন। আল্লাহ্ সুবাহানাহু সত্য বলেছেনঃ

'যে সব লোক বলিল যে, আল্লাহ আমাদের রব এবং তাহারা ইহার উপর অটল হইয়া থাকিল; নিঃসন্দেহে তাদের জন্য ফেরেশতা নাযিল হইয়া থাকে এবং তাদেরকে বলতে থাকে , ভয় পাইও না, চিন্তা করিও না, আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পাইয়া সন্তুষ্ট হও তোমাদের নিকট যাহার ওয়াদা করা হইয়াছে।'

'আমরা এই দুনিয়ার জীনেও তোমাদের সঙ্গী সাথী আর পরকালেও। সেখানে তোমরা যাহা কিছু চাও তাহা তোমরা পাইবে। আর যে জিনিষের ইচ্ছা তোমরা করিবে তাহাই তোমাদের হইবে।

ইহাই হইল মেহমানদারীর সামগ্রী সেই মহান আল্লাহর তরফ হইতে যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান।'

জামিলা বিনতে সা'আদ আনসারীয়া

পরিচিতি

নাম জামিলা (রাঃ)। ডাক নাম উম্মে সাআদ। জামিলা (রাঃ) এর পিতার নাম সাআদ বিন রবি বিন আমর। আনসারদের খাজরাজ গোত্রের একটি উপশাখা হারিসের অন্তর্ভূক্ত তিনি ছিলেন।

পিতা সাআদ বিন রবি রেসালতের সূর্য মক্কার আসমানে উদিত হওয়ার পরই ইসলাম কবুল করেন। আকাবা উপত্যকায় আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) –এর নিকট মদীনার যে সব লোক বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাদের অন্যতম। আকাবার

www.pathagar.com

দ্বিতীয় শপথের সময়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনিও তার সঙ্গী সাথীদের সাথে এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) –কে দিয়েছিলেন যে, আমরা নিজেদের ছেলে মেয়ে এবং পরিবার পরিজনের যেভাবে হেফাযত করি ঠিক সে ভাবে আপনার এবং আপনার সোথীদের হেফাযত করব। তিনিও অন্যান্য আনসারদের সাথে আল্লাহর রাসূলকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সুখ দুঃখে সর্বদা আল্লাহর রাসূলের সাথে থাকবেন। অকাবার দ্বিতীয় শপথের পর আল্লাহর রাসূল মদীনায় ইসলাম প্রচার করার জন্য যে বারজন প্রতিনিধি নিয়োগ করেন তাদের মধ্যে জামিলা (রাঃ) –এর পিতা সাআদ বিন রবি (রাঃ) একজন । বদরের ওহুদের যুদ্ধে তিনি শরিক ছিলেন। অংশ গ্রহন করেন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

আবুবকর (রাঃ) তাকে মহববত করতেন

পিতা সাআদ বিন রবি (রাঃ) এর শাহাদাতের সময় জামিলা শিশু ছিলেন। আবুবকর (রাঃ–এর সহধর্মিনী হাবিবা বিনতে খারিজ (রাঃ) সাআদ (রাঃ–এর চাচাত বোন ছিলেন। শাহাদাতের পর জামিলা (রাঃ) –এর লালন পালনের দায়িত্ব ফুফু হাবিবা (রাঃ) গ্রহণ করেন। এভাবে শিশু জমিলা আবু বকরের গৃহে আসেন। আবুবকর তাকে পিতৃস্নেহে লালন পালন করেন। সাআদ বিন রবি (রাঃ)–এর অতুলনীয় ইসলামী খেদমতের জন্য আবুবকর জাবিলা (রাঃ)–কে ইনতেহা মহববত করতেন। একদিনের ঘটনা। আবুবকর (রাঃ) শুয়ে বিশ্রাম করছেন কিন্তু জামিলা তার বুকের উপর বসে রয়েছেন। আর আবু বকর তাকে বারবার চুমু দিচ্ছেন। এ ধরনের পিতৃতুল্য মহববতের দৃশ্য দেখে একজন আগন্তুক আবুবকর (রাঃ)–কে জিজ্ঞাসা করলেন। হে আবুবকর এ মেয়েটি কে? আবু বকর (রাঃ) জবাব দিলেন, সেই লোকের মেয়ে আল্লাহ্ যাকে বুলন্দ মরতবা দিয়েছেন। এ শিশু সে ব্যক্তির যিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) –এর জন্য তার জীবন কুরবান করে দিয়েছেন এবং যিনি কিয়ামতের দিন আল্লাহর রসূল (সাঃ) এর নকীবদের অন্তর্ভূক্ত থাকবেন।

আবু বকর (রাঃ)–এর খেলাফতের সময় জামিলা (রাঃ) একদিন তার দরবারে এলেন। খলিফা তাকে প্রানঢালা সম্বর্ধনা জ্ঞাপণ করলেন। বসবার জন্য তার নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে খলিফা তুর রাসূল ।এ মহিলাটি কে?

অমিরুল মুমিনীন আবু বকর (রাঃ) জবাব দিলেন সে লোকের মেয়ে যে আমাদের দুজনের চেয়ে উত্তম।

www.pathagar.com

উমর (রাঃ) অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সে কি করে ?

আবুবকর (রাঃ) জবাব দিলেন, এ জন্য যে, তার পিতা সাআদ বিন রবি আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) –এর জীবনকালে জান্নাতের পথে পাড়ি দিয়েছেন, আমরা এখনও এ দুনিয়াতে বসে রয়েছি।

জামিলা (রাঃ) –এর বিবাহ মশহুর সাহাবী যয়েদ বিন সাবেত আনসারীর সাথে অনুষ্ঠিতহয়। যয়েদ বিন সাবেত (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ) –এর কাতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন। ইসলামী ফিকাহর ক্ষেত্রে তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। জমিলা (রাঃ)–এর সন্তান খারজা বিন যায়েদ বিন সাবেত ফেকাহ্ বিদ হিসেবে মুসলিম দুনিয়ায় সুখ্যাতি লাভকরেন।

জামিলা (রাঃ) জ্ঞানী ও গুনী মহিলা ছিলেন। তিনি কুরআন ও হাদীসে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। কুরআনে কারীমের বহু অংশ তিনি হিফজ করেছিলেন। তিনি কুরআনের তাফসীর জ্ঞাত ছিলেন এবং কুরআনের দারস প্রদান করতেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সাহাবী হযরত দাউদ বিন হোসাইন (রাঃ) তার নিকট কুরআন শিক্ষা করতেন।

www.pathagar.com

জালবিব (রাঃ) –এর সহধর্মিনী

– "হে এলাহী! এ মেয়ের জন্য কল্যানের দরিয়া প্রবাহিত করুণ এবং তার যিন্দেগী তিক্ততা থেকে রক্ষা করুণ।" ––রাসূলে আকদাস (সাঃ)

জালবিব (রাঃ)–এর সহধর্মিনী একজন আনসার মহিলা। তার নাম ও নসব নামা ইতিহাসে উল্লিখিত হয়নি। তিনি একজন সাধারণ মহিলা ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর নবীর আনুগত্যের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা আজও নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল।

সমাজের অপরিচিত ,অখ্যাত, বঞ্চিত এবং পদদলিত জন নবী করীম (সাঃ)– এর ইসলামী আন্দোলনের অগ্রসর কর্মী ছিলেন। তারা আল্লাহর রাসূলের সুখ–দুঃখের সাথী ছিলেন এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–ও তাদের সুখ–দুঃখের প্রকৃত সাথী ছিলেন । জালবিব (রাঃ) তার এ ধরনের একজন নিবেদিত প্রান সাহাবী ছিলেন। তার কোন প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলনা। এমনকি তার চেহারাও সুন্দর ছিলনা অধিকন্তু তিনি খুব খাট ছিলেন। তাই কোন লোক তাকে তার মেয়ে দিতে রাজী ছিলেন না। জালবিব (রাঃ) বিবাহের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ কুৎসিৎ লোকটিকে কে তার মেয়ে দেবে? পিতা রাজী হলে মেয়েই বা কি করে তাকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নিবে?

আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) জালবিব (রাঃ) –এর দুঃখ কি করে লাঘব করা যায় তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। অবশেষে তিনি এক সাহাবীর নিকট দূত পাঠালেন। জালবিব (রাঃ)–এর কাছে তার মেয়েকে বিবাহ দিতে হবে। পিতা মহা ফাপরে পড়লেন। বিশ্রী ও কুৎসিত চেহারার জালবিবের নিকট মেয়েকে কি করে সমর্পণ করবেন? মেয়ে কি করে জালবিবের মত কুৎসিত স্বামীকে গ্রহণ করবে ? মেয়ে পিতার মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র রাসূলের ইচ্ছার নিকট তাঁর নিজের ইচ্ছাকে কুরবান করে দিলেন। তিনি খুশী মনে জালবিব (রাঃ)–কে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন। তিনি তাঁর পিতাকে স্বরণ করিয়ে দিলেন, যখন আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ের ফায়সালা করে দেন তখন মুসলমানের পক্ষে কোন বিচার বিশ্লেষণ করার অবকাশ নেই। যা আল্লাহ্‌র রাসূলের ইচ্ছা তা আমার ইচ্ছা। আমি জাল বিবকে বিবাহ করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। রাসূল (সাঃ) এ খবর শুনে বেহদ খুসী হলেন। তিনি দোয়া করলেন, হে এলাহী, এ মেয়ের জন্য কল্যানের দরিয়া প্রবাহিত করুণ এবং তার

www.pathagar.com

যিন্দেগী তিক্ততা থেকে রক্ষা করুণ। ।অতপর আল্লাহ্র নবী (সাঃ) জালবিব (রাঃ) –কে বললেন যে তিনি তার সাথে এ মেয়েটির বিবাহ দিবেন। জালবিব (রাঃ) –এর জন্য এটা একটা মহা খুশীর সংবাদ।–তার মত এমন নিঃস্ব ও কুৎসিত ব্যক্তির সাথে একজন শরীফজাদীর বিবাহ হবে। তিনি বিনীতভাবে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) আপনি আমাকে দোষী পাবেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তুমি আল্লাহ্র দৃষ্টিতে কোনরূপ দোষী নও। নবী করীম (সাঃ) জালবিব (রাঃ)–এর বিবাহ সুসম্পন্ন করলেন। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) জালবিব (রাঃ) দম্পতির জন্য প্রান খুলে দোয়া করলেন। তাদের দাম্পত্য জীবন খুব প্রেম প্রীতিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধশালী ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন ভাবে উন্নত করেছিলেন যে, আনসার মহিলাদের মধ্যে জালবিব (রাঃ)–এর স্ত্রী অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে বেশী সুখী ছিলেন।

দূররা বিনতে আবু লাহাব

দূররা ঐতিহাসিক নাম। পিতা তার কুখ্যাত আবু লাহাব। ঘৃনিত দুষমন। নবী করীমের সাথে তার পিতার শত্রুতা আসমানের মালিক মহান রাববুল আলামীন বরদাসত করেননি। আল্লাহ সুবহানহু তাকে কুকুর শৃগালের ন্যায় ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছেন।

কিন্তু দূররা (রাঃ) ইসলাম ও কুফুরের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে পথের সন্ধান পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন পিতা তার ভুল করেছেন। তিনি অপরাধ করেছেন। সাময়িক ক্ষমতার লোভে দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ করে দিয়েছেন। তার পিতামাতার অপরাধ অমার্জনীয়। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় অনন্তকাল তাদেরকে পুড়তে হবে । তিনি বুঝে শুনে ইসলামের অবেহায়াত পান করে দুনিয়া ও আখিরাতের যিন্দেগীকে উজ্জ্বল করলেন। তিনি রাসূলের পয়গাম মোতাবেক মানুষের সমাজকে

www.pathagar.com

ছোট খোদাদের প্রভাবমুক্ত করে একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রভূত্বের অধীন কার কাজে নিজেকে নিয়োযিত করলেন।

দুররা (রাঃ)–এর ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে তার শশুরের পরিবারেরও প্রভাব রয়েছে বলে অনুমিত হয়। তার স্বশুর নওফল বিন হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্‌র রাসূলের মক্কী যিন্দেগীর শেষ পর্যায়ে ইসলাম কবুল করেন। তিনি হিজরতের সৌভাগ্য ও হাসিল করে ছিলেন, স্বামী হারিস বিন নওফল ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে দুররা (রাঃ) ইসলাম কবুল করেন। তিনি মদীনা তাইয়েবায় হিজরত করার সৌভাগ্য হাসিল করেছিলেন। তাঁর স্বামী হারিস বিন নওফল (রাঃ) পরিখার যুদ্ধের সামান্য পূর্বে রেসালতে মুহাম্মদীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন।

আল্লাহর দ্বীনকে তিনি ভালবাসতেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে আপনজনের চেয়েও আপন মনে করতেন। তাকে সম্মান করতেন, মহব্বত করতেন অন্তরের অন্তস্থল থেকে। হিজরতের হুকুম শুনার পর দূররা (রাঃ) স্বদেশ ও স্বজন ছেড়ে মদীনা তাইয়েবায় চলে গেলেন, মদীনায় তিনি রাফে বিনমালী থরকী (রাঃ)–এর গৃহে অবস্থান করেন। তাঁকে দেখার জন্য আনসার মহিলারা এলেন। তাকে দেখার কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যারা দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তারা দূররা (রাঃ)–এর ইসলাম গ্রহণ এবং হিজরতকে সম্মানের চোখে দেখলেন। আল্লাহ যাকে খুশী তাকে হেদায়াত দান করেন। আযয়ের পুত্র ইবরাহীম (আঃ) কে যে আল্লাহ নবীর মর্যাদা দিলেন সে মহান এবং সর্ব শক্তিমান আল্লাহ। দুষমনে খোদা আবুলাহাবের কন্যাকে সিরাতু–মুসতাকিমের পথে নিয়ে এসেছেন। স্বয়ং মদীনা তাইয়েবায় মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই–এর ছেলে অবদুল্লাহ (রাঃ) মহান আল্লাহ তায়ালার ইঙ্গিতেই রাসূলে খোদার প্রিয় সাথী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন। এতে সন্দেহ, অবিশ্বাস বা বিষ্ময়ের কিছু নেই। আদর্শের দুনিয়ায় এ ধরনের ব্যাপার অহরহ ঘটছে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর প্রতি মহববত ও ভালবাসা মানুষকে আপন জন থেকে পৃথক করে দেয়। দূররা (রাঃ)–এর ধমনীতে আবূলাহাবের রক্ত প্রবাহিত হলে কি হবে ? তিনি আল্লাহর দেয়া বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা দ্বীন ইসলামের নির্যাস ভালভাবে উপলব্ধি করেছেন। কোন মানুষ তার পিতার কারনে তাকে ঘৃনা করলে তিনি খুবই ব্যথিত হতেন। মদীনার যেসব আনসার মহিলা দলবেধে তাকে দেখতে এল তাদের দুএকজন নিষ্ঠুর বাক্যও তার প্রতি নিক্ষেপ করল। কোন কোন মহিলা বললেন, তুমি আবু লাহাবের কন্যা। তোমার পিতার জন্য 'তাববাত ইয়াদা আবু লাহাব' নাযিল হায়েছে। হিজরতের কি সওয়াব তুমি পাবে ?

www.pathagar.com

এ ধরনের উক্তি দূররার মনকে ক্ষত বিক্ষত করে দিল। তিনি ব্যাথা ভরা মন নিয়ে আল্লাহর রাসূলের দরবারে হাযির হলেন। তিনি রাসূল '(সাঃ) কে আনসার মহিলাদের অবিবেচনা প্রসূত মন্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করলেন। আল্লাহর রাসূল এ ধরনের অনৈসলামী চিন্তাধারার জন্য খুব ব্যথিত ও দুঃখিত হলেন। তিনি দূররা কে মন খারাব না করার জন্য উপদেশ দিলেন। যাতে তার মনের ব্যাথা প্রশমিত হয় তার জন্য নবী করীম তার দরবারে তাকে কিছুক্ষন বিশ্রাম গ্রহণ করতে উপদেশ দিলেন। অতপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যোহরের নামাযের জন্য মসজিদে গেলেন। তিনি নামাযান্তে মিম্বরের উপর আরোহন করে বললেনঃ

হে জনতা! তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোক আমার খান্দান সম্পর্কে মন্তব্য করে আমাকে কষ্ট দেয়। আল্লাহর শপথ আমার আত্নীয় স্বজন আমার সাফায়াত লাভ করবে। এমনকি সাদ, হাকাম এবং সাহালাব গোত্রের পিতাদাবীর ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ্র রাসূল থেকে একই দূরবর্তী) লোকও আমার সাফায়াত থেকে ফায়দা হাসিল করবে। তিনি কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ননা করেছেন। তার রেওয়ায়েত করা হাদীসের মধ্যে যে ছ'টা হাদীস খুবই প্রসিদ্ধ তা নীচে উল্লেখ করা হলঃ

এক, একদিন কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, কোন মানুষ সবচেয়ে উত্তম ?

তিনি বললেন, যার মধ্যে আল্লাহর ভয় সবচেয়ে বেশী এবং যে মানুষকে ভাল কাজের হুকুম করে, তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং নিকট জনের সাথে সদাচারণ করে।

দুই, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কোন মৃত ব্যক্তির আমলের জন্য কোন জীবিত ব্যক্তিকে কষ্ট প্রদাণ করা যায়না।

দূররা (রাঃ) অনেক গুনের অধিকারীনী ছিলেন। বদান্যতা ও মেহমানদারী তার চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল। তার ইনতিকালের তারিখ লিপিবদ্ধ করা হয় নি।

www.pathagar.com

ফাতেমা বিনতে কায়েস

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

– " যাকে হেকমত (প্রজ্ঞা) দান করা হয়েছে তাকে অনেক কল্যান দান করা হয়েছে।" ––আল–কুরআন

পরিচিতি

ফাতেমা (রাঃ) বিনতে কায়েস আল্লার রাসূলের প্রখ্যাত সাহাবীয়াদের অন্যতম। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিবেচনার অধিকারীনি ছিলেন।

কায়েস তনয়া ফাতেমার পিতামহ খালেদ আকবর এবং প্রপিতামহ ওহাব বিন সালাবা বিন দাইমা বিন আমর বিন শায়বান বিন মাহারের বিন ফাহর । তাঁর মায়ের নাম উমাইয়া বিনতে রাবেয়া। তাঁর প্রথম বিবাহ হয়েছিল আবু আমর খাকদা (রাঃ) বিন মগিরার সাথে।

স্বামী–স্ত্রী দ্বীন ইসলামের একনিষ্ট সেবক ছিলেন । ফাতেমা (রাঃ) ইসলামের প্রাথমিক যুগে দ্বীন ইসলাম কবুল করেন। তিনি অন্যান্য মহিলাদের সাথে মদীনাতে হিজরত করেন। দশম হিজরীতে তার বিবাহ ভেংগে যায়। স্বামী তাকে শরীয়ত মোতাবেক এক এক করে দু'তালাক দেন। তৃতীয় তালাকের সংবাদ তিনি অন্য এক সাহাবীর মারফৎ পান। আবু খাকদা আলী (রাঃ)–এর নেতৃত্বে ইয়েমেন অভিযানে যাত্রার প্রাককালে বিশিষ্ট সাহাবী আয়াশ (রাঃ) বিন রাবেয়ার মারফত তিন তালাক দেন। এবং পাঁচ সা'যব ও পাঁচ সা'খেজুর পাঠিয়ে দেন। ফাতেমা ইদ্দত কলের জন্য খোরাক ও বাসস্থানের দাবী করেন। আয়াশ (রাঃ) বলেন, অবু আমর তাকে এর চেয়ে বেশী কিছু দেননি যা তিনি ফাতেমাকে দিতে পারেন। অধিকন্তু যা দান করা হয়েছে তা কোন কর্তব্য কর্ম হিসেবে নয় বরং তা দয়া ও সহানুভূতি প্রসূত। আয়াশের মন্তব্য ফাতেমার আত্নসম্মানে খুব আঘাত দেয়। তিনি নবী করীম (সাঃ)–এর দরবারে হাযির হন এবং তার দুঃখের কাহিনী বলেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আবু আমর তাকে কতবার তালাক দিয়েছেন। তার জবাব শুনার পর নবী করীম (সাঃ) বলেন, এখন ভরণ পোষণের দায়িত্ব আবু আমরের উপর নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ফেকাহ বিদদের সর্বসম্মত অভিমত হল তালাক প্রাপ্তা

নারীর ইদ্দত কালের ভরণ পোষণের যিম্মাদারী তালাক দাতা স্বামীর উপর। তাই ফেকাহ্র কিতাবে ও রেওয়ায়েতের সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা রয়েছে।

প্রথমতঃ নবী করীম (সাঃ) তাকে ইদ্দতকাল উম্মে শরীফের ঘরে অতিবাহিত করার জন্য হুকুম করেন। কিন্তু উম্মে শরীফের ঘরে তাঁর আত্মীয় স্বজন এবং মেহমানদের আধিক্য থাকার কারণে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) তাঁর হুকুম পরিবর্তন করেন এবং ফাতেমাকে তাঁর চাচাতভাই ইবনে মা কতুমের ঘরে ইদ্দত কাল যাপন করার উপদেশ দেন।

প্রখ্যাত সাহাবী মাবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) আবু হাজম (রাঃ) এবং উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ)–এর নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠান। ফাতেমা (রাঃ) আশা পোষণ করতেন যে স্বয়ং নবী (সাঃ) তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহন করবেন। কিন্তু তা আল্লাহ রাববুল আলামীনের অভিপ্রেত ছিল না। বিবাহের তিনটি প্রস্তাব সম্পর্কে ফাতেমা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)–এর উপদেশ প্রার্থনা করলেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বললেনঃ মাবিয়া নিঃস্ব, আবু হাজম রুক্ষ মেজাজী, তুমি উসামা বিন যায়েদকে বিবাহ কর।

ফাতেমা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)–এর উপদেশ গ্রহনে ইতস্ততঃ করছিলেন। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) পুনরায় তাকে হুকুম করলেন উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)–কে বিবাহ করার জন্য। তিনি বললেন, কেন তুমি আপত্তি করছ ? আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর। তাতে তোমার কল্যান রয়েছে।

অতঃপর ফাতেমা (রাঃ) আপত্তি করেননি। তিনি নবী করীম (সাঃ)–এর উপদেশ মোতাবেক উসামা (রাঃ) কে শাদী করেন।

উসামা (রাঃ) খুব মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি আল্লাহর রাসূলের খুব প্রিয় ছিলেন। তিনি হিববুন নবী বা নবী (সাঃ)–এর মাহবুব নামে পরিচিত ছিলেন। তাই এ বিবাহে ফাতেমা (রাঃ) এর সম্মান বৃদ্ধি পায়। মেয়েরা তাকে ঈর্ষা করতে থাকে। সহীহ্ মুসলিম স্বয়ং ফাতেমা (রাঃ)–এর বক্তব্য এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ উসামা বিন যায়েদের সাথে বিবাহ হওয়ার পর আমি মানুষের ঈর্ষার যোগ্য হয়ে যাই।

ফাতেমা (রাঃ) দ্বীনি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন মাসয়ালা মাসায়েল সম্পর্কে তিনি রায় দান করতেন। মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা

www.pathagar.com

সম্পর্কে তিনি ওয়াকেফহাল ছিলেন। উমর (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর মজলিশে শুরার বৈঠক তাঁর ঘরে অনুষ্ঠিত হত। শুরার সদস্যরা জটিল সমস্যা সম্পর্কে তাঁর পরামর্শচাইতেন।

মাসয়ালা মাসায়েল সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতেন

ফাতেমা (রাঃ) কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পেশ করার জন্য চিন্তা ভাবনা করতেন। মারওয়ান বিন হাকীমের হুকুমত কালে আবদুল্লাহ বিন আমর বিন উসমান সায়িদ বিন যায়েদের মেয়েকে তালাক দেন। ফাতেমা (রাঃ) তালাক প্রাপ্তার খালা হিসেবে তাকে নিজের কাছে আহবান জানান। মারওয়ার ফাতেমা (রাঃ)-কে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দেন যে, তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর উদাহরণ অনুসরন করেছেন । নবী করীম (সাঃ) তাঁকে তাঁর চাচাতভাই ইবনে মকতুমের ঘরে ইদ্দতকাল যাপন করার অনুমতি দিয়েছিলেন বলে তিনি মারওয়ানকে অবহিত করেন। মারওয়ান তার ইসতেদলাল (এক সমস্যার সমাধানের ভিত্তিতে অপর সমস্যার সমাধান গ্রহণ) প্রত্যাখ্যান করেন এবং উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রাঃ) এর রায় গ্রহণ করেন। তিনি তালাক প্রাপ্তাকে ইদ্দতকাল স্বামীর ঘরে যাপন করতে হুকুম করেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ফতেমা বিনতে কায়েসের স্বামীর গৃহ শহরের এক প্রান্তে ছিল এবং রাত্রিকালে জন্তু জানোয়ারের আক্রমনের আশঙ্কা থাকার কারনে নবী করীম (সাঃ) তাকে ইবনে মকতুমের ঘরে ইদ্দতকাল যাপনের হুকুম দিয়েছিলেন। ফেকাহ বিদগন ও উলামায়ে কেরাম মা আয়েশা (রাঃ)-এর রায় গ্রহণ করেছেন।

ফাতেমা (রাঃ) ৩৪টি হাদীস বিবৃত করেছেন। তার রেওয়ায়েতকৃত হাদীস বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। কাসেম বিন মুহাম্মাদ অবু সালমা সায়ীদ বিন মুসায়ীব, আরওয়া বিন যুবায়ের, সালমা বিন ইয়াসার, শায়াবী প্রমুখ মশহুর ব্যক্তিত্ব তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তামিমদারীর ঘটনা

সহীহ মুসলিম এবং আবু দাউদে তাঁর বর্ণিত একটি মশহুর হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

তিনি বলেনঃ আমি একদিন মসজিদে নববীতে গেলাম। নবী করীম (সাঃ)-এর পেছনে নামায পড়লাম। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) নামায থেকে ফারিগ হয়ে মিম্বরে

www.pathagar.com

আরোহন করলেন। তিনি স্বভাব সুলভ মুচকি হেসে বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ স্থানে বসে থাক। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান আমি কি জন্য তোমাদেরকে একত্রিত করেছি ? সাহাবীগন বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) বেশী জানেন। এরশাদ হল আমি তোমাদের নসিহত করার জন্য জমায়েত করিনি, বরং তোমাদেরকে একটি ঘটনা বলার জন্য একত্রিত করেছি যা তামিমদারী বর্ণনা করেছে। সে ইসায়ী ছিল, আল্লাহ্ তাকে ইসলাম কবুল করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। সে বলে, আমি জাহাজ যোগে সমূদ্র পথে সফরে বের হয়েছিলাম। আমার সাথে জুযাম ও লখম গোত্রের ৩০ জন লোক ছিল। সফরকালে তুফান এসেছিল। একমাসা কাল জাহাজ সমূদ্রের তরঙ্গে এদিক ওদিক ভাসছিল। অবশেষে এক দ্বীপের তীরে জাহাজ লাগল। আমরা দ্বীপে অবতরণ করলাম। এক অদ্ভুত মেয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তার মাথায় লম্বা লম্বা চুল ছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কে? সে বলল; আমি জাস্সাসা – দাজ্জালের গোয়েন্দা। তোমরা সম্মুখের মন্দিরে যাও। সেখানে তাকে পাবে, আমরা সেখানে অস্বাভাবিক আকৃতির এক লোককে দেখতে পেলাম। সে শৃংখলিত ছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কে ? সে বলল, প্রথম বল, তোমরা কারা ? এবং এখানে কিভাবে এসেছ ? আমরা বললাম, আমরা আরবের অধিবাসী, আমাদের জাহাজ সামুদ্রিক তুফানে আটকা পড়েছে। সামুদ্রিক তরঙ্গ এ দ্বীপের নিকটে আমাদেরকে নিয়ে এসেছে। এক অদ্ভুত ধরনের জাস্সাসা তোমারখবরদিয়েছে।

সে বললঃ আচ্ছা বল, বায়সানের খেজুর বাগানে কি খেজুর হয় ? না হয় না? আমরা বললাম, বায়সানের খেজুর বাগানে সর্বদা খেজুর হচ্ছে।

সে বললঃ স্মরণ রাখ, এমন সময় আসবে যখন বায়সানের খেজুর বাগানে খেজুর ধরবেনা। আচ্ছা বলঃ তিবরিয়া হ্রদ (সিরিয়ার বালাকে অবস্থিত হ্রদে কি পানি আছে না শুকিয়ে গেছে ?

আমরা বললাম ঃ তাতে প্রচুর পানি রয়েছে। সে বললঃ এমন সময় আসন্ন যখন তাতে পানি শুকিয়ে যাবে। বল যুগারের ঝর্ণাতে (সিরিয়ার একটি শহর) কি পানি রয়েছে ? তা থেকে কি লোকজন তাদের ক্ষেতে পানি দিচ্ছে ?

আমরা বললাম ঃ যুগারের ঝর্ণাতে পানি রয়েছে এবং লোকজন তা থেকে তাদের ক্ষেতে পানি দিচ্ছে।

www.pathagar.com

সে বললঃ উম্মীদের নবী বের হয়ে কি করেছেন তা বল। আমরা বললাম তিনি তার জাতির উপর বিজয়ী হয়েছেন এবং লোকজন তার আনুগত্য স্বীকার করেছে।

সে বললঃ তাদের জন্য আনুগত্য স্বীকার করা উত্তম। এখন আমার সম্পর্কে শুন। আমি মসীহ্ দাজ্জাল। এখান থেকে বের হওয়ার অনুমতি শীঘ্র পাওয়া যাবে। আমি সমগ্র ভূখন্ডে ছড়িয়ে পড়ব। দুনিয়ার এমন কোন স্থান নেই যেখানে আমি চল্লিশ দিনের মধ্যে পৌঁছতে পারব না। অবশ্য মক্কা এবং তাইবাতে প্রবেশ করার অনুমতি আমার নেই। আমি যখন তাতে প্রবেশ করার চেষ্টা করব তখন তলোয়ার ধারী ফেরেশতা আমাকে বাধা দিবে। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লার রাসূল (সাঃ) তাঁর লাঠি তিনবার মেম্বরের উপর আঘাত করে বললেনঃ এটা তাইবা এটা তাইবা মদীনামনোয়ারা।

ফাতেমা (রাঃ)-এর স্বামী উসামা বিন যায়েদ হিজরী ৫৪ সনে ইন্তিকাল করেন, স্বামীর মৃত্যুতে তিনি খুব আঘাত পান। সহোদর যাহাক বিন কায়েসের গৃহে তিনি চলে যান। যাহাক (রাঃ) মাবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত হলে তিনিও ভাইয়ের সাথে কুফা শহরে চলে যান। তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায়নি।

www.pathagar.com

ফাতেমা বিনতে আসাদ

নাম ও পরিচিতি

ফাতেমা (রাঃ) বনু হাসিম খান্দানের মহিলা। তার পিতার নাম আসাদ বিন হাসিম। আসাদ রাসূলুল্লাহর দাদা আবদুল মুত্তালিবের সত ভাই ছিলেন। ফাতিমা বিনতে আসদের মাতার নাম কায়লা বিনতে আমের। ফাতেমা ছোটবেলা থেকেই উন্নত চরিত্র ও গুনাবলীর অধিকারিনী ছিলেন। আবদুল মুত্তালিব ভাতিজির গুনাবলী দেখে খুব মুগ্ধ হন এবং পুত্র আবু তালিবের সাথে তার বিবাহ সম্পাদন করেন।

আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর নবী করীম (সাঃ)-এর ভরণ পোষণের দায়িত্ব আবু তালিবের হাতে অর্পিত হয়। আবু তালিব এ দায়িত্ব পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে পালন করেন। কঠিন আর্থিক সংকটের সময়ও তিনি ভাতিজার প্রতি কর্তব্য পালনে কোনরূপ ত্রুটি করেননি। আবু তালিবের স্ত্রী ফাতিমা বিনতে আসাদ নবী করীমকে নিজের ছেলের মত পিয়ার মহববত করতেন। খাদ্যের অভাবের সময় নিজের সন্তানদেরকে অভূক্ত রেখেও তিনি এতিম ভাতিজাকে খাওয়াতেন, স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) সারা জীবন এ স্মৃতিচারণ করেছেন। তার ভাষায় -- আবু তালিব ছাড়া তার চেয়ে বেশী কেহ আমাকে অনুগ্রহ করেনি।

রেসালতে মুহাম্মদীর বিপ্লবী এলান করার সাথে সাথে মক্কার পরিস্থিতি ও পরিবেশ রাসূলে খোদার বিরোধী হয়ে গেল। বন্ধুবান্ধব আত্নীয়স্বজন এবং অতি নিকটজন কোমর বেধে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে বাধা দিতে অগ্রসর হল। এ কঠিন বিরোধিতার সময়ে যারা রেসালতে মুহাম্মদীতে আস্থা স্থাপন করেছিলেন নিঃসঙ্গ রসূলকে সঙ্গ দিয়েছিলেন এবং সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন তাদের সর্বাগ্রে রয়েছেন ফাতেমা বিনতে আসাদ এবং তার পুত্র কন্যাগণ। শুধু ফাতেমা (রাঃ) রেসালতের সূর্যকে স্বাগতম জানাননি তার সাথে সাথে তার পুত্র আলী বিন আবু তালিব, মুতার যুদ্ধের বীর শহীদ জাফর তাইয়ার বিন আবুতালিব এবং কন্যা উম্মে হানীও রাসূলে খোদার রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। মক্কা নগর রাষ্ট্রের হোমরা চোমরাগণ নতুন সমাজ গঠনের বানী বাহকদের বিরুদ্ধে বিরোধীতার মাত্রা বৃদ্ধি করলে আল্লাহর রাসূল আবিসিনিয়ায় হিযরত করার জন্য মুসলমানদেরকে হুকুম

www.pathagar.com

করেন। ফাতেমা (রাঃ)-এর সন্তান জাফর তাইয়ার ও পুত্রবধূ আসমা বিনতে উমাইসও হিজরত করেন। ফাতেমা (রাঃ) অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে পুত্র ও পুত্রবধূর বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করেন।

সাত নববী সনে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারন করে। মক্কার সরকার নবী করীম (সাঃ), তার সঙ্গী সাথীগণ এবং বনু হাসীম ও বনু আবদুল মুত্তালিবের তামাম নারী পুরুষকে শিয়ব আবু তালিবে অন্তরীণ করে এবং তাঁদের সাথে কোনরূপ অর্থনৈতিক লেনদেন ও খাদ্য সরবরাহ না করার জন্য সারা আরবকে লিখিতভাবে নিষেধ করা হয়। অর্থনৈতিক বয়কট আদেশে সব গোত্রের প্রতিনিধিগণ সাক্ষর করেন এবং তা কবার দরজায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এ কঠিন মুসিবতের দিনে ফাতেমা বিনতে আসাদও শিয়ব আবুতালিবে অন্তরীণ ছিলেন। ধৈর্যের সাথে এ মুসিবত বরদসত করার জন্য তিনি তার ছেলেমেয়ে এবং আত্মীয় স্বজনকে উৎসাহিত করেন।

আবু তালিব ও খাদিজা (রাঃ)-এর ইনতিকালের পর আল্লাহর রাসূলের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য কোন বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিলনা। তথাপি তাদের মত না হলেও ফাতেমা বিনতে আসাদ (রাঃ) সাধ্যমত এ দায়িত্ব পালন করার কোশেশ করতেন।

রাসূলে খোদাকে হত্যা করার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যখন ষড়যন্ত্র করা হল তখন আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর নবীকে মক্কা ত্যাগ করার হুকুম করলেন। ফাতেমার সন্তান আলী (রাঃ)-কে নিজের বিছানায় শায়িত রেখে কাফেরদের পথে ধুলা নিক্ষেপ করে রাসূলুল্লাহ মক্কা থেকে চলে গেলেন। ফাতেমা বিনতে আসাদও আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক মাতৃভূমি ও আত্মীয় স্বজনের মায়া ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেন।

মদীনার যিন্দেগী সুখ শান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় ফাতেমা বিনতে আসাদও ভয়ভীতি মুক্ত ভাবে আল্লাহর বিধান মোতাবেক যিন্দেগী যাপন করতে সক্ষম হন। ফাতেমা (রাঃ) বিনতে আসাদ খুব আনন্দিত হলেন যখন আল্লাহর রাসূল তাঁর কন্যা ফাতেমা বিনতে রাসূলকে আলী মরতুজার সাথে বিয়ে দিলেন। আলী (রাঃ)-মাকে খুশী করার জন্য নববধূ সম্পর্কে বলেলনঃ রাসূল তনয়া ফতিমা এলে আমি পানি আনব, বাহিরের কাজ করব এবং সে চাক্কী ঘুরাবে, আটা ভাংগবে এবং আপনার সাহায্য করবে। মা ফাতেমা পুত্রবধূ ফাতেমার আগমনে খুশী হলেন।

www.pathagar.com

হিজরতের কয়েক বছর পর ফাতেমা বিনতে আসাদ তার হকিকী প্রভূর সাথে মিলিত হলেন। ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলায়হী রাজেউন। তার মৃত্যুতে নবীকরীম (সাঃ) অত্যধিক ব্যথিত হয়েছিলেন। মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে রাসূলে খোদা তার ঘরে গেলেন। মৃতার শিয়রে দাড়িয়ে বললেনঃ হে আমার মা। আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। আমার মার পর আপনার স্থান। আপনি নিজে না খেয়ে আমাকে খাওয়াতেন । আপনার বস্ত্রের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমাকে বস্ত্রাবৃত করতেন।

অতপর আল্লাহর রাসূল তার পরনের কামিজ ঘরের লোকদেরকে দিলেন এবং বললেন এর দ্বারা কাফন তৈয়ার কর । উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) এবং আয়ুব আনসারীকে জান্নাতুল বাকীতে কবর খোদাই করার জন্য নিয়োযিত করলেন। কবরের কিছু অংশ তৈয়ার করা হলে রহমাতুল্লীল আলামীন স্বয়ং কবরে নেমে গেলেন এবং নিজের হাত দ্বারা মাটি কাটতে লাগলেন। কবর তৈয়ার করার পর তিনি কবরে শুয়ে দোয়া করলেন। হে আল্লাহ আমার মার কবর প্রসস্ত করুন । রাসূলে আকরাম (সাঃ) কবরে শুয়ে যাওয়ায় লোকজন একটু অবাক হলেন। আল্লাহর রাসূল তাদের অবাক হতে দেখে বললেন আবুতালিব ছাড়া তার চেয়ে বেশী কেহ আমাকে অনুগ্রহ করেনি। আমি তাকে আমার কামিজের দ্বারা এ জন্য আবৃত করেছি যাতে তিনি বেহেসতে হুল্লাহ বেহেসতী পোষাক লাভ করতে পারেন এবং তার কবরে এ জন্য শুয়েছি, যাতে তার কবরের কঠোরতা দূরীভূত হয় । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার সম্পর্কে বলেছেনঃ আল্লাহ সত্তর হাজার ফেরেসতাকে ফাতেমার উপর দুরুদ পাঠ করতে হুকুম করেছেন। তার তিন পুত্র আলী (রাঃ), আকিল (রাঃ), এবং জাফর এবং দুই কন্যা উম্মে হানী এবং জিমানা ইসলাম কবুল করেছিলেন। এটাও তার এক বিরাট সৌভাগ্য ।

www.pathagar.com

বিনতে আমর বিন অহাব

انّ اللّٰهَ لاينظر الي سواركم ولكن ينظر الي قلوبكم-

আল্লাহ তোমাদের আকৃতির দিকে দৃষ্টিদান করেন না বরং তিনি তোমাদের অন্তরসমুহ দেখেন।

আল্লাহর রাসূলের দরবারে ধনী গরিব সকল শ্রেনীর লোক ছিলেন। সকল মানুষকে তিনি সমানভাবে ভালবাসতেন। দীন দুঃখী নির্যাতিত মানুষের তিনি ছিলেন আশ্রয়দাতা । তিনি মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যানের জন্য কাজ করতেন। মানুষ তাদের ব্যাথা বেদনার কথা অকপটে তাকে বলতেন। তাঁর একজন সাহাবী ছিলেন তার নাম সা'আদ আল-আসওয়াদ-কাল । আদ। কাল -অসা'আদ রেসালতে মুহাম্মদীতে বিশ্বাস করে অকপটে অন্তরের তামাম কালিমা দূর করে ফেলেছিলেন। কুরআনের নূরানী স্পর্শে-অন্তর আলোকিত ছিল । কিন্তু জন্মগতভাবে আল্লাহ তাকে যে আকৃতি দিয়েছেন তাতো কোন কিছুতেই দূর হওয়ার নয়। কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) দুনিয়াতে এসেছেন আশরাফ আতরাফের পার্থক্য দূর করার জন্য! তিনি কাল সাদার অহঙ্কার ও বিভিন্নতা দূর করে সমাজকে পাক সাফ করার জন্য আল্লাহর নবী হিসেবেদুনিয়াতেএসেছেন।

সা'আদ আল আসওয়াদ. তার দুঃখের কাহিনী আল্লাহর রাসূলকে বলেলন, কোন পিতা তাকে মেয়ে দিতে রাজী নয়। কোন মেয়ে কুৎসিত সা'আদকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় । আল্লাহর দুনিয়াতে কি তিনি ঘর বাধতে পারবেন না? স্ত্রী পুত্র পরিবারের আকাঙ্খা অপমৃত্যু ঘটবে?

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার দুঃখের কাহিনী শুনার পর সা'আদ আল আসওয়া কে অপর এক সাহাবীর বাড়ীতে যাওয়ার জন্য হুকুম করলেন। বলেলনঃ আমর বিন অহাবের গৃহে যাও। তাকে সালাম কর এবং বল, আল্লাহর রাসূল আপনার মেয়ের বৈবাহিক সম্পর্ক আমার সাথে স্থাপন করেছেন ।

আল্লাহর রাসূলের হুকুম মোতাবেক সায়াদ (রাঃ) আমর (রাঃ) -এর বাড়ীতে গেলেন এবং তাকে নবী করীম (সাঃ) এর পয়গাম দিলেন। আমর (রাঃ) সা'আদ

www.pathagar.com

(রাঃ)–র কথা বিশ্বাস করলেন না এবং সাআদ (রাঃ) –এর সাথে মেয়ে বিবাহ দিতে অস্বীকার করলেন।

আমর তনয়া সা'আদ (রাঃ)–এর সাথে তার পিতার কথা বার্তা খুব মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন। পিতা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর হুকুম অমান্য করবেন তা তিনি সহ্য করতে পারলেন না। সায়াদ (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করে আমর তনয়া বললেনঃ ওহে আল্লাহ্‌র বান্দাহ ! যদি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আপনাকে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে আমি আপনার সাথে বিবাহের জন্য প্রস্তুত রয়েছি।

সাআদ (রাঃ) নবীকরীম (সাঃ) এর দরবারে হাযির হলেন এবং পিতাপুত্রীর বক্তব্য আল্লাহর নবী (সাঃ)–কে জ্ঞাত করলেন।

মেয়ে পিতাকেও আল্লাহর গযবের ভয় প্রদর্শন করলেন। পিতা নিজের ভুল বুঝে লজ্জিত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর কাছে মাফ চাইলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) পিতাকে মাফ করে দিলেন। মেয়ের জন্য যায়ের বরকতের দোয়া করলেন সাআদ (রাঃ)–এর সাথে তার বিবাহের রিশতা করে দিলেন। স্ত্রীকে শ্বশুরালয় থেকে নিজের ঘরে নিয়ে আসার পূর্বে সাআদ (রাঃ) এক যুদ্ধে চলে যান। যুদ্ধ থেকে তিনি ফিরে এলেন না। নববধুর মুখ দেখার অবকাশ তার হলনা। তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতবাসী হলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার পরিত্যাক্ত বিষয় সম্পত্তি তার স্ত্রীকে দিয়ে দিলেন।

আমর বিন অহাবের মেয়ে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা সকল যুগের মানুষের অনুসরণ যোগ্য। অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিনা বিচারে রাসূলে খোদার হুকুম তামিল করতে হবে। রাসূলে খোদার আনুগত্যই মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি প্রদান করতে সক্ষম।

www.pathagar.com

বারিরা

– কোন কোন লোক এমন শর্ত আরোপ করতে চায় যা আল্লাহর কিতাবে নেই। মনে রেখো যা আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল। আল্লাহ্ তায়ালার ফয়সালা খুবই সাচ্চা এবং তার শর্ত পাকাপোক্ত। বস্তুতঃ যে গোলাম আযাদ করে সে বেলায়াতের (গোলামের ওয়ারেস) অধিকারী। ---আল হদীস

পরিচিতি

বারিরা (রাঃ)–একজন আরবীর দাসী ছিলেন রেসালতে নববীর সূর্যকিরণ তার অন্তরকে আলোকিত করার পর দাসী বারিরা (রাঃ)–এর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসাবে খ্যাত হন।

বারিরা (রাঃ) এর অন্তরে স্বধীনতার চেতনা খুব বেশী ছিল। তিনি দাস দাসীর লাঞ্ছিত জীবনকে খুব অপছন্দ করতেন। যে কোন মূল্যে নিজের জীবনের স্বাধীনতা খরিদ করার জন্য বদ্ধ পরিকর ছিলেন। আযাদী খরিদ করার জন্য মুনিবের নিকট আবেদন করলেন। মুনিব তাকে নয় উকিয়া (আরব দেশে প্রচলিত স্বর্ণের ওজন -- এক উকিয়া এক তোলার চেয়ে বেশী) এবং মতান্তরে পাঁচ উকিয়া স্বর্ন কয়েকটি বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধ করে আযাদী খরিদ করতে বলল। বারিয়া (রাঃ) দিনরাত চিন্তা করতে লাগলেন, কে তাকে সাহায্য করবে ? এত স্বর্ন তিনি কোথায় পাবেন? অবশেষে তিনি উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রাঃ)এর শরনাপন্ন হলেন। তাকে তার অবস্থা জ্ঞাত করলেন এবং তাকে শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য আকুল আবেদন জানালেন।

কোমল হৃদয় আয়েশা (রাঃ) তার দুঃখ লাঘব করার জন্য এগিয়ে এলেন। তিনি তাকে শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য ওয়াদা করলেন। অতপর তার মালিকের সংগে যোগাযোগ করে তাকে আযাদ করার জন্য প্রস্তাব করলেন। মালিক নির্ধারিত অর্থগ্রহণ করে তাকে আযাদ করতে সম্মত হল বটে কিন্তু তার সাথে এ শর্তও আরোপ করল যে, আযাদকৃত পরিবারের উপর তার উত্তরাধিকার থাকবে। আয়েশা (রাঃ) –এ অন্যায় প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন না। বিষয়টি নবী করীম (সাঃ)–এর গোচরীভূত হলে তিনি তার ফয়সালা করলেন। যে ব্যক্তি কোন দাস বা দাসীকে

ক্রয় করে মুক্ত করে একমাত্র সেই আযাদকৃত দাস দাসীর ওয়ারেস হওয়ার হকদার হতেপারে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম (সাঃ) লোকজনকে একত্রিত করে খোতবা দিয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ সুবহানাহুর হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর বলেছিলেন, কোন কোন লোক এমন শর্ত আরোপ করতে চায়, যা আল্লাহর কিতাবে নেই। মনে রেখো যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই তা বাতিল। আল্লাহ্‌তায়ালার ফয়সালা খুবই সাচ্চা এবং তার শর্ত পাকাপোক্ত। বস্তুতঃ যে গোলাম আযাদ করে সে বেলয়াতের (গোমামের ওয়ারেস) অধিকারী।

মা আয়েশা তাকে আযাদ করলেন

মা আয়েশা (রাঃ) তাকে খরিদ করে আযাদ করলেন। বারিরা (রাঃ) আযাদী পেলেন। কিন্তু তা ব্যবহার করলেন না। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) এর খেদমতে থেকে গেলেন। আয়েশা (রাঃ)-এর সাহচার্য তাঁর দুঃখী জীবনকে সুশোভিত ও সৌন্দর্য মন্ডিত করল। রেসালতে মুহাম্মদীর সূর্যকিরণ দু'হাত দিয়ে কুড়াতে লাগলেন। কি অপূর্ব সুযোগ। ওহীর জ্ঞানের দ্বারা নিজের জীবনকে আলোকিত করলেন। দাসী বারিরা মুসলিম সমাজে শ্রেষ্ঠা সম্মানের আসন লাভ করলেন। জ্ঞানপিপাসু সুধীজন জ্ঞানপিপাসা দূর করার জন্য তাঁর খেদমতে হাযির হতেন। অনেক জ্ঞানী গুনী তাঁর নিকট থেকে নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীস শ্রবণ করতেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে খলিফা আবদুল মালেক বিন মারওয়ানও শামিল ছিলেন।

তিনি অত্যন্ত স্পষ্টবাদী মহিলা ছিলেন। হক কথা প্রকাশ করতে তার কোন ভয়-ভীতি ছিলনা। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোককেও অনেক সাহসিকতার সাথে নসিহত করতেন।

আবদুল মালেক বিন মারওয়ানকে নসিহত

আবদুল মালেক বিন মারওয়ান তখনও খলিফা হননি। একদিন বারিরা (রাঃ) তাকে বললেনঃ আবদুল মালেক! খুব মনোযোগের সাথে শোন, আমি তোমার মধ্যে এমন কিছু লক্ষণ দেখছি যা থেকে মনে হচ্ছে আল্লাহ তোমাকে হুকুমত দান করবেন। যদি কোনদিন তুমি হুকুমাত লাভ কর তাহলে সর্বদা নিজেকে খুন খারাবী এবং ধ্বংস থেকে দূরে রাখবে। আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, তাকে জান্নাতের দরজা থেকে দূরে হাটিয়ে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

বারিরা (রাঃ) তাঁর অগনিত ভক্তগনকে যে নছিহত দান করতেন তার কিঞ্চিত নমুনা নিম্নে পেশ করা হলঃ

একঃ হক কথা বলতে কৃপণতা করা আমানতে খেয়ানাত করার সমতুল্য।

দুইঃ সর্বদা হালাল রোজগারের দ্বারা পেট ভরবে এতে বেশুমার বরকত রয়েছে।

তিনঃ বাজে কথা বললে অন্তর কালো হয়ে যায়। পরহেজগার ব্যক্তি নিজের অন্তরকে সংযত রাখেন। যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলে সে মিথ্যায় জড়িয়ে পড়ে।

চারঃ কারও কল্যান করার পর তার কাছে প্রতিদান চেয়োনা।

পাঁচঃ দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তির উপর চড়াও হইওনা এবং দুর্বল থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকরোনা।

ছয়ঃ তিনিই ধনী যিনি অভাবী ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণ করেন।

সাতঃঅন্যের কাছে হাত সম্প্রসারণ করা থেকে বেঁচে থাক। তা কোন কোন সময় লাঞ্ছনার কারণ হয়ে থাকে।

আটঃ দুনিয়ার ফায়দা ক্ষণস্থায়ী এবং তা হাসিল করার জন্য অত্যধিক চেষ্টা করোনা।

নয়ঃ মিথ্যা কথা বলা খুব বড় ফেৎনা। সর্বদা সততার সাথে কাজ কর।

দশঃ নিজের কাজ নিজে কর অন্যের উপর নির্ভরশীল হইওনা।

এগারঃসর্বদা সোজা ও সুস্পষ্ট কথা বল , অন্যকে মন্দ ধারনা দিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করনা।

বিবাহ বিচ্ছেদ

বারিরা (রাঃ)–এর পারিবারিক জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। পরাধীন থাকাকালে মগিস (রাঃ) নামক এক সাহাবী গোলামের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। মগিস (রাঃ) নবীকরীমের সাহাবী ছিলেন। কোন কারণ বশত বারিরা (রাঃ) তার স্বামীকে পছন্দ

www.pathagar.com

করতেন না। স্বাধীন হওয়ার পর তিনি সম্পর্ক ছেদ করতে চাইলেন। নবী করীম (সাঃ) তাদের দুজনকে খুব ভাল বাসতেন। সম্ভবতঃ উভয়ের কষ্ট হবে বিবেচনা করে তিনি বারিরাকে সম্পর্ক ছেদ না করতে উপদেশ দিলেন। এ ছিল তার জীবনের কঠিন সমস্যা। এক দিকে নবী করীম (সাঃ) এরং উপদেশ অপরদিকে তার নিজের অনিচ্ছা । এ দ্বন্দ্বের অবসান করার জন্য তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর উপদেশ কোন পর্যায়ের তা জানবার চেষ্টা করলেন। তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এটা কি আপনার হুকুম ? রাসূল (সাঃ) বললেনঃ হুকুম নয়, সুফারিশ । বারিরা (রাঃ) মগিসের সাথে সংসার জীবন যাপন করতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। নবী করীম (সাঃ) তাদের উভয়কে পৃথক করে দিলেন এবং বারিরা (রাঃ)-কে একজন তালাকপ্রাপ্তা সাধারণ স্বাধীন মুসলিম নারীর মান ইজ্জত পালন করার হুকুম দিলেন।

এ বিবাহ বিচ্ছেদ মগিস (রাঃ)-এর জন্য খুবই বেদনাদায়ক ছিল। বেদনাতুর মগিস (রাঃ) মদীনার অলি-গলিতে বারিরা (রাঃ)-এর জন্য কেঁদে ফিরতেন। বলা বাহুল্য মগিস (রাঃ) বারিরা (রাঃ)-কে খুব ভালবাসতেন। নবী করীম (সাঃ) বারিরা মগিসের অবস্থা দেখে চাচা আব্বাস (রাঃ) কে বলেছিলেন চাচা জান! মগিসের মহব্বত এবং বারিরার নফরত কি অদ্ভুত মনে হয় না। ?

বারিরা (রাঃ) সহায় সম্বলহীনা মহিলা ছিলেন, তার ধনদৌলত বলতে কিছুই ছিলনা। পার্থিব সম্পদের প্রতি তার মোহ ছিলনা। বিভিন্ন লোক তার জন্য যে সদকা -- খয়রাদ পাঠাত তিনি সঞ্চয় করতেন না। বরং উম্মুল মুমিনীন দেরকে দান করে দিতেন।

একদিন নবী করীম(সাঃ) আয়েশা (রাঃ) এর কামরাতে এলেন। উনোনে অগুন ছিল, মা আয়েশা (রাঃ) গোস্ত পাক করছিলেন খাবার সময় নবী করীম (সাঃ)-এর সামনে গাস্তের পরিবর্তে অন্য কিছু হাযির করা হলে নবী করীম (সাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট তার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। উম্মুল মুমিনীন বললেন, বারিরার গোস্ত সাদকা হিসাবে পেয়েছে এবং সে আমাকে দান করে দিয়েছে। সদকার জিনিষ আপনাকে দেয়া আমি পছন্দ করিনা। নবী করীম (সাঃ) বললেন, এটা বারিরার জন্য সদকা কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া ।

আয়েশা (রাঃ) বারিরাকে মহববত করতেন।

আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে মুনাফিকগণ যে অভিযোগ পেশ করেছিল তার অনুসন্ধানের সময় যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল বারিরা (রাঃ) তাদের অন্যতম,

www.pathagar.com

আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে তিনি কি জানেন, এ প্রশ্ন তাঁকে করা হয়েছিল। তিনি প্রথমতঃ প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি। তিনি ধারনা করেছিলেন, আয়েশা (রাঃ) কিভাবে ঘর সংসার করেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। তাই তিনি জবাব দিলেন, অন্য কোন দোষ দেখিনি। অবশ্য মাঝে মাঝে শুয়ে থাকেন, ছাগল ঘরে ঢুকে আটা খেয়েফেলে।

অতপর তাকে সুস্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে জবাব দিলেনঃ সুবাহানাল্লাহ, আল্লাহর কসম। একজন সোনারু যেমন খাঁটি সোনা চিনে ঠিক সেভাবে আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে চিনি। তিনি বিলকুল নিখুঁত চরিত্রের অধিকারী। এ ব্যাপারে তাঁর সাথে খুব কড়া কড়ি করা হলেও তিনি তার বয়ান একবিন্দুও রদবদল করেননি। স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর নিখুঁত চরিত্রের সনদ দান করার পর বারিরা (রাঃ)-এর উক্তির যথার্থতা সবাই উপলব্ধি করতে পারলেন।

আয়েশা (রাঃ) বারিরা (রাঃ)-কে বেহদ মহববত করতেন, তিনি বলেন, বাবিরার দ্বারা ইসলামের তিনটি আহকাম পাওয়া গিয়েছে।

একঃ বেলায়াত, অযাদ গোলামের ওয়ারিস সে হবে যে তাকে আযাদ করেছে।

দুইঃ পরাধীন অবস্থায় দুজন দাস দাসীর মধ্যে বিবাহ হলো। অতঃপর স্ত্রী আযাদ হন। স্বামী গোলাম থেকে গেল। এমতাবস্থায় পরাধীন স্বামীর সাথে ঘর সংসার করা না করার পরিপূর্ণ এখতিয়ার স্ত্রীর।

তিনঃ সাদকা গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি তার সাদকালব্ধ জিনিষ বিত্তশালী ব্যক্তিকে হাদিয়া করতে পারে।

বারিরা (রাঃ)-এর মৃত্যুর তারিখ জানা যায়নি।

www.pathagar.com

মরুবাসীনী সাহাবীয়া

إِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرِكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَالِكَ

-- "নিশ্চয়, আল্লাহ তাদেরকে মাফ করবেন না যারা তার সংগে অন্য কাউকে অংশীদার করেছে এবং এ ছাড়া আল্লাহ সবকিছু মাফ করে দেবেন।"

আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-এর এক মুরুবাসিনী সাহাবীয়ার জীবনের এক দুর্লভ মুহর্তের অনুভূতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। রাস্তার মধ্যে কিছু লোক জনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। তিনি তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তারা জবাব দিল আমরা মুসলমান।

অনতিদূরে এক মহিলা চুলাতে আগুন ধরাচ্ছিল। তার শিশু সন্তান তার নিকটে বসে ছিল। চুলা জ্বলে উঠল, আগুন খুব তেজ হলে মহিলা তার ছেলেকে কোলে নিয়ে নবী করীম (সাঃ) -এর কাছে হাযির হলেন এবং যে প্রশ্ন তার মনকে তোলপাড় করছিল তা তিনি পেশ করলেন, ইয়া রাসূলল্লাহ! এক মা তার বাচ্চাকে যতটুকু ভালবাসে তার চেয়ে বেশী কি আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাহকে ভালবাসেন না? হুজুর (সাঃ)জবাবদিলেনঃ অবশ্যই।

মহিলা বললেনঃ কোন মা তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পছন্দ করেনা।

মহিলা একথা বুঝাতে চাইলেন, যখন মা তার বাচ্চাকে আগুনে ফেলতে চায়না তাহলে আল্লাহ কিভাবে তার বান্দাদেরকে আগুনে ফেলে দিবেন?

রাসূলে আকদাস (সাঃ) মহিলার কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর মাথা উঠালেন এবং বললেন আল্লাহ শুধু এমন বান্দাকে শাস্তি দিবেন যে বিদ্রোহী, সীমা লংঘনকারী এবং আল্লাহকে এক মনে করেনা।

অপর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছেঃ

যখন আগুনের শিখা প্রজ্জলিত হত তখন মহিলা তার শিশু সন্তানকে দূরে সরাতেন। তিনি নবী করীম (সাঃ) কে না দেখে তাঁর রেসালতের উপর ঈমান

www.pathagar.com

এনেছিলেন। তিনি হুজুরের খেদমতে হাযির হয়ে বললেনঃ আপনি আল্লহর রাসূল? রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জবাব দিলেনঃ হাঁ আমি আল্লাহ্র রাসূল।

মহিলা বললেনঃ আমার পিতা মাতা আপনার উপর কোরবান হোন, আল্লাহ কি রহমান রহিম নন?

রাসূল (সাঃ) বললেনঃ অবশ্য।

মহিলা বললেনঃ পিতামাতা সন্তানের প্রতি যতটুকু মেহেরবান তার চেয়ে বেশী কি আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি মেহেরবান নন ?

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ নিসন্দেহে।

মহিলা বললেনঃ কোন মা তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারেনা। (রহমান রহিম আল্লাহ্ কি করে তার বান্দাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন?)

আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) তার মাথা ঝুকিয়ে নিলেন,তিনি কাঁদতে লাগলেন। অতপর মাথা উঠালেন এবং বললেন, যে বিদ্রোহী বান্দা আল্লাহ লা-শরীক বলতে প্রস্তুত নয় একমাত্র তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন না।

www.pathagar.com

মায়াযা বিনতে আবদুল্লাহ

নাম মায়াযা (রাঃ)। পিতার নাম আবদুল্লাহ বিন জবিরউদ দবির, বিন উমাইয়া বিন হাদারাহ বিন হারিস বিন খজরজ মদীনা তাইয়েবার খজরজ গোত্রের মহিলা।

মায়াযা মদীনার একজন নির্যাতিত মহিলা। মুনাফিকদের নেতা এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের তিনি দাসী ছিলেন। নির্যাতিত মানবতার মুক্তির পয়গাম নিয়ে যখন ইসলাম রবি মদীনার আসমানে উদিত হল তখন মায়াযা (রাঃ) আনন্দে আত্মহারা হলেন। তিনি দেখলেন মক্কা ও মদীনার অগনিত নির্যাতিত মানুষ আল্লাহর রাসুলের সাথী হয়েছে। ইসলাম তাদেরকে যুগ যুগান্তরে গোলামীর শিকল মুক্ত করে মানবতার রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যুলুম নির্যাতন যাদেরকে প্রায় ধুলির সাথে মিলিয়ে দিয়েছিল যাদের সাথে পশুর ন্যায় আচরন করাহত, জাহেলী আরব যাদেরকে বিবেকহীন পশু মনে করত সেই নির্যাতিত মানবতা রেসালতে মুহাম্মদীর স্পর্শে ধন্য হয়েছে। নির্যাতিত মানুষের মুখে হাসী ফুটিয়েছেন আল্লাহর রাসূল। কাল কুৎসিত হাবসী বিলাল এখন দাস নন। তিনি শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। রাসূলের দিনারাতের সহচর। আকাবিরে ইসলাম উমর ফারুক প্রমুখ তাকে শ্রদ্ধার সাথে সায়্যিদিনা বিলাল সম্ভোধন করেন। আশরাফ আতরাফের ভূয়া সীমারেখা আল্লাহর রাসূল মুছে দিয়েছেন। আপন চাচাত বোনকে নিজের আযাদ কৃত গোলামের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। দিকে দিকে চারিদিকে মানবতার মুক্তির জয়গান, সাম্য ও মৈত্রীর জয়গান।

রাসূলে খোদা বায়াত গ্রহণ করলেন

নতুন সমাজ মায়াযাকে অবিভূত করল। তিনি বিমুগ্ধ ও বিমোহিত হলেন রেসালতে মুহাম্মাদীর মুক্তির পয়গাম শুনে। তিনি আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনলেন। স্বয়ং আল্লহর রাসূল তার বায়েত গ্রহণ করলেন। এ বায়েত কোন মামুলী বেহুদা বাক্য নয়। আল্লাহর সাথে কাকেও শরীক করা যাবে না। শুধু আল্লাহকে মওলা ও মালিক হিসেবে মানলে চলবেনা। বাস্তব জীবনে তার পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। আনুগত্যের ক্ষেত্রে অন্য কোন মুনিব এবং প্রভূকে শরিক করা যাবে না। আল্লাহর হুকুমের বিপরীত হুকুম যে কোন লোক দিক না কেন তা মানা যাবে না। চুরি করা কোন গর্হিত ও নিন্দিত কাজ হিসেবে আরবের সামাজে ছিলনা।

কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাঃ) অন্যান্য মেয়েদের ন্যায় তার নিকট থেকে ও অঙ্গিকার গ্রহণ করলেন যে, কোন অবস্থাতেই চুরি করা যাবে না।

বল্লাহীন যৌন সম্ভোগের সমুদ্রে আরব নিমজ্জিত ছিল। আর নারী ছিল উপভোগের সামগ্রী মাত্র। আল্লাহর রাসূল ভোগের সামগ্রীকে সম্ভোগের সমুদ্র থেকে উদ্ধার করলেন। নারীকে তিনি সম্মানের চাদরে আবৃত করে দিলেন। নারী তার একমাত্র মাবুদ রববুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করবে। আল্লাহর রাসূল মহিলাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন, তারা ব্যাভিচারে লিপ্ত হবে না।

উপায় উপকরণের দুনিয়ায় আরব অভাবের ভয়ে ভীত ছিল। নারী সন্তান উপার্জনে অক্ষম। তারা সমাজের পরগাছা। তাদেরকে লালন পালন করা সমস্যা। তাদের আগমন প্রতিরোধ করতে হবে। দুনিয়াতে এদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। মৃত বা জীবন্ত তাদেরকে পুতে ফেলতে হবে। আরবদের পরিবার পরিকল্পনা মেয়েদের পর্যন্ত সীমিত ছিল। আল্লাহ বললেন দারিদ্রের ভয়ে তোমরা সন্তানদেরকে হত্যা করনা। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মায়াযা (রাঃ) এর নিকট থেকেও এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তিনি সন্তান হত্যা করতে পারবেন না। পরিবারকে ছোট ও সঙ্কোচিত করা যাবে না। রিজকের উপায় উপকরণ আল্লাহর হাতে আল্লাহ মানুষকে রিজক প্রদান করেন। শয়তান মানুষকে অভাবের ভয় প্রর্দশণ করে।

সমাজের স্বাস্থ্য সঠিক রাখতে হবে মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। নিন্দা ও অপরাধের দ্বারা নারী পুরুষের সম্পর্ক নষ্ট করা জাহেলিয়াতের রীতি। ইসলামে এ ধরণের আচরণ অপচ্ছন্দ করে। তাই আল্লাহর রাসূল তার সাহাবীয়াদের নিকট থেকে এ ব্যাপারেও ওয়াদা গ্রহণ করতেন। মায়াযা (রাঃ)-এর নিকট থেকেও আল্লাহর রাসূল এ মর্মে বায়েত গ্রহণ করলেন যে, তিনি কারও বিরুদ্ধে আপবাদ দিবেন না। কারও নিন্দা করবেন না।

স্বামীর বিষয় সম্পত্তির হেফাযতেরও ওয়াদা নেয়া হল। স্বামীর সম্পত্তি বা বিষয় বস্তু অন্যকে দেয়া যাবেনা।

বায়েতের সর্বশেষ কথাটি আল্লাহর রাসূল সম্পর্কিত। মুসলামান সমাজে পা দেয়ার সাথে সাথে এ কথাও ভালভাবে বুঝতে হবে এবং সে অনুসারে আমল করতে হবে। অন্যথায় ঈমান বিনষ্ট হবে। রাসূল (সাঃ)- কে শুধু মৌলিকভাবে

www.pathagar.com

মানলে চলবেনা। তার আনুগত্য করতে হবে । তার হুকুম বিনাশর্তে পালন করতে হবে। তার ফয়সালা সন্তুষ্টি চিত্তে মেনে নিতে হবে। মায়াযা (রাঃ) এ ব্যাপারেও আলাহর রাসূল (সাঃ)– কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

নিষিদ্ধ কাজে তাকে ব্যবহার করতে চাইল

আবদুল্লাহ বিন উবাই তার ইসলাম গ্রহণ করাকে ভাণ চোখে দেখল না। সে রীতিমত অসন্তুষ্ট হল। তার অনুমতি ছাড়া মায়াযা ইসলাম কবুল করেছেন। সে তাকে বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন করতে লাগল । পাপী নিলই তাকে নিষিদ্ধ কাজে ব্যবহার করতে চাইল। গনিকাবৃত্তি করার জন্য তার উপর চাপ প্রদান করতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ তার মুখোশ খুলে দিলেন। আয়াত নাযিল হল।

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"এবং তোমরা দুনিয়ার সাময়িক ফায়দার জন্য পাক পবিত্র জীবন যাপনে ইচ্ছুক তোমাদের দাসীদেরকে অবৈধ্য কাজে বাধ্য করনা। "

আল্লাহ সুবাহানাহু তাকে রক্ষা করলেন মুনাফিকদের নির্লজ্জ কাজ থেকে চিরদিনের জন্য এ ঘৃন্য কাজকে আল্লাহ সুবহানাহু নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। নারীদেরকে এঘৃন্য কাজে কখনও লাগান যাবেনা। কোন মুসলমান কখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোন মহিলাকে এ কাজে নিয়োজিত করতে পারেনা।

প্রথম শাদী তার সহল (রাঃ) বিন কারজার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এ শাদী থেকে তার গর্ভে এক পুত্র সন্তান এবং এক কন্যা জন্ম লাভ করে। তাদের নাম আবদুল্লাহ এবং উম্মে সায়ীদ।স্বামীর মৃত্যুর পর হামীর বিন আদীর সাথে তার নিকাহ সম্পন্ন হয়। এ বিয়ে থেকে তার দুই পুত্র এবং এক কন্যা জন্মলাভ করে। তাদের নাম হলো হারিস, আদী, এবং উম্মে সা'আদ। দ্বিতীয় বিবাহ ভেংগে গেলে তার নিকাহ আসীর বিন আদীর সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এ বিয়ে থেকে তার গর্ভে এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম উম্মে হাবিবা ।

মায়াযা(রাঃ) খুব আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করতেন। তিনি ইসলামের রঙে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে রঞ্জিত করেছিলেন।

www.pathagar.com

যয়নব বিনতে আবুসালমা

كَانَتْ مِنْ أَفْقَهِ نِسَاءِ زَمَانِهَا

" তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ট মহিলা ফেকাহবিদ।"

নাম ও বংশ পরিচিতি

তাঁর নাম যয়নব (রাঃ)। তাঁর পিতার নাম আবু সালমা বিন আবদুল আসাদ বিন হেলাল বিন আবদুল্লাহ বিন উমর বিন মখযুম আলকুরশী। পিতা বনু মখযুম গোত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। পিতা আবু সালমা আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-এর ফুফাত ভাই ছিলেন। বাররাহ্ বিনতে আবদুল মুত্তালিব জয়নবের দাদী এবং আল্লাহর রাসূলের ফুফু। পিতা আবু সালমা দুই হিজরতের মর্যাদা লাভকারী এবং ওহুদের যুদ্ধে বিরত্বের সাথে যুদ্ধ করে আহত হন। কিছুদিন পর অবস্থার অবনতি ঘটে এবং ইন্তিকাল করেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার প্রিয় সাথীর জন্য বিদায় নামাজ নয় তকবিরের সাথে আদায় করেন। লোকজন আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, আবুসালমা হাজার তকবিরের উপযুক্ত।

যয়নব (রাঃ)- এর মাতা উম্মে সালমা (রাঃ) বনু মখযুম গোত্রের মেয়ে। যনয়বের নানা আবু উমাইয়া বিন মুগিরা বিন আবদুল্লাহ্ বিন উমর বিন মখযুম একজন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দাতা হিসেবে খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যয়নবের মাতা উম্মে সালমা (রাঃ) -এর প্রথম স্বামী উম্মে আবুসালমা (রাঃ) এবং উম্মে সালমা (রাঃ) মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করার পর সম্ভবঃ হিজরী তিন বা চার এর কোন সময়ে যয়নব (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। যয়নবের শিশু অবস্থায়ই পিতা ওহুদের যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যান। আল্লাহর রসূল (সাঃ -এর সাথে তার মাতার বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে তিনিও আল্লাহর রাসূলের গৃহে চলে যান।

পিতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হলেও আল্লাহর রাসূলের স্নেহ পেয়ে তিনি ধন্য হয়েছেন। আল্লাহর রাসূল তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। উম্মে সালমা শিশু কন্যাকে দুধ পান করাতে দেখলে আল্লাহর রাসূল ফিরে যেতেন। শিশু যয়নবের সামান্য অসুবিধা

www.pathagar.com

হোক তা সম্ভবত চাইতেন না। আল্লাহ্ রাসূল গোসল করার জন্য রওনা হলে শিশু যয়নব তার পেছনে ছুটতেন। আল্লাহ্‌র রাসূল তাকে আদর করে চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে দিতেন। এতে তার চেহারার উজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বার্ধক্য পর্যন্ত তা বিদ্যমানছিল।

দরবারে নববীতে তিনি ইসলামী তালিম ও তরবিয়াত লাভ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে তাকে উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁর নিকট আত্মীয় আবদুল্লাহ বিন জামা'র নিকট বিয়ে দেন। এ বিয়ে থেকে তার গর্ভে ৬টি পুত্র সন্তান এবং তিনটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। তার পুত্রদের মধ্যে আবদুর রহমান, ইয়াযিদ, ওয়াহাব, আবুসালমা, এবং কসীর রয়েছেন । তার তিনটি মেয়ের নাম হলঃঃ উম্মে কুলসুম, উম্মে সালমা এবং কারীবা। তিনি সন্তানদের উত্তম শিক্ষা দান করেন এবং জেহাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য খুব উত্তম ভাবে প্রস্তুত করেন। ৬৩ হিজরি সনে হারার যুদ্ধে তার দুইপুত্র শহীদ হন। ইয়াযিদ বিন আবদুল্লাহ এবং কসীর বিন আবদুল্লাহ শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। তাদের একজন যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করে অল্লাহর পথে প্রাণ দেন। অপরভাই তাবুতে ছিলেন। সেখানে শত্রুগণ তাকে না-হক কতল করে দিলেন যুদ্ধের ময়দান থেকে লাশ তার কাছে পাঠান হলে তিনি ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্নাইলাইহী রাজিউন বলে মুসিবত সহ্য করেন। কোনরূপ হাহুতাশ বা চিৎকার তিনি করেন নি। শুধু বলেছিলেন আমার উপর বিরাট মুসিবত পতিত হয়েছে। অবশ্য তা যে কোন মায়ের জন্য এক বিরাট মুসিবত। কিন্তু আল্লাহর এক খাটি বান্দী হিসেবে খুব ধৈর্যের সাথে এ বিরাট মুসিবত বরদাশত করেছিলেন। প্রিয় পুত্রদের দাফন কাফন এবং জানাযার নামাযের ইন্তেজাম তিনি করেন।

প্রিয় পুত্রদের শাহাদাতের দশ বছর পর হিজরী ৭৩ সনে তিনি ইহ জগত ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজেউন । জান্নাতুল বাকীতে তার নশ্বর দেহকে কবরস্থ করা হয়। তার জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণ কারীদের মধ্যে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর সুযোগ্য পুত্র আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) এবং মদীনার শাসনকর্তা তারিখও ছিলেন।

রেসালতে মুহাম্মদির পাক পবিত্র ছায়ায় তালিম প্রাপ্তা যয়নব বিনতে আবুসালমা কুরআন ও হাদীসে সুপন্ডিত ছিলেন। প্রখ্যাত ব্যক্তি বর্গ তাঁর নিকট মাসলা মাসায়েল জানবার জন্য আসতেন। তিনি বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে বহু প্রখ্যাত ব্যাক্তিত্ব রয়েছেন। যেমন ইমাম

www.pathagar.com

যয়নুল আবেদীন (রাঃ) আরওয়া বিন যুবায়ের (রাঃ) প্রমুখ। আল্লাহর রাসূলের খাদেম মশহুর সাহাবী আবুরাকে শহীদ আবু সালমা তনয়া সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা তার জ্ঞান ও প্রতিভার উপর আলোক পাত করে। তিনি বলেনঃ

كُنْتُ إِذَا ذَكَرْتُ إِمْرَأَةً فقيهةً بالمدينه ذكرت زينب بنت أبي سلمة

যখনই আমি মদীনার প্রখ্যাত মহিলা ফকিহদের নাম উল্লেখ করেছি তখন অবশ্যই আমি আবু সালমার কন্যা যয়নব (রাঃ)–এর নাম উল্লেখ করেছি।

আল্লামা ইবনে আবদুল বার এবং আল্লামা ইবনে আসির এক বাক্যে তার প্রসংশা করেছেন। كانت من افقه نساء زمانها

বস্তুত তাঁর মত সৌভাগ্যশালী মহিলা খুব অল্প পাওয়া যায়। তিনি একজন শহীদের কন্যা এবং দু'জন শহীদের মাতা। তিনি দুনিয়াতে শহীদদের বিচ্ছেদ ব্যাথা বরদাসত করেছেন এবং আখেরাতে তিনি শহীদদের সাথে ইনশাআল্লাহ অবস্থান করবেন। আমীন।

●

যয়নব বিনতে আবু মা'বিয়া

تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ

'হে নারী সমাজ! তোমরা সাদকা কর যদি তোমাদের গহনার দ্বারাও তা করতে হয়।' – হাদীস

নাম ও পরিচিতি

নাম যয়নব (রাঃ) বিনতে আবু মা'বিয়া। পিতা আবু মা'বিয়া আবদুল্লাহ বিন মা'বিয়া বনু সাকিফ গোত্রের লোক। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর প্রিয় সাহাবী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)–এর সাথে তার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। যয়নব বিনতে আবু মা'বিয়া আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ)–এর বানী অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে

www.pathagar.com

চাইতেন। কোন নির্দেশ পালন না করতে পারলে খুবই উদ্বিগ্ন হতেন। মন তার ব্যথিত হত।

একদিন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নারী সমাজকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। তিনি তাদেরকে দান খয়রাত করতে বললেন। কোন কিছু না থাকলে নিজের গহনা পত্র দান করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য তিনি তাদেরকে নসিহত করলেন।

দান খযরাতের আগ্রহ

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর এ উপদেশ শুনতে পেয়ে যয়নব (রাঃ) বিন আবু মা'বিয়া খুব পেরেশান হলেন। তিনি কি দান করবেন? তার হাতে যে কিছুই নেই। অন্যান্য স্ত্রীলোক দান খয়রাত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করে। কিন্তু তিনি কিছুই করতে পারেন না। স্বামী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ জ্ঞানী সুপন্ডিত সাহাবায়ে কেরাম তার গুনও জ্ঞানের জন্য তাঁকে খুব সম্মান করেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আবদুল্লাহ বিন মাসউদকে খুব স্নেহ করেন। কিন্তু তার অর্থনৈতিক আবস্থা মোটেই ভাল নয়। দ্বীনের জ্ঞান হাসিল করতে তার সময় ব্যয় হয়ে যায়। জীবিকা উপর্জন করার জন্য তেমন কিছু করতে তিনি পারেন না। যয়নব বিনতে আবু মা'বিয়া হাতের কাজ করে যা উপার্জন করেন তা ছেলে মেয়ে এবং স্বামীর জন্য ব্যয় করে ফেলেন। গরীব মিসকিনকে দান করার জন্য তার হতে কোন কিছুই সঞ্চিত থাকে না। তিনি প্রায়ই মনে মনে আফসোস করতেন। যদি তার হাতে কোন বাড়াতি টাকা পয়সা থাকত তাহলে তিনিও দান খয়রাত করে পূর্ণ হাসিল করতে পারতেন। এ ধরনের চিন্তায় তিনি দিনরাত জর্জরিত ছিলেন। এ অবস্থার সন্তোষ জনক সমাধান কি হতে পারে তা তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন। স্বামী কোন সমাধান দিতে পারলেন না। তিনি স্বামীকে বললেন, আমি হাতের কাজের দ্বারা যা উপার্জন করি তাদ্বারা আপনার এবং আপনার সন্তানদের জন্য খরচ করি। হাতে কোন পয়সা থাকে না। তাই দান খয়রাতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকি। আপনি বলুন। তাতে আমার কি ফায়দা রয়েছে?

সম্ভবত যয়নব (রাঃ)-এর প্রশ্ন শুনে তিনি বিব্রত বোধ করলেন। স্ত্রীকে তিনি কি জবাব দিবেন ? তার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়। স্ত্রী উপার্জন করেন। তিনি জবাব দিলেন যে জিনিষে তোমার কল্যান নিহিত রয়েছে তা তুমি কর। আমি তোমাকে আখিরাতের কল্যান থেকে বঞ্চিত রাখতে চাইনা।

www.pathagar.com

যয়নব (রাঃ) তার মানসিক দ্বন্দ্বের ফয়সালা করার জন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি নিবেদন করলেনঃ

' ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা–মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক । আমি একজন হস্তশিল্পী মহিলা। যা উপার্জন করি তা স্বামী ও সন্তানদের জন্য ব্যয় করে ফেলি । কারণ আমার স্বামীর উপার্জনের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই গরীব মিসকিনদের কোনরূপ দান খয়রাত করতে পারিনা। এ অবস্থায় আমি কি কোন সওয়াব পাব ?

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ , তাদেরকে তোমার ভরণ পোষণ করতে হবে।

কিঞ্চিত ভিন্ন এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে; রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলা সমাজকে দান খয়রাত করার জন্য উৎসাহিত করলেন। এ নসিহত শুনার পর যয়নব (রাঃ) তাঁর স্বামী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)–কে বললেন, আপনার অর্থিক অবস্থা ভাল নয়। আপনি আল্লাহর রাসূলের নিকট যান। তিনি যদি অনুমতি প্রদান করেন তাহলে আমি যা দান করতে চাচ্ছি তা আপনাকে দিয়ে দিব।

আবদুল্লাহ (রাঃ) জবাব দিলেন, 'তুমিই যাও, যয়নব (রাঃ) আল্লাহর রাসূলের দরবারে গেলেন। দরজার বাইরে একজন আনসার মহিলা দাড়িয়েছিলেন। তিনিও একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ঘর থেকে বিলাল (রাঃ) বের হয়ে এলেন। তারা দু'জন সাইয়িদিনা বিলাল (রাঃ) কে অনুরোধ করলেন আপনি আল্লাহর রাসূলকে বলুন দুজন মহিলা অপনার নিকট থেকে জানতে চাচ্ছে যে, তারা তাদের স্বামী এবং তাদের পরিবারভূক্ত এতিম সন্তানদেরকে কি সাদকা প্রদান করতে পারবে ? বেলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর দরবারে তাদের প্রশ্ন পেশ করলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কে?

বিলাল (রাঃ) বললেন একজন আনসার মহিলা এবং অপরজন যয়নব (রাঃ)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পুরনায় জিজ্ঞাসা করলেন কোন যয়নব?

বিলাল উত্তর দিলেন আবদুল্লাহ বিন মাসউদের সহধর্মিনী।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তারা দ্বিগুন সওয়াব পাবে। এক আত্মীয়তার দুই সাদকার।

www.pathagar.com

আইয়ামে জাহিলিয়াতে লোকজন শিরক ও কুফরী কালেমার দ্বারা ঝাড়ফুক এবং তাবিজ–তুমার করত। তাই আল্লাহর রাসূল এ জাতীয় কাজকে শয়তানের আমল আখ্যায়িত করেছেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়েত মোতাবেক রাসূলে খোদা আল্লাহর নামে ঝাড়ফুক প্রদান করার এবং তার বিনিময় গ্রহণ করারও অনুমতি প্রদান করেছেন।

যয়নব বিনতে আবু মা'বিয়া অসুস্থ হলে নিজের জন্য ঝাড় ফুক ও তাবিজ তুমার করতেন। কিন্তু স্বামী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ তা মোটেই পছন্দ করতেন না। একদিন যয়নব এক মহিলার নিকট থেকে নিজেদের জন্য একটা তাগা ফু দিয়ে রেখেছিলেন। স্বামী তার গলায় তা দেখতে পেয়ে ভীষন রাগ করেন এবং গলা থেকে টান দিয়ে তা ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন এ সব শয়তানী আমল। তুমি আবদুল্লাহর খান্দানের। তুমি শিরক থেকে মুক্ত । আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঝাড়ফোক , তাবিজ প্রভৃতি এবং আমলে হুব শয়তানের আমল । যেরূপ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন সে রূপ তোমার করা উচিত ছিল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন,

اذهب الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ لَايُغَادِرُ سَقَمًا

হে মানুষের প্রভূ ! কষ্ট দূর করে দিন। আরোগ্য করুন। আপনি আরোগ্যকারী । আপনার আরোগ্য ছাড়া কোন আরোগ্য নেই। এমন ভাবে আরোগ্য করুন যাতে কোন কষ্ট বাকী না থাকে।

যয়নব বিনতে আবুমা'বিয়া আল্লাহর রাসূলের প্রতি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। সময় সময় তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) –এর দরবারে আসতেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে খুব স্নেহ করতেন। শুধু তাকে নয় তার স্বামী আবদুল্লাহ বিন মাসউদকে তিনি অত্যধিক ভালবাসতেন। স্বামী আল্লাহর রাসূলের খাস খাদিম ছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) দারুল আরকামে অবস্থানের পূর্বে আবদুল্লাহ রেসালতে মুহাম্মদীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে মুসলমানদের সংখ্যা 'ছয়তে উন্নিত করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর খাদিম হিসেবে তিনি সফরের সময় ওযুর পানির ব্যবস্থা করতেন এবং জুতা প্রভৃ'তির হেফাযত করতেন। রাসূলুল্লাহ তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর খাস মেহেরবানী এবং স্নেহ ধন্য ছিলেন আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং তাঁর স্ত্রী যয়নব । রাসূলে খোদার মাথা দেখার বা মাথায় তাঁর উকুন আছে কিনা

www.pathagar.com

তা দেখার অনুমতি যয়নবের ছিল। একদিন রাসূলুল্লাহর দরবারে কতিপয় আনসার মহিলা সহ যয়নব উপস্থিত ছিলেন। তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর মাথা দেখার অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হল কিন্তু যয়নব হাত বন্ধ রেখে আনসার মহিলাদের সাথে কথা বলতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ মহব্বতের সাথে বললেন তুমি চোখের দ্বারা কথা বলনা। কাজ কর এবং কথাও বল।

যয়নব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি উমর বিন খাত্তাব (রাঃ), আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এবং উম্মুল মুমিনীন আয়শা (রাঃ)-এর বরাত দিয়েও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যয়নব (রাঃ) মৃত্যুকাল জানানেই। আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন এবং জান্নাতে স্থান দান করুন। আমিন।

যিনিরা রুমিয়া

সুফিয়ান (রাঃ) বিন আবদুল্লাহ ছাকাফী (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাকে এমন কোন কথা বলুন যাতে আপনার ছাড়া অন্য কাউকে এ সম্পর্কে কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করি, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ বল, আমি অল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। অতপর তাতে দৃঢ়পদ থাক।

---আল হাদীস।

যিনিরা রুমিয়া (রাঃ) কৃতদাসী ছিলেন। বনু মাখদুম খান্দানের কোন গৃহে তিনি দাসীগীরি করতেন। তাঁর কোন বন্ধু বান্ধব বা আত্নীয়-স্বজন ছিলনা। তিনি ভিনদেশীয় সহায় সম্বলহীন মহিলা ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে অসাধারণ মন-মানসিকতা দিয়েছিলেন।

যিনিরা (রাঃ) ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাতে আরব সরদারগন খুব রাগান্বিত হয়েছিলেন। আবুজেহেল তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য নিত্য

www.pathagar.com

নতুন পরিকল্পনা রচনা করত। ইসলাম ত্যাগ করার জন্য তাকে আহবান করা হত। তিনি শিরক কবুল করার কথা অস্বীকার করতেন এবং এ অপরাধের (?) জন্য তাকে সীমাহীন নির্যাতন করা হত। কিন্তু আল্লাহর এ দাসী ইসলাম ত্যাগ করার চেয়ে দৈহিক নির্যাতন কবুল করে নিয়েছিলেন। তার মনের অনবদ্য প্রশ্ন ছিল, যে মাথা আল্লাহ্‌র জন্য নত হয়েছে সে মাথা গায়রুল্লাহর কাছে কি নত হবে ? যে মনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা স্থান পেয়েছে, সে মনের অঙ্গনে কি করে কুফর প্রবেশ করতে পারে? তিনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করতে রাজি ছিলেন না।

আল্লাহ ও তার রাসূলের দুশমনেরা তাকে.এত বেশী দৈহিক নির্যাতন করেছিল যে, তাতে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। আবুজাহেল তাকে ঠাট্টা করে বলতঃ লাত ও উজ্জা তোমাকে অন্ধ করেছে। সত্য দ্বীনের রাস্তায় সুদৃঢ় এ মহিলা জবাব লাত ও উজ্জা পাথরের মূর্তি। কে তাদের পূজা করল এবং কে তাদের পূজা করলনা তা তারা কি করে জানবে? আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়েছে, আল্লাহর হুকুমে এ বিপদ আমার উপর এসেছে। আল্ল।হ চাইলে আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম। দ্বীনের পরিভাষায় যাকে 'ইস্তাকামাত' -- চরম কষ্টের সময় দ্বীনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা প্রদর্শণ এবং ঈমানের দাবী পূরণ করাকে বলা হয়। তার বুলন্দ মনযিলে তিনি অবস্থান করতেন, তাঁর শানে ইস্তেকামাত আল্লাহর দরবারে খুব মকবুল হয়েছিল । তিনি কাফেরদের সীমাহীন নির্যাতনের সময় আল্লাহর উপর যে অবিচল আস্থা স্থাপন করেছিলেন তা আল্লাহ্ সুবহানাহুর কাছে খুব পছন্দনীয় হয়েছিল। অসীম কুদরাতের মালিক তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। পরের দিন ভোর বেলা তিনি খুব খুশী হলেন। তিনি অন্ধ নন, তিনি আশেপাশের জিনিষ সব দেখতে পাচ্ছেন।

আল্লমা ইবনে হিশাম এ ঘটনা সামান্য ভিন্ন ভবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেনঃ কাফেরগণ যে সব বে-ইয়ার ও মদদগারহীনের উপর অকথ্য জুলুম নির্যাতন করত যিনিরা (রাঃ) তাদের একজন। আবুবকর (রাঃ) তাকে খরিদ করে আযাদ করে দিয়ে ছিলেন। আযাদ হওয়ার পর তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তাতে মুশরিকগণ তাকে হাঁসি ঠাট্টা করে বলতেন লাগল, লাত ও উজ্জা তাকে অন্ধ করে দিয়েছে। তিনি তাদের কথা শুনে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম লাত ও উজ্জা কারও কোন লোকসান বা কারও কোন কল্যান করতে পারেনা পুনরায় তিনি তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেয়েছিলেন।

উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-ও নিজে ইসলাম কবুল করার পূর্বে এ মহিলাকে মারধোরকরতেন।

www.pathagar.com

তার এ অসামান্য কষ্ট সহ্য করার কারণে অবশ্যই আল্লাহ্ তার এ বান্দীকে আখেরাতের যিন্দেগীতে বুলন্দ মর্যাদা দান করবেন। যে সব মুসলিম মেয়ে স্বামী দেবতাকে (?) সন্তুষ্ট করার জন্য বা স্বামীর নির্যাতনকে ভয় করে আল্লাহ্র হুকুমের বিপরীত অনেক কাজ করেন তারা যিনিরা (রাঃ)-এর জীবন থেকে সবক হাসিল করুন। দুনিয়ার অস্থায়ী আরাম আয়েশের চেয়ে আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির আকাঙ্খা তাদের মনে জাগরিত হোক।

রুবাই (রাঃ) বিনতে নদর

নাম ও পরিচিতি

রুবাই (রাঃ) নাম, পিতা নদর বিন দামদাম বিন যায়েদ বনু নাজ্জার গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খাদিম আনাস (রাঃ) বিন মালিক তার আপন ভাতিজা এবং শহীদে ওহুদ আনাস বিন নদর তার আপন ভাই ছিলেন।

বনু নাজ্জার গোত্রের সারাকা বিন হারিসের সাথে তার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তার গর্ভে হারসা (রাঃ) জন্ম লাভ করেন। রেসালতে মুহাম্মদীর পূর্বেই স্বামী সারাকা ইন্‌তিকাল করেন।

ইসলাম গ্রহন

রুবাই (রাঃ) বিনতে নদরের ইসলাম গ্রহণের সঠিক সময়কাল জানা যায় নি। অনুমিত হয় যে তিনি হিযরতের পূর্বে তার কিঞ্চিত পর ইসলাম কবুল করেছেন। তাঁর সাথে তার পুত্র হারসাও পয়গামে মুহাম্মদী (সাঃ) গ্রহণ করে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

রুবাই (রাঃ) বিনতে নদর এতিম পুত্র হারসা (রাঃ)-কে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। খুব যতণ্ব মনযোগ সহকারে তিনি তার লালন পালন করেন। পুত্রও মাকে অত্যধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। সর্বাবস্থায় মায়ের আদেশ নিষেধ মেনে চলতেন।

www.pathagar.com

হিযরী ২য় সন মক্কার পৌত্তলিক রাষ্ট্র মদীনা তাইয়েবার ইসলামী রাষ্ট্রকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলার জন্য এক বিরাট বাহিনী নিয়ে বদরের ময়দানে উপনীত হয়। আল্লাহর রাসূল শত্রুদের আক্রমন প্রতিরোধ কারার জন্য মুষ্টিমেয় মুসলমানদেরকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ স্থলে উপনীত হন। রুবাই বিনতে নদর তার কলিজার ধন একমাত্র পুত্র হারসা (রাঃ) কেও যুদ্ধের ময়দানে পাঠান। ঈমানের দাবী হল ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনবোধে জান মাল কোরবান করতে হবে। বিধবা রুবাইর সম্পদ নেই। একমাত্র সম্পদ হল তার প্রিয় পুত্র হারসা (রাঃ) কিন্তু হারসার (রাঃ) কোন যানবাহন ছিলনা। তিনি যুদ্ধের ময়দানে কিভাবে যাবেন? রাসূলুল্লাহ সমস্যার সমাধান করে দিলেন। হারসা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পেছনে আরোহনকরলেন।

যুদ্ধের ময়দানে হারসা বিন সুরাকা পানি পান করার সময় শত্রু পক্ষের দ্বারা তীরবিদ্ধ হন। তীরের জখম থেকেই তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। তীর তার গলা বিদ্ধ করেছিল। তার ঘাতকের নাম ছিল হাববান বিন আল আরাকা। তিনি এভাবে মরজগত থেকে আখিরাতের চিরন্তন এবং অফুরন্ত জীবনের দিকে যাত্রা করেন। কামনা করেও যে জীবন লাভ করা যায় না তিনি সে জীবন লাভ করলেন। সত্যই আল্লাহতাআলা বলেছেন-

وَلَا تَقُوْلُ لو لِمَنْ يُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ
لَاتَشْعُرُوْنَ (بقرة-١٥٢)

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলনা, প্রকৃতপক্ষে এসব লোক জীবিত, কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা নেই।"

পুত্রের শাহাদাতের খবর রুবাই (রাঃ) কে খুব ব্যথিত করে ছিল। তার মনে হল পুত্রের জন্য প্রান ভরে কাঁদবেন। চিৎকার করে লোক জড় করবেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। মন যা চায় তাত একজন মুসলমান করতে পারে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যদি অপচ্ছন্দ করেন? যদি রাসূলে খোদা অসন্তুষ্টে হন। তাই রাসূলে খোদাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করবেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে তিনি তার কাছে যাবেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিজয়ী বেশে বদরের ময়দানে থেকে ফিরে এলেন। আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তার অল্পসংখ্যক গোলামদেরকে অসংখ্য শত্রু

www.pathagar.com

সেনার উপর বিজয় দান করেছেন। কিন্তু তার সাথে কতিপয় প্রিয় সাথীদের হারানর ব্যথাও রয়েছে। ছয়জন মুহাজির এবং আটজন আনসার তিনি হারিয়েছেন। তারা শাহাদাতের চাদর গায়ে দিয়ে জান্নাতে চলে গিয়েছেনে। তাদের কথা মনে হলে তিনি ব্যথিত হন। আল্লাহর রাসূলের সাথে মুলাকাত করার জন্য রুবাই দৌড়ে এলেন। তিনি নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হারিসা আমার প্রিয় সন্তান। সে আমার বাধ্য ও অনুগত ছিল। তাঁর বিচ্ছেদ ব্যথ্যা আমার হৃদয়ে কত বেশী তা অপনি জানেন। আমি তার মৃত্যুতে শোক গাইতে চেয়েছিলাম । তারপর মনে হল হারিসার অবস্থা আপনার থেকে না জানা পর্যন্ত নীরব থাকব। যদি সে জান্নাতে অবস্থান করে তা হলে আমি ছবর করব। যদি সে জাহান্নামে গিয়ে থাকে তাহলে আমি তার শোকে কি অবস্থা করব তা একমাত্র আল্লাহ জানেন।

হুজুর (সাঃ) বললেন, তুমি কি বলছ? সে জান্নাতুল ফেরদউসে রয়েছে।

আল্লাহর রসুল (সাঃ)-এর এ সুসংবাদ শুনার পর রুবাই অত্যন্ত প্রফুল্ল হলেন। তিনি আনন্দের আতিশয্যে বললেন বখঃ বখঃ! ইয় হারসা -- বাহ! বাহ! ইয়া হারসা।

রুবাই আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমি কখনও হারসার জন্য কাঁদবনা।

আল্লাহ তাকে ধৈর্য্যর পাহাড়াদান করেছিলেন ।

রুবাই (রাঃ)-এর জীবনের আরও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি এক আনসার মেয়ের দাঁত ভেংগে ফেলেছিলেন। আল্লাহর রাসূলের দরবারে বিচার দেয়া হয় । বিচারের রায় রুবাই (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে গিয়েছিল। কাসাসের নিয়ম অনুযায়ী দাতের বদলে দাত দিতে হয়। তার সাহোদর আনাস (রাঃ) বিননদর যিনি পরবর্তী কালে ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, বোনকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। তিনি বোনের জন্য শপথ করলেন, আল্লাহর কসম। রুবাইর দাঁত ভাংগা যাবেনা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এটা আল্লাহর বিধান। যদি অভিযোগকারী বিনিময় কবুল করতে রাজী হয় তাহলে কাসাস প্রত্যাহার করা যাবে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী বাদী ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে রাজী হয়ে গেল এবং রুবাই 'কাসাস' থেকে বেঁচে গেলেন, রাসূলুল্লাহ বললেন, আল্লাহর কোন কোন বান্দা এমন যে, যখন তারা কোন কসম খেয়ে বসে তখন আল্লাহ তা পূরণ করে দেন, ধৈর্য্য ও সবরের প্রতীক এবং ইসলামের রঙে রঞ্জিত এ মহিলার জন্য কোন তথ্যাদি পাওয়া যায়নি ।

www.pathagar.com

রুবাই বিনতে মুয়াওয়িজ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَازِين معهُ اَشِرَةٌ عَلِي الكفار وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح)

–" মুহাম্মাদ এবং তার সঙ্গী সাথীগন কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মাঝে পরস্পর রহমশীল ।" ---আল কুরআন

পরিচিতি

রুবাই (রাঃ) প্রখ্যাত সাহাবী মুয়াওয়িজ বিন হারেস বিন রুকায়ার কন্যা। তিনি খাজরাজ গোত্রের নজর বংশে জন্মগ্রহন করেন। পিতা মুয়াওয়িজ ও চাচা মাআজ (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) এবং তার প্রচারিত দ্বীন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তারা নিজেদের জীবন কুরবান করে এক অমর ও অম্লান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তারা দুশমনে খোদা আবু জেহেলকে বদরের যুদ্ধে বাজপাখীর মত উড়ে গিয়ে হত্যা করেন। একই যুদ্ধে মুয়াওয়িজ শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। এবং মাআজ (রাঃ) গুরুতর রূপে আহত হন । নবী করীম (সাঃ)–এর শত্রু আবু জেহেলকে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য এ দু'ভাই নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন বিধায় মুসলমানগন রুবাইকে স্নেহ ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। আবদুর রহমান (রাঃ) বিন আউফ এ ঘটনার বিবরণ এভাবে দিয়েছেন।ঃ

আমি যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দু'জন আনসার যুবক আমার উভয় পার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন। তাদের মধ্য থেকে একজন যুবক আমাকে জিজ্ঞাসা করল, চাচা! আবু জেহেল কোথায় ? আমি বললাম হে ভাতিজা তার নিকট তোমার কি প্রয়োজন ? যুবক বলল, শুনেছি সে আল্লাহ্র রাসূলকে গালি দেয়। আল্লাহর কসম অমি যদি তাকে পাই তাহলে অবশ্যই তাকে নিহত করব, না হয় এ প্রচেষ্টায় আমি আমার প্রাণ কুরবান করব। অপর যুবকও অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করল। আমি তাদের প্রাণ উৎসর্গকারী ইচ্ছা দেখে অবাক হলাম। আবু জেহেল সৈনিকদের সারিতে ঘোরা ফেরা করছিল আমি ইশারা করে যুবকদ্বয়কে দেখায়ে দিলাম । তারা বাজ পাখীর ন্যায় নিমেষে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং তাকে ধরাশায়ী করে দিল। অতপর তারা নবী করীম (সাঃ)–এর নিকট হাযির হয়ে আবুজেহেলের মৃত্যুর খবর দিল। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, কে হত্যা করেছে ? তারা দুজন এক যোগে উত্তর

www.pathagar.com

দিল আমরা,রাসূল (সাঃ) তলোয়ার দেখাতে বল্‌লে তারা তলোয়ার দেখাল তাতে রক্তের চিহ্ন ছিল। রাসূলে খোদা বললেনঃ অবশ্যই তোমরা দুজন তাকে হত্যা করেছ।

শাদী

বদরের যুদ্ধের পর রুবাই (রাঃ)–এর বিবাহ রাসূল (সাঃ) এর সাহাবী আয়াস বিন মকরলিসির সাথে সম্পন্ন হয়।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, বিবাহের দ্বিতীয় দিন রাসুল (সাঃ) রুবাই (রাঃ)–এর ঘরে তশরীফ আনেন। সে সময় কিছু সংখ্যক ছোট মেয়ে দফ বাজিয়ে বদরের শহীদদের স্মৃতি চারণ করে কবিতা আবৃত্তি করছিল। যেহেতু রুবাই (রাঃ)–এর পিতা ও চাচা বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাই সম্ভবতঃ তার শোক দূর করার জন্য শহীদদের পূন্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তারা কবিতা আবৃত্তি করছিল। আবৃত্তির এক পর্যায়ে মেয়েরা বললঃ

–আমাদের মধ্যে এমন নবী রয়েছেন যিনি আগামী দিনের খবর জানেন। রাসূলুল্লাহ তাদেরকে এ ধরণের কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করলেন এবং পূর্বে যা আবৃত্তি করছিল তা আবৃত্তি করতে তাদেরকে বললেন।

বিচ্ছেদ

বহুদিন দাম্পত্য জীবন যাপনের পর হিজরী ৩৫ সনে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। তিনি স্বামীকে বলেনঃ আমার যাবতীয় সম্পদের পরিবর্তে আমাকে ছেড়ে দিন। প্রস্তাব মোতাবেক স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। রুবাই (রাঃ) তাকে সবকিছুই দিয়ে দিলেন। তাঁর কাছে থাকলো শুধু একটা জ্যাকেট । স্বামী এতেও সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি উসমান (রাঃ)–র দরবারে উপনীত হয়ে ঘটনা বিবৃত করে এর প্রতিকার চাইলেন। বাদী বিবাদীর কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে তৃতীয় খলিফা উসমান (রাঃ) রুবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ তোমার ওয়াদা পূরণ কর।

আয়াসকে বললেনঃ তুমি তার চুল বাঁধার ফিতাটা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পার।

প্রাচীরের বাইরেও তাকে কাজ করতে হয়েছে

হিজরতের পূর্বেই ইসলামের এ সেবিকা ইসলাম কবুল করেছিলেন। মুসলিম মহিলা হিসেবে সেদিন তার কর্তব্য ঘরের প্রাচীরের মধ্যে ছিল না। সন্তান প্রতিপালন ও পুরুষের ঘরকন্যা করা ছাড়াও তাকে সাধারণ মুসলিম নারীর যাবতীয় সামাজিক

www.pathagar.com

কর্তব্য সম্পন্ন করতে হয়েছিল। মদীনার শিশু রাষ্ট্রের হিলালী পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য অস্ত্র ধারণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়লে তিনি যথা সাধ্য সে দায়িত্বও পালন করতেন । কঠিন সংগ্রামের মুহূর্তে মুসলিম পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন রুবাই (রাঃ)। দু'একটি যুদ্ধে নয়, প্রায় প্রত্যেকটি যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধের মাঠে পানি সরবরাহ ছাড়াও জখমী সৈন্যদের ঔষধ খাওয়াতেন এবং সেবা করতেন। শহীদ ব্যক্তিদের লাশ মদীনায় নিয়ে আসার ইনতেজামও অনেক সময় তিনি করতেন।

রুবাই (রাঃ) বিনতে মুয়াওয়িজের স্মরণশক্তি খুব প্রখর ছিল । রাসূলে করীম (সাঃ)-এর বহু সংখ্যক হাদীস তার কণ্ঠস্থ ছিল। ইসলামী সমাজ বিধানের বহু জটিল বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল। ইবনে আব্বাস, জয়নাল আবেদীন প্রমুখ সুধী ব্যক্তি তার কাছ থেকে বহু বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

ইসলামী আদর্শের একজন উঁচুদরের কর্মী হিসেবে তার জীবনে বহু গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তীক্ষ্ণ মেধা, কর্মনিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা তার চরিত্রের আকর্ষণীয় অলঙ্কার ছিল। এর সাথে প্রবল চিন্তাবৃত্তির সংযোগ ঘটে এ মুসলিম মহিলাকে সকল কালের মানুষের স্মরণীয় করে রেখেছে।

প্রতিপক্ষের তীর্যক উক্তি তিনি বরদাসত করতেন না

দ্বীন ইসলাম ও এর অনুসারীদের সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের সামান্যতম তীর্যক ইঙ্গিতও তিনি বরদাসত করতেন না। মক্কার কোরেশ গোত্রের সরদার আবু জেহেল বদরের যুদ্ধে নিহত হয়। রুবাই (রাঃ)-এর পিতা প্রতিপক্ষের নেতাকে হত্যা করার গৌরব অর্জন করেছিলেন। একদিন আসমা নাম্নী এক আতর ব্যবসায়ী অমুসলিম মহিলা তার ঘরে এসে এ তথ্য অবগত হয় যে রুবাই (রাঃ) আবুজেহেলের নিধনকারীর কন্যা । এতে কোরেশ গোত্রের মেয়েটি খুব রাগান্বিত হয়ে তাঁকে বলেঃ তুমি আমাদের সরদারের হত্যাকারীর কন্যা।

রুবাই (রাঃ) যে জবাব দিলেন তা ছিল আরও শক্ত ও কঠিন। আবু জেহেলকে সরদার আখ্যায়িত করায় তিনি শক্ত জবানে তাকে শুনিয়ে দিলেনঃ সরদার নয়, গোলামের হত্যাকরীর ।

www.pathagar.com

আতর নয় দুর্গন্ধের কৌটা

আসমা রুবাই (রাঃ)–এর কাছে এরূপ উক্তি কখনও আশা করেনি। তার কাছে এ অপ্রত্যাশিত ব্যবহার বেআদবী বলেই মনে হল। অপমানের তীব্র জ্বালা কিভাবে প্রশমিত করা যায় তা চিন্তা করে ঠিক করল যে, আর কখনও তার কাছে আতর বিক্রয় করবে না। প্রকাশ্যে সে রুবাই (রাঃ) কে কথাটা বলে ফেলল। তার ধারণা ছিল, তিনি এতে হয়ত নিজেকে অপমাণিত বোধ করবেন। কিন্তু তিনি আসমাকে জবাব দিলেনঃ তোমার কাছ থেকে কিছু খরিদ করা আমার জন্য হারাম । এখানেই তিনি চুপ করলেন না, আরও একটু অগ্রসর হয়ে বললেনঃ তোমার কাছে যা আছে,তা আতর নয়, বরং দুগন্ধের কৌটা। আসমা জবদ হয়ে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে চলেগেল।

নবী (সাঃ) তাঁকে স্নেহ করতেন

নবী (সাঃ) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন, কোন কোন সময় তার ঘরে যেতেন। একবার নবী করীম (সাঃ) ওযুর পানি চাইলেন । রুবাই খুব মহব্বত শ্রদ্ধা ও আন্তরীকতার সাথে পানি ঢেলে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–কে ওযু করালেন।

রুবাই (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) কে বে–ইনতেহা মহব্বত ও শ্রদ্ধা করতেন। একদিন তিনি কিছু ফল আল্লাহর রাসূলকে উপহার দিলেন। আল্লাহর রাসূল তাকে কিছু সোনা প্রতি উপহার দিলেন।

তিনি হোদাইবিয়ার সন্ধি ও বাইয়াতে রেদওয়ানের সময় নবী করীম (সাঃ)–এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি সে সব নিবেদিত প্রাণ সাহাবী এবং সাহাবীয়ার অন্তর্গত যাদের সম্পর্কে আল্লাহতালা তার সন্তষ্টি পবিত্র কোরআন শরীফে বর্ণনা করেছেনঃ

– " আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তষ্ট ছিলেন যারা গাছের নীচে আপনার নিকট বাইয়াত করছিলেন। "

রুবাই (রাঃ)–এর ওফাতের তারিখ জানা যায়নি। তিনি উসমান (রাঃ)–এর খেলাফত কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন,

রুবাই (রাঃ)–এর উন্নত চরিত্র এবং ইসলামী জীবন ব্যাবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তার ত্যাগ আদর্শবাদী মানুষকে তার আসল লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রেরণা যোগাবে।

www.pathagar.com

আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)–এর পৌত্র আবু ওবায়দা বিন মুহাম্মদ একদিন রুবাইকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর চেহারা মোবারক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। রুবাই (রাঃ) জবাব দিলেনঃ

'হে পুত্র! তুমি তাকে অবলোকন করলে তোমার মনে হত সূর্য যেন উদিত হচ্ছে।'

আল্লাহর রাসূলের মহববতের সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এ বিপ্লবী মহিলাকে আল্লাহ্ জান্নাতের বুলন্দ মোকামে স্থান দান করুন।

●

লাইলী বিনতে আবু হাস্‌মা

– যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে তাহলে আমি তোমাকে মিথ্যা বাদিনী মনে করতাম। ---আল–হাদীস

লাইলী বিনতে আবিহাস্‌মা উম্মে আবদুল্লাহ নামে সমধিক পরিচিত। তিনি কোরায়েশের বনূ আদি গোত্রের মেয়ে। তার পিতামহ গানম বিন আমের বিন আবদুল্লাহ বিন উবায়েদ বিন আওয়েজ বিন আদি বিন কাআব বিন লুম্মি।

তাঁর শাদী বানি আনিয খান্দানের আমের (রাঃ) বিন রাবেয়াতূল আনযির সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ওমর ফারুক (রাঃ)এর পিতা খাত্তাব লাইলীকে পালক কন্যা বানিয়েছিলেন।

নবুওয়াতে মুহাম্মদীর রওশন চেরাগ প্রজ্জলিত হওয়ার সাথে সাথে যারা জাহেলিয়াতের ঘৃনিত জীবন ত্যাগ করে দ্বীন ইসলামের উন্নত মতাদর্শ জীবনের একমাত্র বিধান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে লায়লী (রাঃ) এবং তার স্বামী আমের (রাঃ)–ও শামিল ছিলেন। মক্কার পৌত্তলিক ধর্মীয় রাষ্ট্রের কর্তাদের ইঙ্গিতে মুষ্টিমেয় নওমুসলিমদের উপর যুলুমের যে বারিবর্ষন হয়েছিল তা হাঁসি মুখে

www.pathagar.com

ধৈর্য সহকারে মোকাবেলা করেছিলেন লায়লী এবং তার স্বামী। পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটলে আল্লাহর রাসূল মজলুম মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার হুকুম দেন। লায়লী এবং তার স্বামী স্বদেশের মহব্বত ত্যাগ করেন এবং আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যাবার পূর্বমুহূর্তে উমর ফারুক (রাঃ)–এর সাথে লায়লী (রাঃ)–এর সাক্ষাৎ হয়েছিল। লায়লী (রাঃ) তখন উটের পিঠে আরোহণ করেছিলেন। উমর ফারুক (রাঃ) তখনও মুসলমান হননি। বরং তিনিও মুসলামানদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন করছিলেন। তিনি লাইলী কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আবদুল্লাহর মা কোথায় যাবে? লায়লী (রাঃ) গন্তব্যস্থান গোপন রেখে বললেনঃ তোমরা আমাদেরকে অনেক যুলুম করেছ তাই আমরা স্বদেশ স্বজন ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যেখানে আশ্রয় পাব সেখানে যাব। যতক্ষণ না আল্লাহ মুসলমানদের অসহায় অবস্থার পরিবর্তন করবেন ততক্ষণ আমরা ভিনদেশে থাকার ইচ্ছা করেছি। অল্লাহর রাজ্য সংকীর্ণ নয় ।

মযলুম বোনের বিদায়ী কথা উমরের কঠিন হৃদয়ে একটু রেখাপাত করল। হয়ত ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হলেন। বোনকে বললেনঃ আল্লাহ তোমার সহায় হোন।

খাত্তাবের গাধা মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত উমর মুসলমান হবে না

স্বামী আমের (রাঃ)একটু দূরে ছিলেন। অল্পক্ষণ পর তিনি এলেন। লাইলী স্বামীকে ঘটনা বললেন। আমের (রাঃ) উমরের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মোটেই আশাবাদী ছিলেন না। তিনি ঘটনা শুনে স্ত্রীকে বললেন , খাত্তাবের গাধা ঈমান কবুল না করা পর্যন্ত উমর মুসলমান হবেনা। অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে উমর (রাঃ)–এর ইসলাম কবুল করা খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। যেরূপ গাধার পক্ষে ইসলাম কবুল করা কঠিন সেরূপ উমরের পক্ষেও ঈমান গ্রহণ করা কঠিন। লায়লী আশাবাদী ছিলেন, তিনি বললেন, আমাকে দেখে উমর খুব বিচলিত হয়েছেন, হয়ত আল্লাহ তার অন্তর পরিবর্তন করে দিবেন।

আমের স্ত্রীকে বললেনঃতুমি কি চাও ওমর মুসলমান হোক ?

লায়লী (রাঃ) ইতিবাচক জবাব দিলেন, বলাবাহুল্য আল্লাহ লায়লীর আকাঙ্খা পূরণ করলেন। এ ঘটনার এক বছরের মধ্যে উমর (রাঃ) ইসলাম কবুল করেন।

তারা অবিসিনিয়ায় তিন চার মাস ছিলেন, খবর পেলেন মুসলমান ও কোরায়েশদের মধ্যে শান্তি চুক্তি হয়েছে। প্রবাসী মুসলমানগণ এ মিথ্যা খবর শুনে

www.pathagar.com

খুবই আনন্দিত হলেন। খবরের সত্যতা যাচাই না করে তাদের কিছু সংখ্যক মক্কায় ফিরে এলেন। লয়লী ও তার স্বামী প্রত্যাবর্তন কারীদের সাথে ছিলেন। মক্কা ফিরে এসে আরও বেশী বিপদে পড়লেন। পূর্বের তুলনায় কাফেরগণ মুসলমানদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেশী করে দিয়েছিল। নবী করীম (সাঃ) নির্যাতিত মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ার দিকে দ্বিতীয়বার হিজরত করতে হুকুম করলেন। ছয় হিজরী সনে প্রায় একশত নির্যাতিত ভাই বোনদের সাথে লায়লী (রাঃ) এবং তার স্বামী পুনর্বার আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করেন। তারা আবিসিনিয়ায় বছর কয়েক ছিলেন। মুসলমানদের মদীনার দিকে হিজরত করার দিন কয়েক পূর্বে লায়লী এবং তার স্বামী কিছু সংখ্যক মুসলমানের সাথে মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

নবীকরীম (সাঃ) তাকে স্নেহ করতেন। কোন কোন সময় তিনি তার ঘরে তশরীফ আনতেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে লায়লী (রাঃ) তার শিশু পুত্রকে ডেকে বললেন, এদিকে এস তোমাকে কিছু দেব। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি তাকে কি দিতে চেয়েছিলে ? তিনি বললেন খেজুর । নবী করীম (সাঃ) তাকে বললেন যদি তুমি তাকে কোন কিছু না দিতে তাহলে আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করতাম।

লায়লী (রাঃ) দ্বীন ইসলামের জন্য সব ধরণের বাধা বিপত্তি নিরবে সহ্য করেছেন। বারবার ইসলামের আহবানে সারা দিয়েছেন এবং স্বদেশ ও স্বজনকে ত্যাগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। মুসলমানদের সুখ দুঃখ, হাঁসি কান্না এবং উন্নতি অবনতির সাথে তিনি নিজেকে সংযুক্ত করেছিলেন। লায়লী এবং তার স্বামী তিন বার হিজরত করেছেন। তিন তিন বার হিজরত করার সৌভাগ্য খুব কম সংখ্যক মুসলমান হাসিল করেছেন। আল্লাহ তার উপর সদয় হোন।

তার জীবনের অধিক বৃত্যান্ত বা মৃত্যুর তারিখ এবং তার বিবরণ জানা যায়নি।

www.pathagar.com

বনু আদী গোত্রের দাসী লুবইয়ানা (রাঃ)

নবুওয়াতের সূর্য্য কিরণ যে সব নারী পুরুষের মন আলোকিত করেছিল তাদের মধ্যে লুবইয়ানা (রাঃ) শামিল রয়েছেন। তিনি বনুআদী গোত্রের দাসী ছিলেন। সমাজে তার কোন মর্য্যাদা ছিলনা। দিন ও রাত তার যুলুমের মধ্যে অতিবাহিত হত। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু তাকে এক পূত পবিত্র মন দান করেছিলেন। যখন রাসূলে খোদা (সাঃ) মানবতার মুক্তির পয়গাম পেশ করলেন তখন দাসী লুবইয়ানা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আল্লাহর দ্বীনকে কবুল করলেন। তিনি ভালভাবে বুঝে লা–ইলাহা ইল্লালাহু পাঠ করেছিলেন। তিনি ভালভাবে জানতেন কালেমা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর মধ্যে মানবতার স্থায়ী কল্যান নিহিত রয়েছে। এ কালেমা উচ্চারণ করার সাথে সাথে সমাজের হোমরা চোমরাগণ তার উপর ঝাপিয়ে পড়বে তা তিনি জানতেন। সমাজপতিদের ভীতি তাদের রক্ত চক্ষু তাকে আল্লাহর পথ থেকে কখনও বিচ্যুত করতে পারেনি এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) –এর অনুগত্য করা থেকেও কোনভাবে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি ইস্পাত কঠিন সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর দ্বীনকে গ্রহণ করলেন। তিনি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে নির্যাতিত মানবতা নবুওয়াতে মুহাম্মদীর আবে হায়াত পান করে যুলুমের সিয়া দরিয়া অতিক্রম করতে সক্ষম হবে । যুগ যুগ ধরে অত্যাচারী মানুষের সীমাহীন অত্যাচারে শোষিত ও অত্যাচারিত মানবতাকে একমাত্র ইসলাম উদ্ধার করতে পারে তা বনু আদী গোত্রের দাসী বুঝতে পেরেছিলেন । যে অসহনীয় বোঝার দুরন্ত চাপে মানবতা ধূলির সাথে মিশে গিয়েছে সে বোঝা নির্যাতিত মানুষের পিঠ থেকে অপসারিত করার জন্য আল্লাহর নবী যে দুনিয়াতে আগমণ করেছেন তা তিনি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

মুওকম্ম বিন হাবিবের দাসী লুবইয়ানা (রাঃ) কালেমা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করার সাথে সাথে তার সংকীর্ণ দুনিয়া আরও সংকীর্ণ হয়ে গেল। আশেপাশের লোকজন তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল।

একজন দাসী কেন এত সব বুঝতে চাইবেন? তিনি কেন সমাজ পতিদের অনুমতি না নিয়ে নতুন রাস্তায় পা ফেললেন ? এ অধিকার তাকে কে দিল? এ সাহস তিনি কোথা থেকে পেলেন ? মুহাম্মদ (সাঃ)–এর দলভূক্ত তিনি কেন

www.pathagar.com

হলেন ? নির্যাতনের দ্বারা তারা তাকে আল্লাহর দ্বীন থেকে ফিরিয়ে রাখতে চাইল। তিনি হরদম মারপিটের শিকার হলেন। তারা তার দিন রাতের আরাম হারাম করে দিল। উমর বিন খাত্তাব তখনও মুসলমান হননি। তিনি ইসলামের ঘোর শত্রু। ইসলামকে আরবের সরজমিন থেকে উচ্ছেদ ও উৎখাত করার তার সংকল্প। মোহাম্মদ (সাঃ)-কে হত্যা করবেন এবং তার অনুসারীদেরকে মার ধোর করবেন, তা হলো তার নিত্য নৈমিত্তিক কর্মসূচী। লুবইয়ানার ইসলাম গ্রহণ উমর বিন খাত্তাবকে খুব বেশী উত্তেজিত করেছিল। তিনি প্রত্যেকদিন মুওকল বিন হাবিবের গৃহে আসতেন এবং লুবইয়ানাকে হাযির করার জন্য তার প্রভূকে বলতেন। তাকে হাযির করা হলে তিনি বেহদ মারতেন। তিনি নিজে পরিশ্রান্ত হয়ে গেলে তাকে ছেড়ে দিতেন। বলতেন আমি পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছি। তাই তোমাকে ছেড়ে দিলাম,ইসলাম ত্যাগ কর নচেৎ রক্ষা নেই।

লুবইয়ানা (রাঃ) ধৈর্যের সাথে এ মসিবত বরদাস্ত করতেন । দৃঢ়তার সাথে জবাব দিতেনঃ কখনও ত্যাগ করবনা। যত হুকুম তুমি করতে চাও কর। আমি শুধু বলব, আল্লাহ যেন তোমার সাথে অনুরূপ আচরণ করেন।

এ সংবাদ আবুবকরের কানে পৌছল। তিনি খুব ব্যথিত হলেন। তিনি ছুটে এলেন নির্যাতিত মানবতাকে রক্ষা করার জন্য। তিনি অনেক অর্থের বিনিময়ে মুওকল বিন হাবিবের নিকট থেকে লুবইয়ানাকে খরিদ করে নিলেন। অতপর তাকে আযাদ করে দিলেন। লুবইয়ানা আযাদ মানুষের মর্যাদা পেলেন। তিনি ইসলামের পথে-আলোর পথে-মানবতার পথে-চলতে আর সে ভাবে বাধা প্রাপ্ত হলেন না যে ভাবে তিনি বনু আদী গোত্রের দাসী হিসেবে বার বার বাধা প্রাপ্ত হতেন। আল্লাহ সুবহানাহু আবুবকরকে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দান করুণ। মযলুমের দোয়া কখনও বিফল হয়না। লুবইয়ানার দোয়াও বিফল হয়নি। যে উমর লুবইয়ানাকে মেরে মেরে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়তেন সে উমর অচিরে কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন। আসমানী আলো এ ভাবে মানুষকে পরিবর্তন করে, পাষান হৃদয়কে বিগলিত করে, শত্রুকে বন্ধুতে রূপান্তরিত করে।

www.pathagar.com

সু'দা বিনতে কুরায়য

– "সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম বক্তা কে হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করে এবং সৎকর্ম করে, আর বলে আমি মুসলমান।

---আল–কোরআন।

খলিফাতুল মুসলিমীন উসমান (রাঃ) বিন আফফান এর খালা সু'দা বিনতে কুরায়য ইসলামের প্রাথমিক যুগে রেসালতে মুহাম্মদির প্রতি ঈমান আনেন। জেহালতের যুগে তিনি কাব্য ও কবিতার প্রতি আশক্ত ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজারের মতে তিনি উসমান বিন আফ্‌ফানকে ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। তিনি কবিতা রচনা করে উসমান (রাঃ)–কে ইসলামের প্রতি আহবান করেছিলেন।

উসমান, ইয়া উসমান; ইয়া উসমান,
তুমি সাহেবে জামাল, তুমি সাহেবে শান।
এ রাসূল আমাদের সাহেবে বুরহান।
হকের সাথে এসেছেন এ নবী মহান।
নাযিল হয়েছে তার উপর কুরআন
মান তাকে, মুগ্ধ যেন না করে আওসান।

শুধু তিনি কবিতা রচনা করে ক্ষান্ত হলেন না। বোনের পুত্রকে আল্লাহ্‌র দিকে আকৃষ্ট করার জন্য খুব আন্তরিকতা সহকারে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন হে আমার বোনের পুত্র এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল্লাহর রাসূল, অবশ্যই তার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করেন। তার প্রদীপ সত্য প্রদীপ। তার দ্বীন সাফল্যের মাধ্যম। সুদা (রাঃ) এর সহজ সরল উপদেশ উসমান (রাঃ) –এর মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি তার খালার কবিতা ও উপদেশ বাক্য খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। তিনি ঘনিষ্ট বন্ধু আবু বকর (রাঃ)–এর নিকট তার খালার পরামর্শের কথা উল্লেখ করেন। আবু বকর (রাঃ) বলেন, তোমার খালা যা বলেছেন তা সত্য। অতঃপর উসমান (রাঃ) ইসলাম কবূল করেন।

www.pathagar.com

সু'দা (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যেক মুসলিম নারী পুরুষ সু'দা (রাঃ)-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কম পক্ষে সারা জীবন ব্যাপি সাধনা করে দুনিয়ার একজন মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারলে সমাজ জীবনের ধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হত। আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হয়ে যেত।

সু'দা (রা)-এর জীবনের অন্য ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়নি। তবু তিনি একটি ঘটনার জন্য অমর হয়ে আছেন। আল্লাহ তাকে আখেরাতের যিন্দেগীতে উচ্চ মর্যদা দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

সাফা বিনতে আবদুল্লাহ

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

-" যারা বুঝে, আর যারা বুঝে না, তারা কি সমান "?

---আল-কুরআন

সাফা বিনতে আবদুল্লাহ আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবিয়াদের অন্যতম।

তিনি কোরায়েশদের আদি খান্দানের উজ্জল রত্ন। সাফা তার অষ্টম উর্ধ্বতন পুরুষ আদি বিন কাবের মাধ্যমে নবী করীমের বংশের সাথে এবং পঞ্চম পুরুষ আবদুল্লাহ বিন কিরতের মাধ্যমে উমর (রাঃ) বিন খাত্তাব-এর বংশের ধারার সাথে মিলিত হয়েছেন। তার মা ফাতেমা বিনতে ওহ্‌ব বনু মখযুম গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। আবু হাসমা বিন হোযাইফা বিন আদুয়ীর সাথে সাফা (রাঃ)-এর বিবাহ হয়েছিল। স্বামী বা পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি।

www.pathagar.com

সাফা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মক্কাশরীফে ইসলাম কবুল করেন এবং নির্যাতিত মুসলামানদের সারিতে নিজেকে বিনা সংকোচে শামিল করেন। মক্কার যিন্দেগী মুসলমানদের জন্য অসহনীয় হয়ে পড়লে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ ক্রমে যে সব মুসলামান মদীনাতে হিজরত করেছিলেন সাফা(রাঃ) তাদের অন্যতম। হিজরতের পর নবী করীম (সাঃ) তাকে 'একটি বাসস্থান দান করেছিলেন। তিনি তার পুত্র সুলায়মান রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ এ গৃহে আজীবন অবস্থান করেছেন।

কোরায়েশ গোত্রের যে মুষ্টিমেয় মহিলা লেখাপড়া জানতেন সাফা রদিয়াল্লাহু আনহা তাদের একজন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন হাফসা রাদিয়াল্লাহু অনহাকে লেখা পড়া শেখানোর জন্য এ বিদুষী মহিলাকে হুকুম করেছিলেন। তিনি খুশী মনে হুকুম পালন করলেন এবং হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে আরবী বর্নমালা শিক্ষা দান করলেন।

সাফা রাদিয়াল্লাহু আনহা ঝাড়ফোক জানতেন, বহুরোগী তার কাছে আসত। তিনি তাদের চিকিৎসা করতেন। তারা আরোগ্য লাভ করত। তিনি সাপের মন্ত্র জানতেন এবং সর্পদংশিত ব্যক্তিকে তিনি আরোগ্য করতেন। এসব ঝাড় ফোক বা মন্ত্রের মধ্যে কোনরূপ শিরক বা কুফরী বক্তব্য ছিলনা। তবুও সাফা (রাঃ) এসব ঝাড় ফোকের বৈধতা সম্পর্কে খুব সন্দিহান ছিলেন। তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি জাহেলিয়াতের যুগে ঝাড় ফোক দিয়েছি এবং সর্প দংশন করলে মন্ত্র পড়েছি, এসব মন্ত্রের মধ্যে কোন শিরক নেই, এখনও কি আমি তা করতে পারি? বলাবাহুল্য আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) তাকে অনুমতি দিলেন, শুধু তাই নয় তিনি হাফসা (রাঃ)-কে তা শিখানোর জন্য হুকুম করলেনঃ

-'' হাফসাকে যেমন লেখা-পড়া শিখায়েছ তেমনি তাকে সর্পদংশণের মন্ত্র শিখাও''।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তাঁর নৈকট্য ছিল। অল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি বারবার তাঁর ঘরে গিয়েছেন এবং সেখানে বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। সাফা (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর জন্য একটা বিছানা এবং একখানা লুঙ্গি আলাদা করে রেখেছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর ব্যবহৃত এ দুটা জিনিষ তিনি আজীবন হেফাযত করে রেখেছিলেন। তার মৃত্যুর পরও তার সন্তানগণ সম্মান ও মহব্বতের সাথে এ দুটা জিনিষের হেফাযত

করেছেন। কিন্তু উবাইয়া শাসন কর্তা মারওয়ান বিন হাকীম সাফার সন্তানদের কাছে থেকে এগুলো ছিনিয়ে নেন।

কোন প্রয়োজন হলে সাফা (রাঃ) বিনা দ্বিধায় আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর কাছে সওয়াল করতেন। খয়বর যুদ্ধের পর একদিন সাফা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী করীম (সাঃ)-এর দরবারে হাযির হলেন। তিনি তার প্রয়োজন বর্ণনা করলেন এবং তাঁকে নগদ বা পন্যের দ্বারা সাহায্য করার জন্য দরখাস্ত করলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর নিকট দেয়ার মত কোন জিনিষ ছিল না। তিনি তার অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। কিন্তু সাফা (রাঃ) বার বার সাহায্যের জন্য পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে নামাযের আযান হল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে চলে গেলেন। সাফা ব্যার্থমনোরথ হয়ে মসজিদের নিকটবর্তী তার মেয়ের বাড়ীতে গেলেন। তার জামাতা বিখ্যাত সাহাবী সুরজাবিল বিন হাসানা তখন ঘরের মধ্যে লুঙ্গি পরে বসেছিলেন। সাফা (রাঃ) নামাযের সময় জামাতাকে ঘরে বসতে দেখে চটে গেলেন। তিনি জামাতাকে মন্দ বলতে লাগলেন। সুরজবিল শ্বাশুড়ীকে বললেনঃ মা আমাকে দোষারোপ করবেন না। আমার মাত্র একটা জামা ছিল। আমি তাতে তালি লাগিয়ে দিলাম। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তা আমার কাছ থেকে ধার চেয়ে ছিলেন। আমি খালি শরীরে মসজিদে যেতে চাই না। লোকজন আমাকে খালি গায়ে দেখলে তার কারণ জিজ্ঞাসা করবে। আমি এ কথা বলতে চাই না যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমার নিকট থেকে জামা চেয়ে নিয়েছেন।

সাফা (রাঃ) একথা শুনে খুবই ব্যথিত ও বিচলিত হলেন। আফসোস করে বলতে লাগলেনঃ আমার পিতা মাতা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর জন্য কোরবান হোন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর এ অবস্থা তাতো আমার জানা ছিল না।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে সাফা (রাঃ)-এর নৈকট্য থাকার কারণে সাহাবায়ে কেরাম তাকে খুব সম্মান করতেন। উমর ফারুক (রাঃ) তাকে খুব বেশী সম্মান করতেন। তিনি খেলাফত লাভের পর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করতেন এবং তার রায়ের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। হাফিজ বিন হাজর এ সম্পর্কে ইবনে সাদের বরাত দিয়ে লিখেন, উমর (রাঃ)-এর নিকট সাফা (রাঃ) এবং তার রায়ের খুব মর্যাদা ছিল। তিনি তাকে বাজার পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

উমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালের একটা ঘটনা। সাফাকে তিনি দরবারে তলব করলেন। সম্ভবতঃ তাকে কিছু দান করার জন্য আহবান করেছিলেন। সাফা (রাঃ)

www.pathagar.com

যখন দরবারে পৌছলেন তখন কোরায়েশ গোত্রের আতীকা (রাঃ) বিনতে উসায়দাও ঘটনাচক্রে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উমর (রাঃ) তাদের উভয়কে এক একটি চাদর দান করলেন। আতিকা (রাঃ) কে তিনি উৎকৃষ্টমানের চাদর দিলেন। একটু নিম্ন মানের চাদর পেয়ে সাফা(রাঃ) খুব বিরক্ত হলেন। তিনি খুব স্পষ্ট .বাদী মহিলা ছিলেন। বিনা সংকোচে তিনি তার ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। বললেনঃতোমার হাতে ধুলা বলি পড়ুক। অমি আতিকার চেয়ে পুরান মুসলমান, আমি তোমার চাচার মেয়ে। অধিকন্তু তুমি আমাকে দরবারে আহ্বান করেছ। আতিকা ঘটনা চক্রে এখানে এসছে। অথচ তুমি আতিকাকে আমার চেয়ে মূল্যবান উপহার দিয়েছ। উমর (রাঃ) সাফার তীব্র সমালোচনা শুনে বিরক্ত হলেন না। বরং তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেনঃ আল্লাহর শপথ এ চাদর তোমার জন্য রেখেছিলাম। কিন্তু আতীকা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর খান্দানের বিধায় আমি তাঁকে অধিক সম্মান প্রদর্শণ করার জন্য অধিক মূল্যবান চাদর দিয়েছি। সাফা (রাঃ)এর জওয়াব শুনে নিরুত্তর হলেন।

সাফা (রাঃ)-এর মৃত্যুকাল সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। সম্ভবতঃ উমর (রাঃ)-এর খেলাফতের শেষ দিকে বা উসমান (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম দিকে ইন্তেকাল করেছেন। তার এক ছেলে সোলায়মান এবং এক মেয়ে প্রখ্যাত সাহাবী সুরজাবিল বিনহাস নার স্ত্রী, -এর উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

তিনি কতিপয় হাদীস আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এবং উমর (রাঃ)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তার নিকট থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে রয়েছেন উসমান (রাঃ) উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রাঃ) আবু সালমা, আবু ইসহাক, পুত্র সুলায়মান(রাঃ) এবং পৌত্র আবু বকর প্রমুখ।

www.pathagar.com

সাফানা বিনতে হাতিম

وَكَانَتْ اَسْلَمَتْ وَاَحْسَنَتْ اِسْلَامَهَا

–" তিনি [সাফানা] (রাঃ) ইসলাম কবুল করলেন এবং তা সৌন্দর্যের সাথে সম্পন্ন করলেন।" ---হাফেয ইবনে হাজার

সাফানা আরবের মশহুর দাতা হাতিম তাঈ –এর কন্যা। তাঁর নসবনামা হল, হতিম বিন আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন হাসরাজ বিন আমরাউন বিন কায়েস'রাবিয়া বিন জারদাল বিন সা'ল বিন আজর বিন ইয়াগুস বিন তাঈ।

'তাঈ' ইয়েমেনের একটি গোত্র। হাতিম ছিলেন ঐ তাঈ গোত্রের সারদার। হাতিম নিজের গোত্রের সকল লোকজনসহ ইসায়ী ধর্মে দীক্ষিত হন। আখেরী নবীর রেসালতের পূর্বে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তার পুত্র আদি 'তাঈ' গোত্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হিজরী ৯ সনে আলী (রাঃ)–এর নেতৃত্বে অল্প সংখ্যক সৈন্য তাঈ গোত্রে প্রেরণ করেন। মুসলিম সৈন্যের আগমনের সংবাদ পেয়ে আদি তার পরিবার পরিজনহসহ পালিয়ে যান। পলায়নকালে বোন সাফানা কাফেলা থেকে বিছিন্ন হন। এবং 'তাঈ' গোত্রের অন্যান্যদের সাথে মুসলিম সৈন্যদের হাতে বন্দী হন। সুসলিম বাহিনী মদীনা প্রত্যাবর্তন করার পর আলী (রাঃ) বন্দীদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর নিকট পেশ করলেন

হাতিম তনয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বললেনঃ হে সাহেবে কোরায়েশ। আমার কোন সাহায্যকারী নেই। আমার উপর রহম করুণ। পিতার ছত্রছায়া থেকে বঞ্চিত। ভাই আমাকে একাকী ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। আমার পিতা বনু তাঈ এর সরদার ছিলেন। তিনি ক্ষুধার্তদেরকে খাদ্য দিতেন, এতিম দেরকে লালন পালন করতেন, অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজন পূরণ করতেন, মযলুমদের সাহায্য করতেন এবং যালিমদের খুব শায়েস্তা করতেন। আমি সে হাতিম তাঈ –

www.pathagar.com

এর কন্যা যিনি কখনও কোন সওয়াল কারীকে খালি হতে ফিরিয়ে দেননি। আপনি উত্তম বিবেচনা করলে আমাকে আযাদ করে দিন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কথা শুনে বললেনঃ তুমি তোমার পিতার যে গুণাবলী বর্ণনা করলে তা মুসলমানের গুণাবলী। তোমার পিতা জীবিত থাকলে তার সংগে ভাল আচরণ করতাম। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে হুকুম দিলেনঃ এ মহিলাকে ছেড়ে দাও। সে এক উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং সম্মানিত পিতার কন্যা। যদি কোন সম্মানিত ব্যক্তি ভূলুণ্ঠিত হয় এবং কোন ধনী ব্যক্তি গরীব হয় তাহলে তার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ কর। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর ফরমান মোতাবেক হাতিম তনয়াকে আযাদ করে দিলেন। কিন্তু তিনি একবিন্দু নড়লেন না। স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অদ্ভুত ব্যাপার। যে মহিলা আযাদীর জন্য এতক্ষণ জোরালো ভাষায় বক্তব্য রাখলেন তিনি আযাদী পেয়ে তা গ্রহণ করছেন না। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ কি ব্যাপার? সাফানা বললেন হে মুহাম্মদ (সাঃ) আমি যার কন্যা তিনি কখনও কওমকে মুসিবতে রেখে নিজে সুখ নিদ্রা যাপনের কল্পনাও করতে পারতে না। আপনি আমার প্রতি দয়া প্রর্দশন করেছেন। মেহেরবানী পূর্বক আমার সাহাবীদের প্রতি দয়া প্রর্দশন করুন। আল্লাহ আপনাকে প্রতিদান দেবেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাফানার দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন তিনি হুকুম করলেনঃ তাঈ গোত্রের যাবতীয় কয়েদীকে মুক্ত করে দাও।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর হুকুম শুনার সাথে সাথে সাফানা (রাঃ) স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বললেনঃ আল্লাহ আপনার নেকী উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে পৌছিয়ে দিন। আল্লাহ আপনাকে কোন বেঈমান বেইনসাফ ব্যক্তির মুখাপেক্ষী না করুণ। কোন দাতা কওম কোন নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হলে আল্লাহ যেন তা আপনার মাধ্যমে তাদেরকে ফিরিয়েদেন।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, সাফানা প্রথমবার নবী করীম (সাঃ) এর কাছে তার মুক্তির দরখাস্ত পেশ করার সময় এ কথাও বলেছিলেন যে, আমাকে আযাদ করার কেহ এখানে উপস্থিত নেই। আপনি স্বয়ং আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুণ। আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন।

রাসূলুলল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ কে তোমার আযাদকারী ? সাফানা (রাঃ) জবাব দিলেনঃ আদি বিন হাতিম, অমি তার বোন।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেনঃ যে আদি বিন হাতিম আল্লাহ ও তার রাসূল থেকে ফেরার হয়েছে ?

সাফানা ইতিবাচক জবাব দিলেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কোন ফয়সালা না করে চলে গেলেন।

দ্বিতীয় দিনও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও সাফানা (রাঃ)-এর মধ্যে অনুরূপ কথা বার্তা অনুষ্ঠিত হল। আল্লাহর রাসূল(সাঃ) কোন ফয়সালা করলেন না। তৃতীয় দিন সাফানা একই দরখাস্ত পেশ করলেন। আলী (রাঃ) তার পক্ষে সুফারিশ করলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার আযাদীর দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন এবং বললেনঃ দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ো না। কোন বিশ্বাস যোগ্য ইয়েমেনবাসী পাওয়া গেলে আমাকে খবর দাও।

কিছুদিন পর ইয়েমেন থেকে কাফেলা এল। সাফানা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী করীম (সাঃ)-কে অনুরোধ করলেন কাফেলার সাথে তাকে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফানা রাদিয়াল্লাহু আনহার মর্যদা অনুযায়ী সওয়ারী , জামা কাপড় এবং পাথেয়-এর ইনতেজাম করে দিলেন। কাফেলার সাথে তিনি মদীনা ত্যাগ করলেন। কিন্তু ইয়েমেন না গিয়ে তিনি সিরিয়া চলে গেলেন। ভাই আদি বিন হাতিমের ঠিকানা তার জানা ছিল। তিনি ভাইয়ের আস্তানায় গিয়ে পৌছলেন। দূর সিরিয়ায় ভাই বোনের পুনর্মিলনের বর্ণনা আদি বিন হাতিম (রাঃ) এ ভাবে দিয়েছেনঃ একদিন জুসিয়ায় আমার ঘরের সামনে এক সওয়ারী রাখা হল। তার ভিতরে এক বার নিকাব মখমলে চাদর পরিহিতা মাহিলা বসে রয়েছেন। মনে হল তিনি আমার বোন। কিন্তু আবার খেয়াল হল তাকে তো মুসলমানগণ বন্দী করে নিয়ে গিয়েছেন। সে কি করে এ ধরণের শান শওকাতের সাথে আসতে পারে? এর মধ্যে সে পর্দা উঠাল এবং আমার কানে তার শব্দ ভেসে এলঃ যালিম , সম্পর্কচ্ছেদকারী ! সর্বনাশ হোক তোমার। তুমি তোমার পরিবার পরিজনকে নিয়ে এলে এবং আমাকে বেইয়ার ওবে-মদদগার রেখে এলে।

বোনের কথা শুনে খুব লজ্জিত হলাম। নিজের ত্রুটি স্বীকার করলাম। তার কাছে ক্ষমা চাইলাম, বোন চুপ করল। সোয়ারী থেকে নামল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর তাকে বললামঃ তুমি খুব সতর্ক ও বুদ্ধিমতি। কোরায়েশ নেতার সাথে সাক্ষাৎ করার পর তার সম্পর্কে তুমি কি রায় পোষণ কর? সাফানা (রাঃ) জবাব দিলেনঃ

www.pathagar.com

শীঘ্র তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ কর। যদি তিনি নবী হন তাহলে শীঘ্র তার সাথে সাক্ষৎ করার মধ্যে সৌভাগ্য ও শরফত রয়েছে। যদি তিনি বাদশাহ হন তাহলে ইয়েমেনের কোন শাসক তার কোন ক্ষতি করতে সক্ষম নন এবং একজন বাদশাহর সাথে আশু মোলাকাত করা তোমার মর্যাদা বৃদ্ধির সোপান।

বোনের পরামর্শ ভায়ের যিন্দেগীর ধারা পরিবর্তন করে দিল। আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আনুগত্য অস্বীকারকারী এবং পলাতক আদি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মদীনা রওয়ানা হলেন। তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর নিকট ইসলাম কবুল করলেন। অতঃপর সাফানাও ইসলাম কবুল করলেন।

হাফেয ইবেনে হাজার আসকালানী লিখেনঃ

وَكَانَتْ اَسْلَمَتْ وَاَحْسَنَتْ اِسْلَامَهَا

-'' তিনি ইসলাম কবুল করলেন এবং তা সৌন্দর্যের সাথে সম্পন্ন করলেন। ''

এ বিচক্ষণ হাতিম তনয়ার জীবনের অন্যান্য ঘটনা জানা যায়নি। আল্লাহ তাকে আখেরাতের সুখ শান্তি ও মর্যাদা দান করুন।

www.pathagar.com

সুফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব

" আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কোন প্রাণীর মৃত্যু হয়না। মৃত্যুর সময় নির্ধারিত রয়েছে। যে ব্যক্তি পার্থিব লাভের ইচ্ছায় কাজ করবে, তাকে আমরা তা প্রদান করব এবং যে ব্যক্তি আখেরাত লাভের ইচ্ছায় কাজ করবে সে তাই পাবে। কৃতজ্ঞদের পুরস্কার আমি নিশ্চয়ই প্রদান করে থাকি। এর আগে অনেক নবী চলে গিয়েছেন যাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে আল্লাহর অনুসারীগণ যুদ্ধ করেছেন আল্লাহ্র পথে। তাদের উপর যে বিপদ আবর্তিত হয়েছিল,তাতে তারা ভগ্ন মনোরথ হয়নি ও তারা দুর্বলতাও প্রকাশ করেনি এবং আল্লাহ এরূপ ধৈর্যশীলদের পচ্ছন্দ করেন।" ---আল কুরআন

পরিচিতি

সুফিয়া (রাঃ) বিখ্যাত কোরেশ গোত্রে প্রাক ইসলামী যুগে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আবদুল মুত্তালিব। এদিক দিয়ে তিনি নবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর ফুফু ছিলেন। তার মাতার নাম হা'লা বিনতে ওহাব, নবী করীম (সাঃ)-এর মাতা আমেনা ছিলেন হালার সম্পর্কে বোন। তাই মাতার দিকে থেকে সুফিয়া (রাঃ) ছিলেন আল্লাহর রাসূল(সাঃ) এর খালাত বোন।

শাদী

আবু সুফিয়ান বিন হরবের ভ্রাতা হারেসের সঙ্গে তার প্রথম নিকাহ হয়। এ বিবাহ থেকে তার গর্ভে একটা পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে । প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর তার শাদী হয় খাদিজা (রাঃ)-এর সাহোদর আওয়াম বিন খোয়াইলেদের সঙ্গে। উঁচুদরের সাহাবী জোবায়ের (রাঃ) ছিলেন তার দ্বিতীয় বিবাহের সন্তান।

ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত

নবুওয়াতের সূর্য আরবের আসমানে উদিত হলে তিনি তাকে সত্য বলে কবুল করেন। তখন তিনি চল্লিশের কোটায় পদার্পণ করেছেন। 'আসয়াদুল্গাবাহ' গ্রন্থে তার ইসলাম গ্রহণের বিবরণ প্রদান করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, রাসূলে করীমের ফুফুদের মধ্যে একমাত্র সুফিয়া (রাঃ)-র-ই ইসলাম কবুল করার সৌভাগ্য

www.pathagar.com

হয়েছিল। পুত্র যুবায়ের (রাঃ)–এর সঙ্গে তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন।

আদর্শবাদীদের ধাত আলাদা

আদর্শবাদী মানুষের মন সাধারণ মানুষ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোন কষ্ট তাদের কাছে দুর্বিসহ নয়, কোন বড় কুরবানীও তাদের কাছে কঠিন নয়। বিপদের দিন তারা অবিচলিত দুঃখের দিনে তারা শান্ত এবং শক্ত। বিপদের পাহাড় তাদের উপর ভেঙ্গে পড়লেও তারা বিন্দুমাত্র আফসোস করেন না। বরং প্রতিকূল অবস্থায় তাদের ধৈর্য, সাহস এবং মনোবল বর্ধিত হয় বহু গুণ এবং অন্যায় অত্যাচার তাদের মনের লৌহ প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মরুদুলাল মুহাম্মদ (সাঃ)–এর ফুফু সুফিয়া (রাঃ)–কেও এ জাতীয় মন দিয়ে তৈরী করেছিলেন। আল্লাহর রাসূলের সাহচর্যে থেকে তিনি ইসলামের মৌলিক ভাবধারা যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইসলাম যে শুধু ব্যক্তির ধর্ম নয়, এটি সমষ্টির জীবনেরও একটি বিধান তা সুফিয়া (রাঃ)–এর অজানা ছিলনা। 'হুকুমাতে ইলাহিয়া' কায়েম করতে না পারলে মুসলমানদের ঈমানের যে পূর্ণতা লাভ হয় না, তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সমাজ জীবনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বপ্রাকারের ত্যাগ তিনি স্বীকার করেছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসার পর বহুবার তাঁর উপর বিপদের শিলাবৃষ্টি হয়েছে। এবং প্রতিবারই তিনি খাটি মুমীনের ন্যায় ধৈর্য ধারণ করে তার মুকাবেলা করেছেন।

কপালে আঘাত করে দুঃখ করলেন

ওহুদের যুদ্ধে বিপর্যস্ত একটি দলকে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে দেখে তিনি খুব ব্যথিত হয়েছিলেন। কারণ কোন সত্যিকার মুসলমান যুদ্ধ ক্ষেত্রে পলায়ন করতে পারে না। এতে তার ঈমান বিনষ্ট হয়। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে মুসলামান ফৌজের কাছে মাত্র দুটি পথ খোলা থাকেঃ শত্রুকে হত্যা করবে না হয় শত্রুর তরবারীর আঘাতে নিজের জীবন কোরবান করে দিবে। সুফিয়া (রাঃ) পলায়নকারী সৈন্যদের নৈতিক চরিত্রের দৈন্য–দশা দেখে নিজের চেহারায় আঘাত করে বারবার দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, এবং তাদের ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলেন।

www.pathagar.com

এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সুফিয়া (রাঃ)–এর সহোদর মহাবীর আমির হামযা শহীদ হন। কাফেররা তার লাশের প্রতি খুব অবমাননা করে। আমির হামযা (রাঃ)এর পূর্বে বদরের যুদ্ধে মক্কার তদানীন্তন প্রধান নেতা উৎবাকে হত্যা করেছিলেন। উৎবার কন্যা এবং ওহুদ যুদ্ধের হোতা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা আমির হামযা (রাঃ)–এর বক্ষ চিরে কলিজা বের করে দাত দিয়ে চিবিয়েছিল।

এটা বড় কোরবানী নয়

এ ঘটনার কিছুক্ষণ পর সুফিয়া (রাঃ)–কে এদিকে আসতে দেখে নবী করীম (সাঃ) যুবায়েরকে আদেশ দিলেন আমির হামযার লাশ ঢেকে রাখ, তোমার মাকে তা দেখতে দিও না। নবী করীম (সাঃ) মনে করেছিলেন ভায়ের ক্ষত বিক্ষত লাশ দেখে হয়ত বোন নিজেকে শামলে রাখতে পারবে না।

সুফিয়া (রাঃ) নিকটে আসলে যুবায়ের (রাঃ) মাকে আল্লাহর রাসূলের আদেশ শুনিয়ে দিলেন। ধৈর্যের পাহাড় মহিলাটি পুত্রের কথা শুনে জবাব দিলেনঃ ভাইয়ের কাহিনী শুনেছি, কিন্তু এটা আল্লাহর পথে বড় কোরবানী নয়।

অতঃপর রাসূলে করীম (সাঃ) লাশ দেখার অনুমতি দান করলেন। প্রানাধিক ভাইয়ের ক্ষত বিক্ষত দেহ দেখে বললেনঃ ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন।

কিছুক্ষণ পর নবী করীম (সাঃ)–কে উদ্দেশ্য করে এই গাঁথাটি আবৃত্তি করেছিলেনঃ

আজ এক ভারী দিন বিপদের
হে আল্লাহর রাসূল আপনার।
কাল রোশনী ছিল আফতাবের
আজ তা মলিন আঁধার।

খন্দক তথা পরিখার যুদ্ধে সুফিয়া (রাঃ) যে সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করেছিলেন, তা সর্বযুগের মুসলমানদের স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে থাকবে। মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমান মহিলাদের একটা দুর্গে একত্রিত করে হাসান কে (কবি) রক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। মদীনার মুসলামানদের ঘোরতর শত্রু এ দুর্গটি আক্রমনের মনস্থ করল তারা মনে করল, সারা মুসলিম ফৌজ মুহাম্মদ (সাঃ)–এর সঙ্গে রয়েছে , এ

www.pathagar.com

সময় দুর্গটি আক্রমণ করলে সহজে জয় লাভ করা যাবে। এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তারা একটি লোকও প্রেরণ করল।

দুর্গ তোরনের কাছে সংবাদ সংগ্রহকারী ইহুদিটিকে দেখতে পেয়ে সুফিয়া (রাঃ) হাসান (রাঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেনঃ দুর্গ থেকে বের হয়ে গিয়ে ওকে হত্যা করুন নতুবা সে দুর্গের প্রকৃত অবস্থার বিবরণ শত্রুদেরকে প্রদান করবে।

হাসান (রাঃ) বার্ধক্য বশত তা করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বললেনঃ আমি যদি এ কাজের জন্য সক্ষম হতাম তাহলে এখানে কেন আসলাম। অগত্যা সুফিয়া (রাঃ) তাবুর একটি খুটি তুলে নিয়ে ইহুদির মাথা ভেঙ্গে দিলেন।

দুর্গে ফিরে এসে হাসান (রাঃ)-কে বললেন শত্রুকে হত্যা করে এসেছি। আপনি তার অস্ত্র সস্ত্র ও পরিচ্ছদ খুলে নিয়ে আসুন।

হাসান (রাঃ) বললেনঃ প্রয়োজন নেই।

সুফিয়া (রাঃ) আবার বললেনঃ মাথা কেটে দুর্গের বাইরে ফেলে দিন। ইহুদিরা ভীত হয়ে হামলা করতে বিরত থাকবে।

হাসান (রাঃ) রাজি না হওয়ায় তিনিই ইহুদীর অস্ত্র সস্ত্র খুলে নিয়ে শির কেটে লাশ প্রাচীরের উপর দিয়ে ফেলে দিলেন।

ইহুদীরা এ অবস্থা দেখে দুর্গ আক্রমনের সাহস করলো না। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলঃ নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সাঃ) দুর্গ আরক্ষিত রেখে যাননি। পুরুষদের পাহারা দেয়ার জন্য রেখে গেছেন।

পরিখার যুদ্ধের সময় সুফিয়া (রাঃ)-এর বয়স ছিল ৫৮ বছর।

কবি সুফিয়া (রাঃ)

সুফিয়া (রাঃ) যেরূপ সংকট মুহূর্তে তরবারী হাতে মহানবীর পাশে দাঁড়ান সেরূপ দুঃখের দিনে রচনা করতেন হৃদয়স্পর্শী ভাষায় মর্সিয়া। আল্লাহর রাসূলের ইনতেকালে মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এক গভীর শোকের ছায়া

www.pathagar.com

পড়েছিল। ভক্ত নারী ,পুরুষ ,শিশু মহানবীর বিরহের শোকে ভেংগে পড়লেন। শোকের নিকশ আঁধারে মদীনার পশু -পক্ষী, তরু-লতা, মানুষ নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল সেদিন। ভক্ত মানুষের দল সকল দরদ ঢেলে রচনা করল শোক গাঁথা। সে শোকের মুহূর্তকে জীবন্ত করে রেখেছেন সুফিয়া (রাঃ) নিম্নের কবিতাংশে।

হে রাসূলে খোদা। আপনি আমাদের
আশা ভরসা তামাম।
হে অনুগ্রহকারী আমাদের
কভূ করেন নি যুলুম।
আপনি ছিলেন করুণায় ভরপুর।
আপনি সন্ধান দিতেন পথের
আপনি মুয়াল্লিম মানুষের
কাদুক সব ভিজিয়ে নয়ন লোর।
দিলে আপনাকে অমর জীবন
প্রভূ, সৌভাগ্য ছিল মোদের।
কিন্তু হায় বিধি বিধান
প্রভূর অটল মোদের।
আল্লাহ বর্ষেণ আপনার তরে শান্তি
জান্নাতে আদণে হয় যেন স্থিতি।

তার পিতা মক্কার নগর রাষ্ট্রের প্রধান আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তিনি যে শোক গাথা রচনা করেন তাতে তার প্রতিভার সাক্ষর রয়েছে।

ক্রন্দন মাতমে মহিলার
রাতে ঘুম ভাংগল আমার।
ছিল এক মহান বিদেহী আত্মার
তরে ক্রন্দন বিলাপ তাহার।
মুক্তা সম ঝর্ণা অশ্রুর
ঝরল কপোলে মোর।
এক অসাধারণ মানুষের
মরণে আমরা শোকাহত
তার মহানুভবতা মানুষের

www.pathagar.com

মুখে মুখে দূরদূরান্তে চর্চা হত।
নসব নামা মহান তার
সখী দাতা নাম তার।
দূরভিক্ষের সময় মানুষের
তরে তিনি মেঘমালা রহমতের।
দিলে জীবন অমর চিরন্তন
মানুষের প্রাচীন শরাফত
তিনিও পেতেন আয়ু চিরন্তন,
নয় হবার কখনও সেতো।

ইসলামের এ সুবিখ্যাত মহিলা কবি ও যোদ্ধা মহিলা ৭৩ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। দ্বিতীয় খলিফা উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর খেলাফত কালে এ দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলায়হী রাজেউন।

www.pathagar.com

সাবিবিয়া গামদিয়া

إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾

' তুমি তো সাবধান করতে পার সে ব্যক্তিকে যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখা দয়াবান আল্লাহকে ভয় করে। তাকে ক্ষমা ও সম্মানিত পুরস্কারের সুসংবাদ দাও।" ---সূরাইয়াসিনঃ ১১

যে কোন মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্থকতা তার দার্শনিক ভিত্তির অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্যের উপর পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল। ইসলামের অতুলনীয় নৈতিক দর্শনেরে ভিত্তি হল আখেরাতে বিশ্বাস। ইসলাম মানুষকে আল্লাহর খলিফার আসনে সমাসীন করে মানুষের মধ্যে এক অভূতপূর্ব চেতনা এবং দায়িত্বশীল সত্তার সৃষ্টি করেছে। মানুষকে পশুর স্তর থেকে উন্নীত করে আল্লাহর বান্দার সম্মানিত আসনে বসিয়েছে। তাই একজন সাচ্চা ঈমানদার ব্যক্তির জীবনের একমাত্র লক্ষ হল তার স্রষ্টার স্রষ্টার সার্বিক সন্তুষ্টি সাধন। মানুষের নৈতিক সত্তাকে পঙ্কিলতা ও আবর্জনামুক্ত রাখা এবং তার উন্নয়ন সাধনের জন্য ইসলাম তার অনুসারীদের উপর যে বিধি নিষেধ আরোপিত করেছে তার সফল অনুসরণের জন্য কোন পুলিশ ও গোয়েন্দার প্রয়োজন নেই। এ কোন উপদেশ বানী বা কিতাবী কথা নয়। বরং প্রত্যেক খাটি মুমীনের বিবেক একজন দক্ষ গোয়েন্দার কাজ করে থাকে।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর জনৈকা সাহাবিয়ার নাম ছিল সাবিবিয়া গামদিয়া (রাঃ)। গামদিয়া গোত্রের তিনি একজন শরীফজাদী ছিলেন। ইসলামের নূর তাঁর অন্তরকে আলোকিত করেছিল। তিনি ইসলামী নৈতিকতার উচ্চতম শৃঙ্গে অবস্থান করতেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর হুকুমকে তার জীবনের চেয়েও প্রিয় মনে করতেন। কিন্তু এক দুর্বলতম মুহুর্তে তার জীবনের উপর নেমে এল চরম দুর্যোগ। তিনি অপরাধ করে বসলেন। দুনিয়ার তৃতীয় কোন ব্যক্তি তার অপরাধের কথা জ্ঞাত ছিলনা। তিনি ইচ্ছা করলে তা গোপন রাখতে পারতেন। কিন্তু এক সাচ্চা মুসলামান হিসেবে তিনি খুব বিচলিত হলেন। পাপের অনুভূতি তার মনের যাবতীয় শান্তি ছিনিয়ে নিল। তিনি আল্লাহর রাসূলের দরবারে হাযির হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাকে পবিত্র করুন, আমি পাপ করেছি।

www.pathagar.com

রাসূল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ ফিরে যাও। ইস্তেগফার কর। তওবা কর এবং আল্লাহর প্রতি ধাবিত হও।

কান কোন বর্ণনাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে সাক্ষী হযির করার জন্য বলেছিলেন। সাবিবিয়া জবাব দিয়েছিলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) প্রত্যক্ষ দর্শণকারী কোন লোক তখন হাযির ছিল না। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) পুনরায় বললেন, ফিরে যাও ,ইস্তেগফার কর। সম্ভবত আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করেদিবেন।

পরদিন পুনরায় সাবিবিয়া (রাঃ) আল্লাহর রাসূলের দরবারে হাযির হলেন এবং আরজ করলেন হে আল্লাহর রাসূল। আমর বিন মালিককে যে ভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবে আমাকেও ফিরিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহর কসম এ পাপের পরিনতিতে আমি এখন সন্তান সম্ভবা।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ), তাকে হুকুম করলেনঃ ফিরে যাও । নবীর হুকুম মেনে চলে গেলেন। কিন্তু মন তার কাঁদতে লাগল। আপরাধের শাস্তি লাভ করার জন্য তিনি অস্থির হয়ে গেলেন। তৃতীয় বারের মত তিনি নবী (সাঃ)–এর দরবারে হাযির হয়ে প্রার্থনা করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূলঃ আমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। আমাকে পবিত্রকরুন।

এবারও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেনঃ ফিরে যাও এবং সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর । নবী (সাঃ)–এর আদেশ মোতাবেক তিনি চলে গেলেন। সন্তান প্রসব করার পর তিনি পুনর্বার নবী (সাঃ)–এর দরবারে এলেন এবং তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করে তাকে পবিত্র করার জন্য পুনর্বার দরখাস্ত পেশকরলেন।

দয়ার সাগর নবী (সাঃ) তাকে এবার ও ফিরিয়ে দিলেন। তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করলেন না। বললেনঃ দুধ পান করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। সন্তান দুধ ছেড়ে দিলে হাযির হও।

সাবিবিয়া গামদিয়া (রাঃ) চলে গেলেন। সন্তান দুধপান ত্যাগ করলে নবী (সাঃ)–এর দরবারে তিনি হাযির হলেন এবং শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ–এর কাছে আরজি পেশ করলেন।

www.pathagar.com

রাসূল (সাঃ) তাকে সংগেসার করার হুকুম দিলেন। উপস্থিত লোকজন আল্লাহর বান্দীর উপর পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। জনতার মধ্যে খালিদ (রাঃ) বিন ওলিদও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও একটি পাথর তার দিকে নিক্ষেপ করলেন। পাথর তার মাথার উপর পড়ল এবং তা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে খালিদ বিন ওলিদের চেহারার উপর লাগল। তাতে মহাবীর খালিদ রাগান্বিত হলেন এবং সাবিবিয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি জনক মন্তব্য করলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) খালিদের উক্তি অপছন্দ করলেন। তিনি বললেন, হে খালিদ ! জিহবা সংযত কর। আল্লাহর শপথ এ স্ত্রীলোক যে রূপ তওবা করেছে সে রূপ তওবা কোন অত্যাচারী কর-শুল্ক আদায়কারী ব্যক্তি করলে তাকেও মাফ করে দেয়া হত।

অতপর তিনি সাহাবায়ে কেরাম সহ সাবিবিয়া (রাঃ)-এর জানাযার নামায পড়লেন। উমর ফারুক (রাঃ) বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। হে আল্লাহর রাসূল। পাপের শাস্তি প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের জানাযার নামায আপনি কেন পড়লেন ?

আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) জবাব দিলেন, আল্লাহ্র রাস্তায় প্রাণ কুরবান করা ছাড়া অন্যকিছু সে লাভ করেনি। সে শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে আমার কাছে তার গুণাহর স্বীকার করেছে এবং তার প্রাণ কুরবান করে দিয়েছে।

সাবিবিয়া গামদিয়া আল্লাহর রাস্তায় প্রিয় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে নৈতিকতার যে সু উচ্চ শৃঙ্গ স্থাপন করেছেন তা একমাত্র খওফে আল্লাহর পাথেয় দ্বারা আরোহণ করা যায়। তার অনুপম উদাহরণ মানুষকে কিয়ামত পর্যন্ত অনুপ্রানিত করবে। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কঠিন পথ স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন। আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, আমিন, ছুম্মা আমীন।

www.pathagar.com

সুমাইয়া বিনতে খাবাত

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ

"যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে কর না, তার জীবিত"
--- আলকুরআন

পরিচিতি

সুমাইয়া (রাঃ) বংশ মর্যাদা প্রচলিত সাধারণ ধারণা অনুযায়ী সমাজের সাধারণ স্তরের মহিলা ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল খাবাত। তিনি ছিলেন আবু হুযায়ফা বিন মুগীরা মখজুমীর কৃতদাসী। চিন্তা ও বিবেক বুদ্ধির দিক থেকে তিনি আরবের যে কোন শরীফ খান্দানের মহিলার চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। তিনি জীবন দিয়ে প্রমান করে গেছেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের চেয়ে প্রিয় বস্তু দুনিয়া জাহানে আর কিছুই নেই। সত্যের প্রতি তার অনাবিল ভালবাসা এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় চূড়ান্ত ত্যাগ তাকে পৃথিবীর আদর্শ স্থানীয়া মাহিলাদের সারিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইসলামী সমাজের আদর্শ নাগরিক সুমাইয়া (রাঃ) আর একটি কারণে ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন ও থাকবেন। সাহাবী হযরত আম্মারকে গর্ভে ধারণ করার সৌভাগ্য তার হয়েছিল। পুত্র আম্মার ছিলেন ইসলামের প্রথম মসজিদ স্থাপন কারী বলাবাহুল্য আম্মার জন্ম গ্রহণ করলে আবু হোযায়ফা সুমাইয়া (রাঃ)-কে আযাদ করেদেন।

তিলে তিলে বিলিয়ে দিলেন নিজেকে

আম্মার বিন ইয়াসিরের মাতা সুমাইয়া মুহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)-এর রিসালতে আস্থা স্থাপন করে মুসলমানদের সংখ্যা সাত এ উন্নিত করেন। সমাজ জীবনে বিভিন্ন স্তরের মানুষ নতুন আদর্শের রূপায়নে বহু রকমের কোরবানী দিয়েছেন কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিশ্বস্ত মহিলা কর্মী সুমাইয়া (রাঃ) ইসলামী সমাজের গোড়া পত্তনের সংগ্রামে যেভাবে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সংগে নিজেকে তিলে তিলে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তার নজির দুনিয়ায় বিরল।

www.pathagar.com

নতুন সমাজের দ্বারোদ ঘাটনের জন্যে এগিয়ে এসে তিনি পদে পদে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে ছিলেন। সমাজ জীবনের ধারা অন্য খাতে প্রবাহিত করার প্রতিশ্রুতি বাহী আন্দোলনে সুমাইয়ার ন্যায় নিঃস্বার্থ ও চির অবহেলিত মানুষকে দেখে সমাজ পতিদের গাত্র দাহ শুরু হয়েছিল। মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)–এর বিপ্লবী কাফেলার মধ্যে নিজেদের মৃত্যু পরওয়ানার সন্ধান পেয়ে তার অনুসারীদের মরণ কামড় দেয়ার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিল। নতুনের আগমন তারা কোন রকমে বরদাশত করতে পারছিলনা তাদের চোখের সামনে যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত অর্থনৈতিক উপায় উপাদান এবং প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব হয়ে যাবে অতি সহজে? সমাজের প্রতিপত্তিহীন লোকগুলোর কি দুঃসাহাস? আবু জেহেল ওতাব সাসবা, আবু সুফিয়ান এখনও জীবিত। ইচ্ছে করলে জীবন্ত পুতে ফেলতে পারে এদেরকে তারা। কিন্তু তারা জীবন্ত পুতে ফেললনা। তার চেয়েও কঠিন বিভৎস পন্থা অবলম্বন করল মুমীনদের বিরুদ্ধে। ভবিষ্যত সমাজের মানুষের জীবন দুর্বিসহ করে তুললো তারা

দুশমনদের প্রথম শিকার

'সুমাইয়া (রাঃ) সত্যের দুশমনদের হাতের প্রথম শিকার। স্বামী ইয়াসীর পুত্র আম্মারকে সংগে নিয়ে এককালের কৃতদাসী সুমাইয়া ইসলাম কবুল করেছিলেন। এ তো কম স্পর্ধা নয়। সারা আরব যাকে শত্রু জ্ঞান করে প্রায় এক ঘরে করে রেখেছে। তার দলেই স্বামী পুত্র নিয়ে তিনি যোগদান করলেন। শুরুহলো নির্যাতন ইয়াসির পরিবারের উপর। কি কঠোর তার রূপ, কত বর্বর এর নমুনা। কিন্তু ইয়াসির পরিবার ধৈর্যের সাথে জীবনের সংগীন মুহূর্ত গুলোর মোকাবিলা করতে লাগলেন। অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও তাদের বিশ্বাস বিন্দুমাত্র নড়লোনা। তাওহিদের উপর দৃঢ় ঈমান রেখে মাথা পেতে নিলেন জালিম, আরবদের ক্রুর ব্যবহার । নির্যাতন ভোগ করে স্বামী ইয়াসির ইনতেকাল করলেন। কিন্তু এতেও সুমাইয়া (রাঃ) বিন্দুমাত্র দমিত হলেন না। পুত্র আম্মারকে নিয়ে আলবুর্জের মত অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

তপ্তবালুর উপর তাকে শুইয়ে রাখা হতো

মক্কার নরপিশাচদল সুমাইয়া (রাঃ)–কে তপ্ত বালুরাশির উপর শয়ন করিয়ে রাখত। মাথার উপর প্রদীপ্ত সূর্য এবং নীচে তপ্ত বালুরাশির মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যেত। সন্ধ্যা বেলা তাকে গৃহে ফিরে আনা হতো। নতুন আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করার বিষয়টি আরও চিন্তা ভাবনা করে দেখার জন্য রাতের বেলা তাকে ফুরসৎ

www.pathagar.com

দেয়া হতো। পরদিন তার কাছে এসে তাদের আশা ভংগ হত। ক্রোধে ফেটে পড়ত অবিশ্বাসীর দল।। কষ্টের মাত্রা বাড়িয়ে দিত আরও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার নির্যাতন দেখে খুব কষ্ট পেতেন। বেহেস্তের সুসংবাদ তাকে প্রদান করতেন। হে ইয়াসির পরিবার এর বদলে তোমাদের জন্য বেহেস্ত রয়েছে।

একদিন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বনু মখযুম গোত্রের মহল্লা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় ক্রোধান্ধ কাফেরগণ বৃদ্ধা সুমাইয়া (রাঃ)-কে বেহদ নির্যাতন করছিল। এতদূর করেও তারা যেন তৃপ্তি পাচ্ছিল না, পৈশাচিক হাসি ঠাট্টা ও কথার বান দিয়ে এ নির্দয় পশুর দল তাকে আঘাত হানছিল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর দুশমনগণ বলছিল ঃ মুহাম্মদের দ্বীন কবুল করার স্বাধ একটু চেখে নাও। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ নারকীয় দৃশ্য দেখে খুব ব্যথিত হলেন। তার পবিত্র চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। তিনি মহান আল্লাহর নিকট ইয়াসির পরিবারের জন্য দোয়া করলেন।

বুকের তাজা খুন গড়িয়ে পড়ল

দিনান্তে নির্যাতন ভোগ করে সুমাইয়া (রাঃ) তার পর্ণ কুটিরে ফিরেছেন। আবু জেহেল তার ঘরে এসে অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করে দিল। কিন্তু এতেও তার রাগ প্রশমিত না হওয়ায় একটা বর্ষা হাতে নিয়ে তাকে আঘাত করল। সুমাইয়া (রাঃ)-এর বুকের তাজা খুন ঝড়ে পড়ল মাটিতে দুশমনের খঞ্জরের আঘাতে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন--

আম্মার (রাঃ) মাতার এ করুন মৃত্যুতে ব্যথিত হয়েছিলেন। রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট এ মর্মন্তুদ ঘটণা বিবৃত করলেন। রাসূল (সাঃ) ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ, ইয়াসির পরিবারকে দোজখ থেকে নিরাপদ রাখ।

ইসলামের প্রথম শহীদ

হিজরতের পূর্বেই এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এবং সুমাইয়া (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর অনুসারীদের মধ্যে প্রথম শহীদ হন। বদরের যুদ্ধে আবুজেহেল নিহত হলে রাসূলে করীম (সাঃ) আম্মার (রাঃ) কে বলেনঃ আল্লাহ তোমার মাতার হন্তাকে হত্যা করেছেন।

www.pathagar.com

সাহালা বিনতে সহিল বিন আমর

নাম ও পরিচিতি

নাম সাহালা (রাঃ) পিতার নাম সহিল (রাঃ) বিন আমর। কোরায়েশের শাখা গোত্র বনু আমির বিন লুম্মী গোত্রের তিনি অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

পিতা সহিল আরবের একজন মশহুর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনলবর্ষী বক্তা ছিলেন। তিনি তার বক্তৃতার দ্বারা বিশাল জনসভার লোকদের অনুপ্রাণিত করতে পারতেন। তাই তাকে বলা হত খতিবে কোরায়েশ-কোরায়েশ গোত্রের বাগ্মী। সহিল মক্কা বিজয় পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীনের বিরোধীতার কাজে তার তামাম শক্তি ব্যয় করেন। কিন্তু তার মেয়ে সাহালা (রাঃ) মক্কী যিন্দেগীর শুরুতেই আল্লাহর রাসূলের ইস্‌লামী সমাজ গঠনের আন্দোলনে শরিক হন। সহিলের অপর মেয়ে উম্মে কুলসুম (রাঃ)-ও পিতার পথ পরিহার করে নবুওয়াতের প্রারম্ভিক দিকগুলিতে ইসলামের পথ অনুসরণ করেন। সাহালা (রাঃ)-এর দুই ভাই আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং আবু জন্দল আস (রাঃ)-ও মক্কী যুগের শুরুতে ইসলামের দাওয়াত কবুল করেন এবং ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি দান করেন। সাহালার (রাঃ) স্বামী আবু হোযায়ফা হাসিম (রাঃ) কোরায়েশের প্রভাবশালী নেতা এবং মক্কার নগর রাষ্ট্রের হোমরা চোমরাদের অন্যতম উতবা বিন রাবেয়ার সন্তান। উতবা বিন রাবেয়া ইসলামের ঘোর শত্রু হলেও পুত্র আবু হোযায়ফা হাসিম পূতঃপবিত্র মনমানসিকতার অধিকারী ছিলেন এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর আহবানে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেন। আল্লাহর কি মহিমা সহিল ইস্‌লামের শত্রু আর সহিলের ছেলে মেয়ে জামাতা ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ। উতবা ইসলামের শত্রু কিন্তু পুত্র আবু হোযায়ফা হাসিম বিন উতবা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সুখ দুঃখের সাথী।

সাহালা (রাঃ) এবং তার স্বামী আবু হোযায়ফা হাসিম (রাঃ) মক্কার নগর রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম কবুল করার সাথে সাথে

www.pathagar.com

মক্কার আবহাওয়া তাদের প্রতিকূল বইতে লাগল। প্রভাব প্রতিপত্তির দুনিয়ায় লালিত পালিত হওয়া সত্ত্বেও সরকার ও জনগণের শত্রু হয়ে গেলেন। প্রিয় স্বদেশ বসবাসের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেলে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সাহালা ও তার স্বামীকে হিজরত করার অনুমতি প্রদান করলেন।

সাহালা (রাঃ) ও তার স্বামী আল্লাহর পথে তিনবার হিজরত করেছেন। নবুওয়াতের পঞ্চম সনে নির্যাতনের তীব্রতা সহ্য না করতে পেরে মুজাহিদদের যে কাফেলা আবিসিনিয়া হিজরত করেছিলেন তার মধ্যে সাহালা (রাঃ) ও তার স্বামী আবু হোযায়ফা হাসিম (রাঃ) শামিল ছিলেন। তিন চার মাস আবিসিনিয়া অবস্থান করার পর তার। গুজব শুনতে পেলেন যে মক্কা সরকারের নেতৃবর্গের সাথে আল্লাহর রাসুল (সঃ) আপোস করে ফেলছেন। ব্যাপার ছিল ভিন্নরূপ। নবুওয়াতের পঞ্চম বছর রমজান মাসে মুসলমান ও কাফেরদের সামনে হেরেম শরীফে আল্লাহর রাসুল (সঃ) সুরা আন-নাজম তেলাওয়াত করেন এবং তাতে সিজদার আয়াত রয়েছে। আল্লাহর রাসূল এবং সাহাবায়ে কেরাম সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করার সাথে সাথে সিজদা করেন। আল্লাহ তায়লার কালেমা এত্ব চিত্তাকর্ষক যে সমবেত কোরায়েশ নেতৃবৃন্দ এবং তাদের ভক্ত অনুসারীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর রাসুলের সাথে সিজদা করেন। এ খবর থেকে আবিসিনিয়া প্রবাসী মুসলমানগণ এ তাৎপর্য বের করলেন যে কোরায়েশ নেতৃবর্গ ইসলাম কবুল করেছেন। এটা সুনিশ্চিতভাবে আনন্দের খবর। এ সংবাদ পাওয়ার পর সাওয়াল মাসে কিছু সংখ্যক মুজাহিদ মক্কা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন। এ ছোট কাফেলার মধ্যে হযরত সাহালা (রাঃ) ও তাঁর স্বামী আবুহোযায়ফা হাসিমও ছিলেন। মক্কা প্রত্যাবর্তন করার পর তারা বুঝতে পারলেন যে যুলুমের স্টিমরোলার মুসলমানদের বুকের উপর পূর্বের ন্যায় চালান হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে পূণর্বার সাহালা ও তার স্বামী দ্বিতীয় কাফেলার সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। দ্বিতীয়বার হিজরত করার পর সাহালা (রাঃ)-এর গর্ভে আবুহোযায়ফার পুত্র মুহাম্মাদ (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর স্বামী-পুত্র সহ সাহালা (রাঃ) পুনরায় মক্কা ফিরে আসেন। তিনি যে কাফেলার সাথে মক্কা ফিরে আসেন তাতে ৩৩ জন মুসলমান ছিলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে মদীনায় হিজরত করার জন্য হুকুম প্রদান করলে সাহালা স্বামী পুত্র সহ মদীনায় হিজরত করেন। তাদের সাথে তাদের আযাদকৃত গোলাম সালিম (রাঃ) ছিলেন। মদীনায় হিজরত করার পর সাহালা (রাঃ)-এর দুঃখ কষ্টের লাঘব হয়। কোরায়েশদের

www.pathagar.com

নিত্য নৈমিত্তিক নির্যাতন ও তার ভয় ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দাসত্ব ও আনুগত্য সাহালা ও তার স্বামী করতে থাকেন।

পালক পুত্রের শরয়ী মর্যাদা

স্বামী আবুহোযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিমের নাম একটা ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে জড়িত। আবুহোযায়ফা বা তার অপর একজন স্ত্রী সালিমকে আযাদ করে দেন এবং আবু হোযায়ফা (রাঃ) তাকে নিজে পালক পুত্র বানিয়ে নেন, তাই তিনি সালিম মওলা আবু হোযায়ফা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আরবদের রীতি অনুসারে হোযায়ফার স্ত্রী সাহালা (রাঃ) সালিমের সামনে কোনরূপ পর্দা করতেন না। তাকে নিজের পুত্র হিসেবে গণ্য করতেন। কিন্তু যখন কুরআনের আয়াত–তাদেরকে নিজেদের পিতার নামে ডাক — নাযিল হল তখন পর্দার সমস্যা সৃষ্টি হল। আবু হোযায়কা বুঝতে পারলেন যে পালকপুত্রের মর্যাদা কুরআনে স্বীকৃত হয়নি। তাই পর্দার যে বিধান রয়েছে তা সালিম (রাঃ)–এর ক্ষেত্রেও মানতে হবে। সালিম (রাঃ) পূর্বের ন্যায় ঘরের ভিতরে আসা যাওয়া করুন তা আবু হোযায়ফা পছন্দ করতেন না। কিন্তু সাহালা (রাঃ) স্বামীর এ মনোভাব সঠিক হিসেবে মেনে নিতে পারলেন না। যাকে তিনি এতদিন ছেলে হিসেবে আদর করেছেন এখন তার সামনে কি করে পর্দা করবেন? এ সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি আল্লাহর রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি আবেদন পেশ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সামিলকে নিজেদের পুত্র জ্ঞান করতাম। সে ছোটবেলা থেকেই আমাদের ঘরে আসা যাওয়া করত। কিন্তু আবু হোযায়ফা এখন তা পছন্দ করে না।

রাসূলুল্লাহ বললেনঃ তাকে তোমার দুধ পান করাও তাহলে সে তোমার দুগ্ধপুত্র হয়ে যাবে। এভাবে সে মুহরেম পুরুষের মর্যাদা লাভ করবে। আল্লাহর রসূল (সঃ)–এর নির্দেশ মোতাবেক সাহালা (রাঃ) হযরত সালিম (রাঃ) কে নিজের দুধ পান করান এবং পূর্বের ন্যায় তিনি আসা যাওয়া করতে থাকেন।

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা (রাঃ) এ সম্পর্কে বলেন, এটা শুধুমাত্র সালিম (রাঃ)–এর জন্য এক বিশেষ অনুমতি ছিল। যৌবনকালে দুধ পানের মাধ্যমে কুরআনের বর্ণিত 'রেযায়াত' প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে আমাদের দেশে পালক পুত্র বা পালক মেয়ের স্বামীর সাথে পর্দা পালন করা

www.pathagar.com

হয় না। অনেকে এ কথা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন যে, যেহেতু পালকপুত্র বা কন্যার কোন শরয়ী মর্যাদা নেই তাই পর্দার বিধান তাদের সাথে অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে।

ইয়ামামার যুদ্ধে আবু হোযায়ফা (রাঃ) শাহাদাত বরন করলে সাহালা (রাঃ)-এর বিবাহ আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ)-এর সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

তার মৃত্যুকাল জানা যায়নি। আল্লাহ তার উপর রাজী থাকুন।

সুহাইলা বিনতে মাসউদ আনসারিয়া

পরিচিতি

সুহাইলা (রাঃ) বিনতে মাসউদ আনসারিয়া মদীনার জাকের খান্দানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর প্রখ্যাত সাহাবী জাবির (রাঃ) বিন আবদুল্লাহর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

জাবির (রাঃ) তার অল্প বয়স্ক এতিম বোনদের দেখা-শুনা করার জন্য তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। যেহেতু জাবির অল্প বয়স্ক ছিলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, যদি তুমি কুমারী বিয়ে করতে তাহলে সে তোমার সাথে আনন্দ স্ফূর্তি করত এবং তুমিও তার সাথে আনন্দ স্ফূর্তি করতে।

জাবির (রাঃ) কেন সুহাইলা (রাঃ)-কে স্ত্রী হিসেবে নির্বাচন করেছেন তার কারণ আল্লাহর রাসূলের নিকট পেশ করলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার বোনেরা খুবই অল্প বয়স্কা তাদের জন্য একজন হুসিয়ার স্ত্রীলোকের প্রয়োজন, যে তাদের কেশ পরিপাটি করে দেবে, মাথা থেকে উকুন দূর করবে এবং তাদের কাপড় সঠিক ভাবে পরিধান করাবে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার জবাব শুনে বললেন, তুমি ঠিক করেছ।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহকে ভালবাসতেন

সুহাইলা (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে খুব ভালবাসতেন। সুহাইলা (রাঃ) ও তাঁর স্বামী আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে কোন কোন সময় খাওয়ার দাওয়াত দিতেন। সুহাইলা (রাঃ) খুব আগ্রহ সহকারে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতেন। তাদের বিয়ের কিছুদিন পর জাবির আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে দাওয়াত দিয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) জাবির দম্পতির ঘরে গেলেন। তারা নবী (সাঃ)-এর সামনে গোশ্‌ত, খোরমা এবং পানি হাজির করলেন। রাসূলে খোদা (সাঃ) বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা জান যে, আমি গোশ্‌ত খেতে খুব পছন্দ করি।

খাওয়ার পর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যাওয়ার জন্য উদ্যত হলে ঘরের ভেতর থেকে সুহাইলা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার এবং আমার স্বামীর উপর দরুদ পাঠ করুন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র মুখ থেকে মুবারক দোয়া উচ্চারিত হলঃ اللهم صل عليهم

পরিখার যুদ্ধ কালে আল্লাহর রাসূলের দাওয়াত

পরিখার যুদ্ধের সময় আল্লাহর রাসূল (সাঃ) একাধারে তিনদিন উপোস ছিলেন। ক্ষুধার যন্ত্রণা কিঞ্চিত উপশম করার জন্য তিনি পেটের উপর পাথর বেধে রেখেছিলেন। জাবির (রাঃ)-এ দৃশ্য দেখে খুব ব্যথিত হলেন। তিনি তার ঘরে গেলেন এবং স্ত্রীকে আল্লাহর রাসূলের অবস্থা জ্ঞাত করলেন। সুহাইলা (রাঃ) সংগে সংগে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর জন্য যব ভেংগে খানা পাকানো শুরু করলেন। স্বামী একটা ছাগলের বাচ্চা জবেহ করে গোশ্‌ত চুলার উপর চড়িয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলে খোদাকে নিয়ে আসার জন্য রওয়ানা হলেন। সুহাইলা (রাঃ) খুব হুশিয়ার এবং আত্মমর্যাদা সম্পন্না মহিলা ছিলেন। তিনি স্বামীকে সাবধান করে দিলেন। বললেন, দু'তিন জনের খানা পাক করেছি, হুজুরের সাথে বেশী লোককে দাওয়াত দিবেন না।

জাবির রাসূলুল্লাহর খেদমতে হাজির হলেন এবং খুব বিনীতভাবে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আপনার জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। মেহেরবানী করে কয়েকজন লোকসহ আমার সাথে চলুন। রাসূলুল্লাহ জাবের (রাঃ) -এর

www.pathagar.com

দাওয়াত কবুল করলেন। কিন্তু সংগে সংগে সাধারণভাবে এলান করলেন যে, জাবির সকল আহলে খন্দককে দাওয়াত দিয়েছে।

জাবির খুব পেরেশান হলেন। স্ত্রী দু'তিনজনের খাবার পাক করেছেন। খুব বেশী হলে দ্বিগুন লোক খেতে পারবে। এত লোককে তিনি কি খেতে দিবেন। অথচ মুখ ফুটে তিনি বলতে পারছেন না। আল্লাহর রাসূলের ইচ্ছার খেলাফ তিনি কি বলবেন। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি চুপ থাকলেন।

আল্লাহর রাসূল বললেন, আমি না আসা পর্যন্ত চুলার ডেক্সি নামাবে না এবং আটাও পাকাবেনা। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) পরিখাবাসীদের নিয়ে জাবির দম্পতির ঘরে উপস্থিত হলেন। অতঃপর দোয়া করলেন বরকতের জন্য। আল্লাহ তার হাবীবের দোয়া কবুল করলেন। রাসূলুল্লাহ ও তামাম সাহাবায়ে কেরাম পেট ভরে খেলেন। পাকানো খাদ্য শেষ হলনা। রাসূল (সাঃ) সুহাইলা (রাঃ) কে বললেন তুমি খাও এবং অন্যদের কাছে পাঠাও। লোকজন অভুক্ত রয়েছে।

আল্লাহর রাসূলের এ মুজেজার জন্য সুহাইলা অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। নবীর প্রতি তার মহব্বত ও ভালবাসা অমর হয়ে থাকবে।

হাওয়া (রাঃ) বিনতে ইয়াযিদ

নাম হাওয়া (রাঃ)। তিনি মদীনা তাইয়্যেবার বনু আবদুস সহল গোত্রের মহিলা। তার পিতার নাম ইয়াযিদ বিন সেনান বিন কোরেয বিন যাওরার বিন আবদুস সহাল। তাঁর বিবাহ কয়েস বিন হাতিমের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

আকাবা উপত্যকায় আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর নিকট একদল আনসার ইসলাম কবুল করার পর ইসলামের বানী মদীনায় পৌছে যায়। সে সময় মদীনার যে সব সরল প্রাণ লোক ইসলাম কবুল করেন তার মধ্যে হাওয়া (রাঃ)

www.pathagar.com

বিনতে ইয়াযিদও সামিল রয়েছেন। স্বামী তার ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি দ্বীন ইসলামের পয়গাম পছন্দ করতেন না। কিন্তু হাওয়া স্বামীর অনুমতির জন্য একটুও অপেক্ষা করলেন না। ইসলাম গ্রহণ করা এমন একটি ব্যাপার যার জন্য কোন অনুমতির যে প্রয়োজন নেই তা হাওয়া বিনতে ইয়াযিদ বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি স্বামীর দাসী নন। দাসী তিনি একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। আল্লাহকে মালিক মুনিব হিসেবে গ্রহণ করা এবং বিশ্ব জাহানের মালিকের হুকুম মোতাবেক যিন্দেগী পরি চালনা করার জন্য কেন তিনি স্বামীর অনুমতি চাইবেন? স্বামী যদি আল্লাহর ফরমানের বিরোধীতা করেন তাহলে তিনি আল্লাহর ফরমান ফেলে দিতে পারেন না। হাওয়া এ মনোভাবই আগাগোড়া দেখিয়েছেন।

হাওয়া (রাঃ) বিনতে ইয়াযিদ ইসলাম কবুল করার পর স্বামী কয়েস বিন হাতিম তাকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করেন। তিনি তাকে মারধোর করেন। তাতে কোন ফল হল না। তিনি তাকে নামাজ রোযা করতে বাধা দেন। কিন্তু তার বাধা কে শুনে? ফরমানে ইলাহীর মর্যাদা স্বামীর ফরমানের চেয়ে অনেক উঁচুতে।

স্বামীর বিরোধিতা এমন পর্যায় পৌছল যে, তিনি নামাজের সিজদায় গেলে তাকে ধাক্কা দিয়ে সিজদা থেকে ফেলে দিতেন। তিনি স্বামীর নির্যাতনে ব্যথিত হতেন কিন্তু ভেংগে পড়তেন না। তাকে তিনি বুঝাতেন। তার জাহেলী আচরণের প্রতিবাদ করতেন। তার জন্য দোয়া করতেন যাতে আল্লাহ সুবহানাহু তাকে হেদায়াত দান করেন।

মদীনার মুসলমানগণ এ সংবাদ আল্লাহর রাসূলের নিকট পৌছালেন। রাসূলে খোদা হাওয়ার নির্যাতনের সংবাদ পেয়ে ব্যথিত হলেন। স্বামী কয়েস বিন হাকিম এ সময় কোন কাজ উপলক্ষ্যে মক্কায় আসেন। আল্লাহর রাসূল তার সাথে দেখা করেন। ইসলামের তৌহিদী পয়গাম তিনি তাকে প্রদান করেন। কিন্তু কয়েস দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন তিনি এ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে দেখবেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে অবকাশ দান করেন। এ ব্যাপারে কোন জোর জাবদস্তি নেই। যদি তার মান সায় দেয় তা হলে সে ইসলাম কবুল করবে।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল কয়েসকে অবকাশ দান করলেন। কিন্তু একটা প্রতিশ্রুতিও আদায় করলেন। রাসূলে খোদা বললেন, তোমার স্ত্রী ইসলাম কবুল করেছে। তুমি তাকে নির্যাতন করছ। তার সাথে সদাচারণ কর।

কয়েস আল্লাহর রাসুল (সঃ) কে প্রতিশ্রুতি দিলেনঃ আমি হাওয়াকে উত্যক্ত করবনা।

কয়েস মদীনা চলে যাওয়ার পর হাওয়াকে আর নির্যাতন করেন নি। আল্লাহর রাসূল তাকে একথাও নাকি বলেছিলেন যে, হাওয়া ইসলাম কবুল করেছে তুমি ইসলাম কবুল না করা পর্যন্ত তার থেকে দূরে থাকতে হবে। সম্ভবতঃ কয়েস দাম্পত্য জীবন রক্ষা করার জন্য চিন্তাভাবনা করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে ইসলাম কবুল করেন। হাওয়ার সাথে কয়েসের সদাচারনের সংবাদ পেয়ে আল্লাহর রাসূল খুশী হন। হাওয়ার ইমানী তেজ জয়লাভ করল। তার ছবর ফলপ্রসূ ছিল। তার ইসলাম ছিল সুমহান ও সৌন্দয্য মন্ডিত।

www.pathagar.com

হিন্দা বা হিন্দ বিনতে উতবা

لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝

"তোমরা (কোন শক্তি বা মতবাদকে) আল্লাহর সংগে শরীক কর না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় যুলুম (গোনাহের কাজ)। – সূরা লুকমানঃ ১৩

পরিচিতি

হিন্দা (রাঃ) ইসলামী ইতিহাসের এক প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব। আল্লাহর রাসূলের পুর্ব পুরুষ আবদে মানাফের ধারায় হিন্দা (রাঃ)–র নসব–নামা সংযুক্ত। হিন্দের পিতা উতবা বিন রাবে বিন আবদে শামস বিন আবদে মানাফ। তার মাতার নাম সাফা বিনতে উমাইয়া।

পিতা উতব্য বিন রাবেয় আরবের সম্মানিত সরদারদের অন্যতম। উতবার ইসলাম বিরোধীতা সর্বজন বিদিত। সুন্দরী নারী, প্রচুর সম্পদ এবং আরবের বাদশাহী প্রদানের যে প্রলোভন নবী করীম (সাঃ)–কে দেখান হয়েছিল তা মূলতঃ উরবা বিন রাবেয়ের বুদ্ধিপ্রসূত ছিল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার প্রস্তাব পদদলিত করেছিলেন এবং 'হা–মিম সিজদা' তেলাওয়াত করে তাকে শুনিয়েছিলেন। কালামুল্লাহ্ শোনার পর তার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল এবং বুঝতে পেরেছিল, নবী করীম (সাঃ) যা উচ্চারণ করছেন তা মানুষের বানী নয়। আর তা সুদূর প্রসারী প্রতিশ্রুতি বহনকারী। তাই সে নবী করীম (সাঃ)–এর বিরোধীতা না করার জন্য আরবের সরদারদের নছিহত করেছিলেন। কিন্তু আফসোস আরব সরদারগণ তার নছিহত শোনেনি। তাই নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে সে ইসলাম কবুল করেনি। বদরের যুদ্ধে সে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল।

পিতার মৃত্যু হিন্দার মনে প্রতিশোধের বহ্নি শিখা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বদরের প্রতিশোধ, আরব নেতাদের পরাজয়, অপমান ও মৃত্যুর প্রতিশোধ, পিতা উতবা বিন রাবেয়ের হত্যার প্রতিশোধ তাকে অবশ্যই নিতে হবে। স্বামী আবু সুফিয়ান আরবের প্রধান নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হলে সে তাকে মদীনা

www.pathagar.com

আক্রমণ করার জন্য উৎসাহিত করে। অবশেষে হিজরী ৩সনে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কার বিধর্মী রাষ্ট্রের এক বিরাট বাহিনী মদীনা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ওহুদ প্রান্তরে উপনীত হয়। হিন্দা মুসলমানদের হত্যা করার জন্য গান গেয়ে এবং কবিতা আবৃত্তি করে আরব সৈনিকদের উৎসাহিত করেছিল।

মহাবীর হামযাকে হত্যা করে পিতা উতবার হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হিন্দা তীর নিক্ষেপে পারদর্শী অহসী নামক জনৈক ক্রীতদাসকে নিয়োগ করে। জাবির বিন মাতয়াম-এর গোলাম অহসী ইসলামের বীরকে হত্যা করার জন্য ওতপেতে বসে থাকে। অহসীর আক্রমণে বীর হামযা (রাঃ) শহীদ হলে কাফের মহিলাগণ আনন্দে মেতে উঠে এবং গান গেয়ে ও কবিতা আবৃত্তি করে আনন্দ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করে। ক্রোধান্ধ হিন্দা প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য এক বর্বর ও পৈশাচিক পন্থা গ্রহণ করে। বীর হামযা (রাঃ)-এর নিষ্প্রাণ দেহকে অবমানিত করার জন্য পেট কেটে কলিজা বের করে সে নৃশংসভাবে দাঁতে চিবুতে থাকে। বলাবাহুল্য এ ঘটনা নবী করীম (সাঃ) এবং যুদ্ধ বিপর্যস্ত মুসলমানদের মনে দারুন আঘাত দিয়েছিল।

স্বামী আবু সুফিয়ানকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ পরিচলনা করার জন্য সে উৎসাহিত করেছিল। শুধু তাই নয় প্রত্যেকটি যুদ্ধে সে সক্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু হিন্দার ইচ্ছার বিপরীত মুসলমানগণ বিজয় লাভ করতে লাগলেন। আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানগণ মক্কা বিজয় করে কাফেরদের আশা-আকাংখা চুরমার করে দিলেন। মক্কার জাহেলী ধর্মীয় রাষ্ট্রের পতন ঘটল। দীর্ঘ ২৩ বছরের অবিরাম রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর মক্কা নবী করীম (সাঃ)-এর ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হল। মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের রক্ত পান করার জন্য যারা পাগল ছিল আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাদের মাফ করে দিলেন। তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে আল্লাহর নবী (সাঃ) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করবেন। কাফেরদের প্রধান নেতা এবং সিপাহসালার আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের দু'একদিন পূর্বে ইসলাম কবুল করেছিলেন। নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করলেন যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করবে তাদেরকেও মাফ করে দিবেন। দলে দলে ক্ষমা প্রার্থীরা নবী করীম (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হল। হিন্দাও কতিপয় মহিলার সাথে এলেন। হিন্দার মনে তখনও ইসলামের সূর্যরশ্মি ভালভাবে প্রবেশ করেনি, ইসলামের বিজয় দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন কিন্তু ইসলামের সৌন্দর্য তখনও তার উগ্র মনমানসিককতার উপর কোনরূপ কার্যকরী

www.pathagar.com

প্রভাব বিস্তার করেনি। তিনি নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের নিকট থেকে কোন বিষয় সম্পর্কে বাইয়াত গ্রহণ করবেন?

রাসূলুল্লাহঃ শিরক করনা এবং আল্লার একত্ব স্বীকার কর।

হিন্দাঃ এ ধরনের বাইয়াত আপনি পুরুষের নিকট থেকে গ্রহণ করেননি? যাক তবুও আমরা কবুল করলাম।

রাসূলুল্লাহঃ চুরি করনা।

হিন্দাঃ আমি আমার স্বামীর অনুমতি ছাড়া কিঞ্চিত ব্যয় করে থাকি। বুঝতে পারছিনা তা জায়েয না না-জায়েয।

রাসূলুল্লাহঃ সন্তান হত্যা করনা।

হিন্দাঃ আমি নিজের সন্তানদের লালন পালন করেছি। (তাদেরকে হত্যা করিনি) যখন তারা বড় হল তখন আপনি তাদেরকে হত্যা করলেন।

চাচা হামযার লাশ অবমাননাকারী হিন্দা, ইসলামের ঘোরতর শত্রু হিন্দা আল্লাহর রাসুলের সামনে উপস্থিত। তাঁর সাথে আদব ও বিনম্রতার সাথে কথা বলছেনা। কথার তীর দিয়ে তার প্রশস্ত মন ক্ষতবিক্ষত করতে চাচ্ছে। দুনিয়ার কোন রাষ্ট্র প্রধান, কোন বিজয়ী তা এক বিন্দুও সহ্য করতে পারতেন না। হয় দেহ থেকে মাথা উড়িয়ে দেয়ার হুকুম করতেন না হয় যাবজ্জীবন শৃংখলিত করে রাখতেন। কিন্তু দয়ার সাগর ধৈর্যের হিমালয় আল্লাহর রাসুল তাকে মাফ করে দিলেন। হিন্দা ভাবতেও পারেননি যে, তার মত ঘোরতম দুষমন ও বর্বর শত্রুকেও আল্লাহর নবী মাফ করে দেবেন এবং জীবন দান করবেন। এ মহান ক্ষমা হিন্দার দিলের দুনিয়া পরিবর্তন করে দিল। এ বেনজীর ক্ষমার সুমহান চাবি তার দিলের দুয়ারে ঝুলান শতসহস্র মন ওজনের তালা খুলে দিল। তিনি নতুন দুনিয়ার খবর পেলেন, নতুন সমাজের সভ্য হলেন, লা-শরীক আল্লাহর উপর ঈমান নিয়ে আসলেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ। ইতিপূর্বে আপনি ছিলেন আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় শত্রু, এখন আমার নিকট আপনার চেয়ে বেশী সম্মানিত এবং প্রিয় অন্য কেহ নেই।

হিন্দা ইসলামের খেদমতে নিজেকে ওয়াক্‌ফ করে দিলেন। ইসলামের উন্নতির জন্য দিনরাত চিন্তা করতেন। ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে স্বামী

www.pathagar.com

আবু সুফিয়ান (রাঃ)–এর সাথে সিরীয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। সিরিয়া তখন রোমানদের করতলগত ছিল। রোমান শক্তি মুসলমানদের উৎখাত করার জন্য বারবার প্রচেষ্টা করে। রোমানদের সাথে যুদ্ধ খুব মারাত্মক ও রক্তক্ষয়ী ছিল। আবু সুফিয়ান (রাঃ) এবং হিন্দা (রাঃ) এসব যুদ্ধে খুব আন্তরিকতার সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। কোন কোন জীবনী লেখকের মতে, যে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে স্বামী–স্ত্রী দু'জনে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন তার চেয়ে বেশী উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তারা এসব যুদ্ধে কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। অফুরন্ত উৎসাহ–উদ্দীপনা দুর্বার সাহস এবং দৃঢ় ঈমানের দ্বারা স্বামী–স্ত্রী ইসলাম বিরোধীতার কাফফারা আদায় করেছেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ ছিল খুব মারাত্মক এবং তার পরিণতি ছিল অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। এ যুদ্ধের জয় পরাজয়ের ওপর ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্ভরশীল ছিল। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হলে রোমান সৈন্যরা মদীনার ইসলামী রিয়াসাতের উপর হামলা করত। বস্তুতঃ ইসলাম এক আন্তর্জাতিক উদীয়মান শক্তি হিসেবে টিকে থাকবে কি না তা এ যুদ্ধের ফলাফলের উপর নির্ভর করছিল।

রোমান সম্রাট সাম্রাজ্যের যাবতীয় শক্তি এ যুদ্ধে নিয়োজিত করেছিল। দু'লক্ষের বেশী রোমীয় সৈন্য যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিল। তারা ছিল অস্ত্র সস্ত্রে খুব সুসজ্জিত। মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা ছিল ত্রিশ এবং চল্লিশ হাজারের মাঝামাঝি। আবু সুফিয়ান ও হিন্দা ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করেন। রোমানদের প্রচন্ড হামলায় মুসলমানদের লাইন ভেংগে যায় এবং তারা পশ্চাদাপসারণে বাধ্য হন। মুসলিম মহিলাগণ তাবুর খুটি নিয়ে রোমান সৈন্যদের আঘাত করেন। যুদ্ধ ময়দান থেকে পাথর সংগ্রহ করে তাদের উপর নিক্ষেপ করেন। হিন্দা কবিতা আবৃত্তি করে মুসলমান সৈন্যদেরকে উৎসাহিত করতেন। পশ্চাত অপসারণকারীদের ঘোড়ার মুখে লাঠি দিয়ে আঘাত করে যুদ্ধের ময়দানের দিকে ধাবিত করতেন। তিনি তাদেরকে লজ্জিত এবং উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেনঃ তোমরা জান্নাত ছেড়ে দোযখ খরিদ করছ এবং তোমাদের স্ত্রীদেরকে রোমানদের কাছে রেখে যাচ্ছ। হিন্দা ও অন্যান্য মুসলিম মহিলার কথার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক মুসলিম সৈন্য যুদ্ধের ময়দানে ফিরে এসেছেন এবং দুর্বার হামলার দ্বারা রোমানদের শক্তি পর্যুদস্ত করেছেন।

www.pathagar.com

রোমানদের হামলার প্রচন্ডতা এত বেশী ছিল যে, আবু সুফিয়ানের মত দক্ষ এবং সাহসী যোদ্ধা কোন এক সময়ে পেছনে হটে গিয়েছিলেন, হিন্দা তা দেখে খুব রাগ পেয়েছিলেন এবং তাবুর খুটা দিয়ে তার ঘোড়ার মুখ যুদ্ধের ময়দানের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেনঃ আল্লাহর কসম সত্য দ্বীনের বিরোধীতা ও আল্লাহর রাসুলের বিরোধীতার ক্ষেত্রে তুমি খুব অগ্রসর ভূমিকা পালন করেছ। সত্য দ্বীনের ঝান্ডা সমুন্নত করে আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য জীবন উৎসর্গ করার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। বলাবাহুল্য স্ত্রীর বাক্যবান আবুসুফিয়ানের পৌরুষে আঘাত দিয়েছিল এবং তার মধ্যে ঈমানী দৃঢ়তা সৃষ্টি করেছিল। তিনি পুনরায় বীর বিক্রমে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লেন।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে রোমান সৈন্যগণ মহিলাদের তাবুর নিকট এসে গিয়েছিল। হিন্দা (রাঃ) উম্মে হাকীম, উম্মে আবান (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীয়াদের নেতৃত্বে মহিলাগণ তাবুর খুটি উপড়িয়ে রোমান সৈন্যদের মোকাবেলা করেন। এদের হাতে বহুসংখ্যক রোমীয় সৈন্য হতাহত হয়েছিল।

হিন্দা অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তার গুণাবলী ছিল বহু প্রশংসিত। কবিতা রচনা ও আবৃত্তি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। বদর ও ওহুদের যুদ্ধে কবিতা রচনা করে কাফের সৈন্যদের উৎসাহিত করতেন। বদর যুদ্ধে তার ভাই আবু হুযায়ফা (রাঃ) নবীকরিম (সাঃ)-এর অন্যতম সাহাবী হিসেবে মুসলিম সৈন্যের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। হিন্দা ভাইকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কবিতা রচনা করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার কাব্যের বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হল। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ শান্তিকে উপেক্ষা করে আখেরাতের কামিয়াবীর জন্য জীবনের সর্বস্ব কোরবান করার উদাত্ত আহবান তাঁর কবিতায় স্থান পেত।

তিনি কাফের অবস্থায় উদার মনের অধিকারী ছিলেন। ইবনে হিশাম তার জাহেলিয়াতের যিন্দেগীর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। নবী করীম (সাঃ)-এর কন্যা যয়নব (রাঃ) যখন মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করেন তখন হিন্দা তাঁকে আত্মীয়া হিসেবে সাহায্য করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি যয়নব (রাঃ)-কে বলেছিলেন হে বিনতে মুহাম্মাদ তুমি তোমার পিতার কাছে যাচ্ছ। তোমার কোন জিনিসের প্রয়োজন হলে আমার কাছে বল আমি তার ইনতেজাম করব।

এ মহিয়সী মহিলা উসমান গনি (রাঃ)-এর খেলাফতের সময় ইন্তেকাল করেন। ইসলামের ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব আমির মাবিয়া (রাঃ) তার পুত্র।

www.pathagar.com

হিন্দ বিনতে আমর বিন হারাম আন সারীয়া

আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত মোমেন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত সে আমাকে তার পিতা মাতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশী ভাল না বাসে।" – বুখারী, মুসলিম

পরিচিতি

হিন্দ (রাঃ) একজন সাধারণ আনসার মহিলা। তিনি ইসলামী আন্দোলনেরও একজন সাধারণ কর্মী ছিলেন। বিপ্লবের পয়গাম তাঁর বুকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। নতুন আদর্শের প্রবর্তকের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা, অঢেল ভক্তি। জীবনের চেয়ে পরম প্রিয় স্বামী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন থেকে তিনি নবী করীম (সাঃ) কে অধিক ভালবাসতেন। বলাবাহুল্য নতুন জীবনের গোড়াপত্তনকারীকে প্রগাঢ়ভাবে ভালবাসতে পারলেই দুরহ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে পারে মানুষ।

নারী পুরুষদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা–

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস নারী–পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টারই ইতিহাস। শুধু পুরুষ সমাজই মুহাম্মদ (সাঃ)–এর আহবানে সাড়া দেয়নি, আদর্শের আগুন বুকে নিয়ে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন মক্কা–মদীনার অসংখ্য মা–বোন–স্ত্রী। পুরুষ তলোয়ার হাতে জিহাদের ময়দানে গিয়েছেন, তার সাথে গিয়েছেন নারী কোমর বেধে। বলছেন তারাঃ হে আল্লাহর রাসূল আমাদের হাতেও তলোয়ার দিন, আমরাও ঘোর বিপদের দিনে ঘরের কোনে বসে থাকতে চাইনা। শত্রুর মোকাবেলা আমরাও করব। পুরুষের সাথে থেকে পুরুষের পাশে থেকে তাকে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার প্রেরণা দান করব। খাদ্য তৈরী করে, পানি সরবরাহ করে এবং আহত ভাইদের সেবা করে আল্লাহর ফৌজের শক্তি বৃদ্ধি করব। যারা বাড়ীতে যেতেন কোন কারণে, তারা যুদ্ধের ফলাফল জানবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য এসব মহিলার আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। আদর্শের জন্য কোন কোরবানিই তাদের কাছে কঠিন ছিল না, আদর্শের প্রচারক নবী মুহাম্মনদ (সাঃ) কে নিজের প্রাণের চেয়ে, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রিয় জনের চেয়েও তারা অধিক ভালবাসতেন। ইসলামী আন্দোলনের নেতা আল্লাহর নবীর কোন দুঃসংবাদ পেলে তারা বিচলিত হয়ে পড়তেন। স্বামীর সংবাদ, পুত্রের নিহত হওয়ার করুন কাহিনীও সে চিন্তা থেকে দূরে সরাতে পারত না তাদেরকে।

এক আদর্শহীন সমাজের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সেদিনের মুক্তি পাগল আদর্শবাদী মানুষের ত্যাগের ঘটনাগুলো আমরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারব না। আমাদের কাছে এগুলো নিছক কাহিনী হতে পারে। কিন্তু অদভূত হলেও সেদিনের নতুন সমাজের দাবীদারদের চরিত্র ও মানসিকতার সেটা ছিল আসল রূপ।

নবী করীম (সাঃ)-এর আদেশ পূর্ণগুরুত্ব সহকারে পালন না করায় ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন, অসংখ্য সাহাবী শহীদ হওয়া ছাড়াও স্বয়ং আল্লাহর রাসূলও আহত হন এ যুদ্ধে। শত্রুর তীরের আঘাতে তার দাঁতও একটি ভেঙ্গে যায়। যুদ্ধের ময়দানে এক মিথ্যা দুঃসংবাদ রটে যায় যে, কাফেররা মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে হত্যা করে ফেলেছে। দুঃসংবাদ পেয়ে বিপর্যস্ত মুসলমানগণ খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। দুঃখ, হতাশা, নৈরাশ্যে মুসলমানদের অন্তর জর্জরিত হয়ে যায়। অবশেষে খবর মদীনায় এসে পৌছল। বৃদ্ধ, অক্ষম ও স্ত্রীলোকগণ দুঃসংবাদ পেয়ে খুব চিন্তিত হলেন, জনৈকা আনসার মহিলা মহানবীর ইন্তেকালের খবরে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন। প্রকৃত সংবাদ অবগত হওয়ার জন্য তিনি উম্মাদিনীর ন্যায় ডওহুদ পর্বতের দিকে প্রায় ছুটে চললেন।

কিছুদুর অগ্রসর হওয়ার পর একদল লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। তিনি তাদের কাছে আল্লাহর রাসূলের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু জবাব পেলেন না।

এদের একজন বললঃ শত্রুর তরবারীর আঘাতে আপনার স্বামী শহীদ হয়েছেন। এতে তিনি মোটেই বিচলিত হলেন না। উচ্চারণ করলেন ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজেউন। তারপর পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করলেন, নবী করীমের অবস্থা আমাকে বলুন, তিনি কেমন আছেন?

www.pathagar.com

ভালবাসার উজ্জল দৃষ্টান্ত

দলের লোকেরা এবারও তার কথার সঠিক জবাব দিলনা, তাদের একজন বললঃ আপনার স্বামী শহীদ হয়েছেন ওহুদের ময়দানে। দ্বিতীয় ব্যক্তি তার প্রিয় পুত্রের শাহদাতের খবর দিল। তৃতীয় ব্যক্তি খবর দিল কাফেররা আপনার ভাইকেও শহীদ করেছে। তিনি পুনর্বার ইন্নালিল্লাহ পাঠ করলেন।

একে একে তিনজন প্রিয় ব্যক্তির দুঃসংবাদও তার অন্তর থেকে নবীর চিন্তা দূর করতে পারল না। আগের মতই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তিনি জানতে চাইলেনঃ রাসূল (সাঃ)–এর অবস্থা আমাকে বলুন।

এবার দলের লোকেরা আসল উত্তর দিল, নবী করীম (সাঃ) প্রত্যাবর্তন করছেন, তিনি ভালই আছেন। আনসার মহিলাটি এতেই নিশ্চিত হতে পারলেন না, তাদেরকে বললেনঃ তিনি কোথায় আছেন বলুন।

তারা সামনে একটি জনতার দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে দেখিয়ে দিল। তিনি সেখানে গিয়ে নবী করীম (সাঃ) কে দেখে আশ্বস্ত হলেন, তাকে সম্বোধন করে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কোরবান, কারও মৃত্যুর জন্য আমি চিন্তা করি না।

এতটুকু অনুরাগ না থাকলে কোন আদর্শবাদী দল দুনিয়ায় কোন স্থায়ী ও কল্যাণকর সমাজ ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করতে পারে না। ইতিহাস এর সাক্ষ্য প্রদান করে।

মহানবী (সাঃ) কে যিনি নিজের প্রিয় স্বামী, নয়ন শীতলকারী সন্তান এবং আপন ভাইয়ের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন, তিনি হলেন হিন্দ বিনতে আমর বিন হারাম আনসারীয়া।

এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, হিন্দ (রাঃ)–এর সাথে তার উট ছিল। তিনি স্বামী আমর বিন জমুহ, সন্তান খাল্লাদ বিন আমর (রাঃ) এবং ভাই আবদুল্লাহ বিন আমরের লাশ তালাশ করে বের করলেন এবং উটের পিঠে উঠালেন। তার ইচ্ছা ছিল মদীনাতে তিনি তাদেরকে দাফন করবেন। কিছুদুর অগ্রসর হলে

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) –এর সাথে তার সাক্ষাত হল। তিনি অন্যান্য মহিলা সহ ওহুদের দিকে যাচ্ছিলেন নবী করীম (সাঃ)–এর সংবাদ জানার জন্য। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) হিন্দ (রাঃ) কে নবী করীম (সাঃ)–এর কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। হিন্দ (রাঃ) বললেনঃ আলহামদু লিল্লাহ! রাসূলুল্লাহ নিরাপদ রয়েছেন। এগুলো আমার স্বামী, পুত্র এবং ভাইয়ের লাশ। তারা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। যখন উম্মুল মুমিনীনের সাথে তিনি আলাপ করছিলেন তখন তার উট বসে পড়ল। তিনি অনেক চেষ্টা করেও তাকে উঠাতে পারলেন না। মদীনার দিকে উটটি মোটেই চলতে চাইলনা। উম্মুল মুমিনীন বললেনঃ সম্ভবতঃ বোঝা বেশী হয়ে যাওয়ার কারণে দাঁড়াতে পারছে না।

হিন্দ (রাঃ) বললেনঃ উম্মুল মুমিনীন তা নয়; তারচেয়ে বেশী বোঝা বহন করে।

অতঃপর হিন্দ (রাঃ) তাঁর উটের মুখ ওহুদের দিক করলেন। উট দ্রুত গতিতে ওহুদের দিকে অগ্রসর হল। হিন্দ নবী করীম (সাঃ)–এর নিকট তিনটি লাস নিয়ে গেলেন। তখন তিনি অন্যান্য শহীদের লাশ দাফন করছিলেন। তিনি হিন্দ (রাঃ) –কে জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের কেহ কি যুদ্ধে যাওয়ার সময় কিছু বলেছিল?

হিন্দ (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী আমর বিন জমুহ্ রওয়ানা হওয়ার সময় দোয়া করেছিলেনঃ

হে আল্লাহ! আমাকে শাহাদাত দান করুন, পরিবার পরিজনের কাছে ব্যর্থ হয়ে যেন না ফিরি।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাদের লাশ ও দাফন করলেন।

www.pathagar.com

হামনা বিনতে জাহাস (রাঃ)

নাম ও পরিচিতি

হামনা বিনতে জাহাস (রাঃ) উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে জাহাস (রাঃ)-এর আপন বোন। পিতা জাহাস বিন রাআব কোরায়েশের একটা উপশাখা আসাদ বিন খুজাইমার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হামনার মাতা উমাইমা কোরায়েশের প্রখ্যাত নেতা আবদুল মুত্তালিবের কন্যা ছিলেন। এ সূত্রে তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) –এর ফুফাতো বোন। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ বিন জাহাস ইসলামের ইতিহাসে শহীদে ওহুদ (ওহুদ যুদ্ধের শহীদ) এবং আল্লাহর পথে বিকলাঙ্গ নামে খ্যাত।

রেসালতে মুহাম্মাদীর উপর যারা মক্কী জিন্দেগীর প্রথম দিকে ঈমান এনেছিলেন তাদের মধ্যে হামনা বিনতে জাহাস (রাঃ) ও রয়েছেন। তাঁর স্বামী মাসআব বিন আমীর একই সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন বলে অনুমিত হয়। জাহাস পরিবারের অন্যান্য সদস্য যথা যয়নব বিনতে জাহাস (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন জাহাস (রাঃ)-ও আল্লাহর রসূলের আহবানে একেবারে প্রথম যুগে সাড়া দিয়েছিলেন। মক্কী যুগের মুসলমানদের উপর যে নির্যাতনের ষ্টীম রুলার চালান হয়েছিল তাতে জাহাস পরিবারের লোকজনও নিষ্পেসিত এবং নির্যাতিত হয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যখন হিজরতের নির্দেশ মুসলমানদেরকে প্রদান করলেন তখন হামনা বিনতে জাহাস (রাঃ) এবং তাঁর স্বামী মাসআব বিন আমীর (রাঃ)-ও মদীনা চলে যান। মুহাজির ও আনসার মহিলাদের সাথে তিনিও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট 'বাইয়াত' করেন।

হামনা ও তাঁর স্বামী মাসআব (রাঃ) মদীনার যিন্দেগীতে আরামের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু ওহুদের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী যুদ্ধ তাদের সুখের সংসার ভেংগে দিল। তিনি স্বামীর সাথে ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরও মহিলাদের সাথে আহত মুজাহিদদের সেবা শুশ্রুসা করতেন এবং পানি পান করাতেন। ওহুদের যুদ্ধের ময়দানে হামনা যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন তা গুরুত্ব পূর্ণ এবং ঐতিহাসিক মর্যাদার অধিকারী। স্বামী মাসআব বিন আমীর (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর প্রিয় সাহাবী ছিলেন। মাসআব বিন আমীর

www.pathagar.com

মদীনাতে প্রচারের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর হেকমত পূর্ণ দাওয়াত ও তাবলিগের কারণে আওস ও খাজরাজ গোত্রের বহু ব্যক্তি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাসআব (রাঃ) যুদ্ধের শুরুতে শাহাদাতের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন। তিনি তার দোয়াতে এ আকাংখা প্রকাশ করেন যে তার শত্রু যেন তার নাক-কান এবং ঠোট প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেলে যাতে তিনি কিয়ামতের দিন ক্ষতবিক্ষত এবং বিকলাঙ্গ অবস্থায় আল্লাহর দরবারে হাযির হতে পারেন এবং বলতে পারেন, হে আল্লাহ তোমার রাস্তায় আমার এ অবস্থা হয়েছে। যুদ্ধের তিনি ময়দানে শত্রুদের উপর ঝাপিয়ে পড়েন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হন। শাহাদাতের পেয়ালা পান করার পর শত্রুগণ মাসআব বিন আমির (রাঃ)-এর লাশ ক্ষতবিক্ষত করে এবং তার নাক কান কেটে দিয়েছিল। এজন্য তাকে আল্লাহর পথে বিকলাঙ্গ এবং শহীদে ওহুদ নামে আখ্যায়িত করা হয়। ওহুদের যুদ্ধে হামনা (রাঃ) এর আপন ভাই আবদুল্লাহ বিন জাহাস ও শাহাদাতের সে ভাগ্য হাসিল করেছিলেন এবং শত্রুগণ মাসআবের ন্যায় তার লাসকেও ক্ষতবিক্ষত করেছিল এবং নাক-কান কেটে দিয়েছিল। তাই তাকেও আল্লাহর পথে বিকলাঙ্গ এবং শহীদে ওহুদ হিসেবে স্মরণ করা হয়। একই যুদ্ধে তার মামাও শহীদ হয়েছিলেন।

হামনা বিনতে জাহাস (রাঃ) প্রথম ভাইয়ের শাহাদতের সংবাদ লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সাথে ভাইয়ের শাহাদাতের সংবাদ গ্রহণ করেন। অতঃপর স্বামীর শাহাদতের সংবাদ শুনার সাথে সাথে তার ধৈর্যের বাধ ভেংগে গিয়েছিল। তিনি চীৎকার দিয়ে উঠেছিলেন। আল্লাহর রাসুল (সঃ) তার চীৎকার শুনে মন্তব্য করেছিলেন, তার অন্তরে স্বামীর ভালবাসা কত বেশী ছিল। প্রথম স্বামী ইনতিকালের পর তিনি সাহাবে ওহুদ ওহুদের বীর- যিনি সাতজন মুজাহিদের শাহাদাতের পর আল্লাহর রাসুলের উপর হামলাকারীদেরকে একা যুদ্ধ করে নিহত ও ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছিলেন সেই তালহা বিন আবদুল্লার সাথে তার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ওহুদের বীর তালহা বিন আবদুল্লাহর সাথে তার দাম্পত্য জীবন সুখ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকার বিরুদ্ধে মুনাফিকগণ ষড়যন্ত্র করলে হামনা বিনতে জাহাস, হাস্‌সান বিন সাবিত (রাঃ) এবং মিসতাহা (রাঃ)-ও তাদের প্রচারনার খপ্পরে পড়ে যান। এটা তার জীবনের একটা বেদনা দায়ক ঘটনা। অবশেষে আল্লাহ সুবহানাহু উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর নিষ্পাপ

www.pathagar.com

হওয়ার বিষয় ঘোষণা করলে তিনি খুব লজ্জিত হন এবং আল্লাহর নিকট তওবা করেন। কিন্তু আয়েশা (রাঃ)–এর জীবনী লেখকগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে হামনা (রাঃ) পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটি উম্মুল মুমিনীন কখনও ভুলতে পারে নি।

তিনি আল্লাহর রাসূলের কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে তার পুত্র ইমরান বিন তালহাও রয়েছেন। হামনা (রাঃ) ২০ হিজরীর পর কোন এক সময় ইনতিকাল করেন। তিনি তিন সন্তানের জননী ছিলেন, সন্তানের মধ্যে একজন কন্যা এবং দুইজন পুত্র ছিলেন, কন্যা জয়নবের পিতা ছিলেন শহীদে ওহুদ মাসআব (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ (রাঃ) এবং ইমরান (রাঃ) এর পিতা ছিলেন ওহুদের বীর তালহা বিন আবদুল্লাহ।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত মহিলা বিষয়ক কিছু বই

* পর্দা ও ইসলাম
  -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* স্বামী স্ত্রীর অধিকার
  -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী
  -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়
  -অধ্যাপক গোলাম আযম
* মহিলা সাহাবী
  -তালিবুল হাশেমী
* ইসলামী সমাজে নারী
  -সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী
* মহিলা ফিকহ ১ম ও ২য় খণ্ড
  -আল্লামা আতাইয়া খামীস
* ইসলাম ও নারী
  -মুহাম্মদ কুতুব
* আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা
  -আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ
* আল কুরআনে নারী ১ম ও ২য় খণ্ড
  -অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন
* একাধিক বিবাহ
  -সাইয়েদ হামেদ আলী
* নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার-শামসুন্নাহার নিজামী
* নারী মুক্তি আন্দোলন ,,
* পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন ,,
* দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব ,,
* আদর্শ সমাজ গঠনে নারী ,,
* পর্দা কি প্রগতির অন্তরায় ?
  -সাইয়েদা পারভীন রেজভী
* পর্দা প্রগতির সোপান
  -অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম
* বাংলাদেশে নারী মুক্তি আন্দোলনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া
  -মোঃ আবুল হোসেন বি. এ

www.pathagar.com